ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

(সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য—৭ম খণ্ড।)

যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনাতত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ

বা

পুরশ্চরণপ্রদীপ

কুণ্ডলিনী-জাগরণ, নাদতত্ত্ব, সুষুম্নাদি-নাড়ীতত্ত্ব, ধ্যান ও জপ বিজ্ঞান, বিস্তৃত শিবপূজাবিধি, চাতুর্মাস্য, যোগিরোগ, স্বরোদয়োক্ত স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াবিধান, তত্ত্বাদির অনুগত মানবপ্রকৃতি, রোগাদি শান্তিকর মন্ত্র ও ঔষধাবলি এবং বিবিধ বিষয় পূর্ণ বিস্তৃত পরিশিষ্ট-সম্বলিত।

সাধনপ্রদীপ, গুরুপ্রদীপ, জ্ঞানপ্রদীপ, গীতাপ্রদীপ ও পূজাপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত।

শিল্প ও সাহিত্য পুস্তক বিভাগ হইতে
শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কাব্যশিল্পবিশারদ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

 কলিকাতা। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের সকল ধর্ম্মগ্রন্থাবলী দীপালীর মত ধর্ম্মপ্রাণ সাধকমণ্ডলীর প্রাণ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অতি দুঃখের সহিত সাধারণকে জানাইতেছি যে, তাঁহার অন্যতম অপূর্ব্ব গ্রন্থ পুরশ্চরণ প্রদীপ খানি প্রকাশ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া গেল। ইহার একমাত্র কারণ পূজ্যপাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, গত বৎসর হইতে পূজ্যপাদকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মাদ্রাজ; কারশিয়ং, কাশী ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে থাকিতে হইতেছে। সুতরাং প্রুফ ইত্যাদি দেখার নানারূপ অসুবিধা ঘটে। তাহা ছাড়া মুদ্রণ কার্য্যেও অনেক বাধা বিঘ্ন পাইতে হইয়াছে। পূজ্যপাদের আদেশমত পুস্তকের মূল বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণাশুদ্ধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় নাই, এ কারণ জ্ঞানী সাধকমণ্ডলীর নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা যেন সে বিষয় কোন ত্রুটী না লইয়া নিজ সাধনাদি কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকুন।

ভবদীয়—

শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল। প্রকাশক।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরুবে নমঃ।

আত্মনিবেদন।

পরম পূজ্যপাদ ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ ঠাকুর,

আমার হৃদয়নাথ অন্তর দেবতা! আশৈশব নিজপ্রিয়সখারূপে এই অধমকে সঙ্গে রাখিয়া, সকল কর্ম্মে কতই না আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, অনন্তর অন্তিম সন্ন্যাসাধিকার প্রদান সময়েও সেই উদার, ঐকান্তিক স্নেহ ও অনুরাগ ভরেই দাসকে নিজ বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ভবদীয় মুখারবিন্দ হইতে কি এক দৈবভাবে যেন অনায়াসে প্রকাশ হইয়া পড়িল—"কৃষ্ণার্জ্জুনসম সখাত্ব আজ আমাদের সম্পূর্ণ হইল।" সে পুণ্যস্মৃতি অন্তরে নিত্য জাগরূক থাকিয়া, এতকাল ধরিয়া এই অকর্ম্মণ্য দীন সেবক দ্বারা যাহা আপনারই আদেশ পালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা পূর্ণ করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য আপনিই যে, অবিরতভাবে প্রদান করিতেছেন, তাহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ ভাবেই অনুভব করিতেছি। আপনার অভিলষিত অসম্পূর্ণ কর্ম্ম আপনিই কতকটা স্ব-ইচ্ছায় সম্পন্ন করিয়া লইলেন; অবশিষ্ট কর্ম্মসমূহ এই জীর্ণ দেহ যোগে আর সম্ভবপর বলিয়া যে মনে হয়না প্রভো! তাই কিঙ্করের এই অন্তিম আত্মনিবেদন—এক্ষণে শ্রীপাদুকা প্রান্তে চির-বিরাম ও শান্তি প্রদানে কৃতার্থ করুন।

পুরি সমুদ্রতট, গঞ্জাম,
শ্রীশ্রীরামনবমী
২৪শে চৈত্র, সন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

আপনার স্নেহের—
সচ্চিদানন্দ।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

একটী গীত—কীর্ত্তনের সুরে গেয়।

(ওহে) আসিবে বলিয়া কমল আসন,
রেখেছি হৃদয়ে পাতিয়া।
হৃদয়ের নাথ চির প্রাণসখা,
থেকনা আমারে ভুলিয়া॥

দিবানিশি আমি আশাপথ চাহি,
রহিগো তোমারই লাগিয়া।
কোথা প্রেমনাথ এস কৃপা করি,
রেখোনা সুদূরে ফেলিয়া॥

পতিত বলিয়া করোনাহে হেলা,
দিয়াছি এ হিয়া সঁপিয়া।
প্রেমসিন্ধু তুমি বিন্দুপ্রেম আশে,
সতত রহেছি চাহিয়া॥

তোমার বিহনে অধীর এ হৃদি,
এসহে করুণা করিয়া।
কিঙ্কর যে তব রহে অবিরত,
চরণ দুখানি স্মরিয়া॥

ভূমিকা।

পরম করুণানিদান নিত্য পূজাস্পদ ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরুমণ্ডলীর অসীম কৃপা ও অনির্ব্বচনীয় অন্তর-আদেশেই "পুরশ্চরণপ্রদীপ" এতদিনে "সনাতন-সাধনতত্ত্ব" বা তন্ত্ররহস্যের ৭ম খণ্ডরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইল।

ইহা প্রথমে 'পূজাপ্রদীপেরই' অঙ্গরূপে প্রকাশিত হইবার লৌকিকী ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহার অলৌকিকী ইচ্ছায় যাহা হইবার, আজ তাহাই হইল। এই অকর্ম্মণ্য অঙ্গ অবলম্বনেও "তাঁহার কর্ম্ম করাইয়া লইবার পক্ষে তিলমাত্রও যে বিরতি নাই, তাহা এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে। আর কতকাল যে, এই প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ অবিরতভাবে চলিবে, তাহাও তিনিই জানেন! তবে—'সে' কিন্তু কেবল কর্ম্মক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে "যাচিছে চিরবিরাম, 'ব্রহ্মানন্দ' স্থিতি যেথা!"

যাহা হউক 'পুরশ্চরণপ্রদীপ' স্বতন্ত্র অঙ্গে বিকশিত হইলেও, 'পূজাপ্রদীপেরই' অঙ্গ বিশেষ বা তাহার 'পরিশিষ্ট' স্বরূপে সাধক সমাজে ইহা সতত গ্রহণীয়। সুতরাং স্নেহাস্পদ সাধকমাত্রেই 'পূজাপ্রদীপ' বেশ আয়ত্ত করিয়া এই 'পুরশ্চরণ প্রদীপও' ভক্তিবিশ্বাসপুষ্ট অন্তরে বুঝিতে এবং ইহার বিধানমত যথাসাধ্য কার্য্য করিতে যত্নবান হইবে, তাহা হইলেই মন্ত্র-পুরশ্চরণের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধসহ অনায়াসে মন্ত্রাদি যোগ সাধনায় সিদ্ধি ও অলৌকিক আনন্দ লাভ করিতে পারে।

সাধারণ মন্ত্রযোগী বা পূজক মাত্রের সুবিধা ও অবগতির জন্য ইহাতে—'তিলকধারণ,' নিত্য পূজায় দেবতাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় 'গন্ধ-পুষ্প ও পত্রাদির' বিস্তৃত বিধান; ভারতে—'

ক্রান্তা' 'রথক্রান্তা' ও 'অশ্বক্রান্তার' প্রকৃত স্থাননির্ণয়াদি বিষয় পাদটীকামধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'শিবপূজার প্রশস্তবিধান'—'বাণলিঙ্গ ও পার্থিব শিবপূজাদি' এবং 'বাণ-লিঙ্গাদি শিবের লক্ষণ ও পরিচয়াদিও' বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 'পরা' ও 'পশ্যন্তী' আদি চতুর্বিধা 'নাদবিজ্ঞান,' 'ধ্যান ও জপবিজ্ঞান' এবং শাম্ভবী বা 'বেদদীক্ষা,' 'কুণ্ডলিনী-জাগরণ' ও 'সুষুম্নাদি নাড়ীতত্ত্ব' বিষয়েও বহু গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। সাধনাভিলাষী পাঠক, ভক্তিযুক্ত অন্তরে বেশ মনোযোগ দিয়া সেই সকল অংশ বুঝিতে যত্ন করিলে, সাধনার পথে অনায়াসে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে।

বিধিমত পুরশ্চরণ কার্য্য প্রত্যেক মন্ত্রযোগী সাধকেরই যথাশক্তি সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। তবে কোনরূপে একবার বা একটী মাত্র পুরশ্চরণ করিলেই যে, তাহার সকল সিদ্ধি একেবারে করতলগত হইল, এরূপ ধারণা সকলেরই সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; বরং ইহার তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে, ইহা যে আত্মজ্ঞানাভিলাষী মুমুক্ষুজনের অপরিত্যাজ্য নিত্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীসদাশিব ত্রি-সত্য করিয়া বলিয়াছেন,—"জপাদ্‌সিদ্ধি-র্জপাদ্‌সিদ্ধির্জপাদ্‌সিদ্ধির্ণসংশয়॥" অর্থাৎ (অবিরত জপের দ্বারাই তুমি নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।) অতএব তোমার মন্ত্র-যোগ হইতে রাজযোগ পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই কোন না কোন প্রকারে জপযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। সুতরাং সেই জপকার্য্য যাহাতে বিধিমত সম্পন্ন হয়, তাহাই

প্রথম হইতে পুরশ্চরণ অঙ্গরূপ তোমার লক্ষ্যস্থির দ্বারা সতত সাধন করিবার জন্যই শ্রীসদাশিব গুরুমুখে এই সমুদায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহা সর্ব্ব প্রথমেই মন্ত্রের লক্ষ আদি কতিপয় সংখ্যামূলক জপ, সাধকের এই 'স্থূললক্ষ্য' হইতে আরম্ভ করিয়া, পরে 'সূক্ষ্মলক্ষ্য' রূপ দ্বিতীয় ক্রিয়ায়—মন্ত্রার্থ ভাবনাসহ 'গুরু-মন্ত্র-দেবতার' সমন্বয়ভূত অব্যক্ত 'লক্ষ্যস্থির' করা; এবং তৃতীয় বা অন্তিম ক্রিয়ায়—সেই সাধনপুষ্টির বলে, প্রকৃত 'লক্ষ্যভেদ' দ্বারা 'কারণ'রূপ আত্মযোগশক্তি বা তোমার 'যজ্ঞশক্তিকে' অর্থাৎ সাধনার আমূল পঞ্চাঙ্গময় 'পঞ্চযজ্ঞশক্তিরফল' তোমাকে লাভ করিতেই হইবে। * 'শিবাগমে' শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽখিল যজ্ঞফলং লভেৎ।
সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেঽসৌ মহাফলম্॥"

অর্থাৎ জপনিষ্ঠ ব্যক্তিই সমস্ত যজ্ঞফল লাভ করিয়া থাকে, কারণ সমস্ত যজ্ঞ অপেক্ষা এই পুরশ্চরণরূপ জপযজ্ঞই মহাফলপ্রদ। অতএব এই মহাযজ্ঞে সিদ্ধ ব্যক্তিই একদিন যোগিশ্রেষ্ঠ মহাবীর 'অর্জ্জুনসম' লক্ষ্যভেদ দ্বারা যেন সেই পঞ্চাঙ্গ শক্তিস্বরূপা কারণ যজ্ঞোদ্ভবা যাজ্ঞসেনী বা যজ্ঞসেনানীর লাভযোগে 'সাধনসমরে' অক্ষয় বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তাই বলি—বাবা, কেবল বাক্য, বিচার ও সাধনার বাহ্য অনুষ্ঠানে লিপ্ত বা তৃপ্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না, যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও,

---

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের 'জপ' অংশ মধ্যেও অনেকটা খুলিয়া বলা হইয়াছে।

অযোগীর ভ্রান্ত মৌখিক উপদেশমাত্র ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্য সিদ্ধগুরুমণ্ডলীর অভ্রান্ত উপদেশসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক অদম্যভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ কর। লক্ষ্য স্থিরসহ সাধনসামর্থ্য সঞ্চয় কর। তোমার পুরশ্চরণ কার্য্যের কোন অবস্থাতেই প্রকৃত বস্তুতে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইও না। সদাই শ্রীইষ্টগুরুতে অন্তর্লক্ষ্য রাখিয়া একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তিযোগে বিধিমত সাধন করিয়া যাও; সময়ে অবশ্যই সেই অপার আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। তুমি সফল মনোরথ হইবে। প্রার্থনা করি, পূজ্যপাদ ষট্ শ্রীমদ্ গুরুমণ্ডলী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

এই 'পুরশ্চরণপ্রদীপের' পরিশিষ্ট অংশেও কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথা—'চাতুর্ম্মাস্য ব্রতবিধান', 'যোগিরোগ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধান', (যাহার কতকগুলি মদীয় পূর্ব্বাশ্রমের বিশেষ পরিচিত ও গুরু ভ্রাতা সম্পর্কীয় যোগিবর স্বর্গীয় উমানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজেই পরীক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কতকগুলি সেই পূর্ব্বাশ্রমেরই বন্ধুপ্রবর পরলোকগত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় এবং অবশিষ্ট যাহা আমি স্বয়ং পরীক্ষাদ্বারা উপকার পাইয়াছি তাহাও) ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায়, এতদ্ব্যতীত সেই অংশে সাধারণের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বহু বিষয় প্রকাশিত হওয়ায়, সাধকগণের যে, যথেষ্ট উপকার হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নেহাস্পদ, তাহাও শ্রদ্ধাসহকারে পরিদর্শন করিও। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

স্বরস্বেশ্রেশ্বর মন্দির, সরযূতট,
শ্রীশ্রীগঙ্গাদশহরা,
কলেগতাব্দা ৫০২৮। } সচ্চিদানন্দ।

সূচীপত্র।

প্রথম উল্লাস।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

পুরশ্চরণ কাহাকে বলে? ১
(আত্ম-বূ্যহ রচনা) ২
* রাজা দ্রুপদ, দ্রুপদপুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন ৩
(আত্মলক্ষ্য ভেদ) ৫
(কুণ্ডলিনীশক্তির জ্ঞানলাভানুষ্ঠানকেই—'পুরশ্চরণ' বলে; কুণ্ডলিনীই জীবের জীবনী শক্তি বা প্রাণশক্তি) ৬
(কুণ্ডলিনীরূপা প্রাণশক্তির জাগরণকল্পে শ্রীগুরুর কৃপা সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য) ... ৭
(মন্ত্রচৈতন্য প্রদানে যিনি অভিজ্ঞ তিনিই প্রকৃত গুরু) ৮
(প্রকৃত শিষ্যত্ব জগতে নিতান্ত দুর্লভ) ... ৯
পুরশ্চরণ প্রয়োগ বিধি (মুখ্য ও গৌণকল্প) ... ৯
(পুরশ্চরণের প্রধান লক্ষ্যই—মন্ত্র-চৈতন্য লাভ। তাহা ক্রিয়াভিজ্ঞ গুরুরই অপূর্ব্ব দান) ... ১১
শাম্ভবীদীক্ষা বা বেদদীক্ষা-যোগে শক্তি-সঞ্চার ১১ ও ১২
(দীক্ষার ফলে, বৎসরের মধ্যে কোন ভাবের উপলব্ধি না হইলে, অন্য গুরু গ্রহণে দোষ নাই) ... ১৪
পঞ্চাঙ্গ বা মুখ্যপুরশ্চরণ বিধি ১৫
গৌণ বা খণ্ডপুরশ্চরণ বিধি ১৫
পুরশ্চরণ কাল ১৭
পুরশ্চরণ স্থান ১৮

বিষয়।			পত্রাঙ্ক।
কূর্ম্মচক্র	...	..	১৯
(এই চক্রের নাম 'কূর্ম্মচক্র' হইবার কারণ কি ?)		...	২৪
(চক্ররচনা বিধি)	...	...	২৮
পুরশ্চরণকালে আহার্য্য বিধি	...	...	৩৫
পুরশ্চরণ সময়ে পরিত্যজ্য বিষয়	...	...	৩৬
(মৈথুন অষ্টবিধ, ব্রহ্মচর্য্য)	...	...	৩৭
* গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য	...	...	৩৮
(এই সময়ে পরান্ন ভোজন নিষিদ্ধ)	...	...	৩৯
পুরশ্চরণ কালে স্নানাদি বিধি নিষেধ	...	...	৪০
মন্ত্রসিদ্ধির সহায়ক দ্বাদশ বিধি	...	...	৪২
(অষ্টাঙ্গ যোগবিধির অন্তর্গত 'যম' ও 'নিয়ম' বিষয়ে ঋষি ও শিবপ্রোক্ত উপদেশ)		...	৪৩
(জাতকাশৌচ ও মৃতাশৌচ)	...	...	৪৪

দ্বিতীয় উল্লাস।

পুরশ্চরণে পঞ্চাঙ্গ বিধান	...	...	৪৫
১। জপ—(জপ-ধ্যানের পরবর্ত্তী ক্রিয়া)			৪৫ ও ৪৬
(জপের পূর্ব্বে বাহ্য পূজাদির বিধি)	...	...	৪৭
(মূল অভ্যাস পুষ্ট না হইয়া, পুরশ্চরণাত্মক জপ ক্রিয়ায় বিফল মনোরথ)	...	...	৪৭
(সিদ্ধ বংশ গুরুব্যবসায়ী)	...	...	৪৮

বিষয়। | পত্রাঙ্ক।

('লক্ষ' সংখ্যাই প্রথম লক্ষ্যবস্তু, 'গুরু-মন্ত্র-দেবতার একত্বসিদ্ধ জ্যোতিরেখা'—দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু এবং অন্তিম বা তৃতীয় লক্ষ্যই—'লক্ষ্যভেদ') (লক্ষ্যভেদ দ্বারাই কুণ্ডলিনী শক্তিলাভ) ... ৪৯ ও ৫০

(ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব বুঝিবার পক্ষে সূর্য্যাদি প্রতিবিম্বই সাধকের আদর্শ) ৫১

(কামিনী ধ্যান) ৫৩

(লক্ষ্যভেদই—ষট্ চক্র ভেদ) ৫৩

(মুষিক ধরিবার পিঁজরার আদর্শ) ৫৪

(কুণ্ডলিনীই তখন যে কামিনী শক্তিরূপে তেজঃজ্ঞান সিংহের উপর বসিয়া লক্ষ্যভেদ পরায়ণা) ... ৫৫

(মন্ত্রের জাতক ও মরণাশৌচ) ৫৭

মন্ত্রচৈতন্য নাদতত্ত্ব ৫৭

(১) (শ্রেষ্ঠ মন্ত্রচৈতন্য প্রক্রিয়া) ৫৮

(পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী নাদ বিজ্ঞান) ৬০ ও ৬১

(নাদ বিকাশের সহজ উদাহরণে গুড়গুড়ি) ... ৬৫

২। শ্রদ্ধাত্মক সূক্ষ্ম মন্ত্রচৈতন্য ক্রিয়া, ... ৬৭

৩। জপাত্মক প্রধান মন্ত্রচৈতন্য ক্রিয়া ... ৬৮

৪। ধ্যানাত্মক মন্ত্রচৈতন্য ক্রিয়া, ৫। সাধারণ মন্ত্রচৈতন্য ক্রিয়া, মন্ত্রচৈতন্য ভাবের বিকাশ ৬৮ ও ৬৯

(মন্ত্রসিদ্ধির আর এক আনুষ্ঠানিক উপায় ভুতলিপি)... ৬৯

জপের আদি অন্তে তিনবার প্রাণায়াম ও দশবার গায়ত্রী জপ বিধি) ৭০

বিষয়।			পত্রাঙ্ক।
মন্ত্রের দশ সংস্কার	...	...	৭০
+ কালী, তারাদি সিদ্ধ মন্ত্রের সংস্কার প্রয়োজন হয় না।		...	৭১
(মাতৃকাযন্ত্র)	...	...	৭১
১। জনন, ২। জীবন, ৩। তাড়ন, ৪। বোধন, ৫। অভিষেক	...		৭২ ও ৭৩
৬। বিমলীকরণ, ৭। আপ্যায়ন, ৮। তর্পন, ৯। দীপনী			৭৪
১০। গুপ্তি	...	...	৭৫
পুরশ্চরণে জপারম্ভ বিধান (বিঘ্নবিনাশক কীলক)		...	৭৫
(দশদিকের নির্দ্দেশক চিত্র, দশদিক পালের পূজা)			৭৬ ও ৭৭
('আসনভূমির' নিকট প্রার্থনা, বাস্তুপুরুষাদির পূজা, শ্রীগণেশ পূজার সঙ্কল্প ও পূজা)	...	...	৭৮
* ক্ষেত্রপাল ও বাস্তুপুরুষের ধ্যান	...	...	৭৮
(দিকপালদিগের 'বলি' প্রদান)	...	...	৭৯
(গায়ত্রী মন্ত্র জপের সঙ্কল্প ও জপ,)	...	...	৭৯
(পুরশ্চরণ জপের প্রারম্ভ দিবসের কার্য্যাবলী)		...	৮০
* নিত্য কর্ম্মমধ্যে তিলকধারণ বিধি	...	...	৮০
(গুরুদেবের নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা)		...	৮১
(অভীষ্ট দেবতার পূজার ব্যবস্থা)		...	৮২
১। পুজাগৃহে প্রবেশ, ২। সাধারণ আচমন ৩। মন্ত্রাচমন, ৪। সামান্যার্ঘ স্থাপন, ৫। দ্বার দেবতার পূজা, ৬। বিঘ্নাপসারণ, ৭। দশদিক বন্ধন, ৮। ভূমি-শোধন, ৯। আসনশুদ্ধি ও কামিনী ধ্যান, আত্মব্যূহ রচনা, ১০। গুরু প্রণামাদি, ১১। প্রাণায়ামাদি, স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প,			৮৩ ও ৮৪

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

১২। সঙ্কল্পসূক্ত, ১৩। গ্রন্থিবন্ধন, ১৪। করশোধন, ১৫। পুষ্পশোধন, ১৬। পূজাদ্রব্যাদি শোধন, ১৭। শুদ্ধিক্রিয়া, ১৮। আত্মরক্ষা, ১৯। ঘটস্থাপনাদি, ২০। গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা, ২১। শিবের ও বাণলিঙ্গের পূজা ... ৮৫ ও ৮৬

* গণেশ ও পঞ্চদেবতার পূজা উপলক্ষে পত্র পুষ্পাদি সম্বন্ধে বিধি নিষেধ ঃ—১। পুষ্পাদি আহরণ, ২। স্নানের পূর্ব্বে পুষ্পচয়ন, ৩। ভগবতীর পূজায় প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর পুষ্প। লক্ষ্মী, গণেশ, সূর্য্য, সরস্বতী ও শিবপূজায় নিষিদ্ধ পুষ্প ৮৫ ও ৮৬

(অভীষ্ট দেবতার পূজার পূর্ব্বে শিবপূজা) ৮৬ ও ৮৭

৪। ভক্তিযুক্ত হইয়া সকল পুষ্পেই পূজা করা যায়, ৫। সূর্য্য, গণেশ ও বিষ্ণুপক্ষে, ৬। বিষ্ণুর অপ্রিয় পুষ্প, ৭। বিষ্ণুপূজায় প্রীতিকর পত্র বিশেষ, ৮। শিবের প্রিয়, ৯। পার্থিব শিবের অপ্রিয় পুষ্পাদি, ১০। দূর্ব্বার গর্ভ মোচন শিবপূজায় কর্ত্তব্য নহে, শ্রাদ্ধের জন্যই দূর্ব্বার গর্ভ মোচন প্রশস্ত, গর্ভযুক্তা দূর্ব্বা দেবীর তুষ্টিকরী ... ৮৬ ও ৮৭

আমলকী বা ধাত্রী পত্রও পার্ব্বতীর প্রিয়;

(১১) যন্ত্রপুষ্প ... ৮৭

১২। বিল্বপত্রচয়ন মন্ত্র, ১৩। তুলসীচয়ন মন্ত্র, ১৪। পুষ্প-চয়ন মন্ত্র, ১৫। দুর্ব্বাচয়ন মন্ত্র, ১৬। গন্ধ দ্রব্য, ১৭। শক্তি গন্ধাষ্টক, ১৮। শিব গন্ধাষ্টক, ১৯। বিষ্ণু গন্ধাঠক, ২০। অঙ্গুষ্ঠ আদি আঙ্গুল ভেদে দেবদেবীকে চন্দন দান ও পুষ্প অর্পণ বিধি ৮৮ ও ৮৯

(সাম্প্রদায়িকতা ভেদ শূন্য হইয়া শিবলিঙ্গপূজা করিবে) ৮৮

(লিঙ্গ শব্দের তাৎপর্য্য) ... ৯০

বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
(চড়ক উৎসব ও বুড়াশিব)	...	৯২ ও ৯৩
শিবলিঙ্গ পূজাবিধি	... ...	৯৩
* শিবলিঙ্গ অকৃত্রিম ও কৃত্রিম ভেদ ও বিচার	...	৯৩
(বাণ লিঙ্গের পূজা মাহাত্ম্য)	...	৯৫
(বাণ লিঙ্গের লক্ষণ)	...	৯৬
* বাণ লিঙ্গের ভেদ, লক্ষণ ও তাহার ফল	...	৯৭
(শিবলিঙ্গ বা শালগ্রামশীলা তুইটী একত্র পূজা করিতে নাই, পঞ্চবক্ত্র শিবেরই পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত, সেই পঞ্চমুখের নাম ও তাহাদের ক্রিয়া)		৯৯ ও ১০০
শিবরাত্রি ব্রত বিধান	...	১০১
(বাণ লিঙ্গের স্নান ও ধ্যানমন্ত্র)	...	১০৪
(শিবপূজায় শঙ্খপাত্রে বিশেষার্ঘ স্থাপনা নিষিদ্ধ।		১০৫
দশোপচার পূজা		
(পঞ্চোপচার পূজা, প্রাণায়াম ও জপ, প্রণামাদি)		১০৬ ও ১০৭
পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা বিধান	...	১০৭
* বিল্বপত্রেই পার্থিব শিবকে স্থাপনা, বাণলিঙ্গ বা অন্য কোন শিবকেই বিল্বপত্রের উপর বসাইতে নাই, বিল্বপত্র অধোমুখে শিবের মাথায় দিবে, বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদ বা বজ্রহীন করণ বিধি।	...	১০৯
'বিষ্ণুক্রান্তা', 'রথক্রান্তা' ও 'অশ্বক্রান্তার' স্থান নির্ণয় ভারতের ক্রান্তা বিভাগ	...	১১০
(সম্প্রদায় ভেদে বজ্রমোচনের বিশেষ বিধি)	...	১১১
(জীবন্যাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠা,)	... ...	১১৫
(ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, মূর্ত্তিন্যাস,)	...	১১৬
(করন্যাস অঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস, ধ্যান)		১১৭ ও ১১৮

বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
(ধ্যান মন্ত্রার্থ)	...	... ১১৮
* ধ্যান অন্য প্রকার † পরশু মুদ্রা	...	... ১১৮
* ব্যাঘ্রচর্ম্মের তাৎপর্য্যার্থ	...	... ১১৯
(আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা)	...	... ১২০
(স্নান ও পূজামন্ত্র)	...	১২০ ও ১২১
(অষ্টমূর্ত্তি পূজা)	...	... ১২১
(প্রণাম, লিঙ্গ-স্তোত্র)	...	১২২ ও ১২৩
(শিবের সংক্ষিপ্ত স্তব, আত্মসমর্পন ও ক্ষমা প্রার্থনা)		১২৩ ও ১২৪
(অভীষ্ট দেবতার পূজা, ধ্যান ও জপ-ক্রিয়াবিজ্ঞানঃ— তৎ-স্বরূপতা লাভের একমাত্র উপায়)		১২৪ ও ১২৫
(জপ,—অভীষ্ট দেবতায় তন্ময়তা)		... ১২৫
(মনশ্চক্রের ছয়টী দল—১। শব্দ, ২। স্পর্শ, ৩। রূপ, ৪। রস, ৫। গন্ধ, ৬। স্বপ্ন। আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, 'মনশ্চক্র' ও 'বিজ্ঞানচক্রের' স্থান)		১২৬ ও ১২৭
* কুটস্থ চৈতন্য	...	... ১২৭
(কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ)	...	... ১২৭
* হৃষিকেশ শব্দের অর্থ	...	... ১২৮
(মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের স্থান, ওঁকারের স্বরূপ)		১২৮ ও ১২৯
* প্রণবের পঞ্চাঙ্গই সদাশিবের পঞ্চবক্ত্র	...	... ১২৯
(শঙ্করাচার্য্যের নাদানুসন্ধান)	...	১২৯ ও ১৩০
(স্পন্দনের ঘনীভূত ভাব)	...	... ১৩০

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

(১। শব্দ, ২। স্পর্শ, ৩। রূপ, ৪। রস ও তন্মাত্রায়, ৫। গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রায় যথাক্রমে—১। চিৎ, বা বিষ্ণুতত্ত্ব, ২। তেজ বা সূর্য্যতত্ত্ব, ৩। আনন্দ বা শক্তিতত্ত্ব, ৪। জ্ঞান বা গণেশতত্ত্ব এবং ৫। সৎ বা শিবতত্ত্ব ইত্যাদির বিকাশ হয়) ... ১৩১

মনশ্চক্রের জপাত্মক দ্বাদশটীর বিশসহস্র স্পন্দন বেগ বর্দ্ধিত হইলে দেবতার ধ্যানাত্মক মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয়। ১৩১

(তেজঃ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে কেন্দ্রিয় তত্ত্ব) ... ১৩২

(স্বপ্নাবস্থায় প্রগাঢ়তায় মনচক্রের স্পন্দন ও তন্মাত্রার ক্রিয়া) ১৩২ ও ১৩৩

* তন্মাত্রাতত্ত্ব ১৩৩

(মনের সাধারণ কার্য্য) ... ১৩৪

(মন, বুদ্ধি ও চিত্তের ক্রিয়া) ... ১৩৪

(মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের যোগাত্মক সূক্ষ্ম ক্রিয়াতত্ত্ব) ... ১৩৫

(ধ্যানক্রিয়া ও স্বপ্নের অনুরূপে অন্তরে দৈবী ভাবের উৎপাদন করা) ... ১৩৬

(ব্যাসাসন, ভীষ্মাসন। অনাহত হইতে চিত্ত স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত জ্যোতিঃ রেখায় লক্ষ্য রাখিয়া জপারম্ভ করিতে হয়। ... ১৩৭

(পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব বিষয় বৃথাতর্ক ও পশু ভাবের তাৎপর্য্য) ১৩৭ ও ১৩৮

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

(ভণ্ড-বামমার্গী, ব্রহ্মচর্য্য ধ্বংসকর ভোগানন্দপ্রদ আচারে রত হইও না) ... ১৪০
(জপবিধি, জপের পূর্ব্বে ও পরে প্রাণায়াম ও গায়ত্রী-জপ, কপাট ভঞ্জন, কামিনীধ্যান, প্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি ন্যাসাদি ক্রিয়া ও মন্ত্রশিখা চিন্তা) ১৪০ ও ১৪১
মন্ত্র-চৈতন্য, মন্ত্রার্থ-ভাবনা, নিদ্রাভঙ্গ, কুল্লুকা ... ১৪১
মহাসেতু, সেতু ... ১৪২
মুখশোধন, চৌরগণেশ ন্যাস, করশোধন, ... ১৪৩
যোনিমুদ্রা, নির্ব্বাণ ১৪৩ ও ১৪৪
প্রাণযোগ, দীপনী, অশৌচভঙ্গ, করছিদ্র, অমৃত যোগ, প্রমদা, সপ্তচ্ছদা উৎকীলন, দৃষ্টিসেতু, ১৪৪।১৪৫
মালাপূজা, কামকলা চিন্তা ১৪৫।১৪৬
জপাদি সিদ্ধি সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় সঙ্কেত ... ১৪৬
পুরশ্চরণে বিভিন্ন জপ্যমন্ত্রের সংখ্যাদি ... ১৪৭
জপ সমর্পণ, হোমবিধি ... ১৫২
হোমানুকল্প ... ১৫৩
(মানস হোম, স্ত্রী ও শূদ্রগণের হোমাধিকার) ... ১৫৪
(ভক্তিমতী স্ত্রীসাধিকা সম্বন্ধে জপ ব্যতীত ঐ সকল কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই) ... ১৫৪
তর্পন বিধি ... ১৫৫
বৈষ্ণব, শাক্ত ও অন্য উপাসক দিগের তর্পণ মন্ত্রের বিধি, তর্পনানুকল্প ১৫৫।১৫৬
(বাহ্য, মানস ও আন্তরতর্পণ) ... ১৫৬

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

অভিষেক বিধি, অভিষেকানুকল্প ও ব্রাহ্মণ ভোজন ... ১৫৭

কুমারীপূজা, দক্ষিণান্ত ১৫৮।১৫৯

অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যসমাধান ১৫৯।১৬০

তৃতীয় উল্লাস।

পুরশ্চরণের বিশেষ বিধান (গ্রহণকালে সকল জলই গঙ্গাজল সমতুল্য হয়) ... ১৬০।১৬১

(উপবাসে অসমর্থ পক্ষে, হোমাদিকর্ম্মে অসমর্থ হইলে, ব্রাহ্মণভোজন ব্যতীত অন্যান্য জপের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে, মহিলাসাধিকাদিগের হোমাদি কার্য্যের প্রয়োজন নাই) ... ১৬১।১৬২

গ্রহণ পুরশ্চরণের সঙ্কল্পাদি ১৬২

(গ্রহণকালে অদীক্ষিত দ্বিজ ব্যক্তিরও বৈদিক গায়ত্রী জপাদি কিম্বা প্রত্যেকেরই জপ ও কীর্ত্তনে অধিকার আছে। মুক্তিস্নান ১৬৪

স্নানকালে সঙ্কল্প বাক্য ঃ— ১৬৪

(হোমের, তর্পনের, অভিষেকের ও ব্রাহ্মণভোজনের সঙ্কল্প বাক্য,) দক্ষিণান্ত ও (খণ্ড বা কাল পুরশ্চরণ) ... ১৬৫।১৬৬

(বৈষ্ণব-মন্ত্র-পুরশ্চরণে কেবল চন্দ্রগ্রহণ ব্যতীত রাত্রিতে করিবার বিধি নাই) ১৬৮

(অশক্ত কল্পে—জপে জপেই পুরশ্চরণ হইতে পারিবে) ১৬৮

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

উপসংহার ১৬৯

পরিশিষ্ট

১। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতবিধান (চাতুর্ম্মাস্যের তাৎপর্য্য) ১৭১

(কপিল, বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত চাতুর্ম্মাস্যের কাল নির্দ্দেশ, ... ১৭২

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সকাম ও নিষ্কাম ভেদে বিভিন্নরূপ ফল বিধান) ... ১৭৫

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানুষ্ঠানে বিধি নিষেধ ... ১৭৭

(চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সঙ্কল্প, শ্রীবিষ্ণুস্মরণ, ব্রতসমাপন, দক্ষিণান্ত) ১৭৭।১৭৮

২। যোগিরোগ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিধান ... ১৭৮

[১। গুল্মরোগ, ২। কুপিতবাত, ৩। কফ কুপিত, ৪। বাক্যের জড়তা, ৫। বধিরতা] ১৭৯।১৮০

[৬। লুপ্তস্মৃতি, ৭। অপদেবতাপ্রভাব,] ... ১৮১

যোগাভিলাষীর পানীয় কল্প ঃ— ... ১৮২

(বাত, পিত্ত, কফ, প্রশমিত হইয়া নীরোগ ও দীর্ঘজীবন লাভ, বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি) ... ১৮২

প্রাকৃতিক ভাবে রোগশান্তির যৌগীক সিদ্ধ বিধি ১৮৩

(আধকপালে মাথাধরা, (শিরঃপীড়া) দুইকপালে মাথাধরা) ... ১৮৪

বিনা ঔষধে সর্ব্ববিধ রোগশান্তি ঃ— ... ১৮৫

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

ক। সর্ব্বরোগদূর, খ। নিজ ব্যাধিশান্তির প্রার্থনা, গ। ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীমূর্ত্তি ধ্যানে—বায়ু পিত্ত কফের সমতা) ... ১৮৫

(দৃষ্টিশক্তি রক্ষার জন্য) ১৮৫।১৮৬

দন্ত সুদৃঢ় রাখিবার উপায় ... ১৮৭

অর্শাদি রোগ, মেহাদিরোগ না জন্মিবার উপায় ১৮৭।১৮৮

কোষ্ঠ-কাঠিন্য, উদরপীড়া, অজীর্ণ, অতিসার, উদরাময় ১৮৮

প্লীহাদি উদররোগে ক্রিয়াবিধি ... ১৮৯

যক্ষ্মাদি নানা রোগ উৎপত্তির কারণ ... ১৮৯

ঊর্দ্ধ শ্লেষ্মাদি ঘটিত রোগ ... ১৯০

রৌদ্রে দেহ শীতল রাখিবার জন্য ... ১৯১

নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ—(স্বাস্থ্যের জন্য) ... ১৯১

প্রাণশক্তি ও তাহার ক্রিয়া ... ১৯৪

৩। স্বরোদয় শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট গুপ্ত ও পরীক্ষা-সিদ্ধ স্বাস্থ্য বিধান ... ১৯৮

(মুখ্যপ্রাণ, গৌণ-প্রাণ, স্বগুণ ও নির্গুণ শ্বাস, বায়ু পরিবর্ত্তন) ... ১৯৮

(মহাকালের অংশ — খণ্ডকাল প্রাণক্রিয়া) ১৯৮।১৯৯

(মানবের সুস্থ অবস্থায় সূর্য্যোদয়কালে পুরুষ ও স্ত্রীর স্বাভাবিক শ্বাস ক্রিয়ার নিয়ম) ... ২০০

(প্রতিপদাদি তিথি ভেদে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে শ্বাস প্রবাহের নিয়ম) ২০০।২০১

(পীড়ার আশঙ্কা) ... ২০৪

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

(পিত্ত ও শ্লেষ্মাঘটিত পীড়া) ... ২০৫

(আত্মীয় বন্ধুর বিপত্তি) ২০৫।২০৬

পীড়া ও ব্যাধি প্রতিকার বিধি ঃ— ... ২০৬

(জ্বর হইলে) ... ২০৬

পুরাতন কার্পাস তুলার পুঁটুলি ... ২০৭

নাসিকা বন্ধকালে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ... ২০৭

অজীর্ণতা রোগের শান্তি ... ২০৮

দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহাইবার বিধি ... ২০৮

পানে বাম নাসায় প্রবাহ প্রশস্ত ... ২০৯

মল-মূত্র ত্যাগে শ্বাসের বিধি ... ২০৯

সূর্য্য ও চন্দ্রাভিমুখে মল মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ ... ২১০

শুভাশুভ কার্য্যে শ্বাসবায়ুর পরিচালনা ... ২১০

বাম নাসায় (ইড়ায়) শ্বাস বহনের সময় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ২১১

* চন্দ্রনাড়ীকে ইড়ানাড়ীও বলে ... ২১২

দক্ষিণ নাসায় (পিঙ্গলায়) শ্বাস বহন সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ২১৪

* রবি বা সূর্য্যনাড়ীকে পিঙ্গলাও বলে ... ২১৫

সুষুম্না (সরস্বতী) প্রবাহে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ... ২১৫

* বহ্নিজ্জ্বালারূপিনী অগ্নিনাড়ীকেই সুষুম্না বলে ... ২১৬

নিয়মিত শ্বাসের গতি অনুসারে নিত্যকর্ম্ম বিধি ... ২১৮

(নিদ্রার পর মুখে করস্পর্শ) ... ২১৯

যাত্রা ও সকল কর্ম্মসিদ্ধির সহজ সঙ্কেত ... ২১৯

শত্রু, দুষ্ট, কুপিতপ্রভু, বিদ্বেষী ও খলব্যক্তির নিকট অভীষ্টসিদ্ধির সঙ্কেত ... ২১৯

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

মকদ্দমা উপলক্ষে কর্ত্তব্য ... ২২০
অবাধ্যা স্ত্রীকে নিজ মতাবলম্বিনী করিবার সঙ্কেত ২২০
শ্বাসের দিকশূল নির্ণয় ... ২২১
যাত্রাকালে বার অনুসারে বিশেষ পদবিক্ষেপ ... ২২১
সহসা যাত্রাবিধি ২২১।২২২
অগ্নি নির্ব্বাণের উপায় ... ২২২
বৈরীত্ব বিনাশন ... ২২৩
সগুণ শ্বাসেই দান করা কর্ত্তব্য ... ২২৩
ক্রোধ, আলস্য ও জড়তা নিবারণ ... ২২৩
বেদনা শান্তির কৌশল .. ২২৪
হাঁপানিরোগের শান্তি বিধান ... ২২৪
রক্তদুষ্টি নিবারণ ... ২২৫
চর্ম্মরোগ ও শূলবেদনা ... ২২৫
বায়ু পান কার্য্য ... ২২৫
শ্রান্তি নিবারণ ... ২২৫
যোগ, জপ ও পূজাদিতে নাসাবায়ুর অনুকূল প্রবাহ ২২৫
(কুণ্ডলিনীর সুপ্তা বা নিদ্রিতা, জাগরিতা ও প্রবুদ্ধা অবস্থা, সুষুম্নার বিকাশেই তাঁহার প্রবুদ্ধা-অবস্থা) ২২৬
তাঁহার স্বাপ বা নিদ্রাকাল—দক্ষিণ নিশ্বাসে, জাগরণ—বাম নিশ্বাসে, বামনাসায় শ্বাস বহন কালে—পূজাদি কল্যাণকর কার্য্য এবং মারণাদি —দক্ষিণ নাসায় শ্বাসসময়ে কর্ত্তব্য ... ২২৬
সুষুম্নায় জ্ঞান, যোগ ও মোক্ষকর্ম্ম ... ২২৭

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

(ব্রহ্মজ্ঞানপ্রবাহিণী, গঙ্গা উত্তরবাহিণী এবং দ্বাপরান্তে যমুনায় উযান প্রবাহ বিষয়ে রহস্য) ২২৮
(রাসোৎসব, রাধা) ২৩০।২৩১
(মুক্তিক্ষেত্র ত্রিবেণী বা প্রয়াগ ও বিষাদযোগ অবলম্বনে 'গীতার' উপদেশ) ... ২৩১
তত্ত্ব বিচার—পৃথ্বী আদি তত্ত্বাধীন কার্য্য ... ২৩২
তত্ত্ব পরিচয় (১) পৃথ্বীতত্ত্ব, (২) জলতত্ত্ব ... ২৩৪
(৩) অগ্নিতত্ত্ব, (৪) বায়ুতত্ত্ব, (৫) আকাশতত্ত্ব ... ২৩৫
তত্ত্ব অভ্যাসের কাল ও সাধনাবিধি—তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নানাবিধ উপায় ... ২৩৬

৪। পঞ্চতত্ত্বানুগত মানবের প্রকৃতি :— ... ২৩৯
(মহী বা পৃথ্বীতত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির স্বভাব ও লক্ষণ) ২৪০
(তোয় বা জলতত্ত্ব, বায়ু ও আকাশতত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির স্বভাব ও লক্ষণ) .. ২৪০
(বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকৃতি) বায়ু প্রকৃতি ... ২৪১
বায়ু প্রকৃতি লোকের স্বভাব ... ২৪২
(বায়ু-প্রধান মানবের মানসিক প্রবৃত্তি) শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি ২৪২।২৪৩
(শ্লেষ্মা-প্রধান মানবের স্বভাব ও মানসিক প্রকৃতি) ২৪৩।২৪৪
পিত্ত প্রকৃতি ... ২৪৪
(পিত্ত-প্রধান মানবের স্বভাব ও মানসিক প্রকৃতি) ২৪৫
(সাধারণ সত্ত্বাদি গুণ প্রধানতায় মানবের লক্ষণ) ২৪৬

বিষয়।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　পত্রাঙ্ক।

সাধারণ রজঃগুণ প্রধানতায়,—(চন্দ্রগ্রহের উপাদান পুষ্ট ব্যক্তি) ... ২৪৬

সাধারণ সত্ত্বগুণ প্রধানতায়, (সূর্য্য গ্রহের উচ্চ উপাদনে পুষ্ট ব্যক্তি) ... ২৪৭

সাধারণ তমোগুণ প্রধানতায়,— ... ২৪৭

(মঙ্গল গ্রহের উপাদানে পুষ্ট ব্যক্তি) ... ২৪৭

অসাধারণ রজোগুণ প্রধানতায়— ... ২৪৭

(বুধগ্রহের উপাদান-পুষ্ট ব্যক্তি) শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধানতায় ... ২৪৭

(বৃহস্পতির উপাদানে পুষ্ট ব্যক্তি) ... ২৪৭

শুদ্ধরজোগুণ প্রধানতায় ... ২৪৭

(শুক্রগ্রহের উপাদান-পুষ্ট ব্যক্তি) শুদ্ধতমোগুণ প্রধানতায় ... ২৪৮

(শনিগ্রহের উপাদান-পুষ্ট ব্যক্তি) মিশ্রভাব প্রধানতায় ... ২৪৮

৫। মন্ত্রাদিযোগে শান্তি ও আরোগ্য :— ... ২৪৮

(১) সর্ব্ব আপদাদি শান্তির জন্য, ... ২৪৮

(২) গৃহে মঙ্গল কামনায়, ... ২৪৯

(৩) সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব বিনাশ, ... ২৪৯

(৪) ভৌতিক ভয় নিবারণ, ... ২৪৯

(৫) ক্রোধোপশমনার্থ ... ২৪৯

(৬) ক্রোধ শান্তি ... ২৪৯

(৭) বালকের গ্রহভূতাদি শান্তি ... ২৪৯

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

(৮) সর্ব্বজ্বর শান্তি ... ২৫০
(৯।১০) ঐকাহিক জ্বর শান্তি ... ২৫০
(১১।১২) বজ্রভয় নিবারণার্থ ... ২৫০
(১৩।১৪।১৫।১৬) সর্পভয় নিবারণ ... ২৫০
(১৭।১৮) সর্ব্ববিষ নাশক ... ২৫১
(১৯) স্থাবরাদি বিষ নাশক ... ২৫১
(২০।২১) বৃশ্চিক বিষ নিবারক ... ২৫১
(২২।২৩) সুখপ্রসব মন্ত্র ... ২৫২
(২৪) অর্শরোগ নাশক ... ২৫৩
(২৫) অজীর্ণ প্রতিষেধক ... ২৫৩
৬। রোগশান্তিকর সিদ্ধ ঔষধাবলী ... ২৫৩
(১) সর্পভয় নিবারণের জন্য ... ২৫৪
(২) সকল প্রকার জ্বর রোগে ... ২৫৫
(৩) পালা জ্বরে ... ২৫৫
(৪) ভূত প্রেতাদি সম্ভূত জ্বরে ২৫৫।২৫৬
(৫) পুরাতন ঘুসঘুসে জ্বরে ... ২৫৬
(৬) গর্ভস্রাব নিবারণ ... ২৫৬
(৭) সুখ প্রসবার্থ ... ২৫৬
(৮) বসন্তের প্রতিষেধক ... ২৫৬
(৯) বিসূচিকা বা ওলাউঠার প্রতিকার ... ২৫৭
(১০) দন্তমূল দৃঢ় করণার্থ ... ২৫৭
(১১) বধিরতা নিবারণ ... ২৫৭
(১২) চক্ষুর ছানি ... ২৫৮

বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
(১৩)	গর্ভ সঞ্চার ...	২৫৮
(১৪)	বৃদ্ধের বলবীর্য্য লাভার্থ ...	২৫৮
(১৫)	সর্ব্ব প্রকার ক্ষতে ...	২৫৮
৭।	গবাদি পশুর রোগ শান্তিকর ...	২৫৮
(১)	গো বসন্ত নিবারণ জন্য ...	২৫৮
(২)	গো-মহিষের গলাফুলা ও ক্ষতে ...	২৫৯
৮।	বিবিধ বিষয়	২৫৯।২৬০
(১)	ধূপ—পঞ্চাঙ্গাদি	২৬০।২৬২
(২)	পঞ্চামরা ...	২৬২
(৩)	ব্রহ্মদান ...	২৬২
(৪)	তুইটী সৎকথা ...	২৬৩
	মোহ সংস্কার জনিত বিবিধ বিষয়ের আসক্তি ...	২৬৩
	স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পক্ষে তপঃ ও যজ্ঞ-সাধনা ...	২৬৩
	ব্রহ্মদানাদি কার্য্যে ভবিষ্যৎ জীবনে জ্ঞান লাভের অধিকারী হয়, ...	২৬৪
	আত্মদেহ সেবা, ভাবের দৃঢ়তা, ...	২৬৪
	পঞ্চকোষলয় ক্রম, ...	২৬৪
	অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির পক্ষে পঞ্চকোষের সাহায্য ক্রম	২৬৫

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

(সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য—৭ম খণ্ড।)

যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনাতত্ত্ব দ্বিতীয় ভাগ বা পুরশ্চরণ প্রদীপ

প্রথম উল্লাস।

"গুরুমূলমিদংসর্ব্বমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ ॥"

পুরশ্চরণ কাহাকে বলে?—ইহা মন্ত্র-যোগের সাক্ষাৎ সিদ্ধিপ্রদ প্রাথমিক অনুষ্ঠানপূর্ণ চিরপ্রসিদ্ধ প্রধান সাধনাঙ্গ। 'শাস্ত্র' বলিয়াছেন:—

"জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু নক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকৃর্ত্তিতঃ ॥"

জীবনহীন দেহ যেমন কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ নহে, সেই রূপ যে কোন মন্ত্রযোগী গুরুদত্ত ইষ্ট-মন্ত্রের যথাবিধি পুরশ্চরণ না করিলে, সে মন্ত্র তাহাকে কোনরূপ সিদ্ধিদান করিতে পারে না।

'পুরশ্চরণ'-শব্দ, অভিধানে—পুরস্ + চর-অন্, এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'পুরস্' অর্থাৎ পূর্ব্বে, প্রথমে বা অগ্রে;

'চর' অর্থে—বিচরণশীল বা দূত; অন্ অর্থে—শকট, জন্ম ও অন্ন এবং (চর-অন) একত্র এই 'চরণ' অর্থে—আচরণ ও অনুষ্ঠান বুঝায়। অতএব 'পুরশ্চরণ' শব্দের তাৎপর্য্য অর্থে এই বুঝা যায় যে, মন্ত্রযোগীর মন্ত্রপ্রধান সাধনার পূর্ব্ব বা প্রাথমিক আচরণ অর্থাৎ অনুষ্ঠান কার্য্য, যাহা ঠিক অগ্রদূতরূপে তাহার ফলপুষ্টির প্রধান কারণস্বরূপে পরিচালিত হয়, তাহাই 'পুরশ্চরণ'। সুতরাং এই বিধানের সহিত সাধক-যোগীর প্রথম হইতেই অপরিত্যাজ্য সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে বলিতে হইবে।

সাধারণ অষ্টাঙ্গ-যোগ-বিধির 'যম' বা সংযম ও নিয়মাদির প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলির রীতিমত সাধনাভ্যাসের নামই— 'পুরশ্চরণ'। এতদুদ্দেশে যাহা যাহা নিয়মপূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাই আংশিক ও সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষারূপে একাগ্র ভক্তি-যোগসহ ইষ্ট-গুরুর কৃপালাভের প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ উপায়মাত্র। ইতঃপূর্ব্বে 'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত ক্রিয়াসমূহের যথার্থ অভ্যাস ও পুষ্টিবিষয়ক প্রকৃত অনুষ্ঠান এই পুরশ্চরণ-কার্য্য দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সেই 'আচমন' ও 'আসনশুদ্ধি' হইতে 'দিকবন্ধনাদি' যথাক্রম-ক্রিয়াবিধান ঠিক 'সাধন-সমরে' সমুপস্থিত বীরপুঙ্গবের আত্মব্যূহরচনার কার্য্য বলা যাইতে পারে। এই 'সাধনব্যূহ'-রচনা যথাযথ ভাবে সাধিত হইলেই, সাধন-বিঘ্নপ্রদ সমর-প্রত্যাশী 'কামাদি বিপক্ষদলপতি' যেন সহসা বিচলিত হইয়া উঠে। কৌরব-সমরে—রাজা দুর্য্যোধনও ঠিক এই ভাবের

স্ব-রচিত পাণ্ডবব্যূহ দেখিয়াই, প্রথমে বিচলিত হইয়াছিলেন ও আচার্য্যদেব বা সমরগুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, বলিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন যে—

"পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥"

অর্থাৎ হে আচার্য্যদেব, ঐ দেখুন পাণ্ডুপুত্রদিগের মহান্ সৈন্য-সমাবেশ, আবার আপনারই শিষ্য ধীমান দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) দ্বারা তাহা কেমন বিচিত্র ভাবে ব্যূহরূপে রচিত হইয়াছে।

সাধক, তোমাকেও এই বার দক্ষ-আচার্য্য-শিষ্যরূপে ('আচার্য্য'—অর্থাৎ এস্থলে মন্ত্রাচার্য্য, সুরাসুর সকলেরই তিনি উপদেষ্টা। সেই গুরুদেবের প্রকৃত শিষ্যরূপে বা সম্পূর্ণ অভিমান-শূন্য যথার্থ 'শাস্য' বা শাসনপ্রার্থী হইয়া, যথাবিধি শিক্ষান্তে) দ্রুপদপুত্রের ন্যায় হইয়া, 'আত্মব্যূহ' রচনা করিয়া লইতে হইবে। 'গীতাপ্রদীপে'—'দ্রুপদ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থে বলা হইয়াছে—দ্রু = দ্রুত বা শীঘ্র এবং পদ = গমন বা গতি, অর্থাৎ যিনি দ্রুতগতি-বিশিষ্ট, সেই দ্রুপদের পুত্র বা সেই চঞ্চল-ক্রিয়ার পাপফলরূপ, যেন —'পুন্নাম্' নামক নরক-ভোগের ন্যায়, এই ভোগলাঞ্ছনা হইতে যিনি ত্রাণ করিতে সমর্থ, তিনিই দ্রুপদপুত্র * 'ধৃষ্টদ্যুম্ন'-সম হইয়া, অর্থাৎ 'গীতাপ্রদীপে' যেমন বলা হইয়াছে যে, ধৃষ্ট = লাঞ্ছিত + দ্যু = গতি,—যে দ্রুত-পরিমাণকর চাঞ্চল্য-শক্তি লাঞ্ছিত হইয়া, যাহাতে

---

* রাজা 'দ্রুপদ', নিজ স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-বুদ্ধির বশে বাল্যবন্ধু দ্রোণাচার্য্যকে অযথা অপমান করিয়া, তৎশিষ্য-কর্ত্তৃক যথেষ্ট লাঞ্ছিত হন, পরে সেই লাঞ্ছনা বা অপমান হইতে আত্মতৃপ্তি বা ত্রাণ-লাভের জন্য যজ্ঞ করিয়া যে পুত্র উৎপাদন করেন, তিনিই 'দ্রুপদপুত্র' ধৃষ্ট-দ্যুম্ন।

সাধকের স্থির-বৈরাগ্য আনয়ন করে, অথবা ধৃষ্ট=প্রগল্‌ভ+দ্যুম=বল, অর্থাৎ যাহাদ্বারা সকল বলই প্রগল্‌ভতা লাভ করে, বা সাধকের প্রবলবৃত্তিসমূহ যে বৈরাগ্যানুকূল বিবেক-চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃদ্বারা চৈতন্যমুখী করিয়া তুলে, অথবা সাধন-সমরে সাধনানুকূল বৃত্তিগুলিকে নিবৃত্তিমুখী করিয়া অভিনব ব্যূহরূপে সাজাইয়া দেয়, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নসম হইয়াই, তোমার **আত্ম-ব্যূহরচনা** করিতে হইবে।

সাধক, এক্ষণে তোমাকে কায়মনে বিবেক-বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া, সাময়িক বৈরাগ্যানুকূল সাধনায় রত হইতে হইবে। চাঞ্চল্য-বিরহিত হইয়া, তোমার মন্ত্র-পুরশ্চরণের কার্য্য ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান ও আয়োজন। তোমার উক্ত 'আচমন', 'আসনশুদ্ধি', (এতদ্ সম্বন্ধে পরে বর্ণিত 'কূর্ম্মপৃষ্ঠ' ও 'আসন-পরিগ্রহণ-তত্ত্ব'—"এই চক্রের নাম কূর্ম্মচক্র হইবার কারণ কি ?" অংশ ভাল করিয়া দেখ) ইহার পর 'শবাসন-কল্পনাদি এবং বামে-'গুরুত্রয়'—অর্থাৎ গুরু, পরমগুরু ও পরাপরগুরু ; দক্ষিণে—'গণেশ', ঊর্দ্ধে—'ব্রহ্ম', 'অধঃ বা নিম্নে—'অনন্ত', পশ্চাতে—'ক্ষেত্রপাল,' 'যোগিনী-গণ' ও 'দিকপালগণ,' সম্মুখে—গণেশাদি'পঞ্চদেবতা,' অন্তরে—'ইষ্টগুরু' ও সর্ব্বত্র—'পরমাত্মা'কে চিন্তা করিয়া, তাঁহাদের যথাযথ স্থানে শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং তৎসহ আন্তরিক ভাবে অতি সাবধানে ও যত্নসহকারে 'দিগবন্ধনাদি' ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারাও, প্রথমে নিজের অলৌকিক সাধনব্যূহ রচনা করিয়া লও। ইহার সমষ্টিভূত শক্তিই তোমাকে সাধনার অবিরত সহায়তা প্রদান করিবে। এই ভাবে বেশ তদ্গত হইয়া, প্রত্যেক

মন্ত্র ও তাহার কার্য্যসমূহের অন্তরে যেন প্রবিষ্ট হইয়া, একাগ্রচিত্তে সাধন-কর্ম্ম আরম্ভ করিলে, তোমার পূজা-পুরশ্চরণাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে।

স্নেহাস্পদ, পুনরায় বলি—কেবল কতকগুলা 'অনুষ্ঠানবহুল-কর্ম্ম' করাকেই বা নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মন্ত্রের উচ্চারণরূপ 'জপ' সম্পন্ন করাকেই—'পুরশ্চরণ' বলে না। ভক্তিযুক্ত সাধনার অব্যাভিচারিণী একাগ্র বুদ্ধি-দ্বারা **আত্মলক্ষ্য-ভেদ** করাকেই—'পুরশ্চরণ' বলে। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বময়ী আত্মচৈতন্যশক্তিরূপা 'কুণ্ডলিনী'দেবীর জ্ঞানলাভার্থ তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠানরূপ সাধন-ক্রিয়াকেই—'পুরশ্চরণ' বলে। এ সকল কথা সাধনার অতি গুহ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়, নিতান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ-প্রান্তে আত্ম-নিবেদন বা আত্ম-সমর্পণসহ শ্রীগুরুসেবা ও তাঁহার অবসর বা অনুকূল সময়ে, সবিনয় প্রশ্ন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান তাই 'গীতায়' বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥*

বাস্তবিক তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর কৃপাব্যতীত একান্ত অনুগত শিষ্যের এই রহস্য-ভেদ হওয়া, নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার! সাধনাভিলাষী—'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত অপূর্ব্ব 'শ্রীগুরুপাদুকা' অহরহঃ চিন্তাসহ দৃঢ়ব্রত হইয়া, 'স্থির', 'ধীর' ও অচঞ্চল 'বিশ্বাস'-পুষ্ট হইয়া অগ্রসর হও, অবশ্যই সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিতে

* 'গীতাপ্রদীপে'—১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

পারিবে, তোমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে।

বলিতেছিলাম—কুণ্ডলিনী-শক্তির জ্ঞান-অনুষ্ঠান-বিশেষ-কেই—'পুরশ্চরণ' বলে। 'গুরুপ্রদীপে' ও 'পূজাপ্রদীপে'—'কুণ্ডলিনী'-সম্বন্ধে সবিস্তার সকল কথা বলা হইয়াছে, এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-অংশমধ্যেও—(সুষুম্নার বিকাশে, কুণ্ডলিনীর—'সুপ্তা,' 'প্রবুদ্ধা' ও 'জাগরিতা' অবস্থার বর্ণনা-প্রসঙ্গেও) অনেক কথা বলা হইয়াছে, পুরশ্চরণ-ক্রিয়াভিলাষী উন্নত-সাধক, তাহাও দেখিয়া-ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। এই কুণ্ডলিনীদেবীই জীবের 'জীবনীশক্তি' বা 'প্রাণশক্তি'। 'প্রাণ' যে সূক্ষ্ম বায়ু-স্বরূপা—তাহা সাধারণতঃ 'প্রাণবায়ু' শব্দে সকলেরই পরিজ্ঞাত। 'রুদ্রযামলে' শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

"সা দেবী বায়বীশক্তি"।

জীবের সেই 'প্রাণধারিণী বায়বীশক্তি, প্রাণবিদ্যা' বা মহাবিদ্যা-শক্তিময়ী—'কুণ্ডলিনীই' সকল 'মন্ত্রের' এমন কি 'বেদের'ও মূলাধার 'গায়ত্রী-মন্ত্রের' উৎপত্তিস্থল। যে সাধক সেই জীবনী-শক্তিস্বরূপিনী কুণ্ডলিনীকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ। 'যোগচূড়ামণি'তে উক্ত আছে—

"কুণ্ডলিন্যাং সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী।
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ॥"

'গৌতমীয়' তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্নসিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥"
"জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥"

যে পর্য্যন্ত সাধকের মূলাধার-পদ্মস্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তি সাধনার অভাবে নিদ্রিতা থাকেন, সেই অবধি পুরশ্চরণ-মূলক মন্ত্র-যন্ত্রাদি ও কোনরূপ অর্চ্চনায় কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বহুপুণ্যফলে সেই কুণ্ডলিনীদেবী এক বার জাগরিতা হন, তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায় উক্ত মন্ত্রাদি সাধনায় সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

জীবদেহে প্রাণ না থাকিলে, যেমন সেই দেহ কোনরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ কুণ্ডলিনীরূপা 'প্রাণশক্তি' উদ্বোধিতা না হইলে, অর্থাৎ প্রাণশক্তি দ্বারা সাধক পরিপুষ্ট না হইলে, কোন মন্ত্রই শত শতবার বৃথা পুরশ্চরণ-অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইতে পারে না।

"বিনাপ্রাণং যথা দেহঃ সর্ব্বকর্ম্মেষু নক্ষমঃ।
বিনাপ্রাণং তথা মন্ত্রঃ পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি॥"

অতএব পুরশ্চরণের পূর্ব্বে কুণ্ডলিনীরূপা প্রাণশক্তির জাগরণ কল্পে অভিজ্ঞ শ্রীগুরুর কৃপা ও তদ্বিষয়ে অভ্রান্ত ক্রিয়ার উপদেশ লাভ করা সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অধুনা যথার্থ ক্রিয়াজ্ঞানাভিজ্ঞ গুরুরই একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশই কেবল 'ব্যবসায়-রক্ষা-পরায়ণ' 'পুথীপড়া' মাত্র 'সাধন-ক্রিয়ানভিজ্ঞ' গুরুই সাধারণের উপদেষ্টা হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকৃত গুরু কাহাকে বলে—তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবারও যেন শক্তি আজকাল কাহারও নাই। শ্রীরামচন্দ্রের গুরু—ভগবান শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :—

"দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ॥"

যাঁহার অপূর্ব্ব কৃপা-'দৃষ্টি', দৈবী-'স্পর্শ' ও 'শব্দ' অর্থাৎ চৈতন্য-যুক্ত মন্ত্রোপদেশ দ্বারা শিষ্যদেহে শাম্ভব-ভাবের সমাবেশ বা যিনি সেই মঙ্গলময় দৈবীভাবানুভূতির উৎপাদন করাইয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ—গুরু। স্বয়ং স্বয়ম্ভূও তাই বলিয়াছেন—

"মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুরুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।"

উক্ত কুণ্ডলিনী-জাগরণ বা মন্ত্রে চৈতন্য-শক্তি-প্রদানে যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত—**গুরু**।

এই রূপ অভিজ্ঞ শ্রীগুরুর প্রসাদে যখন সাধকের সুপ্তা-কুণ্ডলিনী—জাগরিতা হন, তখনই সুষুম্নাস্থিত পদ্মগুলি ও তদন্তর্গত গ্রন্থিত্রয়ও ভেদ হইয়া, যথার্থরূপে অভীষ্ট-লাভ হয়।

"সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন, যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপিচ॥"

(এই 'মন্ত্র-চৈতন্যপ্রদ, অনুষ্ঠানক্রিয়ার গুপ্ত উপদেশ, পরে উক্ত হইয়াছে। সাধনাভিলাষী পাঠক, তাহা পরে যথাস্থানে দেখিতে পাইবে।)

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, সংসারে যেরূপ 'বেদদীক্ষা'প্রদ অভিজ্ঞ গুরুর একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, সেই রূপ যথার্থ সাধনাভিলাষী ও উন্নত ক্রিয়াধিকারী শিষ্যেরও যথেষ্ট অভাব হইয়া গিয়াছে। **ভগবান শ্রীসদাশিব এই প্রতিকূল ভাবের অবস্থার কথা পূর্ব্ব হইতেই স্মরণ করিয়া, শ্রীশ্রীভগবতীকে বলিতেছেন—**

"বেদদীক্ষকরোলোকে শ্রীগুরুদুর্ল্লভঃ প্রিয়ে।
শিষ্যোঽপিদুর্ল্লভস্তাদৃক পুণ্যযোগেন লভ্যতে ॥"

নিতান্ত পুণ্য-যোগলব্ধ 'প্রারব্ধ' ব্যতীত যথার্থ সদ্‌গুরু ও সু-শিষ্যের শুভ-সঙ্গ হইতে পারে না। ভক্তচূড়ামণি শ্রীমৎ তুলসীদাসও বলিয়া গিয়াছেন—

"গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, শিষ্ নহি মিলে এক্।"

বাস্তবিক গুরুত্ব হয়ত অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু প্রকৃত শিষ্যত্ব জগতে নিতান্তই দুর্লভ।

পুরশ্চরণ প্রয়োগ বিধি—বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণ ব্যক্তি দীক্ষান্তে অভীষ্ট-মন্ত্রের সিদ্ধিকামনায় শ্রীগুরুদেবের অনুমতি গ্রহণপুর্ব্বক উহার 'পুরশ্ক্রিয়া' অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধির এই প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। এই কথা শ্রীভগবান নিজ মুখারবিন্দ হইতেই প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

"গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শ্রদ্ধান্তঃকরণোনরঃ।
ততঃ পুরশ্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মন্ত্র সংসিদ্ধি কাম্যয়া ॥"

সেইহেতু প্রত্যেক সাধকের প্রথমেই এই মন্ত্রসিদ্ধিকর পুরশ্চরণ-রূপ কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা যথাবিধি স্বয়ং সম্পাদন করাই যে মুখ্যকল্প, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে যদি কোন কারণে কেহ সম্পূর্ণ অশক্ত হয়, অর্থাৎ এই পুরশ্চরণ-কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সাধনার আংশিক পুষ্টি বা শ্রদ্ধাসম্পদ লাভের জন্য প্রতিনিধিদ্বারাও কার্য্য করান যাইতে পারে। তাহাতেও মন্ত্রশক্তির অনেক ফল লাভ হইয়া থাকে, অবশ্য প্রাত্রভেদে সে ফলের অল্পাধিক তারতম্য হওয়া

যে স্বাভাবিক এবং তাহা যে সম্পূর্ণ গৌণকল্প, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যাহা হউক সমর্থ-পক্ষে স্বয়ংই পুরশ্চরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। 'শাস্ত্র' তাই বলিয়াছেন :—

"তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ।
গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্ব্বপ্রাণি হিতেরতম্॥
স্নিগ্ধং শাস্ত্রবিদং মিত্রং নানাগুণসমন্বিতম্।
স্ত্রিয়ং বা সদ্‌গুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিয়োজয়েৎ॥"

অর্থাৎ সেই জন্য সাধকের অগ্রেই এই মন্ত্র-সিদ্ধিকর পুরশ্চরণরূপ কর্ম্ম স্বয়ংই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অসমর্থ হইলেই, গুরুর দ্বারা করান যাইতে পারে। তাহার অভাব হইলে, সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কিম্বা স্নিগ্ধস্বভাববিশিষ্ট ও নানা সদ্‌গুণান্বিত মিত্রদ্বারা বা সদ্‌গুণান্বিতা ভার্য্যাদ্বারা করান যাইতে পারে। তাহাও অভাব হইলে, সাধনতৎপরা সদ্‌গুণশালিনী কোন পুত্রবতী মহিলা, অথবা স্ত্রীগুরুদ্বারাও ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-ব্যক্তি যথাবিধি দীক্ষান্তে নিজ অভীষ্ট-মন্ত্রের সিদ্ধি-কামনায় শ্রীগুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুরশ্চরণ-কার্য্য আরম্ভ করিবে। গুরুর অভাবে বা অবিদ্যমানে তদনুরূপ কোন সাধক, ব্রাহ্মণ, অথবা যে কোনও গুরুজনের আজ্ঞা লইয়া, কিম্বা মনে মনে গুরুদেবতাকে স্মরণ-পূজা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়।

পুরশ্চরণ-কার্য্যে—'শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-গ্রহণ'-প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে,—সাধক যথার্থ অভিজ্ঞ গুরুর নিকট যথারীতি দীক্ষা

বিনা এই রূপ কেবল বাচনিক আজ্ঞা-গ্রহণে পুরশ্চরণ-ক্রিয়ার কোন ফলই হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—

"পুরশ্চরণের প্রধান লক্ষ্যই—মন্ত্র-চৈতন্য লাভ।"

তাহা অবশ্য ক্রিয়াভিজ্ঞ গুরুরই অপূর্ব্ব কৃপাদান। তাহা শ্রীগুরু-প্রদত্ত প্রথম দীক্ষাভিষেকদ্বারা শিষ্যদেহে এক অপূর্ব্ব দৈবীশক্তি প্রদানরূপ "স্পন্দন" ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে কথা 'গুরুপ্রদীপে'—"দীক্ষা ও অভিষেক"-অংশে বলা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, তাহা সদ্‌গুরুর কৃপালব্ধ 'দর্শন', 'স্পর্শন' ও শব্দ-ব্রহ্মের স্বরূপ অভীষ্ট-মন্ত্রের 'দীক্ষা' হইতেই লাভ হইয়া থাকে। যে স্থলে গুরুদত্ত সেই শক্তিদানের অভাব হয়, তথায় পুরশ্চরণ হইতে সাধকের মন্ত্র-সিদ্ধি আদৌ হইতে পারে না। সুতরাং কেবল আঁধারে অজ্ঞাত পথে যেন অসহায় অবস্থায় চলিয়া, যেমন কোনও অভিলষিত স্থানে কেহ কখনও পৌঁছিতে পারে না, সেইরূপ এই পুরশ্চরণ-কার্য্য ক্রিয়াসিদ্ধ অভিজ্ঞ গুরুর সাধনা-লব্ধ নিজ শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত না হইলে, কিছুতেই সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। 'কুলার্ণবে' তাই উক্ত হইয়াছে যে—

"শক্তিপাতানুসারেণ শিষ্যোঽনুগ্রহমর্হতি।
যত্র শক্তির্ণপততি তত্র সিদ্ধির্ণজায়তে॥"

এইরূপ দৈবী-শক্তিপ্রদ দীক্ষাকেই **'শাম্ভবীদীক্ষা'** বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা গুরুর অবলোকন বা 'দৃষ্টি,' 'স্পর্শ' ও মনচ্ছক্তিসহ 'সম্ভাষণাত্মক' মন্ত্র-বাক্য দ্বারাই বিচিত্র বিধানে শিষ্যের 'সংজ্ঞা'রূপে সদ্যই লাভ হইয়া থাকে, যথা :—

"গুরোরাবলোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।

সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোর্দীক্ষা সা শাম্ভবীমতা ॥"

তাহাকেই শ্রীসদাশিব—'বেদদীক্ষা' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন—সেই দীক্ষাই যথার্থ শাম্ভবীদীক্ষা। অধুনা সাধারণ গুরুমণ্ডলী একেবারেই সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন। সেই কারণ কেবল মন্ত্র-দানরূপ সাধারণ দীক্ষায় শিষ্যদেহে কোন প্রকার শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে না এবং সেই কারণেই কুণ্ডলিনী-জাগরণ আদি ক্রিয়াত্মক-অনুষ্ঠানের ফলরূপে সাধনাভিলাষী শিষ্যের অন্তঃকরণে কিছুই অনুভব বা কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

এস্থলে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, অভিজ্ঞ গুরুদেব যে ভাবে সেই বেদদীক্ষার ফলাত্মক—দর্শন্, স্পর্শন্ ও মনন্-ক্রিয়া-যোগে স্বীয় শিষ্যদেহে প্রাথমিক দৈবী-শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন, সেই বিষয়ে ভগবান শ্রীসদাশিব যাহা বলিয়াছেন, জ্ঞানাভিলাষী পাঠকের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

"স্বাপত্যানি যথা মৎস্যোবীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ।
দৃগ্ভ্যাংদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥
যথাপক্ষীস্বাপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সম্বর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ।
স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥
যথা কূর্ম্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ পোষয়েৎ।
বেদদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধঃ ॥"

অর্থাৎ "হে প্রিয়ে, যেমন মৎস্য অণ্ডস্থিত নিজ সন্তানগুলিকে কেবল নিরীক্ষণ দ্বারাই পোষণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের নদানাদি কোনরূপ অন্য ক্রিয়া করিতে হয় না, সিদ্ধগুরুদেবও

সেই রূপ প্রথমে তাঁহার দিব্য কৃপাদৃষ্টি-প্রয়োগ দ্বারাই নিজ শিষ্যদেহে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। তাহাই **দৃক্ দীক্ষা** বলিয়া শিবোপদিষ্ট।

এই ভাবে **স্পর্শদীক্ষা**-সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে,—"পক্ষীগণ যে ভাবে নিজ পক্ষপুট দ্বারা আবৃত রাখিয়া অণ্ডস্থিত স্বীয় শাবকসমূহকে ক্রমে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে পারে, ক্রিয়াভিজ্ঞ গুরুও সেই ভাবেই 'অধিবাসাদি' দৈবী-ক্রিয়াসিদ্ধ স্পর্শন-ক্রিয়া দ্বারাই শিষ্যের দেহে মন্ত্র-পুষ্টিকর-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন।

এই রূপে **মানসদীক্ষা** দ্বারাও অভিজ্ঞ গুরুদেব নিজ শিষ্যের অন্তরে যে ভাবে আত্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন, সে বিষয়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে,—যেমন কূর্ম্ম ভূগর্ভে ডিম্ব-প্রসব করিয়া, তাহা মৃত্তিকামধ্যে সমাহিত রাখিয়াও কেবল নিজ চিন্তারূপ মানসিক ধ্যান দ্বারা তাহা পুষ্ট করিয়া থাকে, সেই প্রকারে সিদ্ধগুরুদেব নিজ শক্তিপুষ্ট 'অভিষেকাত্মক' মনন-ক্রিয়া দ্বারাই অদ্ভুত 'বেদদীক্ষা'-যোগে শিষ্যের অন্তরে শক্তি-সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অনভিজ্ঞ গুরু স্বভাবতঃ সেই রূপ শক্তি-সঞ্চারে অসমর্থ, সুতরাং তাঁহারা শিষ্যের সংশয়-ছেদন কোন কালেই করিতে পারেন না। অতএব সে অবস্থায় পুরশ্চরণাদির কেবল বাহ্যানুষ্ঠানে কোন ফলই দর্শে না। তাই শ্রীসদাশিব 'কুলার্ণবে' বলিয়াছেন :—

"অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারকম্।
গুর্ব্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে॥"

সুতরাং এরূপ স্থলে শিষ্য অন্য অভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় লইলে, তাহাকে কোন প্রকার 'দোষলিপ্ত' হইতে হইবে না। 'সাধন-প্রদীপে' ও 'গুরুপ্রদীপে'ও এই কথা লিখিত হইয়াছে। পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে। সেই জন্যই সাধারণ ভাবে যে কোনও সাধারণ দীক্ষাগুরুর নিকট যথাবিধি দীক্ষার পরেও অভিজ্ঞ ও উন্নত 'ক্রিয়াগুরু' বা 'শিক্ষাগুরু'র নিকট রীতিমত সাধন-শিক্ষা করিবার কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। মধুকরের পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু-গ্রহণের ন্যায় সাধন-জ্ঞান-পিপাসু—এক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইলেও, প্রয়োজন হইলে—অন্য অভিজ্ঞ-গুরু অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারে। তাহাতে কোনও দোষ নাই। ('গুরুপ্রদীপে'—দীক্ষা অংশ দেখ)

বাস্তবিক যে দীক্ষার ফলে অন্যূন এক বৎসরের মধ্যে শিষ্যের অন্তরে অনুমাত্রও আনন্দ, শান্তি অথবা কোন রূপ ভাবের উপলব্ধি না হয়—অবশ্য শিষ্যের প্রাণপণ-সাধনা বা দৃঢ়-বিশ্বাসপুষ্ট অদম্য ক্রিয়ানুষ্ঠান সত্ত্বেও—সেরূপ স্থলে, অন্য সদ্গুরু-গ্রহণে শিষ্যের কোনই পাপ হয় না। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"যথানন্দঃ প্রবোধো বা নাল্পমপ্যুলভ্যতে।
বৎসরাদপি শিষ্যেণ সোহন্যং গুরুমুপানয়েৎ॥"

যাহা হউক পুরশ্চরণের পূর্ব্বে গুরুর কৃপা-শক্তি লাভ করা

সাধন-পরায়ণ স্ব-শিষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই পুরশ্চরণ-ক্রিয়াবিধি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক—**মুখ্য,** যাহা পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ; অন্য—**'গৌণ',** যাহা খণ্ড-পুরশ্চরণ বলিয়া সর্ব্বত্র উক্ত।

পঞ্চাঙ্গ বা মুখ্যপুরশ্চরণ-বিধি—

এতদ্-সম্বন্ধে শিবোপদেশ এই যে,—

"জপহোমৌতর্পণাঞ্চাভিষেকোবিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসণং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ ১। জপ, ২। হোম, ৩। তর্পণ, ৪। অভিষেক ও ৫। বিপ্র-ভোজন, এই পাঁচপ্রকার অঙ্গবিশিষ্ট মন্ত্র-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ উপাসনা-বিধানকেই 'পঞ্চাঙ্গ' বা 'মুখ্য-পুরশ্চরণ' বলে। এই পুরশ্চরণ-কালে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মন্ত্র-জপ ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য কর্ম্মও যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হয়।

গৌণ বা খণ্ডপুরশ্চরণ-বিধি—

ইহাতে পূর্ব্ব-কথিতরূপ মন্ত্র জপের বিশেষ-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে না, তাহা প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট-সময় বা কালের উপরেই নির্ভর করে। যথা—(১) উদয়োদয়, (২) উদয়াস্ত, (৩) অস্তাস্ত, (৪) অস্তোদয়, (৫+৬) তিথি ও নক্ষত্র-পুরশ্চরণ, (৭) পক্ষ, (৮) মাস, (৯) ঋতু, (১০) বার, (১১) অয়ণ ও (১২) বর্ষ-পুরশ্চরণ। 'গ্রহণ-পুরশ্চরণ' ইহারই অন্তর্গত—তাহা মন্ত্র-জপাত্মক শ্রেষ্ঠ গৌণ-পুরশ্চরণ বলিয়া কথিত।

"যদ্যপি পুরশ্চরণমিদং পঞ্চাঙ্গ পরং তথা চ।
তথাপি গ্রহণাদৌ পুরশ্চরণপদং গৌণং জপমাত্রপরম্॥"

যদিও জপ, হোম, তর্পণ,অভিষেক ও বিপ্র-ভোজনরূপ পঞ্চাঙ্গ-বিশিষ্ট পুরঃক্রিয়াকেই প্রকৃত বা মুখ্য-পুরশ্চরণ বলা হয়, তথাপি গ্রহণাদি-সময়ে কেবল 'জপ' মাত্রকেই 'গৌণপুরশ্চরণ' লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। এই রূপ গৌণপুরশ্চরণে উক্ত হোমাদি অন্য অঙ্গসমূহের অভাবেও কেবলমাত্র জপকেই লক্ষ্য করিয়া—'পুরশ্চরণ' বলা হইয়াছে। বাস্তবিক গ্রহণাদি গৌণ বা কালপুরশ্চরণে হোমাদি অনুষ্ঠান-বিধি কোথাও আছে, কোথাও বা নাই। পঞ্চাঙ্গযুক্ত অনুষ্ঠানকে পুরশ্চরণ বলা হইলেও, সর্ব্বত্রই যে উক্ত পঞ্চ-অঙ্গই নিশ্চয় করিতে হইবে, তাহা নহে। যে স্থলে হোমাদির বিশেষ উল্লেখ আছে, কেবল সেই স্থানেই 'হোম' করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা জপের দ্বারাও গ্রহণাদি কালে গৌণ বা খণ্ডপুরশ্চরণ হইতে পারিবে। তবে এই রূপ পুরশ্চরণে যে হোমাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল পুরশ্চরণের তুল্যতা বা গৌরব রক্ষার জন্য। কর্ম্মের অঙ্গহানী না হইয়া, যদি বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে কোন দোষ হয় না, বরং ফল-বৃদ্ধিই হয়। সেই হেতু গ্রহণাদি কাল-পুরশ্চরণে হোমাদি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে মুখ্য-পুরশ্চরণেরই অধিকার হইয়া থাকে, গুরুমণ্ডলীর এই রূপই আদেশ—সেই কোন্ অতীত-কাল হইতেই শিষ্য-পরম্পরায় প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে।

আবার অশক্ত-পক্ষে—মন্ত্রজপের পর, হোমাদি ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে কেবল জপে জপেই পুরশ্চরণের সকল অঙ্গ সম্পন্ন হইতে পারিবে; তাহারও শাস্ত্রাদেশ আছে। তাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরশ্চরণ-কার্য্য মন্ত্র-সাধনার অঙ্গ-বিশেষমাত্র। 'বৈদিক' বা 'তান্ত্রিক' যে কোনও মন্ত্রই শক্তি-সম্পন্ন বা তাহাতে সিদ্ধি-লাভের জন্য এই 'পুরঃক্রিয়া' অনাদিকাল হইতে সাধন-শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক সাধক নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট-ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় 'বৈদিক' ও 'তান্ত্রিক' গায়ত্রী-মন্ত্রেরও পুরশ্চরণ সম্পন্ন করিতে পারে।

'সাধনপ্রদীপে' ও 'জ্ঞানপ্রদীপে' বলা হইয়াছে যে, বেদ ও তন্ত্র অপৌরুষেয়, অর্থাৎ ঈশ্বর বা শিবপ্রোক্ত সনাতন-শাস্ত্র। 'বেদ'—অনাদি, 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' বা সাধনার ঔপপত্তিক (theoretical)-অঙ্গ এবং 'তন্ত্র' তাহারই অনন্ত সাধন বা ক্রিয়াসিদ্ধ (practical)-অঙ্গ। প্রকৃত পক্ষে উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। অতএব বৈদিক-মন্ত্রও সিদ্ধ করিতে হইলে, এই পুরশ্চরণরূপ তান্ত্রিক-ক্রিয়া বা সাধনানুষ্ঠান-দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়।

পুরশ্চরণ কাল ঃ—শ্রীসদাশিব 'বারাহী-তন্ত্রে' বলিয়াছেন—"চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ থাকিলে, শুক্ল-পক্ষে শুভদিনে মন্ত্রের পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবে। 'হরিশয়নে' * পুরশ্চরণ করিতে নাই। তবে চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ-সময়ে ও মহাতীর্থ-স্থানে কালাকাল বিচার করিবে না।" † আবার 'রুদ্রযামলে'

* 'শয়ন-একাদশী' হইতে 'উত্থান-একাদশী' পর্য্যন্ত কালকে 'হরিশয়ন'-কাল বলে।

† চন্দ্র তারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেহনি।
আরভেত পুরশ্চর্য্যং হরৌসুপ্তেন চাচরেৎ।
গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ॥

বলিয়াছেন—"বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে, গ্রহণে ও মহাতীর্থ-স্থলে দীক্ষা ও পুরশ্চরণ কার্য্যের জন্য কালাকালের বিচার নাই"। ‡ অন্য স্থলে শিবোপদেশ এই যে,—'হে প্রিয়ে গ্রস্তোদয় ও গ্রস্তাস্ত-গ্রহণ-সময়ে (অর্থাৎ 'চন্দ্র' বা 'সূর্য্য' উদয়ের পূর্ব্বেই যদি রাহুগ্রস্ত হইয়া, পরে উদিত হন—তবে সেই রূপ গ্রহণকে 'গ্রস্তোদয়-গ্রহণ' বলে এবং গ্রহণ-সময়ে 'চন্দ্র' বা 'সূর্য্য' গ্রহণ-মুক্ত না হইয়া বা তৎপূর্ব্বেই তাঁহারা অস্ত হইয়া যান—তবে সেই রূপ গ্রহণকে 'গ্রস্তাস্ত গ্রহণ' বলা হয়; এই রূপ অবস্থায়) 'দীক্ষা ও পুরশ্চরণ' করিতে নাই। তাহাতে সাধকের আয়ুঃ, শ্রী, সুত ও সম্পদসমূহের হানী হয়।

পুরশ্চরণ-স্থান ঃ—শ্রীসদাশিব 'গৌতমীয় তন্ত্রে' বলিয়াছেন যে,—"পুণ্যক্ষেত্র, নদীতট, গুহা, পর্ব্বতের অধিত্যকা বা উপরিভাগ, তীর্থস্থান, নদীর সাগর-সঙ্গম-স্থল, উদ্যান, বিজন-স্থান বিল্বমূল, গিরিতট, তুলসীবন, গোষ্ঠ, বৃষ বা নন্দীশূন্য শিবালয়, § অশ্বত্থ ও আমলকী-মূল, গোশালা, জলমধ্যবর্ত্তী উচ্চভূমি বা দীপসদৃশস্থান অথবা বেদী, যে কোন দেবালয়, সমুদ্রতট, ও

‡ "কার্ত্তিকাশ্বিন-বৈশাখমাঘেঽগ্রহমার্গশীর্ষকে।
ফাল্গুনেশ্রাবণে-দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাপ্রশস্যতে।
গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ॥"

§ এই বিধি সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, যে কোনও শিবালয়ে মন্ত্র-পুরশ্চরণ হইতে পারে। নন্দী বা বৃষশূন্য শিবালয়ের সংখ্যা অতি অল্প। কাশীধামের প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ আদি সকল শিবালয়েই সতত বৃষযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় পুরশ্চরণের কোনও বাধা নাই।

নিজগৃহও এই পুরশ্চরণাদি সাধনার প্রধান ও প্রশস্ত স্থান।"

'এতদ্ব্যতীত একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাসপুষ্ট-অন্তরে—সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ ও গোসন্নিধানে জপ করিলেও মন্ত্র ফলপ্রদ হয়।' "অথবা যে স্থানে সাধকের চিত্ত প্রসন্ন হয়, এমন যে কোনও পবিত্র স্থান মনোনীত করিয়া, সাধক পুরশ্চরণ করিতে পারিবে।"

শ্রীভগবান 'ব্রহ্মযামলে' বলিয়াছেন—"নিজগৃহে জপ করিলে—এক-গুণ, গোষ্ঠে—দশগুণ, বনে—শতগুণ, তড়াগে—সহস্রগুণ, নদীতটে,—লক্ষগুণ, পর্ব্বতাগ্রে কোটিগুণ, শিবালয়ে—শতকোটি-গুণ, এবং গুরু সন্নিধানে ভক্তিভাবে জপ করিলে—অনন্তগুণ ফল হইয়া থাকে।"

"এই রূপ তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—"গৃহে, গোষ্ঠে, বনে, উপবনে, নদী, পর্ব্বত, শিবালয় ও গুরুসন্নিধানে জপ অতীব শ্রেষ্ঠ।"

অতএব সাধক ম্লেচ্ছাদি নীচাচারী দুষ্টগণের বসতি-বর্জ্জিত আরণ্যমৃগ, বন্য পশু-পক্ষী ও সর্পাদির ভয় বিরহিত অনিন্দনীয় মনোরম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, নিজ দেশ, ভক্ত ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিবহুল নিরুপদ্রব এবং ভিক্ষার অনুকূল স্থানে, গুরুসন্নিধানে বা যেখানে অনায়াসে মনের একাগ্রতা লাভ হয়, এইরূপ যে কোনও স্থানে সাধনাশ্রয়পূর্ব্বক জপ করিবে।

কূর্ম্মচক্র ঃ—গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে,—"পর্ব্বত, সমুদ্রতীর, পুণ্যভূমি, অরণ্য ও নদীতটে পুরশ্চরণ করিতে হইলে, 'কূর্ম্মচক্র' বিচারের আবশ্যক নাই; কিন্তু গ্রামে,

বাস্তুভূমিতে বা অন্য যে কোন গৃহে, অথবা সাধারণ স্থানে বসিয়া পুরশ্চরণ করিতে হইলে, কূর্ম্মচক্র বিচার করিয়া কার্য্য করিবে।

তন্ত্রোপদেষ্টা সাধারণ গুরুগণ ও আধুনিক শাস্ত্র-ব্যবসায়ী গ্রন্থকারসমূহ এই কূর্ম্মচক্র বিষয়ে কেবল শাস্ত্রের সূত্রাত্মক বচনগুলির উল্লেখমাত্রই করিয়া থাকেন; ইহার তাৎপর্য্য ও বিচার কিছুই করিতে সমর্থ নহেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয়ের আলোচনা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সদ্‌গুরু-পরম্পরায় উপদিষ্ট যে কোনও সাধক যে, স্তম্ভিত ও ভীষণ মর্ম্মাহত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক সাধন-শাস্ত্র কেবল মূলবচন ও ক্রিয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তি-দ্বারা কৃত অনুবাদ দেখিয়া কার্য্য করিলে, কোন ফলই হইতে পারে না। আজ কাল অনেকের ইচ্ছা হয় যে, কিছু সাধন-ভজন করি, কিন্তু অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে অনেককেই মুদ্রিত সাধন-শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়।

যাহারা সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ তাহারা অবশ্য নিজ নিজ বিদ্যা-ভিমানে মূল গ্রন্থ দেখিয়াই বুঝিতে চেষ্টা ও স্পর্দ্ধা অনুভব করে বটে, পরন্তু সাধন-শাস্ত্র কেবল ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন পাণ্ডিত্য দ্বারা কিছুতেই সাধনার প্রকৃত মর্ম্মানুভব করিতে পারা যায় না। সেই কারণ সাধন-তত্ত্ব একমাত্র 'গুরুমুখাগত-বিদ্যা' বলিয়াই শিবপ্রোক্ত। আবার যাহারা সংস্কৃত-ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহে, তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল ভাষার অনুবাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করে।

আক্ষেপের বিষয়—অধিকাংশ স্থলে তাহার তাৎপর্য্যবোধক

যথাযথ অনুবাদ হইতেই পারে না, অধিকন্তু কেবল বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বিষয়টী আরও জটিল করিয়া এক 'কিম্ভূত-কিমাকার' অবস্থায় পরিণত করিয়া দেয়।

'সাধনপ্রদীপাদি' গ্রন্থে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "তন্ত্র বা সাধনশাস্ত্র বিনা ক্রিয়াসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না বা উহার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব হয় না।" অধুনা গুরু পরম্পরায় উপদিষ্ট-সাধকের নিতান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অনেকেরই নাই। 'পূজাপ্রদীপেও' সে কথা বলা হইয়াছে ও পূজ্যপাদ ষট্ শ্রীমদ্ সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর উপদেশ ও আদেশক্রমে বহু তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সাধনার অতি গুহ্য এবং অপ্রকাশিত তত্ত্ব তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে এই কূর্ম্মচক্র বিষয়টী মাত্র দেখিলেও সহজে বুঝিতে পারা যাইবে যে, শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া কেন মন্ত্রযোগ ও পুরশ্চরণ ফলপ্রদ হয় না! 'শাস্ত্র' বলিয়াছেন :—

"দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম্ম ফলপ্রদম্।
দীপ্যতে পুরুষো যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে॥
চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ।
পূর্ব্বকোষ্ঠাদি বিনিখেৎ সপ্তবর্গানমুক্রমাৎ॥
ল ক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে-স্বরান্ যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ।
দিক্ষু চ পূর্ব্বাকোষ্ঠাদি বিলিখেৎ স্বরসংস্থিতীঃ॥
মুখন্তু তস্য জানীয়াৎ হস্তাবুভয়তঃস্থিতৌ।
দিক্ষু পূর্ব্বাদিতা যত্র ক্ষেত্রাদ্যক্ষর সংস্থিতিঃ॥
কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ দ্বে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতম্।

ক্রমেণানেন বিভজেন্মধ্যস্থমপি ভাগতঃ॥
মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্পজীবনঃ।
উদাসীনঃ কুক্ষিসংস্থঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥
পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ।
কূর্ম্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রিণাং সিদ্ধিদায়কম্॥"

পিঙ্গলায়াম্—"কূর্ম্মচক্রম বিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাজ্জপযজ্ঞকম্।
তস্যযজ্ঞফলং নাস্তি সর্ব্বানর্থায় কল্পতে॥"

সাধারণ অনুবাদকগণ ইহার নিম্নলিখিত রূপ অর্থ করিয়াছেন—

"দীপস্থান আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়। যে স্থানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে 'দীপস্থান' বলা যায়। জপ-পূজাদির কার্য্যের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া, তথায় একটী চতুষ্কোণ বা চতুরস্র (মণ্ডল) করিবে। পরে ঐ চতুরস্রকে নবকোষ্ঠায় বিভক্ত করিয়া, একটী কূর্ম্মাকার চক্র নির্ম্মাণ (প্রস্তুত) করিবে। (কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন—"কূর্ম্মাকার একটী কুঠার নির্ম্মাণ করিয়া লইবে"।)

এই চক্র পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তকোষ্ঠায় সপ্তবর্ণ এবং ঈশান কোণে ল ক্ষ এই দুই বর্ণ (বিন্যস্ত থাকিবে) লিখিবে। চতুরস্রের মধ্যবর্ত্তী নব কোষ্ঠাতেও (নবকোষ্ঠার মধ্যে অষ্ট কোষ্ঠাতে) এইরূপ পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া (দুই দুইটী করিয়া) ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিতে হইবে (হয়)। এই চক্রের যে স্থানে ক্ষেত্র অর্থাৎ গ্রামের আদ্য অক্ষর দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই কূর্ম্মের মুখ (জানিবে) নিশ্চয় করিবে। মুখের উভয় (দুই)

পার্শ্বে যে দুই কোষ্ঠা, তাহাই দুই হস্ত; হস্তদ্বয়ের নিম্নে যে দুই কোষ্ঠা, তাহা কূর্ম্মের কুক্ষি এবং সর্ব্বনিম্নে যে তিন কোষ্ঠা দেখিতে পাইবে, তাহারই দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠা, দুই পদ ও অবশিষ্ঠ কোষ্ঠা কূর্ম্মের পুচ্ছরূপে নির্ণয় করিবে। এইরূপ কূর্ম্মের অঙ্গবিন্যাস করিয়া মধ্যস্থ নবকোষ্ঠাকেও এই প্রকারে মুখহস্তাদিতে বিভক্ত করিবে। জপ পূজাদি মণ্ডপে উক্তরূপ কূর্ম্মচক্রদ্বারা উপবেশন স্থান স্থির করিয়া লইবে। মণ্ডপের যে ভাগে কূর্ম্মের মস্তক হইবে—সেই স্থানে বসিয়া জপ পূজাদি করিবে। কূর্ম্মচক্রের কোন স্থানে বসিয়া কার্য্য করিলে কিরূপ ফল হইবে তাহা বলিতেছেন। কূর্ম্মের মুখস্থ হইয়া কার্য্য করিলে—সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। কায়স্থ হইয়া কার্য্য করিলে —সাধক অল্পজীবী, কুক্ষিস্থ হইয়া কার্য্য করিলে—উদাসীন, পদস্থ হইয়া কার্য্য করিলে—দুঃখী, পুচ্ছস্থ হইয়া কার্য্য করিলে—সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা প্রপীড়িত হয়। এই প্রকারে কূর্ম্মচক্র কথিত হইল। এই চক্র সাধকের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। 'পিঙ্গলায়' লিখিত আছে যে, যদি কূর্ম্মচক্র পরিজ্ঞাত না হইয়া জপ যজ্ঞাদি কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই জপ যজ্ঞাদি কার্য্যের কোন ফল হয় না, বরং সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে। কূর্ম্মচক্রের বোধ-সৌকর্য্যার্থে একটী চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে; এই চক্রে দৃষ্টিপাত করিলেই কূর্ম্মচক্রের বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারিবে।"

আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকের চিত্রটীরও একটী প্রতিলিপি অর্থাৎ 'নকল' এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

সাধনার্থী পাঠক, এখন এই মূল শিববাক্য, আধুনিক

ভাষানুবাদ ও এই চিত্র দেখিয়া কূর্ম্মচক্রবিষয়ে কি জ্ঞানলাভ করিলে, বল দেখি? তোমাদের হইয়া আমিই ইহার উত্তর দিতেছি—"কিছুই না"! বাস্তবিক ইহাতে কিছুই অনুভব হয় না, ইহা দেখিয়া কূর্ম্মচক্রের বিচার-পূর্ব্বক সাধনার কার্য্যে কোনরূপ প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। যাহাহউক সাধক-কল্যাণার্থে শ্রীশ্রী-পাদ গুরূপদিষ্ট ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সংক্ষেপেই নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।
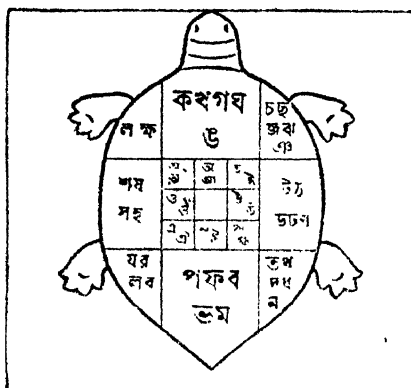
কূর্ম্মচক্র
(আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকসমূহ হইতে গৃহীত)

প্রথমেই এই চক্রের নাম 'কূর্ম্মচক্র' হইবার কারণ কি? প্রত্যেক পূজক বা মন্ত্রযোগীর প্রাথমিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে 'আসনশুদ্ধি' অন্যতম প্রধানক্রিয়া। স্থির আসন না হইলে, কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না। 'আসনশুদ্ধি' মন্ত্রের—মর্ম্মার্থ, যাহা 'পূজাপ্রদীপে' উক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই তোমার বেশ স্মরণ আছে। না থাকিলে, আর একবার দেখিয়া লও।

তাহাতে 'ঋষ্যাদি ন্যাসে' বলা হইয়াছে যে,—এই আসনশুদ্ধি-মন্ত্রের ঋষি—"মেরুপৃষ্ঠ"।

যাঁহারা সেই আদিযুগে সেই পশ্যন্তীরূপা নাদাত্মক

সমুদায় বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়া 'আপ্তবাক্যের' * প্রকাশক হইয়াছিলেন, তাঁহারাই একমাত্র ঋষিপদবাচ্য, নতুবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইলেও, অধুনা কেহ আর ঋষিপদবাচ্য হইতে পারেন না। সেই কারণ জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যদেবকেও 'ঋষি' বলা হয় নাই। কিন্তু আজকাল কোন কোন মহাপুরুষ প্রমাদ-বশতঃ নিজেদের 'ঋষি' বলিয়া বা ভক্তগণের দ্বারা 'ঋষি' বলাইতে তিলমাত্রও শঙ্কানুভব করেন না। জগতের বেদ-সঙ্কলনের সে যুগ কোন কালে অতীত হইয়া গিয়াছে—এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান কল্পের মধ্যে আর ঋষিদিগের পুনরাবির্ভাব হইবে না। কল্পান্তে পুনরায় নূতন কল্পের আবির্ভাবে বেদ-মন্ত্রের পুনঃস্মরণ-কালে তাঁহাদের আবির্ভাব হইবে।

'ঋষি' শব্দ যে সেই জন্যই অসাধারণ, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই 'বেদ্য' বা ব্রহ্মবস্তুর 'বেদ' বা জ্ঞান-পথের অনুকূল উপায়রূপ মন্ত্রসমূহের প্রত্যক্ষস্বরূপ দর্শন ও স্মরণ করিয়া, বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ পূর্ব্বক তাহাই অভ্রান্তভাবে যাঁহারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই সেই ক্রিয়ার উপলক্ষে তাঁহাদেরই স্মৃতিপূজা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণোপলক্ষে কৃতজ্ঞ অন্তরে এই ঋষ্যাদি ন্যাস প্রথমেই পাঠ হইয়া থাকে।

আসনশুদ্ধি বা আসনগ্রহণ উদ্দেশ্যে মেরুপৃষ্ঠ-ঋষিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার পূতমন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই কারণ তাঁহার স্মরণ-পূজা সর্ব্বপ্রথমেই প্রত্যেক সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

*'জ্ঞানপ্রদীপের' প্রথমভাগে ৯ পৃষ্ঠায় 'আপ্তবাক্য' দেখ।

বাহ্য-পূজার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর-পূজায় ইহার আরও একটু তাৎপর্য্য যাহা লক্ষ্য করিবার আছে, অতঃপর তাহাও এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইতেছে। 'মেরুপৃষ্ঠ'—এই মন্ত্রের ঋষি, ইহার ছন্দ—'সুতলং', ইহার দেবতা—'কূর্ম্ম' এবং 'আসন-পরিগ্রহণ' বা আসনে উপবেশনার্থে ইহা সর্ব্বদা 'বিনিয়োগ', প্রয়োগ বা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তাহার পর বলা হইয়াছে—"হে পৃথ্বি, সমস্ত-লোক তোমা-কর্ত্তৃক ধৃত রহিয়াছে; হে দেবি, তুমি আবার কূর্ম্মাবতাররূপ ভগবান বিষ্ণুদ্বারা সতত ধৃত রহিয়াছ এবং আমাকে তুমিই নিত্য ধারণ বা নিজ ক্রোড়ে লইয়া আছ, অতএব হে মাতঃ বসুন্ধরে, কৃপাপূর্ব্বক আমার এই মন্ত্র-সাধনার আসন তুমিই পবিত্র করিয়া দাও, আমার মন্ত্র-সিদ্ধির সর্ব্বপ্রকার সহায়তা প্রদান কর।"

ব্রহ্মের ব্যাপক-চৈতন্যময়-সত্তা বিষ্ণুর ওতপ্রোত-জড়িত বিষ্ণুমায়া জড়াত্মিকা প্রকৃতি-শক্তিস্বরূপিণী লক্ষ্মীরূপা ভূমি বা পৃথ্বীদেবীকে অনন্ত মহার্ণব-মধ্যে তদীয় উভয় প্রান্ত-বিন্দুস্থিত 'সুমেরু ও কুমেরু'='উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর' বিশাল পৃষ্ঠমধ্যে তাঁহারই অব্যক্ত শক্তি ও জ্ঞান-প্রকাশক শ্রীমন্মহর্ষি মেরুপৃষ্ঠ নামে প্রকট হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে এই রূপ কূর্ম্মপৃষ্ঠের আকারবিশিষ্ট সমুন্নত অবয়ব হইলেন। এই কর্ম্ম ও ধর্ম্মভূমি-রূপ জগতাধারে বা আসনে (কুরুক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে) অর্থাৎ জীবের 'কর্ম্মভোগ ও মোক্ষ' বা 'বন্ধন ও মুক্তিপ্রদ' উভয়বিধ ক্রিয়া-ধর্ম্ম সংসাধিত হইয়া থাকে।

সাধন-জগতে—উত্তরমেরু অর্থাৎ ধ্রুব-বস্তুর বা নিশ্চয়াত্মক স্থির বিন্দুর লক্ষ্য-নির্দ্দেশক জীবের নিবৃত্তিপ্রান্ত। বিশ্বপ্রকাশক ব্রহ্মবিভূতি—'সূর্য্যের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলে, 'উত্তর দিক' সতত বাম-দিকে পড়ে। 'বাম' অর্থে যে—প্রতিকূল, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে। লৌকিক প্রবৃত্তির প্রতিকূল-ক্রিয়াই নিবৃত্তির পথ-প্রদর্শক, তাহাই 'ধ্রুব' বা নিশ্চয়াত্মক মুক্তি-বিন্দুর লক্ষ্য করাইয়া দেয়; এবং দক্ষিণমেরু—জীবের ভোগ-বন্ধনের অনুকূল-প্রান্ত-নির্দ্দেশক নিম্নগামী বা লৌকিক প্রবৃত্তির পথ।

এই ভোগ-মোক্ষরূপ উভয়মেরুর মধ্যেই 'বৃত্তাভাসে' সমুচ্চ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার-বিশিষ্ট সাধনার বিচিত্রভূমি। ইহা—'সুতল' অর্থাৎ সু+তল বা উত্তম তলযুক্ত, অথবা সাধনার সম্পূর্ণ সমতা বা সিদ্ধিপ্রদ—'ছন্দঃ' অর্থাৎ বেদাঙ্গ বা জ্ঞানপ্রদ মূল আধার, অথবা অনন্ত সমুদ্রবারি-বেষ্টিত বিশ্ব-মূলাধাররূপ সর্ব্ববিধ সাধনার বিচিত্র আসন। সেই হেতু সাধকের প্রথমেই স্থূলভাবেও উক্ত বিশাল বৈষ্ণবীমায়াসম্পন্ন কূর্ম্মপৃষ্ঠের অনুরূপ অতি ক্ষুদ্রায়তনে 'কূর্ম্মচক্র' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন শিববাক্যে উক্ত হইয়াছে।

'পূজাপ্রদীপে' ও 'গুরুপ্রদীপে' স্থূল-ভূতশুদ্ধির উপদেশ-মধ্যেও উক্ত হইয়াছে যে, অনন্ত সাগর-মধ্যে 'কূর্ম্মপৃষ্ঠ'-সদৃশ সামান্য উন্নত ভূমিখণ্ডের উপরেই সাধক যেন নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজ ক্রিয়া-সাধনায় উপবিষ্ট হইয়াছে। এই স্থলেও পুরশ্চরণ-কর্ম্মোপলক্ষে সেই বিধিই বিশেষভাবে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সাধক, এইবার এই **চক্র-রচনা-বিধিতে** মনোযোগী হও। পূর্ব্বপ্রদত্ত চিত্র-অনুসারে যেখানে সেখানে ঐরূপ একটী কূর্ম্মকার-মণ্ডল অঙ্কন করিয়া লইলেই চলিবে না। ইহার গুরুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও অঙ্কন করিবার প্রণালীও আছে, তাহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রথমে তাহাই বলিতেছি :—

পূর্ব্বকথিত মত তোমার মনোনীত বা সুবিধাজনক কোন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, তাহা প্রয়োজন মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লও। আবশ্যক হইলে, গোময়াদি লেপনদ্বারা সেই স্থান মার্জ্জিত করিয়াও লইতে পার। অনন্তর তাহারই উপর উক্ত মণ্ডল— আলিম্পন বা 'আলপনা' দিবার ন্যায় পেষিত-চাউলের 'পিটুলি', 'চন্দন' ও 'গেরুমাটী' অথবা 'খড়ীমাটী' দ্বারা রচনা করিতে হইবে।

শক্তি, গণপতি ও সূর্য্য-মন্ত্রের সাধনায়—রক্তচন্দন, গেরুমাটী, রোলী ; শিবমন্ত্রেও—এই বিধি, তবে কেহ কেহ—শ্বেত চন্দন, খড়ীমাটী অথবা বিভূতিও ব্যবহার করিতে বলেন। বিষ্ণুমন্ত্রে— শ্বেত-চন্দন, পীত-মৃত্তিকা, গোপীচন্দন আদি এবং অন্য সকল দেবতার পক্ষেই—চাউলচূর্ণ জলে গুলিয়া, পিটুলি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার বিধি আছে। কেশর বা জাফরাণ্-মিশ্রিত চাউলের পিটুলিতে—সর্ব্বদেবতার মন্ত্র-সাধনার জন্য মণ্ডল অঙ্কন করিতে পারা যায়।

জপ-পুরশ্চরণের জন্য নির্ব্বাচিত স্থান যদি প্রশস্ত হয়, তবে সেই অনুসারে দীর্ঘমণ্ডল রচনা করা যাইতে পারে। নতুবা ক্ষুদ্র আয়তনযুক্ত গৃহমধ্যে হইলে, তদনুরূপ ক্ষুদ্রমণ্ডলই অঙ্কন

করিয়া লইবে। সাধক প্রশস্ত ক্ষেত্রে নিজ 'দেহ-পরিমাণ' অর্থাৎ পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দীর্ঘ একটী দণ্ড (মাপকাটী) লইবে; তাহা অপেক্ষা অপ্রশস্ত ক্ষেত্রে নিজ হস্তের 'দুই হাত' প্রমাণ এবং নিতান্ত ক্ষুদ্র স্থানে ন্যূনকল্পে নিজ হাতের 'এক হাত' প্রমাণ একটী মাপকাটী লইয়া, সেই স্থানের দীর্ঘ ও প্রস্থ দিকে যথাক্রমে ১, ২, ৩ এইরূপ তিনটী করিয়া সেই সেই পরিমাণ চিহ্নিত করিবে। (কূর্ম্মচক্র রচনার ১ম চিত্র দেখ) এইবার সেই সেই পরিমাণ-বিন্দু হইতে উভয়দিকের সেই রেখাগুলি বাড়াইয়া উক্ত চিত্রের অনুরূপ চতুষ্কোণ ক্ষেত্ররূপে যোগ করিয়া দিবে। তাহা হইলে
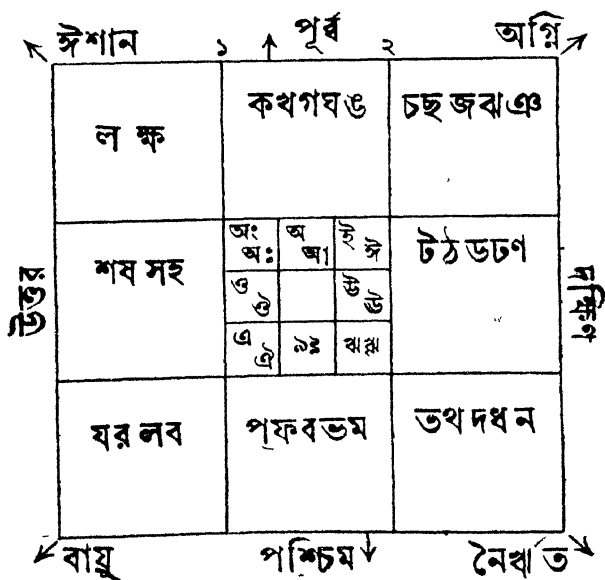
কূর্ম্মচক্র রচনার ১ম চিত্র।

সেই ক্ষেত্রমধ্যে এই চিত্রের ন্যায় ৯ (নয়টী) সম-পরিমাণ বিভাগ রচিত হইবে। এইবার সম্মুখের পূর্ব্বদিকের অংশের বা পূর্ব্ব-গৃহে 'ক'-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ); অগ্নিকোণের ঘরে 'চ'-বর্গ (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ); দক্ষিণ দিকের ঘরে 'ট'-বর্গ (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ); নৈঋর্ত-কোণের ঘরে, 'ত'-বর্গ (ত, থ, দ, ধ, ন); পশ্চিমদিকের ঘরে, 'প'-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম); বায়ুকোণের ঘরে, 'য'-বর্গ (য, র, ল, ব); উত্তরদিকের ঘরে, 'শ'-বর্গ (শ, ষ, স, হ); এবং ঈশান-কোণের ঘরে, (ল, ক্ষ) লিখিবে। (এই 'ল'য়ের উপারণ 'ড়'র মত)।

এই ভাবে প্রয়োজন মত মধ্যের ঘরটীও দৈর্ঘ্য প্রস্থে পূর্ব্ববৎ সমপরিমাণ তিন তিন খণ্ডে রেখাযুক্ত করিয়া লইলে, উক্তরূপ নয়টী ঘর হইবে। উহার মধ্যেও চিত্রানুরূপ উহার পূর্ব্বঘর হইতে যথাক্রমে অআ, ইঈ, উঊ, ঋৠ, ঌৡ, এঐ, ওঔ, অংঅঃ, এই রূপ দুই দুইটী করিয়া স্বরবর্ণ লিখিবে।

সাধক যে গ্রাম বা যে নগরে অবস্থান কালে পুরশ্চরণ করিবে, সেই নগর বা গ্রামের আদি অক্ষর, অর্থাৎ যেমন 'কলিকাতার' (ক), 'বৰ্দ্ধমানের' (ব), 'বীরনগরের' (ব), 'নদীয়া' অথবা 'নৈহাটীর' (ন), 'পাবনা' বা 'পুরুলিয়ার' (প) এই রূপ গ্রামের আদি অক্ষরটী কোন্ ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া লইবে। এই ভাবে মধ্যস্থিত ঘরের মধ্যেও, অর্থাৎ 'স্বরবর্ণ'ময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলির মধ্যে যেমন—'অনন্তপুর', 'আরা', 'ইছাপুর', 'উদয়পুর', 'উত্তরকাশী' আদির আদ্যাক্ষর যথাক্রমে অ,আ,ই,উ, দেখিয়া মণ্ডলের মধ্যস্থিত ঘরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া

লইবে। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, সাধকের পুরশ্চরণ-ভূমির আদি অক্ষর যদি ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের মধ্যেই পড়ে, তবে কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রটী অঙ্কন করিয়া লইলেই হইবে, সেস্থলে স্বর-বর্ণের মধ্যস্থিত ক্ষেত্রটী পূর্ণ করিবার প্রয়োজন নাই। এই ভাবে স্বরবর্ণের মধ্যে যদি সাধকের গ্রামের আদ্য অক্ষর পড়ে, তবে ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্র রচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তথায় কেবল স্বরবর্ণের ক্ষেত্রটীই উক্তরূপে যথা-পরিমাণ রচনা করিয়া লইলেই হইবে।

এক্ষণে সাধককে জানিতে হইবে যে, তাহার সাধনভূমির নামের আদি অক্ষরটী এই মণ্ডলের যে স্থানে পড়িয়াছে, সেই স্থান সেই সাধকের 'দীপস্থান' হইবে। অর্থাৎ সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর বসিয়া জপাদি কার্য্য করিলে, তাহার জীবপুরুষ সহজে দীপ্যমান হইবে। সাধকের 'তৈজস' দেহ বা সূক্ষ্মদেহ অনায়াসে অধিকতর তেজোদীপ্ত হইয়া বা তাহার সাধনশক্তি যথেষ্ট পুষ্ট হইয়া পরম পুরুষের দিকে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে। তাহার প্রাণময় কোষ মনোময়-কোষের সহিত শুদ্ধভাবে সংযুক্ত হইয়া, তাহা তাহার পবিত্র-ভাবময় মন্ত্রযোগের সাধনায় পরি-চালিত ও সময়ে সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। সেই কারণ এই দীপ্য-স্থানই পূর্ব্বকথিত কূর্ম্মাকার চক্রের মধ্যে সাধকের সাধনানুকূল সাধনভূমি বা সাধনার সিদ্ধিপ্রদায়ক ক্ষেত্র বলিয়া কথিত। ইহাকেই উক্ত মণ্ডলস্থিত কূর্ম্মাসনের মুখ্যস্থান বা মুখ বলিয়া জানিবে। অতএব সাধক, নিজ গ্রাম বা নগরের আদ্য-অক্ষর-নির্দ্ধারিত নির্দ্দিষ্ট-স্থানে কূর্ম্মের মুখের ন্যায় অঙ্কন করিয়া বা

চিহ্নিত করিয়া উহার হস্তপদাদিময় কতকটা কুর্ম্মেরই আকার সদৃশ অন্যান্য অঙ্গের স্থান চিহ্নিত বা বিন্যস্ত করিয়া লইবে। উদাহরণরূপে আরও দুই একটী চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইতেছে।
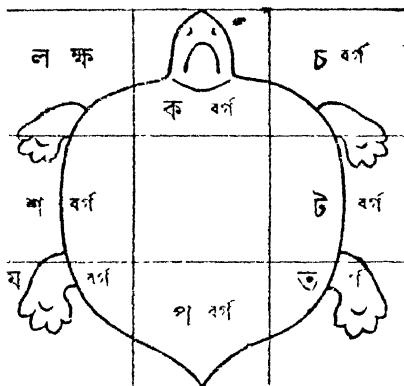
প্রকৃত কূর্ম্মচক্রের চিত্র ('ক-বর্গ')
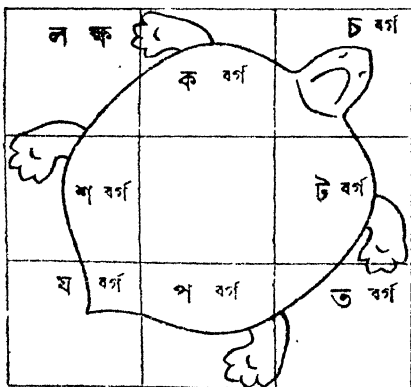
মনে কর—তোমার নির্দ্দিষ্ট সাধনভূমির অন্তর্গত ক-বর্গের কোষ্ঠা বা গৃহের মধ্যে তোমার গ্রামের আদ্যক্ষর পড়িয়াছে। তাহা হইলে ক-বর্গের ঘরের সম্মুখে কূর্ম্মের মুখাকার করিয়া অন্যান্য অঙ্গ যথাস্থানে বিন্যাস করিবে। প্রকৃত কূর্ম্মচক্রের চিত্র (কবর্গ) দেখ।

ল ক্ষ
চ বর্গ
ক বর্গ
শ বর্গ
ট বর্গ
য বর্গ
প বর্গ
ত বর্গ

কূর্ম্মচক্র চিত্র (চ-বর্গ)

যদি চ-বর্গের মধ্যে তোমার ক্ষেত্রের আদ্যক্ষর পড়ে, তবে চ-বর্গের ঘরকেই কূর্ম্মের মুখ রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গ বিন্যাস করিয়া লইবে। কূর্ম্মচক্র চিত্র (চ-বর্গ) দেখ।

কূর্ম্মচক্র চিত্র (শ-বর্গ)

এই ভাবে শ-বর্গেরও কূর্ম্মচক্র-চিত্র (শ-বর্গ) আদির বিন্যাস করিয়া লইবে।
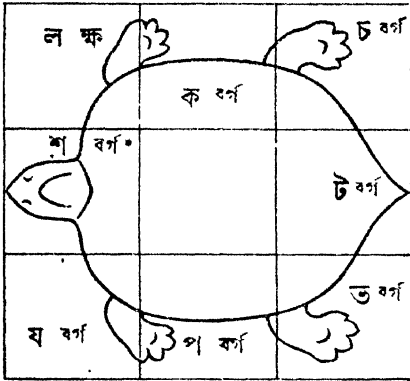
পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এ স্থলে পুনরায় বলি, যদি স্বরবর্ণের মধ্যে কোনও অক্ষরে সাধকের সাধন-ক্ষেত্রের আদ্যক্ষর নির্দ্দিষ্ট হয় এবং সাধনভূমি যদি সংকীর্ণ বা অপরিসর হয়, তবে সে স্থলে কেবল মধ্য-ক্ষেত্রটী অর্থাৎ স্বরবর্ণের ক্ষেত্রটীই যথাবিধি প্রমাণে রচনা করিয়া লইবে। তাহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের গৃহগুলি আদৌ অঙ্কন করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল স্বরবর্ণের ক্ষেত্র রচনান্তে
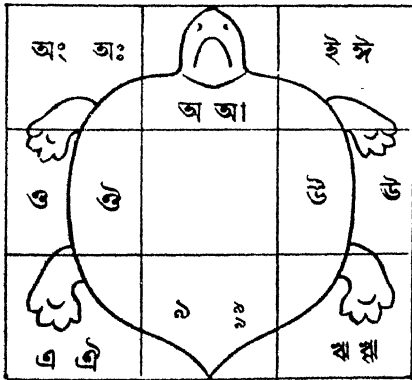
কূর্ম্মচক্র চিত্র
(স্বর বর্ণান্তর্গত অ আ)

দেখিয়া লইবে যে, তোমার গ্রামের নামের আদি অক্ষর কোথায় পড়িয়াছে, অর্থাৎ যেমন 'অজয়নগর' বা 'আমোদ-পুর', ইহাদের আদি অক্ষর 'অ' বা 'আ' পূর্ব্ব-দিকের গৃহে পড়িয়াছে, অতএব ঐ গৃহই কূর্ম্মের মুখ হইবে। পূর্ব্বোক্ত-

ভাবে এই বার উহার অন্যান্য অঙ্গ রচনা করিয়া লও।
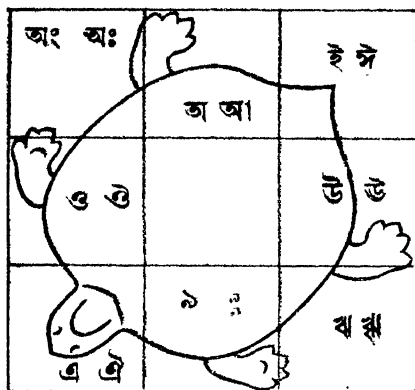
এই ভাঁবে 'একচক্র-নগর', 'ঐবাকপুর' আদির আদ্যক্ষর 'এ' 'ঐ'কার হয়, এই রূপ স্থলে এ, ঐ, যে ঘরে পড়িয়াছে. তাহাকেই মুখ করিয়া, অন্যান্য অঙ্গময় কূর্ম্মচক্র রচনা করিয়া লইবে।

এই রূপে সাধন-নির্দ্দিষ্ট স্থানে কূর্ম্মচক্র রচিত হইলে, সাধক সেই কূর্ম্মের মুখের দিকে যেন তাহার স্কন্ধরূপ পৃষ্ঠের উপর চৈতন্যময় দীপ্যমান অচঞ্চল ক্ষেত্রে নিজ আসন পাতিয়া উত্তর বা পূর্ব্বমুখ * হইয়া জপ-পূজাদি করিবে। সকাম জপ-পূজাদি পূর্ব্বমুখে এবং মোক্ষাত্মক বা আত্মোন্নতিকর নিষ্কাম-ক্রিয়া-সাধন-সমূহ নিবৃত্তিমার্গরূপ উত্তরমুখেই ফলপ্রদ।

কূর্ম্মচক্রের অন্যান্য অঙ্গের উপর বসিলে যে দোষ বা ক্ষতি হয়, তাহা পূর্ব্বেই সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছে।

লৌকিকভাবেও একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, দৈবীশক্তিসম্পন্ন চলায়মান কূর্ম্মবাহনের উপর বসিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইলে, ঐ দীপ্যস্থান অবলম্বন

* পূজাপ্রদীপে (১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায়) উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশনের তাৎপর্য্য দেখ।

ব্যতীত সাধকের উপায়ান্তর নাই। কারণ অতল বা গভীর সাধন-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সতত অতি সাবধান হইয়াই কার্য্য করিতে হয়, নতুবা নানা প্রকারে বিনষ্ট হইবার ভীষণ আশঙ্কা সর্ব্বদা প্রতীত হইতে থাকে। কূর্ম্মের চঞ্চল হস্ত-পদাদির উপর বা কুক্ষির উপর অথবা পুচ্ছের দিকে বসিলে, পতন অবশ্যম্ভাবী! অতএব নির্দ্দিষ্ট সাধনভূমিতে অর্থাৎ প্রখ্যাত নামযুক্ত গ্রামের আদ্যক্ষর দ্বারা নির্ণীত বিশিষ্ট-স্থানের উপর নিজ সাধনাসন সন্নিবেশ করিয়া সদা পুরশ্চরণাদির কার্য্য করাই শ্রীভগবানের গভীর আদেশ।

পুরশ্চরণকালে আহার্য্যবিধি ঃ—

পুরঃক্রিয়ার অনুষ্ঠান সময়ে বিশুদ্ধ ও বৈধী আহারাদির নিয়ম-পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইযাছে, পুরশ্চরণ-কার্য্য মন্ত্রাদি যোগের যম-নিয়ম প্রভৃতি অঙ্গরূপ ব্রহ্ম-চর্য্যপুষ্টির প্রাথমিক ও সাময়িক উপায়মাত্র। ইহাদ্বারা দেহ-মনের স্থিরতা ও ধৈর্য্য বর্দ্ধিত হয়, বিশ্বাস ও ভক্তি পরিপুষ্ট হয়, অন্যথা সাধনার সিদ্ধিহানি ঘটে। অতএব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিম্নলিখিত আহার্য্য গ্রহণ করাই সাধনার্থীর পক্ষে প্রশস্ত।

গব্যদুগ্ধ, ঘৃত, দধি, ইক্ষুজাত চিনি, মিছরি (গুড় নহে), তিল, মুগ, কন্দমূল (আলু প্রভৃতি, তবে কেমুক নহে), নারিকেল, কলা, লবণী (নোনাফল) আম, আমলকী, কাঁঠাল, হরীতকী ও যে সমস্ত দ্রব্য শাস্ত্রে 'হবিষ্যান্ন' বলিয়া কথিত বা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই এই পুরশ্চরণ-ব্রতারম্ভে প্রশস্ত। সিদ্ধ যোগাচার্য্যগণও এই রূপ দ্রব্যকেই 'হবিষ্য' বলিয়া বর্ণন

করিয়াছেন।

মতান্তরে হৈমন্তিক ধানের চাউল, মুগ, তিল, কলাই, কঙ্গু (কাকনীদানা) ও নীবার বা উড়িধানের চাউল (হিন্দীভাষায় ইহাকে তিন্নি বলে), বেতোশাক, হিঞ্চা (হিলঞ্চাশাক), কাকোল-শাক, মুলক, কন্দমূল (কেমুক বা কেঁউ ব্যতীত আলু প্রভৃতি), সৈন্ধব ও সমুদ্রলবণ, গব্যদধি ও ঘৃত, অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধ অর্থাৎ যে দুগ্ধের মাখম তুলিয়া লওয়া হয় নাই, কাঁঠাল, আম, হরীতকী, পিঁপুল, লবণী (নোনাফল), আমলকী, কমলালেবু, নারাঙ্গী, কলা, তেঁতুল ও জীরা আদি ফল মূল এবং শাক সবজীসমূহের যাহা যাহা অনায়াসে লাভ হইবে, তাহা ব্যবহার করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আহার্য্য পরিত্যাগ করিবে। এই ভাবে পুরশ্চরণকারী ব্যক্তি হবিষ্যাশী হইয়া থাকিবে। অথবা শাক, যাবক (অর্দ্ধসিদ্ধ যবাদি), দুগ্ধ, ঘৃত, কাঁচকলা, ঠুঁটেকলা, থোড়, যবচূর্ণ বা ছাতু, গোধুমচূর্ণ বা আঠা ইত্যাদি, ছোলা, পটোল, এঁচোড়, মানকচু, বদরী বা কুল, করঞ্চা, মোচা, বার্ত্তাকু, পল্‌তা, পালমশাক, নটে, কমলালেবু আদি ভোজন করিয়া থাকিবে।

'যোগিণীতন্ত্রে' লিখিত আছে যে, তেঁতুল, নালিকাশাক, বা শ্বেতকলম্বী, কলাই, লকুচ (ডেহুয়া), কদম্ব, নারিকেল ও দেশীকুমড়া ভক্ষণে যে নিষেধ আছে, তাহা পুরশ্চরণ ব্যতীত অন্যান্য ব্রতে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পুরশ্চরণকালে এগুলিও নিষিদ্ধ নহে।

পুরশ্চরণ সময়ে পরিত্যাজ্য বিষয় ঃ—মধু, ক্ষারদ্রব্য, সমুদ্রজ লবণ, তৈল ও তাম্বুল, কাংস্য

পাত্রের ব্যবহার অর্থাৎ কাঁসার পাত্রে পান-ভোজন এবং দিবাভোজনও পরিত্যাগ করিবে। দিবাভোজন ত্যাগে যদি সাধকের দৌর্ব্বল্য বা অসুস্থতা বোধ হয়, অর্থাৎ সাধক আতুর হইয়া পড়ে, তবে দিবা-ভোজনে নিয়মভঙ্গ জনিত দোষ হইবে না। মতান্তরেও লিখিত আছে যে—ক্ষারদ্রব্য, লবণ, মাংস, গৃঞ্জন (গাজর), মাষকলাই, অড়হর ও মসূরডাল, কোদ্রক (কোদো), ছোলা, পর্য্যষিত অন্ন (বাসী, কড়কড়া বা পান্তাভাত আদি), স্নেহহীন অর্থাৎ রুক্ষদ্রব্য এবং কীটদূষিত (পোকালাগা) আহার্য্য দ্রব্য পরিত্যজ্য।

'পুরশ্চরণকালে' মৈথুন বা মৈথুনালাপ, রঙ্গরস আদিও পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রে—'মৈথুন' অষ্টবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে :—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ স্পর্শনং গুহ্যভাষণং।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিবৃত্তিরেবচঃ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিনঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

অর্থাৎ (১) কামবিষয়ক স্মরণ বা চিন্তন, (২) তদ্বিষয়ে কীর্ত্তন বা আলাপন, (৩) স্ত্রী-পুরুষে কামভাবাত্মক ক্রীড়া, (৪) উভয়ের কামভাবে স্পর্শণ, (৫) গোপনে কামবিষয়ে পরস্পরে কথোপকথন, (৬) মৈথুন উপভোগের সংকল্প, (৭) ও তদ্বিষয়ক অধ্যবসায় বা চেষ্টা এবং (৮) কামক্রিয়া-নিবৃত্তিরূপ পরস্পরের সঙ্গমোপভোগ এই আট প্রকার মৈথুনই পরিত্যাগ করিবে।

যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পরায়ণ সাধু, বানপ্রস্থী

বা যাহারা মুমুক্ষু, তাহাদের পক্ষে এই অষ্টবিধ মৈথুনই পরিত্যাজ্য। গৃহস্থ-সাধক পত্নীর ঋতুরক্ষা ব্যতীত সহধর্ম্মিণীর নিম্ন-অঙ্গ এমন কি নাভি পর্য্যন্তও স্পর্শ করিবে না। এই বিধান অবশ্য অপুত্রক গৃহস্থগণের পক্ষে জানিতে হইবে। পুত্রার্থেই গৃহস্থমাত্র ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া থাকে; কারণ, পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। যদি পুত্র বিদ্যমান থাকে, তবে গৃহস্থ-সাধক ভার্য্যাকে সহধর্ম্মিণী বা সাধনসঙ্গিনী করিয়াই সতত সাধন-পরায়ণ হইবে। অন্যথা অর্থাৎ কেবল পুত্রার্থে পত্নীর ঋতুকালে গৃহস্থাশ্রমী সাধক শাস্ত্রবিধি অনুসারে * ভার্য্যাগমন করিতে পারিবে। 'শাস্ত্র' বলিয়াছেন:—

"ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গভির্য্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসীনাম্॥"

মনের কুটীলতা, রসালাপ, মিথ্যাভাষণ, প্রবঞ্চনা, শপথকরা, বাজীরাখা, ক্ষৌরকর্ম্ম, তৈলমর্দ্দন, গীতবাদ্যাদি শ্রবণ, নৃত্যাদি অভিনয়দর্শন, গন্ধাদি লেপন, অনিবেদিত অন্নভোজন, অসঙ্কল্পিত কার্য্য, উষ্ণজলে স্নান ও গাত্রমার্জ্জনাদি বর্জ্জন করিবে।

ফলকথা পুরশ্চরণ-সাধন সময়ে সাধক সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সাত্ত্বিকভাবে অবস্থান করিবে। আহার, বিহার, পান, আলাপন, শয়ন ও উপবেশনাদি সকল বিষয়েই যথাসাধ্য সংযম রক্ষা করিতে যত্নবান হইবে। তখন এমন কোন কার্য্যই করা বিধেয় নহে, যাহাতে দেহবিকার, আলস্য, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য

* শাস্ত্রবিধি অনুসারে—অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা, ও চতুর্দ্দশীতে গৃহস্থাশ্রমী-ব্রহ্মচারী মৈথুনাত্মক স্ত্রীসঙ্গ করিবে না।

ও উদরের পীড়াদি হয়। যাহাতে পেট বেশ ঠাণ্ডা, মস্তিষ্ক শীতল, এবং প্রাণে উদ্যম ও মনে প্রফুল্লতা সদা বিদ্যমান থাকে, তাহাই করিতে হইবে। পূর্ব্বকথিত সকল বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্যও তাহাই। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি বেশ বিচার-বিবেচনা করিয়া সাধ্যমত আহার-বিহারাদি বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া লইবে। বেশ লঘু, অনুষ্ণ, সুপক্ক দ্রব্যই এই সময়ে ব্যবহার করিবে।

এই সময় পরান্নভোজন নিষিদ্ধ:—কারণ তাহাতে সাধন-ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশের ফলভোগী সেই অন্নদাতাও হইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত শাস্ত্রাদেশ আছে যে, পরান্ন ভোজনে—'জিহ্বা', প্রতিগ্রহে—'হস্ত' এবং (পুরুষের পক্ষে) স্ত্রীগণের প্রতি ও (স্ত্রীলোকের পক্ষে) পুরুষের প্রতি কামদৃষ্টিতে—'মন' বিদগ্ধ হয়। অতএব তাহাতে সাধকের কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

ভিক্ষোপজীবি সাধকের পক্ষে অবশ্য অযাচিত ভিক্ষালব্ধ-অন্নভোজনে দোষ নাই। (অযাচিত অন্নাদি প্রাপ্ত না হইলে, যে কোনও সজ্জন ব্যক্তির নিকট বিধিবিহিত ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া লইতে পারিবে) তাহাতে ভিক্ষুকের বা ভিক্ষোপজীবির স্বত্ব-স্থাপিত হইয়া থাকে। বৈদিক বা সনাতন ধর্ম্মাচারী পবিত্র-হৃদয়, লক্ষ্মীমন্ত, সৎকুলজাত ব্যক্তির নিকট অথবা ব্রাহ্মণ কিম্বা সাধুব্যক্তির নিকট ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে কোন কিছুই গ্রহণ করিবে না। অন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট কেবল-মাত্র অগ্নিই গ্রহণ করা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যদি সেরূপ সৎভিক্ষা একান্তই সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়,

তবে তীর্থস্থান ব্যতীত অন্য সকল স্থানে পর্ব্বদিবসগুলি বাদ দিয়া অন্য যে কোনও দিনে যে কোন সংব্যক্তির নিকট এক-দিনের উপযোগী আহার্য্য ভিক্ষা করিয়া লইবে। যাহারা অনুরাগী হইয়া অধিক ভিক্ষা গ্রহণ করে, তাহাদের শত-কল্পেও সিদ্ধি হয় না।

পুরশ্চরণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, তথা হইতে এক বা দুই ক্রোশের মধ্যেই সাধক নিজ আহার বিহারার্থে গন্তব্যস্থান কল্পনা করিয়া লইবে। অর্থাৎ তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া সাধক ভিক্ষাদি সংগ্রহের জন্য বা ভ্রমণ জন্যও যাইবে না।

পুরশ্চরণকালে স্নানাদি বিধি-নিষেধ—পুরশ্চরণ করিবার পূর্ব্বে তৃতীয় দিবসে, প্রয়োজন হইলে—ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী, জটী, সাধু, বা পঞ্চকেশী, বানপ্রস্থী আদি ব্যক্তি ও স্ত্রীগণের পক্ষে ক্ষৌরাদির প্রয়োজন নাই।

পঞ্চগব্য অথবা কেবল আমলকী-রসযুক্ত পবিত্রীকৃত জলে স্নানমন্ত্র বা সঙ্কল্পবাক্যে মন্ত্রপূত করিয়া স্নান করিবে। সমর্থ হইলে ত্রিসন্ধ্যায়, অভাবে দুই সন্ধ্যায়, তদভাবে এক বারমাত্রও নিত্য-স্নান করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে—মান্ত্রিক-স্নান (পূজাপ্রদীপে—৯৮ পৃষ্ঠা হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'স্নান' অংশ দেখ) ও মার্জ্জনাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া লইবে।

স্নানান্তে 'আচমন', 'তর্পণ'. ও 'দেবতাপূজনাদি' নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। তাহা না করিয়া এবং অপবিত্র হস্ত, নগ্ন

অথবা অনাবৃতদেহ হইয়া জপ-পুরশ্চরণ করিতে নাই। তাহাতে সমস্ত বিফল হয়।

নিরাসনে, গমন সময়ে, শয়ন কালে, ভোজন করিতে করিতে, ব্যাকুল চিত্তে, ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এবং রথ্যা বা পথে, অমঙ্গল স্থানে, অন্ধকারাবৃত গৃহে, উপানহ বা জুতা-মোজা দ্বারা আবৃতপদ হইয়া, অথবা যজ্ঞকাষ্ঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকাতে বসিয়া, উৎকট-আসনে অথবা পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া জপ করিবে না। জপকালে বিড়াল, কুক্কুট, বক, কুক্কুর, নীচাত্মা শূদ্রাদি ব্যক্তি, বানর ও গর্দ্দভ দর্শন করিলে, প্রত্যেকবার আচমন করিয়া লইবে। তবে নির্দ্দিষ্ট জপ-পুরশ্চরণাদির সময় ব্যতীত মানস-জপকালে বা অন্য ক্রিয়ার কালে এ সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে না। শুচি, অশুচি, গমন, উপবেশন, শয়ন ও স্বপ্নাদি সর্ব্বসময়েই জ্ঞানীব্যক্তি নির্ব্বিকারে মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক মানস জপের অভ্যাস করিবে, তাহাতে কোন দোষ নাই।

জপের সময় অন্য শব্দ উচ্চারণ করিবে না। যদি অসাবধানে ঐরূপ কোন শব্দ উচ্চারণ হইয়া যায়, তবে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইবে। যদি পারদ বা পারশ্যাদি কোন যাবনিক শব্দ সহসা উচ্চারিত হয়, তবে একবার প্রণায়ামপূর্ব্বক জপ আরম্ভ করিবে। বহুবাক্য প্রয়োগ হইয়া যাইলে, আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া পরে জপ করিবে। জপকালে হাঁচি ও অস্পৃশ্য বস্তু বা স্থান স্পর্শ হইলেও আচমনাদি করা কর্ত্তব্য।

অন্ত্যজ ও পতিত ব্যক্তির আগমনে, অসৎ আলাপ শ্রবণে

অথবা অধোবায়ু নিঃসরণে জপ পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া এবং সূর্য্য, অগ্নি, দীপ, ব্রাহ্মণ, দেবতা বা ইষ্ট-গুরু-দেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন অথবা মনে মনে সভক্তি তাঁহার চিন্তা করিয়া জপ করিবে।

মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়া জপ পূজাদি করিলে, সমস্তই অপবিত্র হইয়া যায়। মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত-বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক অথবা কেশ-মুখাদি অপরিষ্কৃত বা দুর্গন্ধময় রাখিয়া জপ করিলে, দেবতা গুপ্তভাবে সেই জপকারীকে সত্বর দগ্ধ করিয়া থাকেন।

জপকালে আলস্য, জৃম্ভন বা হাইতোলা, নিদ্রা, তন্দ্রা, হাঁচি, থুথুফেলা, ভয়, নীচাঙ্গস্পর্শ ও ক্রোধাদি ক্ষুদ্র-কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রসিদ্ধির সহায়ক দ্বাদশবিধি—

১। ভূশয্যা, ২। ব্রহ্মচারিত্ব, ৩। মৌনাবলম্বন, ৪। আচার্য্য বা শ্রীগুরুসেবা, ৫। নিত্য যথাবিধি স্নান, ৬। পূজা, ৭। দান বা ত্যাগেচ্ছা. ৮। গুরু-দেবতার স্তুতিবন্দনা, ৯। নৈমিত্তিক পূজা, ১০। গুরু-দেবতায় দৃঢ়বিশ্বাস, ১১। জপযজ্ঞে নিষ্ঠা, এবং ১২। ক্ষুৎ বা হাঁচি—ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত ক্ষুদ্রকর্ম্ম পরিত্যাগ-রূপ দ্বাদশটী বিধান মন্ত্র-সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ সহায়ক বলিয়া শিবোপদিষ্ট।

পুরশ্চরণকালে শুচিবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কুশ-কম্বলাদি শয্যায় শয়ন করিবে। প্রত্যহ বস্ত্র বিধৌত ও শয্যা যথাসাধ্য পরিশুদ্ধ করিয়া লইবে। একবস্ত্র অথবা বহুবস্ত্র পরিধান করিয়া অথবা নগ্ন, মুক্তকেশ, সঙ্গীগণাবৃত হইয়া, কথা বলিতে বলিতে জপ করিবে না।

কাম-ভাবোদ্দীপক স্ত্রী (পুরুষের পক্ষে) এবং পুরুষ (স্ত্রী-লোকের পক্ষে), নীচ বা পতিত ব্যক্তি, ব্রাত্য (ক্রিয়াহীন দ্বিজ-জাতীয় ব্যক্তি), অনাশ্রমী ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতানিন্দক, বিশ্ব-নিন্দক, সতত পরকুৎসাপরায়ণ, নাস্তিক (ঈশ্বরে অবিশ্বাসী) ও ভণ্ডদিগের সহিত সাধনাবস্থায় আলাপ করিতেও নাই। ইহাদ্বারাও সাধনাকার্য্য সমস্তই বিফল হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে অষ্টাঙ্গ-যোগবিধির অন্তর্গত 'যম' ও 'নিয়ম' বিষয়ে ঋষি ও শিবপ্রোক্ত দুইপ্রকার উপদেশই নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

যম—অর্থাৎ সংযম, ঋষিবাক্যে ইহার দশপ্রকার অঙ্গ নির্দ্দেশ হইয়াছে। যথা—"(১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অচৌর্য্য, (৪) ব্রহ্মচর্য্য, (৫) দয়া, (৬) সরলতা, (৭) ক্ষমা, (৮) ধৈর্য্য, (৯) মিতাহার ও (১০) শৌচ" এই দশপ্রকার অনুষ্ঠান বিধিকেই —'যম' বলে"।

'আদি যামলে' শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—উন্নত সাধক ও যোগিগণের পক্ষে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার অঙ্গই সমীচীন, যথা —"(১) শান্তি, (২) সন্তোষ, (৩) মিতভোজন বা ভোজনের হ্রাস, (৪) নিদ্রার ন্যূনতা, (৫) চিত্তের দমন এবং (৬) অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ও শূন্যতারূপ ছয় প্রকার বিধিই—'যম'।"

নিয়ম—ঋষিবাক্যে উক্ত আছে, যথা—"(১) তপস্যা, (২) অযাচিতভাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তোষ, (৩) আস্তিক্য বা ঈশ্বর ও বেদ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস, (৪) দান, (৫) দেবপূজা, (৬) শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা একাগ্রমনে সতত তাহার বিচার ও ধ্যান, (৭) কুকর্ম্মে লজ্জা,

(৮) মতি বা শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা, (৯) জপ ও (১০) ব্রত বা হোমাদি ক্রিয়া," এই দশ প্রকার কার্য্যই—'নিয়ম' বলিয়া কথিত।

শ্রীভগবান আদিযামলে, উন্নত যোগীসাধকের পক্ষে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার অঙ্গই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা—"(১) চাপল্যত্যাগ, (২) মনঃস্থৈর্য্য, (৩) নিরন্তর ইষ্টগুরুতে ধ্যানতন্ময়তা হেতু উদাসীনভাব বা বাসনা-বৈরাগ্য' (৪) লৌকিক সর্ব্ববিষয়েই লালসা-রাহিত্য (৫) যথাপ্রাপ্ত বস্তুতেই তৃপ্তি বা তুষ্টি, (৬) পরমেশ্বরে একাগ্রতা এবং মান-নিন্দা আদি পাশবিসর্জ্জনই—'নিয়ম'।

'গুরুপ্রদীপে'—পঞ্চ পঞ্চবিধ যম ও নিয়মের কথা বলা হইয়াছে। পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণে আছে। এস্থলেও সাধারণভাবে 'পঞ্চবিধ 'যম' যথা—"(১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অস্তেয়, (৪) ব্রহ্মচর্য্য, (৫) অপরিগ্রহ এবং পঞ্চবিধ নিয়ম যথা—"(১) শৌচ. (২) সন্তোষ, (৩) তপস্যা, (৪) স্বাধ্যায়, (৫) ঈশ্বরপ্রণিধান," এই পাঁচ পাঁচ প্রকার—যম ও নিয়ম বর্ণিত হইল।

পুরশ্চরণকারীর পক্ষে এই যম ও নিয়ম ক্রিয়াই সদা পালনীয় বা ইহাই পুরশ্চরণের প্রধান অঙ্গ বলিয়া জানিবে। অতএব সাধকমাত্রেই প্রাণপণে এই সমস্ত যম ও নিয়মাদি যোগাঙ্গে পরিপুষ্ট হইতে যত্নবান হইবে। নতুবা সাধনক্রিয়াসমূহ কেবল লোক দেখান অনুষ্ঠানমাত্রেই পরিণত হইবে।

পুরশ্চরণকালে 'জাতকাশৌচ' অথবা 'মৃতাশৌচ' হইলেও সঙ্কল্পিত কার্য্য অর্থাৎ জপাদি পরিত্যাগ করিবে না।

মন্ত্রজপ ও তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্যে-যাহাতে কোন অনিয়ম না হয়, সাধ্যমতে সেই বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

পুরশ্চরণ-কার্য্যের বিধি-নিষেধক-বিষয়ক উপদেশ প্রায় সবই এক প্রকার কথিত হইল। 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত জপাংশ দেখিয়া অন্যান্য বিধি ও প্রক্রিয়াও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে।

দ্বিতীয় উল্লাস।

পুরশ্চরণে পঞ্চাঙ্গ-বিধান ঃ—

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রথম—জপ, দ্বিতীয়—হোম, তৃতীয়—তর্পণ, চতুর্থ—অভিষেক ও পঞ্চম—বিপ্রভোজন, এই বিভিন্ন অঙ্গই পুরশ্চরণের পঞ্চাঙ্গ-বিধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। জপ—ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'জপ' সম্বন্ধে 'জ্ঞানপ্রদীপ' (১ম ভাগ) এবং 'পূজাপ্রদীপ' দেখিয়া লও। এ স্থলে আর তাহার পুনরুক্তি করিয়া 'পুরশ্চরণপ্রদীপ' ভারাক্রান্ত করিব না। তবে এ স্থলে এই মাত্রই বলি যে, জপকালে মন স্থির না হইলে, কোন ফলই হয় না। তাই 'কুলার্ণবে' শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—"জপকালে যদি 'মন' এক স্থানে, 'শিব' আর স্থানে, এবং 'শক্তি' অন্য স্থানে থাকেন; অর্থাৎ মন বা 'মন্ত্র' শিব বা 'গুরু' এবং শক্তি বা 'অভীষ্টদেবতার' ঐক্য স্থাপনা না করিয়া জপ করা হয়, তবে শতকোটী কল্পেও

মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। অতএব ত্রিতয়ভাবে মনস্থির করাই ইহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য।

যোগাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলিদেব সেই কারণ যোগ-বিজ্ঞান-বর্ণনায় প্রথম 'সূত্র' নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।" চিত্তের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইলেই যোগক্রিয়া আরম্ভ হইবে। পূর্ব্ববর্ণিত আহার-বিহারাদির বিচার দ্বারা সাধকের যম বা সংযম, নিয়ম ও পরে আসনশুদ্ধি আদি ক্রিয়া দ্বারা পরবর্ত্তী যোগাঙ্গগুলি সিদ্ধ হইলেই, ক্রমে মনস্থির আপনা আপনি হইয়া আসিবে। নতুবা চিরজীবনের কদর্য্য অভ্যাস ও অভিরুচিপূর্ণ অনাচার বা নিজ অক্ষমতার পরিচায়ক সনাতন-সাধনাবিরুদ্ধ আচাররত হইয়া কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। তাই জপানুষ্ঠানের পূর্ব্বে শিবের এত বাঁধাবাঁধি বিধি ব্যবস্থা।

'জপ'—(পরবর্ত্তী অংশে ধ্যান ও জপ-ক্রিয়া-বিজ্ঞান দেখ) ধ্যানেরও পরবর্ত্তী ক্রিয়া বা ধ্যানের শেষাঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং কেবল মুখের কথায়—'জপ' হয় না। জপ অষ্টাঙ্গ-যোগের সপ্তম অঙ্গের অন্তস্বরূপ। প্রকৃত কথা বলিতে কি, যাহার দেহ মনের কিছুমাত্র সংযম (১। যম) হয় নাই, যাহার নিয়মিত সাধন-ক্রিয়ার কতকটা অভ্যাস (২। নিয়ম) হয় নাই, যাহার একাসনে স্থিরভাবে কিছুকাল বসিবার সামর্থ্য (৩। আসন) হয় নাই, যাহার দেহানুকূল গুরুনির্দ্দিষ্ট যথাযথ প্রাণক্রিয়া অভ্যস্থ (৪। প্রাণায়াম) হয় নাই, যে ব্যক্তি বাহ্য 'বিষয়পঞ্চক' হইতে মনকে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিবার (৫। প্রত্যাহার) সন্ধান পায় নাই, যাহার চিত্ত বাহ্য বা অভ্যন্তরে কোন এক বস্তুকে কিয়ৎক্ষণও

ধরিয়া রাখিতে (৬। ধারণা) পারে না—তাহার ইষ্ট-ধ্যান কেমন করিয়া (৭। ধ্যান) সম্ভব হইবে, আর ধ্যানপুষ্টি না হইলেই বা কেমন করিয়া গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য-স্থাপনা দ্বারা সাধক 'জপাধিকারী' হইতে পারিবে? এই জন্যই পুরশ্চরণ কার্য্যে জপের পূর্ব্বে বাহ্যপূজাদি ক্রিয়া ও বিবিধ অনুষ্ঠানের এত কঠিন বিধি-ব্যবস্থাসমূহ নিরূপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সহসা এই সকল বিধি-নিষেধ সামান্য কঠিন বলিয়া অনেকেরই মনে হইতে পারে, একথা সত্য, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাসযুক্ত অন্তরে ক্রমে অভ্যাস করিলে, সহজেই ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আজকাল মূল আচার-অনুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্যাদির অভ্যাস-পুষ্ট না হইয়াই, মহাবীর হনুমানের ন্যায় 'সাগরপার' হইতে অনেকেরই ইচ্ছা হয়; অনেকেই গোড়া না বাঁধিয়া বা ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদন না করিয়া, একেবারেই বিরাট অট্টালিকার গঠনকার্য্য করিতে আরম্ভ করে, 'যেন ঢাল নাই, তরবার নাই, একেবারে নিধিরাম সর্দ্দার' হইয়া উৎকটভাবে পুরশ্চরাত্মক অন্তিম 'জপ', কার্য্য করিতে বসে, পরে বিফল-মনোরথ বা হতাশ অন্তরে হয়ত একটা না একটা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই ক্রিয়াশক্তিবিহীন অনেক 'ভুঁই ফোড়' মহাপুরুষ হয়—বেদান্তাদির কেবল 'বুকনিবাজী' করিয়া, না হয়—যেন ভাবের ঘড়া ভাঙ্গিয়া নানা রং ঢঙ্গে ভক্তির ভান করিতে করিতে, হেঁয়ালীর বাক্‌জালের মধ্যে কেবল 'আহা উহুঁ' করিয়া ঢলিয়া পড়েন, আর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নয়ন-তারাদুইটী ঊর্দ্ধে তুলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনার আদর্শ গুরুরূপে জগতে মিথ্যাচারেরই উপদেষ্টা হন।

সনাতন-ধর্ম্ম স্তরে স্তরে যথার্থই যেন স্থনির্ম্মিত সোপানরূপে ক্রমোন্নত পথ-প্রদর্শক। তলদেশ ছাড়িয়া একেবারে মধ্য বা উপরে কেহই কোন কালে উঠিতে পারে না; তাহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, শিব-স্বরূপ সিদ্ধ-গুরু-মণ্ডলীই তাহা জানেন মাত্র; সিদ্ধ গুরু-পরম্পরায় উপদেশ-বিহনে অসিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বার্থপর, প্রতিষ্ঠাভিলাষী ও লোভী, ব্যবসায়ী গুরুর দল তাহার ভেদ কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

তুমি সিদ্ধবংশ গুরুব্যবসায়ী, তোমাকে বলি, এক দিনে বা এক জন্মে কোন কিছুই হয় না, কত জন্মজন্মান্তরের সাধনা বা চেষ্টার ফলে তবে ক্রমে ক্রমে তাহার পুষ্টি ও সিদ্ধি হইয়া থাকে। তোমাদের বংশ-গৌরব সেই সাধকপ্রবর মহাপুরুষও একেবারেই বা বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তোমার বা তোমার শিষ্যগণমধ্যে কাহারই সহসা হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। শিবনির্দ্দিষ্ট-পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও, আত্মপবিপুষ্ট হও। ধীরতা, স্থিরতা, ও বিশ্বাসই, সেই পথে অগ্রসর হইবার একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুপাদুকা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, অবশ্যই সময়ে সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কোন কার্য্যই অবহেলা, অবজ্ঞা, বা আলস্য করিও না। বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণে যেমন বিস্তৃত হ্রদ পূর্ণ হয়, তেমনই বিন্দু বিন্দু পরিমাণ সাধনার উন্নতিপ্রদ কর্ম্মফলেই তোমার হৃদয়সরোবর পূর্ণ হইবে, তখন তাহাতে তোমার প্রফুল্ল হৃদয়কমলে, তোমার চিরবাঞ্ছিত ধ্যেয়মূর্ত্তি হৃদয়-দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হইবে ও তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে

তোমার জপকার্য্য যথার্থরূপে আরম্ভ হইবে।

স্নেহাস্পদ, জপকার্য্য এত দূরের, এত উপরের ক্রিয়া হইলেও, দীক্ষার পর হইতেই শ্রীগুরুমুখে সেই জপের উপদেশ, শ্রীসদাশিব ব্যক্ত করিয়াছেন। 'জপই' মন্ত্রযোগী সাধকের অন্তিম লক্ষ্যবস্তু। সেই 'লক্ষ্য' প্রথম হইতে নির্দ্দিষ্ট না হইলে, সাধক যে পথভ্রষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে! অতএব সেই লক্ষ্য-নির্দ্দেশই তোমার মনস্থির করিবার একমাত্র উপায়। কাশী-বিশ্বনাথ দর্শন করিতে হইবে, এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই কাশী কোন্ দিকে, সে পথ-ঘাট কেমন, সে পথে বিপদ-আপদ আছে কি না, কেমন করিয়া কি ভাবে তথায় যাইতে হইবে, প্রথমেই সেই সকলের যেমন অবগতির প্রয়োজন, তেমনই যথাসময়ে সেই পথে অগ্রসর হওয়াও একান্ত আবশ্যক! কেবল কল্পনা ও যুক্তি-বিবেচনায় কখনও কাশীতে যাওয়া হইবে না। অতএব পুরশ্চরণের জপরূপ লক্ষ্য-নির্দ্দিষ্ট হইলে, পূর্ব্বকথিত মত তাহার ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সকল কার্য্য সাধকের অনায়াসে সাধ্য হইবে।

সাধারণতঃ পুরশ্চরণ-কার্য্যে মন্ত্রজপের কয়েক 'লক্ষ'-মাত্র জপেরই সংখ্যা-নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যা হিসাবে একশত-সহস্র সংখ্যাকেই—এক 'লক্ষ' বলে। সেই 'লক্ষ সংখ্যাই' প্রথমে সাধকের স্থূল-লক্ষ্যবস্তু হইলেও, সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর অলৌকিক উপদেশে উহার 'লক্ষ্যার্থ' অন্যরূপ। তাহাই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—গুরু, মন্ত্র ও দেবতার একত্বসিদ্ধ জ্যোতিঃ-রেখা-সম 'শরের' প্রতি একাগ্রনিবদ্ধ লক্ষ্য স্থাপনা করিয়াই তোমার

কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই—দ্বিতীয় বা সূক্ষ্ম-লক্ষ্যবস্তু। এই 'লক্ষ্য' ভ্রষ্ট হইলে, যোগীর যোগ-শক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। মন্ত্রযোগীর প্রথম বা স্থূল-লক্ষ্যবস্তু, মন্ত্রের সংখ্যা-রক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিতীয় সূক্ষ্ম-লক্ষ্যবস্তুতে চিত্ত দৃঢ়তর হইলে, অন্তিম বা—তৃতীয় 'কারণরূপ' 'লক্ষ্যভেদ' দ্বারা সাধনার শেষ পরীক্ষায় সাধক অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তখনই প্রকৃত 'যোগশক্তি' বা 'যজ্ঞশক্তি'-সাধনার আমূল পঞ্চাঙ্গময় পঞ্চ-যজ্ঞশক্তির ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

তখনই সাধককে যেন যোগ-শ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন হইয়া, লক্ষ্যভেদ দ্বারাই পঞ্চশক্তিস্বরূপা যজ্ঞোদ্ভবা যাজ্ঞসেনী বা যজ্ঞসেনানী দ্রুপদকন্যা 'পাঞ্চালীকে' লাভ করিতে হইবে। (গীতাপ্রদীপে—'দ্রৌপদী' অংশ দেখ) সেই দ্রু+পদ—শীঘ্র গতি বা চঞ্চলগতিযুক্ত মনেরই ক্রিয়া-যজ্ঞোদ্ভবা দৈবশক্তিসম্পন্না বিদ্যুৎ-প্রভাময়ী 'কুণ্ডলিনী'-শক্তিকেই সাধককে লাভ করিতে হইবে। তিনি তখনও যেন দ্রুপদগৃহে চাঞ্চল্যময় মনের লৌকিক ক্রিয়াধার—'পৃথ্বীচক্রে' যেন নিশ্চিন্ত হইয়া পার্থিব শিবপূজায় নিত্যনিরতা, ধ্যানরতা! তাঁহার সেই 'ধ্যান' ভঙ্গ করাইতে হইবে, তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, (পরিশিষ্টমধ্যে কুণ্ডলিনীর—নিদ্রিতা, জাগরিতা ও প্রবুদ্ধা-অবস্থা দেখ) তাঁহারই সাহায্যে বা তাঁহারই উপলক্ষে তোমাকে পরে 'সাধন-সমরে' বিজয়ী হইতে হইবে। তিনি যে ব্রহ্মশক্তি হইয়াও, সেই মূল ব্রহ্মবিম্ব হইতে সাধকের জীবনী-শক্তিতে প্রতিবিম্বিতারূপে প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছেন!

লৌকিক-জগতে—সূর্য্য বা চন্দ্র যত দূরেই থাকুন না, তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে তিনি ত বিচ্ছিন্ন নহেন। তাঁহার রশ্মির রেখাসমূহের দ্বারা তিনি সততই তাহাতে মিলাইয়া রাখিয়াছেন বা মিলাইয়া অর্থাৎ মিলিত হইয়া রহিয়াছেন। নতুবা প্রতিবিম্বের অস্তিত্বই যে, থাকিতে পারে না। সে রশ্মি-প্রভার মধ্যে সহসা মেঘখণ্ড সাময়িকভাবে আসিয়া, সেই প্রতিবিম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত রশ্মি-প্রবাহে বাধা প্রদান করিলেই, আর প্রতিবিম্ব-ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। তাই প্রতিবিম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত রশ্মিগুলির সহায়তা ব্যতীত সেই মূল 'বিম্ব' বা জ্যোতিঃ-বিন্দুর প্রতি লক্ষ্য করিতেও পারা যায় না।

সেই অনন্ত ও অজ্ঞাত কোন্ সুদূর প্রদেশে সূর্য্য বা চন্দ্রের ন্যায় অখণ্ড মণ্ডলাকারে নিত্য তাঁহার উদয় হইয়া আছে—তুমি গৃহী, কুটীরবাসী মোহান্ধকার-মুগ্ধ যেন অন্ধ-জীব—কোথা দিয়া, কোন্ ফাঁক দিয়া, সেই 'রশ্মি' সমষ্টিবদ্ধভাবে কিরণ-রেখায় যেন তোমার গৃহমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই কিরণজালের মধ্যে 'পরমাণু' হইতে 'ত্রসরেণু' রূপে কত কি সূক্ষ্ম-বস্তু তখন তোমার দৃষ্টি গোচর হইতেছে। সেই সূক্ষ্ম পরমাণুময় বস্তুগুলি যে কেবল ঐ রশ্মিরেখার মধ্যেই বিদ্যমান আছে, অন্য কোথাও নাই—তাহা নহে—সারা-সংসার জড়-অজড় চরাচরের সর্ব্বত্রই সেইরূপ পরমাণু-সমূহে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের দিকে একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে, কত পরমাণু আসিতেছে, ভাসিতেছে, আবার সেই রশ্মিরেখার বাহিরে পড়িয়া, আকাশের ঘোর অনন্ত অঙ্গে কেমন করিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

আবার যখন সে পরমাণুগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা, তখন আলোকময় সেই রশ্মিরেখাও আর কাহারও পরিদৃষ্ট হইতেছে না, উক্ত পরমাণুময় বস্তুগুলি ও আলোকময় এই রশ্মিরেখা পরস্পর এমনই বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রে ওতোপ্রতভাবে জড়িত যে, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও পরিলক্ষিত হয় না। তখন কেবল তোমার গৃহতলে বা যে কোন বস্তুর উপর সে কিরণপ্রভা পতিত হইয়া, তাহার অস্তিত্বমাত্র প্রতিপন্ন করিতেছে—দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন সেই আলোকটুকু যে কোথা হইতে, গৃহের কোন্ ফাঁক দিয়া, কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যেন সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং কেবল সেই প্রতিভাত আলোক-অংশ ব্যতীত রশ্মিসমূহের অস্তিত্ব আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

গৃহমধ্য হইতে সেই আলোকের মূল 'চন্দ্র' বা 'সূর্য্য'-দেবকে তখন দর্শন করিতে হইলে, বা তাহার অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, তোমাকে সেই প্রতিভাত-কিরণটুকুর নিকটে তখন যাইতে হইবে ও তথা হইতে সেই কিরণের অদৃশ্য রশ্মি-রেখার সহিত তোমার চক্ষু মিলাইয়া দেখিলে, তবেই তুমি তাহার দর্শন পাইবে, নতুবা নহে। তাই প্রতিভাত প্রতিবিম্বজ্যোতিঃ হইতেই তোমার মূল বিম্ব বা লক্ষ্য-বিন্দু দর্শন করিতে হইবে, বা মূলাধারস্থিত সেই ব্রহ্ম প্রতিবিম্বরূপ কুণ্ডলিনীবস্তু লক্ষ্য করিয়াই, তোমার ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত তোমার আত্মজ্যোতিঃরূপ ব্রহ্মবিম্ব —সেই 'লক্ষ্যবিন্দু' ভেদ তোমাকে করিতে হইবে।

মহাবীর ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনকেও তাই স্থূল আদর্শরূপে 'প্রতিবিম্বই'

লক্ষ্য করিয়া 'লক্ষ্যভেদ' করিতে হইয়াছিল। ইহা সাধনার যে কি গভীর ও অতি গূঢ় বিজ্ঞানময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়! শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত ইহা সহজে সাধারণের উপলব্ধি হইতে পারে না।

'পূজাপ্রদীপে' (১৮৪—১৮৫ পৃষ্ঠায়) 'কামিনীধ্যানে' বলা হইয়াছে—

"কামিনীং প্রথমং ধ্যাত্বা জপপূজা সমাচরেৎ।"

সে স্থলেও এই লক্ষ্যভেদের কথা বলা হইয়াছে। তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রী—তিনিই সাধনার অলৌকিকী-শক্তি—তাঁহারই সহায়তায়, তাঁহাকেই জাগাইয়া, তাঁহারই অপূর্ব্ব করুণাময় চরণাধারের বা করুণাধারার আশ্রয় লইয়া, সাধককে উপরে উঠিতে হইবে। যে পথ দিয়া পূর্ব্ববর্ণিতরূপ সেই ব্রহ্মকিরণধারা নামিয়া আসিয়াছে, সেই ব্রহ্ম-পথরূপ বিমল সুষুম্নামার্গ ('পূজা-প্রদীপ'—৫৪ পৃষ্ঠায়; 'গুরুপ্রদীপ'—'ষট্চক্র' ও এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-অংশে--'সুষুম্নাপ্রবাহ' দেখ) ধরিয়া, তাহার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে বিদ্যুৎরেখা-রূপ অতি বিচিত্র তীরের আকার করিয়া, ইষ্টপ্রণবমন্ত্ররূপ তাঁহার করকমল ভূষিত ধনুর সাহায্যে তোমাকে উক্ত লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে।

এই 'লক্ষ্যভেদই' সাধারণতঃ 'ষট্চক্রভেদ' বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এ স্থলে 'ভেদ' অর্থে 'বিদ্ধ' বা 'ভেদ'—উক্ত চক্রগুলি 'বিদ্ধ' করিয়া, অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া, বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া। জীব যেন তাঁহারই প্রতিবিম্বরূপে বা 'তাঁহারই' কিরণপ্রভারূপে, অথবা 'তাঁহার' ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির লৌকিক-ভাবধারায় অহরহঃ

নিম্নে মূলাধার বা ভূলোকের দিকে স্বভাবতঃ নামিয়া আসিতেছে, সেই নিম্নগামী ভাবপ্রভাবেই জীব সংসার-মোহে একান্ত মুগ্ধ হইয়া অবিদ্যাশ্রিত অনুলোম-প্রবৃত্তির পথে অবিরত নামিয়া চলিতেছে, এক্ষণে তাহাই সংসার-নিবৃত্তির সু-অবসর সময়ে বিচিত্র প্রতিলোম বা বিপরীত পথে অর্থাৎ উর্দ্ধমুখে উঠাইতে হইবে। (পরিশিষ্ট-অংশমধ্যে—যোগ, জপ ও পূজাদিতে নাসা-বায়ুর অনুকূল-প্রবাহ-অংশ দেখ।)

জীবাত্মা সহস্রারান্তর্গত সেই মূল আত্ম-বিম্ব বা ব্রহ্মবিন্দু হইতে যখন উক্তরূপে ভাবধারার সহিত ভোগভূমি পৃথ্বীমণ্ডলে নামিয়া আসে, তখন সে পথ স্বাভাবিকভাবে যেন সদাই মুক্ত থাকে। যেমন মুষিক ধবিবার উপযোগী পিঁজরা বা ইঁদুরধরা 'খাঁচার' দ্বারপথে বা দরজা দিয়া যে কোন মুষিক অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাতে তাহার কোনরূপ বাধা হয় না, বরং তখন সেই দ্বার সহজেই উঠিয়া বা খুলিয়া যায়, তাহাদের প্রবেশ পথে সে সময় কোন বাধাই অনুভব হয় না, কিন্তু বাহিরাগমন সময়ে তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ, ভিতর হইতে সেই দ্বারের উপর যেমন যথেষ্ট আঘাত করিলেও, তাহা আদৌ খুলে না—'জীব'ও সাধনবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা বশতঃ উর্দ্ধে উঠিবার জন্য সেই রূপ কখন কখন বিশেষ চেষ্টা করিলেও, পূর্ব্বকথিত ষট্চক্রের প্রতি চক্রের অন্তর্গত সুযুম্নামার্গ-স্থিত গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং সেই এক একটী আবদ্ধ দ্বাররূপ 'চক্র' এই অভিনব 'শরনিক্ষেপ'-সহযোগে 'ভেদ' না করিয়া, উঠিবার উপায় নাই। (পরিশিষ্ট-অংশে—"যোগ, জপ ও পূজাদিতে

নাসাবায়ুর অনুকূল প্রবাহ” দেখ এবং পরে “মন্ত্রচৈতন্য”-অংশে —“বৈখরী” নাদের প্রতিলোম গতিও দেখিয়া লও)।

‘পূজাপ্রদীপের’ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকৃত্য-মধ্যে (২০ পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে—“কুণ্ডলিনী-শক্তিকে তখন এক বার জাগাইবার কথা সিদ্ধ-গুরুমুখে শুনিতে পাওয়া যায়”। সেই সঙ্গে তাহার ক্রিয়া-প্রণালীরও কিঞ্চিৎ আভায তথায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাকে ‘মূলাধার’ হইতে প্রথমেই এক বার ‘মণিপুর’-কমলে উঠাইতে হইবে, সে সময় দ্বিতীয় ‘স্বাধিষ্ঠান’-কমলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই।

সেই কুণ্ডলিনীই তখন যে ‘কামিনীশক্তিরূপে’ মণিপুরের শোভাবর্দ্ধন করিয়া, তাহারই সম্মুখস্থিত অভিনব রক্তকমল বা নাভিকমলের উপর—সিংহারূঢ়া, চতুর্ভুজা ও শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ব্বাণ-করাম্বুজা হইয়া বিরাজিতা হইবেন, তাহাও বলা হইয়াছে।

মণিপুর তেজঃকেন্দ্র—সাধক, তথায় সিংহসম সাধন-প্রবৃত্তিপুষ্ট জ্ঞান বা তেজের উপরেই ‘তাঁহার’ একাগ্রচিন্তায় নিজেকে অধিকতর তেজঃপুষ্ট করিয়া, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যত্ব লাভ করিয়া, বা স্বয়ং যেন অর্জ্জুন * হইয়া মণিপুর হইতে নিম্নদিকে স্বাধিষ্ঠানচক্ররূপ জল-তত্ত্বের মধ্য দিয়া যেন নিম্নমুখ হইয়া দেখিলে, তাহারই তলদেশে পৃথ্বাধার বা মূলাধার-কমলমধ্যে সেই ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপা ‘কুণ্ডলিনী-শক্তিকেই’ আবার লক্ষ্য করিতে পারিবে, অথবা পবিত্র-অন্তরে ধৈর্য্যসহকারে তাঁহাকে লক্ষ্য করিবে। তখন ঠিক অর্জ্জুনের ন্যায়ই সেই প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া, নিম্নমুখেই অবস্থান পূর্ব্বক, উর্দ্ধদিকে

* “গীতাপ্রদীপে”—‘অর্জ্জুন’ অংশ দেখ।

তোমার সাধন-তীরটী নিক্ষেপ করিবে, অর্থাৎ সেই সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মপথ ধরিয়া 'জীবশিবকে' 'পরমশিবের' নিকট লইয়া যাইবে।

সেই সঙ্গে "সু-দর্শন চক্র" বা দিব্যদৃষ্টিরূপ দৈব লক্ষ্যদ্বারা মোহরূপ অষ্টপাশগুলি ছেদন করিয়া ও "ধ্বন্যাত্মক" চৈতন্যময় মন্ত্রোচ্চারণরূপ দিব্য-শঙ্খনিনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হও। ইহাই জপ বা পুরশ্চরণনির্দ্দিষ্ট মন্ত্রচৈতন্য করিবার প্রধান ও অন্তিম লক্ষ্যবস্তু। অতএব কুণ্ডলিনীকে সর্ব্বকামনাসিদ্ধি-প্রদায়িনী প্রত্যক্ষ কামিনীদেবী-ধ্যানে প্রথমে আন্তরিকভাবে ধ্যান বা চিন্তা ব্যতীত জপ-পূজাদি কিছুতেই সুসম্পন্ন হইবে না। তখন সেই মাতৃস্বরূপিণী কামিনীরূপেই তিনি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিবেন। তখন তিনিই ধ্বন্যাত্মক মন্ত্রময়ী হইয়া, অন্তে—জপসমর্পণ-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই তোমাকে অকুলের কুল দেখাইয়া, তোমাকে সেই কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া, মা আমার কুলকুণ্ডলিনীরূপে* তোমার অন্তিম কামনা পূর্ণ করিবেন। তোমারই আত্মজ্যোতিতে তোমাকে মিলাইয়া † জপেরও পরবর্ত্তী অন্তিম যোগাঙ্গরূপ শেষ 'সমাধিতে' 'ত্রিপুটী লয়' করিয়া দিবেন। তুমি তখনই ধন্য হইবে, তোমার চিরবাঞ্ছিত পদ তখনই লাভ হইবে। পরে 'মন্ত্রচৈতন্য'-অংশেও কুণ্ডলিনীই যে মন্ত্রের চৈতন্য-প্রদায়ক তাহা বলা হইয়াছে।

ধারাবাহিক সাধনারূপ জপ-যজ্ঞের দ্বারা এই ভাবেই উক্ত ত্রিবিধ লক্ষ্য-সহযোগে পুরশ্চরণ-ক্রিয়া আরম্ভ করিতে হইবে।

* পূজাপ্রদীপে—(৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায়) 'কুণ্ডলিনী' ও 'কুলকুণ্ডলিনী' শব্দ দেখ।

† পূজাপ্রদীপে—(৩৩১ পৃষ্ঠায়) 'জপসমর্পণ' অংশ দেখ।

মন্ত্রের জাতক ও মরণাশৌচ—জপ-কালে মন্ত্রের প্রথম উচ্চারণমাত্রেই সাধকের অন্তরে মন্ত্রের 'জাতকাশৌচ' হয়, এবং মন্ত্রের উচ্চারণের পর সাধকান্তরে মন্ত্রের 'মরণাশৌচ' হয়। অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই মনের গুপ্ত অন্তর-চাঞ্চল্য ('গুরুপ্রদীপে' ৯৫ পৃষ্ঠায় 'অশৌচত্যাগ' অংশ দেখ) হইয়া থাকে। সুতরাং এই অশৌচদ্বয়-যুক্ত মন্ত্র কদাপি সিদ্ধ হয় না। অতএব উহার সেই চঞ্চলাত্মক অশৌচ-নিবারণের জন্য জপ্যমন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে স্থিরাত্মক প্রণব-মন্ত্র 'ওঁ' (অনধিকারীর পক্ষে—দীর্ঘপ্রণব 'ঔঁ' বা 'হ্রীঁ') মন্ত্র পুটিত করিয়া, মন্ত্র-জপের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে ১০৮ বার (অসমর্থ পক্ষে ৭ বার) জপ করিবে। এই ভাবে অশৌচদ্বয়-বিহীন হইলেই 'জপ্যমন্ত্র' লক্ষ্যস্থির-যুক্ত ও সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদ হয়।

মন্ত্রচৈতন্য—'পূজাপ্রদীপ' (৩১৭ পৃষ্ঠায়) জপ-অংশে বীজমন্ত্রের শব্দময় অর্থ ও ভাবময় অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক, তাহা অবশ্যই পুনরায় দেখিয়া বুঝিয়া লইবে। সেই ভাবে 'মন্ত্রচৈতন্য' বিষয়টীও এস্থলে এক বার কথিত হইতেছে—বেশ মনোযোগ সহ বুঝিতে যত্ন কর।

'মন্ত্রচৈতন্য' অর্থে—মন্ত্রকে চৈতন্যযুক্ত করা, অর্থাৎ মন্ত্রের বর্ণভাব বা অক্ষরভাব ত্যাগ করিয়া, সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তির চিৎভাবে মন্ত্রকে পরিদর্শন করা। সেই চিৎশক্তিময় হইলেই, মন্ত্র 'সজীব,' 'সচেতন' বা 'সিদ্ধমন্ত্র' বলিয়া কথিত হয়। মন্ত্রের চৈতন্য-বিধানকার্য্য অবশ্যই কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ এবং তাহা সুকর্ম্মী ও সুবিজ্ঞ গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ ব্যতীত সহজে বুঝিবার

উপায় নাই। তথাপি এ স্থলে সংক্ষেপে সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলী-বর্ণিত সেই গূঢ় সাধনোপদেশ-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই মন্ত্র-চৈতন্য ক্রিয়াবিধি শাস্ত্রে বহুপ্রকারে বর্ণিত আছে. তন্মধ্যে যে বিধিগুলি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

(১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র-চৈতন্য-প্রক্রিয়া—'পূজা প্রদীপে'—জপ-অংশে—বীজমন্ত্রার্থ বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"মন্ত্রাত্মক শব্দ বা তদাত্মক বর্ণগুলি চিৎশক্তি-সহযোগেই সর্ব্বদা ধ্বনিত বা প্রকাশিত হয়।" সুতরাং মন্ত্ররূপে শব্দসমূহ বা মাতৃকাবর্ণগুলি সেই চিৎশক্তিতে সততই সমারূঢ় থাকে। যখন কুণ্ডলিনীশক্তির মূল আধারভূমি হইতে ষটচক্ররূপ এক এক চক্র বা চৈতন্যকেন্দ্র ভেদ বা শোধন-সহযোগে, সেই মন্ত্রাত্মক বাহ্যস্বরূপ বা তাহাদের বর্ণভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া, কেবল ধ্বন্যাত্মক হইয়া যায়, তখনই 'মন্ত্র' চৈতন্যযুক্ত হইল, বলা যায়।

নাদতত্ত্ব:—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"জীবের জীবনী-শক্তি বা প্রাণশক্তিস্বরূপা 'কুণ্ডলিনীই' বিদ্যাশক্তিময়ী বা চৈতন্যরূপা, তিনিই আবার বেদাদি সকল মন্ত্রেরই মূলাধার। সেই মন্ত্র যদি শক্তি বা চৈতন্যযুক্ত না হয়, তবে তাহা কোন-রূপেই ফলপ্রদ হইতে পারে না।" এক্ষণে এই মন্ত্রচৈতন্য-প্রসঙ্গে পুনরায় বিশেষভাবে বলা যাইতেছে যে—সেই মন্ত্রাত্মক শব্দই 'নাদ'—ধ্বনিরূপে বাহ্যতঃ মূলাধার-ভূমি হইতেই সতত প্রকাশিত হয়। 'উপনিষৎ শাস্ত্র' বলিয়াছেন—

"অক্ষরং পরমোনাদঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে।
মূলাধারগতাশক্তিঃ স্বাধারা বিন্দুরূপিণী॥
তস্যামুৎপাদ্যতে নাদঃ সূক্ষ্মবীজাদিবাঙ্কুরঃ।
তাং পশ্যন্তীং বিদুর্বিশ্বং যয়া পশ্যন্তি যোগিনঃ॥
হৃদয়ে ব্যজ্যতে ঘোষো গর্জ্জৎ পর্জ্জন্যসন্নিভঃ।
তত্র স্থিতা সুরেশানি মধ্যমেত্যভিধীয়তে।
প্রাণেন চ স্বরাখ্যেন প্রথিতঃ বৈখরী পুনঃ।
শাখাপল্লবরূপেণ তাল্বাদি স্থান ঘট্টনাৎ॥
অকারাদি ক্ষাকারান্তান্যক্ষরাণী সমীরয়েৎ।
অক্ষরেভ্যঃ পদানি স্যুঃ পদেভ্যো বাক্যসম্ভবঃ॥
সর্ব্বে বাক্যাত্মকা মন্ত্রা বেদশাস্ত্রানি কৃৎস্নশঃ।
পুরাণানি চ কাব্যানি ভাষাশ্চ বিবিধা অপি॥
সপ্তস্বরাশ্চ গাথাশ্চ সর্ব্বে নাদ সমুদ্ভবাঃ।
এষা সরস্বতীদেবী সর্ব্বভূত গুহাশ্রয়া॥"

অক্ষর অর্থাৎ অ-ক্ষর, যাহার ক্ষর বা ক্ষয় নাই, সেই অবিনাশী পরম নাদ ওঁ-কারই 'শব্দব্রহ্ম' বলিয়া কথিত। মূলাধারগতা বিন্দুরূপিণী শক্তি তাহারই আধারভূতা। অর্থাৎ সহস্রারস্থিত ব্রহ্মবিম্ব বা আত্মবিন্দুর প্রতিবিম্বাধারভূতা, বা মূলাধারস্থিতা হইয়াই, তাঁহার প্রতিবিম্ব-বিন্দুরূপিণী জীবের জীবনীশক্তি বা কুণ্ডলিনী-শক্তি সতত অবস্থান করিতেছেন। তাঁহা হইতেই চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট বেদযোনি ওঁ কার নাদাত্মক সূক্ষ্ম ও বীজের যেন 'ওঙ্কুর' বা ওম্‌-কুররূপ, অথবা শব্দ বা নাদের বহির্ব্বিকাশ, কিম্বা জীবে শব্দো-চ্ছ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। (জ্ঞানপ্রদীপে ২য় ভাগ—২১০ পৃষ্ঠায়

'প্রণব-রহস্যের' মধ্যে ওঁ কারের 'সপ্তঅঙ্গ',—'অ', 'উ', 'ম', 'নাদ', 'বিন্দু'. 'কলা' ও 'কলাতীত' বর্ণনা দেখ। সেই সঙ্গে প্রণবের 'চতুষ্পাদ'—'স্থূল', 'সূক্ষ্ম', 'বীজ', ও 'সাক্ষী' এবং পরে তথায় ইহাদের তাৎপর্য্য দেখ)।

তাহা হইতেই যোগিগণ স্থূল-শরীরাভিমানী আত্মার ন্যায় মূল-মন্ত্রের যেন স্থূল-নাদাত্মক 'বিশ্ব'রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তাঙ্গময়-প্রণবের অবাঙমনসোগোচর অবস্থাই তাঁহার মূল—সপ্তম-অঙ্গস্বরূপ—'কলাতীত' ভাবাত্মক পরমা-নাদ বা পরানাদ-বিকাশের অনাদিভূমি। তাহাতেই তৎপর-বর্ত্তী—ষষ্ঠ-অঙ্গ—'কলা' বিকশিত হয়। তাহাও বাক্য ও মনের অনন্তভাব্য বিষয়। তাহাই সর্ব্বদা—'সাক্ষী'স্বরূপ।

অনন্তর সেই কলা হইতে বিশ্বের ব্রহ্ম রন্ধ্র-মধ্যে, সহস্রারের কেন্দ্রে, তাঁহারই বীজাত্মক 'মূলবিন্দু' পরিদৃষ্ট হয়। তাহাই প্রণবের—পঞ্চমাঙ্গস্বরূপ—'৹'বিন্দু। 'ওঁ' লিখিতে হইলে, এই 'ঁ' চন্দ্রবিন্দু বা নাদরূপ ‿ এই চন্দ্র-কলার উপরের '৹' বিন্দু বা বীজ হইতেই 'সূক্ষ্ম'-আকারে ওঁ-কারের প্রথম পরিদৃশ্যভাব প্রকাশ হইয়া থাকে।

ইহার নিম্নেই মূলনাদাত্মক চন্দ্র-কলার আকারেই—'সোম-চক্র', আজ্ঞাচক্রের উপরে যোগিগণের জ্ঞাননেত্রে ওঁ-কারের—চতুর্থাঙ্গস্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সেই নাদাত্মক অনাদি 'শ্রুতি' বা তাঁহার 'বীজাত্মক'—'বেদমন্ত্র' দর্শন করিয়াই, 'মন্ত্রদ্রষ্টা' মুনিগণ—'ঋষিত্ব' (ঋষ, দৃশ-

ঘে-কি)* লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তদাত্মক সেই 'নাদকে' তখন—পশ্যন্তী বলিয়াই জানিবে।

হে সুরেশ্বর ব্রহ্মণ! যখন সেই 'নাদ' আজ্ঞাচক্র অতিক্রম করিয়া, অজ্ঞান-ভূমিতে বা মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া—ক্রমে উক্ত সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ওঁ কারময় নাদের মধ্যস্থানে বা মধ্যমা-নাদরূপ কেন্দ্রে, অর্থাৎ অনাহত-চক্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যোগিগণ নাদের সেই সূক্ষ্ম বিকাশরূপ অতীব সূক্ষ্ম ধ্বনিময় মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় অদ্ভুত গম্ভীর 'অনাহত-ধ্বনি' হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তখন প্রাণ-হৃদয় মধ্যেও, বা অনাহতচক্রে সেই নাদ-ধ্বনি অবিরত ভাবে বিঘোষিত হইতেছে, জানিতে পারেন। তখন নাদের সেই অবস্থাপরিচয়ক ভাবকেই—মধ্যমা বলিয়া জানিবে। অতঃপর সেই নাদ স্থুল-প্রাণবায়ু-সহযোগে যখন বিশেষভাবে 'খর' বা 'প্রখর' অর্থাৎ সুস্পষ্টরূপে 'স্বর' আখ্যাযুক্ত জীবকণ্ঠের মধ্য দিয়া তালু আদি বাক্-যন্ত্র-যোগে বাহিরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা—বৈখরী নামে অভিহিতা হইয়া থাকে।

সেই 'স্বর' বা 'বৈখরী'-নাদই ক্রমে অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত পঞ্চাশটী মাতৃকা-বর্ণাত্মক 'অক্ষর' বলিয়া বর্ণিত হয়। সেই অক্ষরসমূহের সংযোগবশে—'পদের', এবং পদের সমন্বয়যোগে জীবের কণ্ঠে—'বাক্যরূপে' তাহা বিকাশ পাইয়া থাকে। সকল মন্ত্রই সেই বাক্যাত্মক। বেদশাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্য-সমূহ এবং যাবতীয় লৌকিকী ভাষা, ষড়জাদি সপ্তস্বরাত্মক সঙ্গীত ও সমুদায় গাথা, সেই 'বৈখরী'-'নাদ' হইতেই সম্ভূত। এ হেন

* মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি— সপ্তবিধ—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি

বাগবাদিনী সরস্বতীদেবীই 'সুষুম্না'রূপে সর্ব্বভূতের 'গুপ্ত-গুহা'কে সতত আশ্রয় করিয়া আছেন।

'পূজাপ্রদীপের' ৩১৮ পৃষ্ঠায়—"প্রত্যেক মাতৃকা-বর্ণ ই যে, এক একটী বীজ-মন্ত্র", এই বিষয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বর্ণের বা তদ্‌সম্ভূত বাক্যের উচ্চারণ-বিজ্ঞান বিষয়ে বলা হইয়াছে, জ্ঞানাভিলাষী পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে। তাহাতে 'হারমোনিয়ম্' যন্ত্রের উদাহরণে উক্ত হইয়াছে যে, জীবের বাক্‌যন্ত্রও ঠিক হারমোনিয়ামের অনুরূপ। হারমোনিয়ামের কেবল বাহিরের অংশে পরদা, তাহার ভিতরে রিড্ বা জিবী ও তাহার পশ্চাতে অথবা তৎসংলগ্ন ভাতি বা 'বেলোর' সাহায্যে যেমন তাহা স্বয়ং শব্দিত হইতে পারে না, তাহার আবার পরিচালকরূপে যেরূপ বাদকের 'ইচ্ছাশক্তি'-সহ প্রাণময় অঙ্গবিশেষের আকর্ষণ ও বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার উপরেও নির্ভর করে—জীবের বাক্-যন্ত্রও সেই ভাবে প্রাণ ও অপানরূপ 'বায়ু-ক্রিয়া' ও মনাদি অন্তঃকরণের অঙ্গ-চতুষ্টয়ের বিকাশাত্মক—ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময় 'চৈতন্য-শক্তির' উপরই নির্ভর করে।

সুতরাং অ-কারাদি সমস্ত মাতৃকাবর্ণের আদি বিকাশভূমি সেই ব্রহ্মরন্ধ্রান্তর্গত গুপ্ত মাতৃকাপীঠ, বা কুল-কুণ্ডলিনীর অন্তিম আশ্রয় অথবা আলয় স্থান. অর্থাৎ পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকান্তর্গত স্বাধারা (স্ব+আধারা) বা আত্মাধারা, অথবা আত্ম-ধারায় বিকশিত মূলাধারস্থিত প্রতিবিম্ব-বিন্দুরূপিণী জীবের জীবনী-শক্তি, বা কুণ্ডলিনী-শক্তিরই মূল কেন্দ্র—যাহা সতত 'কুলকুণ্ডলিনী' (পূজা-প্রদীপের ৫৬ পৃষ্ঠায়—'কুণ্ডলিনী' ও 'কুলকুণ্ডলিনীর' ভেদ দেখ)

বলিয়া উক্ত; যাহা একাধারে শিব-শক্তিযুক্ত পরমশিববিন্দু বা আত্মবিন্দুর আদি 'আলয়' ও আবির্ভাব স্থান; পরমাদ্ভুত জয়-ধ্বনি মন্ত্রমাতা ঘণ্টাকার সহস্রারের অন্তর্গত ঘণ্টিকাস্বরূপ 'নিরালম্বপুরী'; গুপ্ত পাদুকা-কমলের (গুরুপাদুকা কমলের) মধ্যস্থিত সেই অ-ক-থাদি একান্নবর্ণাত্মক বিচিত্র একান্ন সংখ্যক অতি গুপ্ত মূল মাতৃকা-পীঠ।

জীবের দেহত্রয়ান্তর্গত আত্মার—১। 'তুরীয়', ২। 'কারণ', (সুষুপ্তি), ৩। 'সূক্ষ্ম' (স্বপ্ন), ও ৪। 'স্থূল' (জাগ্রত) অবস্থার—ন্যায়—পূর্ব্বকথিত 'নাদেরও' চারি প্রকার অবস্থাই যথাক্রমে—(১)পরা, (২) পশ্যন্তী, (৩) মধ্যমা, (৪) বৈখরী, এই চারিটী যথাক্রম অবস্থা বিদ্যমান আছে। সাধারণ পুথীপড়া আধুনিক শাস্ত্র-জ্ঞানীরা যথার্থ ক্রিয়ানভিজ্ঞ বা তত্ত্বদর্শী না হইবার কারণ, নাদের এই বিকাশ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নানা উদ্ভট্ কল্পনামাত্রই অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যাহা হউক তত্ত্বদর্শী গুরুমণ্ডলীর উপদিষ্ট-অভিজ্ঞতার ফলে মন্ত্র-সিদ্ধ সাধকের যে ভাবে তাহা অনুভব হয়, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ উপরে বর্ণিত হইল।

এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টাংশে'—'যোগ, জপ ও পূজাদিতে নাশাবায়ুর অনুকূল-প্রবাহ প্রসঙ্গে—কুণ্ডলিনীর নিদ্রিতা, জাগরিতা ও প্রবুদ্ধা অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে সুষুম্না-নাড়ীর বিকাশেই তাঁহার প্রবুদ্ধাবস্থা উক্ত হইয়াছে। পরে নাড়ীচক্রের সাধারণ বা অনুলোম-ক্রিয়া অথবা প্রবৃত্তির ক্রিয়া এবং প্রতিলোম বা নিবৃত্তির-ক্রিয়ার কথাও বলা হইয়াছে। (পাঠক তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লও)। সুষুম্না-পথে সেই প্রবৃত্তিময়

জীবধারার অনুকূলেই নাদের পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিধ অবস্থার বিকাশ হইয়া থাকে।

সেই 'পরিশিষ্ট'-অংশের মধ্যেই 'সুষুম্নার' প্রবাহে—কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-প্রসঙ্গে আবার বলা হইয়াছে যে,—'সুষুম্নাই' ব্রহ্মজ্ঞানজননী 'সরস্বতীরূপিণী', তাহারই মধ্যে 'কুণ্ডলিনীবিবর' বা কুণ্ডলিনীর গমনাগমনের পথ। (পূজাপ্রদীপে' ২২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুরুপাদুকাস্তোত্র' দেখ)। সেই অন্তর-সলিলা গুপ্ত-প্রবাহ বা ধারা—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ভাবে দুই প্রকারে সতত বিদ্যমান আছে। এক—বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিময় স্থূল বাক্‌শক্তি-প্রদায়িনী ভাব ও অন্য—নিবৃত্তিময় সূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদায়িনী ভাব।

মানবের ভূমিষ্ঠ হইবার পর, যত দিন না সুষুম্নার অনুলোম গুপ্তগতি সুস্পষ্টভাবে প্রবাহিত হয়, তত দিন আদৌ বাক্যের পূর্ণ বিকাশ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী-রূপ চারিটী অবস্থাযুক্ত নাদের প্রকৃত বিকাশ—জীবের কোন্ অংশ হইতে উদ্ভূত ও ক্রমে পরিস্ফুট হয়, তাহা এক্ষণে যোগানুশীলনতৎপর সাধক সহজেই বুঝিতে পারিবে। তথাপি আরও কিঞ্চিৎ খুলিয়া বলিতেছি—

সহস্রারের অন্তর্গত গুপ্ত-মাতৃকাপীঠের উপর হইতে সর্ব্ব-প্রথমেই তাঁহার—'পরা' বা মূলনাদ; ক্রমে অনুলোম-পথে আজ্ঞা-চক্রের মধ্যে আসিয়া, তাহারই কেন্দ্রস্থিত অগ্ন্যাধার বা অগ্ন্যাত্মক গুপ্ত—'লং' (যাহার উচ্চারণ 'ড়ং'এর ন্যায়; 'পূজাপ্রদীপ'—পরিশিষ্ট অংশে ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ) বিন্দু-সম্ভূত তৃতীয় নয়নে বা 'উপনয়নে' অর্থাৎ জ্ঞাননেত্র-পথে, তাঁহার—'পশ্যন্তী' বা দ্বিতীয় নাদ, অনন্তর

স্বরের আদি স্থূল ষোড়শাক্ষর-বিশিষ্ট বিশুদ্ধাখ্য হইতে, গুপ্ত স্বরবর্ণের বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্ব-কথিত—সহস্রার হইতে মূলাধারব্যাপী সপ্তচক্রের ঠিক মধ্যভূমিতে, অর্থাৎ 'অনাহত-' কেন্দ্রে আসিয়াই, তাহা—'মধ্যমা' বা তৃতীয় নাদরূপে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তাহাই স্থূলভাবে কতকটা হৃদয়ের স্পন্দনোত্থিত শব্দ বলা যাইতে পারে। অথবা উভয় কর্ণের উপর নিজ করদ্বয় রাখিয়া কর্ণদুইটী আবৃত করিলে, সেই সঙ্গে অন্তরের দিকে অনাহত-শব্দ লক্ষ্য করিলেও যেন তাহার আভাস অনুভব হয়। পরিশেষে সর্ব্বনিম্নকেন্দ্র বা মূলাধারস্থিতা আত্ম-প্রতিবিম্ববিন্দু বা প্রাণধারিণী কুণ্ডলিনী শক্তির প্রাণময় বহির্ব্বিকাশরূপ সেই নাদের বৈখরী বি-খরী বা বিশেষরূপ খরবিশিষ্টা অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বিকাশপ্রাপ্তা হয়। তাহাই তাঁহার পূর্ব্বকথিত—'বৈখরী' বা চতুর্থ নাদ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ জীব মূলাধারোত্থিত এই বৈখরী নাদই সতত কণ্ঠ-পথ দিয়া অনুভব করিয়া থাকে।

'নাদের' এই রূপ বিকাশ-সম্বন্ধে আরও স্থূল ও সহজ উদাহরণে বলা যাইতে পারে যে, যেমন ধূমপানের বা তামাক খাইবার সাধারণ 'গুড়গুড়ি'—তাহাতে যেমন দুইটী নল থাকে; একটী—সিধা নল, যাহার উপরে সাধারণতঃ 'কলিকা' (ছিলিম) বসান থাকে, আর একটী—বাঁকানল, যেটীতে মুখ দিয়া টানিলে, উহার জলাধার মধ্যে 'গুড়্ গুড়্' করিয়া শব্দ বা আওয়াজ হয়। এ স্থলে—সহস্রারের অন্তর্গত চৈতন্যাধার গুপ্ত 'নিরালম্বপুরী'রূপ পাদুকা-কমলটীই যেন অগ্নিশির্ষ তামাকপূর্ণ কলিকাস্বরূপ, উহার সিধা নলটী যেন সুষুম্নারন্ধ্র বিশিষ্ট কুণ্ডলিনীবিবর, উহার

জলাধারটী মূলাধার-কেন্দ্রযুক্ত পৃথ্বী বা ভূমি-পাত্র এবং বাঁকানলটী যেন সেই মূলাধার হইতে ইড়া ও পিঙ্গলার স্থূল সমন্বয়ভূত বা বহির্ব্বিকাশ-শক্তিযুক্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসময় উহার ধূমনির্গমন-পথ। উহাই নাভিকমল-স্থান হইতে যেন ভিন্ন-পথে, বিচ্ছিন্ন ভাবে, উর্দ্ধমুখে কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া, পরে মুখ-বিবর দিয়া প্রখর ও সুস্পষ্টরূপে শব্দ-প্রকাশক। সেই নল-মুখে আকর্ষণ করিলেই যেন গুড়গুড়ির মধ্যে শব্দোচ্ছ্বাস হয়। কিন্তু উক্ত সিধা নলটীর উপর-অংশ যদি একেবারে বন্ধ থাকে, তবে সেই মুখনলে অবিরত টান্ দিলেও, উহার মধ্যে গুড়্‌গুড়্ করিয়া আর শব্দ হইবে না। সেই জন্যই হুঁকা বা গুড়গুড়ির সেই সিধা নলের মধ্যে প্রায় 'ছিঁচ্‌কা' দিয়া সাফ করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে বহ্ন্যাত্মক ধূমরাশি সেই কলিকা হইতে পান-প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তির প্রবৃত্তির আকর্ষণে—নিম্ন-পথে যেন জল-কেন্দ্ররূপ 'স্বাধিষ্ঠানের' মধ্য দিয়া পৃথ্বীকেন্দ্রে বা মূলাধারের পাত্রে আসিয়া ও তাহাতে আহত হইলেই শব্দোত্থিত হয়। তাহাই পরে তাহার বহির্ব্বিকাশ-পথে নাভিকমলের সম্মুখ দিয়া, ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিকাশ-পথে উঠিয়া, কণ্ঠ-যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বকথিত—'বৈখরী' নামক সুস্পষ্ট স্বরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহাই বাক্যাত্মক বাহ্যস্বর।

যে কোন প্রকৃত নাদ-সাধক, বা যোগ-পথে অগ্রসর সাধক, বহির্ম্মুখী সেই স্বর সঙ্কর্ষণ করিয়া, শ্রীগুরুনির্দ্দিষ্ট-বিধানে—কুণ্ডলিনী-জাগরণ ও তাঁহার বিলোম বা বিপরীত গতিতে অর্থাৎ তাঁহার উর্দ্ধগতি-সমাযুক্ত হইয়াই, নিম্নকেন্দ্র বা সেই মূলাধার-ভূমি হইতেই অন্তরমুখী নাদ-সহযোগে উঠিতে পারে। তখনই সাধকের সেই

শব্দাত্মক স্থূল মন্ত্র-চৈতন্যযুক্ত হইয়া থাকে। তখন হইতে সাধক ক্রমে উর্দ্ধপথে মন্ত্রের এই চৈতন্যযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, বিপরীত-ভাবে ক্রমে অনাহতে—'মধ্যমা', আজ্ঞায়—'পশ্যন্তী' ও সহস্রার-মধ্যে—'পরা'-নাদের উপলব্ধি করিতে পারে। অতএব মন্ত্রযোগী-সাধকের পুরশ্চরণাত্মক এইরূপ 'মন্ত্র-চৈতন্য' না হইলে, কোন কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মন্ত্রযোগীর মন্ত্র-চৈতন্যের এত অবশ্য প্রয়োজন।

(২) শ্রদ্ধাত্মক সূক্ষ্ম মন্ত্র-চৈতন্য ক্রিয়াঃ—উক্ত উন্নতবিধ-সাধনায় অসমর্থ হইলে, নিম্নলিখিত উপায়ের অবলম্বন করা যাইতে পারে।

প্রথমে—"আমার মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হউক", এইরূপ মনে মনে ভক্তি ও বিশ্বাসপুষ্ট দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া, চিন্তা করিবে যে, মাতৃকাবর্ণাত্মক অকারাদি "বর্ণসমূহ" সহস্রারের অন্তরে বিকশিত হইয়া * সুষুম্না-পথে অনুলোম গতিতে সূক্ষ্মরূপে নামিয়া জীবের অনাহত-কেন্দ্রে আসিয়া সর্ব্বদা বাস করে এবং চিৎশক্তিময়ী কুণ্ডলিনীর ত্রিকোণ-যন্ত্রাধারের ত্রিপার্শ্বস্থিতা ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপী ত্রিধাশক্তি-প্রভাবে প্রাণবায়ুর স্থূল বিকাশরূপ প্রশ্বাস-পথে প্রবাহিত হয়, অনন্তর কণ্ঠের মধ্য দিয়া জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্র-সাহায্যে তাহা বহির্গত হয়।

ইহার পরে চিন্তা করিবে,—"আমার এই জপ্য মন্ত্রগুলিও সেই বর্ণাত্মক শব্দ বা নাদময়, এক্ষণে মূলাধারস্থিতা চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত যেন মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।"

* 'পূজাপ্রদীপের'—(৩২১ পৃষ্ঠা দেখ)।

অনন্তর—"মণিপুর-চক্রকে তোমার সেই অভেদ চৈতন্যময় মন্ত্রের প্রাণরূপে" চিন্তা করিবে। এই ভাবের ধারণা পরিপুষ্ট হইলেও, অর্থাৎ মন্ত্রের ও চিৎশক্তির বা আত্মচৈতন্যের অভেদ ভাবনা স্থিরতর হইলেও, তোমার 'মন্ত্রের চৈতন্য' সম্পাদিত হইবে বা তোমার 'মন্ত্রচৈতন্য' হইবে।

(৩) জপাত্মক প্রধান মন্ত্রচৈতন্য-ক্রিয়া :—পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ক্রিয়া অপেক্ষা 'মন্ত্র চৈতন্য'-বিধানের সহজ উপায় এই যে,—ইষ্টমন্ত্র "শ্রীঁ ঐঁ হ্রীঁ" এই তিনটী বীজদ্বারা ও স্বর-ব্যঞ্জন-বর্ণময় পঞ্চাশটী মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক, একাগ্র-চিত্ত হইয়া (১০৮ বার) জপ করিলে, 'মন্ত্রে চৈতন্যের আবির্ভাব ফলরূপ' সামর্থ্যযুক্ত হয়।

(৪) ধ্যানাত্মক মন্ত্রচৈতন্য-ক্রিয়া :—উক্ত তৃতীয় ক্রিয়া হইতেও সহজ বিধি এই যে,—"হৃদয়ে (অনাহত-কেন্দ্রে) আত্ম-সূর্য্যমণ্ডল চিন্তা করিয়া, তাহারই মধ্যে তোমার 'ইষ্টমন্ত্রের' অবস্থিতি হইয়াছে, মনোনিবেশসহ তাহাই কিয়ৎক্ষণ একাগ্রভাবে ভাবনা করিবে ও সেই সঙ্গে ইহাও চিন্তা করিবে যে, শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ সনাতন শিবস্বরূপ গুরুই প্রত্যক্ষ পরমাত্মা এবং তাঁহার চিৎশক্তি তাঁহাতেই সর্ব্বদা অভেদ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই রূপ চিন্তাযোগেও বা তৎপ্রতি একাগ্রভাবে ধ্যান বা লক্ষ্য-স্থাপনাপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে পারিলেও, 'মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হইয়া থাকে।"

(৫) সাধারণ মন্ত্রচৈতন্য-ক্রিয়া :—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত

উপায়—মুলমন্ত্র 'ঈঁ' বীজদ্বারা পুটিত করিয়া, একাগ্রচিত্তে ভক্তিযুক্ত অন্তরে জপ করা। 'জ্ঞানপ্রদীপাদি' গ্রন্থে তাহা পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দীক্ষার পর এই রূপ ভাবে যথাবিধি ভক্তিযুক্ত হইয়া জপ করিতে করিতে জপের বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকাদি বিদূরিত হইয়া, জপ্য মন্ত্রে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

'মন্ত্রচৈতন্যে' ভাবের বিকাশঃ—শাস্ত্র বলিয়াছেন—"চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ এবং অচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণ বা শব্দমাত্র। প্রকৃত ভাবে মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হইলেই, নিম্নলিখিত ভাবসমূহের বিকাশ হয়।

তখন মন্ত্র জপ করিতে বসিলেই, অনতিবিলম্বে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া, যেন সর্ব্বাবয়ব বর্দ্ধিত হইতেছে, এইরূপ মনে হইতে থাকে, পরে আনন্দাশ্রু, পুলক বা রোমাঞ্চ, দেহে স্পন্দন, ভাবাবেশ ও বাক্যের উচ্চারণে গদ্গদভাব আদি কোন না কোনও চৈতন্য-চিহ্ন প্রকাশ পাইতে থাকে।"

মন্ত্রসিদ্ধির আর এক আনুষ্ঠানিক উপায়ঃ—'ভূতলিপি' দ্বারা ইষ্টমন্ত্র পুটিত করিয়া, অনুলোম বিলোমে জপ করা।

'ভূতলিপি যথা—'অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ, হ য র ব ল ঙ, ক খ ঘ গ ঞ, চ ছ ঝ জ ণ, ট ঠ ঢ ড ন, ত থ ধ দ ম, প ফ ভ ব শ ষ স", এই দ্বিচত্বারিংশৎ বা বিয়াল্লিশটী ভূতবর্ণ, ইহাই উহাদের অনুলোম ভাবস্বরূপ লিখিত হইল।

এই বার উহাদের বিলোম ভাব-স্বরূপ লিখিত হইতেছে যথা—"স ষ শ ব ভ ফ প, ম দ ধ থ ত, ন ঢ ড ঠ ট, ণ জ ঝ ছ চ, ঞ গ ঘ খ ক, ঙ ল ব র য হ, ঔ ও ঐ এ ৯ ঋ উ ই অ"। এই

মধ্যে হেসৌঃ ও প্রত্যেক দলের মধ্যে যথাক্রমে ককারাদি সপ্তবর্গ এবং ঈশান কোণের দলে 'ল, ক্ষ', লিখিবে। তদ্‌-ব্যতীত ঐ দলের বৃত্তমধ্যে অকারাদি স্বর বর্ণের দুই দুইটী করিয়া অক্ষর লিখিবে। অনন্তর পদ্মের বহিভাগে চতুর্দ্ধারে 'বং' এবং চারিকোণে 'ঠং' লিখিবে।
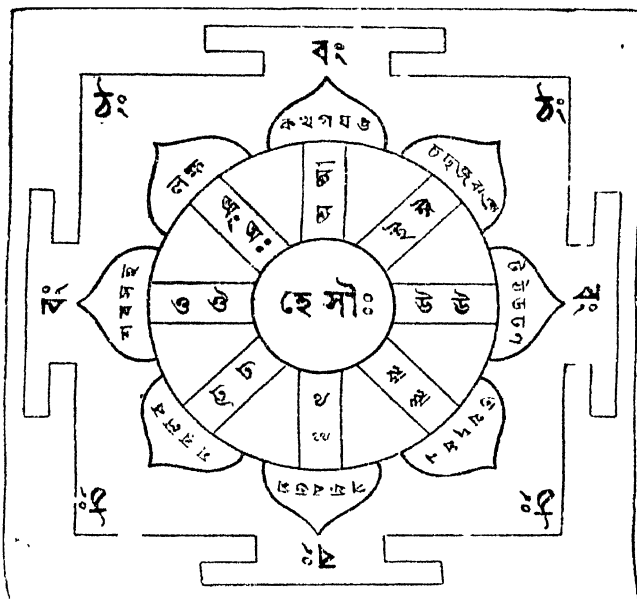
(১) দীক্ষাকালে দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবই এই মাতৃকাযন্ত্রের রচনা ও যথাবিধি ইহার পূজা করিয়া প্রথমে মন্ত্রাক্ষর গ্রহণ করিয়া থাকেন ও নিজ শিষ্যকে মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সেই কারণ ইহাই মন্ত্র-সংস্কারের প্রথম কার্য্য, অতএব ইহাই মন্ত্রের-জনন বলিয়া কথিত। ইহা সাধককে স্বয়ং করিতে হয় না।

২। মন্ত্রস্থিত প্রত্যেক বর্ণের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব বা 'ওঁ' বীজ (অনধিকারীর পক্ষে ঔঁ বা হ্রীঁ বীজ) পুটিত বা যোগ করিয়া এক শত বার অভাবে দশ বার জপ করিতে হয়। ইহাকেই মন্ত্রের দ্বিতীয়-সংস্কার—জীবন বলা হয়। ইহা সাধক স্বয়ং সম্পন্ন করিবে।

(৩) জপ্য-মন্ত্রের বর্ণগুলি চন্দন দ্বারা লিখিয়া 'যঁং' এই বায়ুবীজ দ্বারা শত বার অভাবে দশ বার তাড়ন অর্থাৎ চন্দন-জলের ছিটা দিবে, অথবা 'যং' বীজদ্বারা ইষ্টমন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ পুটিত করিয়া, শত বার অভাবে দশ বার জপ করিবে। ইহাই মন্ত্রের ৩য়-সংস্কার—তাড়ন।

(৪) জপ্য-মন্ত্রের বর্ণসমূহ পূর্ব্ববৎ পৃথক পৃথক লিখিয়া, মন্ত্রান্তর্গত যতগুলি অক্ষর আছে, তত সংখ্যক রক্ত-করবীর পুষ্প-দ্বারা 'রং' এই বহ্নি-মন্ত্র-সহযোগে জপ বা অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে, অথবা 'রং' বীজ পুটিত করিয়া, ইষ্টমন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর দশ বার জপ করিয়া লইবে। ইহাই মন্ত্রের ৪র্থ-সংস্কার—বোধন।

(৫) মন্ত্রান্তর্গত বর্ণ-সকল পূর্ব্ববৎ পৃথক পৃথক ভাবে লিখিয়া, অশ্বত্থ-পল্লবের দ্বারা সেই মন্ত্রের বিধি অনুসারে বা বহ্নি-বীজ 'রং' মন্ত্রের দ্বারা অভিসিঞ্চন করিয়া লইবে। ইহাকে ৫ম-সংস্কার অভিষেক বলা হয়।

(শক্তিমন্ত্রে—'মধু', বিষ্ণুমন্ত্রে—'কর্পূরজল' এবং শিবমন্ত্রে—'ঘৃত' ও 'দুগ্ধ' দ্বারা অভিসিঞ্চন করা বিধেয়।)

(৬) মূলাধার চক্রস্থিত ত্রিকোণ-যন্ত্রযুক্ত সুষুম্নার মূল হইতে মধ্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ অনাহত চক্র পর্য্যন্ত মনে মনে জপ্য-মন্ত্রকে

চিন্তা করিবে ও 'ওঁ হ্রৌঁ' এই জ্যোতির্ম্মন্ত্র দ্বারা 'মলত্রয়'—অর্থাৎ ১। আনব্য, ২। মায়িক ও ৩। কর্ম্মণরূপ মন্ত্রের তিন প্রকার দোষ দগ্ধ হইতেছে, এইরূপ ভাবনা করিবে।

স্ত্রীসংসর্গ-দোষ হইতে মন্ত্রে যে মল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম—'মায়িক'; মন্ত্র-পুরুষ হইতে বা ষট-কর্ম্মাদি সাধনরত মন্দ-পুরুষার্থ হইতে, বা সেইরূপ কোন পুরুষের সংসর্গ হইতে মন্ত্রে যে মল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম—'কার্ম্মক' এবং উক্ত উভয় মিশ্রিত দোষ বা মলকে—'আনব্য' বলে। এই ত্রিবিধ মলযুক্ত মন্ত্র সতত নিষিদ্ধ। অতএব পূর্ব্ব-কথিত বিধানে তাহা বিশুদ্ধ হইলেই, তাহাকে মন্ত্রের ৬ষ্ঠ-সংস্কার—বিমলীকরণ বলা যায়।

(৭) মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণগুলিকে 'ওঁ হ্রৌঁ' এই জ্যোতির্ম্মন্ত্রে স্বর্ণযুক্ত কুশজল বা পুষ্পজল দ্বারা আপ্যায়ন অর্থাৎ স্নান করানকেই ৭ম-সংস্কার—আপ্যায়ন বলে।

(৮) উক্তরূপে মন্ত্রবর্ণের উপর—'ওঁ হ্রৌঁ' এই জ্যোতির্ম্মন্ত্রের দ্বারা অথবা জপ্য-মন্ত্র জ্যোতির্ম্মন্ত্রে পুটিত করিয়া, তত্ত্বমুদ্রা-সহযোগে তর্পণ করাকেই ইহার ৮ম-সংস্কার—তর্পণ বলা যায়। (শক্তি মন্ত্রগুলি—'মধু' দ্বারা, বিষ্ণুমন্ত্রসমূহ—'কর্পূর'-মিশ্রিত জল দ্বারা এবং শিবমন্ত্রগুলি—'দুগ্ধ' দ্বারা তর্পণ করিতে হয়।)

(৯) মন্ত্রের উপর 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' (ইহা যথাক্রমে তারা, মায়া ও রমা বীজ) মন্ত্রদ্বারা ১০৮ বার জপ করিয়া, বা উক্ত ত্রি-বীজ-সহযোগে জপ্য-মন্ত্র পুটিত করিয়া ১০৮ বার জপ করিলে, মন্ত্রের দীপ্তি প্রকাশিত হয়। ইহাকেই ইহার ৯ম-সংস্কার—দীপনী কহে। (ত্রিপুরসুন্দরী-মন্ত্রের পঞ্চ কূটের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধ-দীপনী

আছে ; তাহা গুরুমুখ-গম্য।)

(১০) ইষ্ট বা জপের মন্ত্র সর্ব্বদা অপ্রকাশ রাখাকেই ইহার ১০ম-সংস্কার—গুপ্তি বলা যায়।

মন্ত্রের এই দশ সংস্কার সর্ব্বতন্ত্রে অতি গোপনীয় বলিয়া উক্ত আছে। সাধক, পুরশ্চরণাদির পূর্ব্বে এই ভাবে সংস্কৃত মন্ত্রের জপ করিলে, বাঞ্ছিত ফল অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে।

পুরশ্চরণে জপারম্ভ বিধান—এই বার কথিত হইতেছে। পূর্ব্ব-কথিতরূপ স্নানাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বতৃতীয় দিবসে যথাবিধি শুদ্ধ হইয়া, প্রয়োজন মত কূর্ম্মচক্রানুসারে মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে। অথবা শাস্ত্রনির্দ্দেশ-মত তাহার প্রয়োজন না হইলে, কেবল পরিশুদ্ধ ভাবেই সেই দিবস একাহারী থাকিবে। পর দিবসে স্নান, সন্ধ্যা-তর্পণাদি নিত্যক্রিয়া সমাপণপূর্ব্বক শুদ্ধান্তঃকরণে সাধনভূমি বা বেদীর চতুর্দ্দিকে বিঘ্নবিনাশক কীলক প্রোথিত করিবে। যথা—বট, অশ্বথ, যজ্ঞোডুম্বর, অথবা পাকুড়, ইহাদের কোন এক বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে বিতস্তি বা এক বিঘত পরিমাণ মাত্রায় দশটী কীলক (খোঁটা) কাটিয়া লইবে ও তাহাদের উপর **'ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্'** এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। অনন্তর বেদীর বা উক্ত সাধন-ভূমির দশ দিকে দশটী গর্ত্ত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কীলকগুলির একটী একটী সেই গর্ত্তে প্রোথিত করিবে। (সাধন-ভূমি 'পাকা' বা প্রস্তরাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত হইলে, মৃত্তিকার দশটী গোলক করিয়া দশ দিকে রাখিবে ও তাহাতেই কীলক প্রোথিত করিবে।) এই স্থলে সাধারণের অবগতির জন্য

দশ দিকের নির্দ্দেশক একটী চিত্রও প্রদত্ত হইল। সাধক, তাহা দেখিয়া সহজে দিক নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারিবে।

কীলক প্রোথিত করিবার মন্ত্র যথা—

"ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভুবি দিব্যন্তরীক্ষ গাঃ।
বিঘ্নীভূতাশ্চ যে চান্যে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধিষু।
ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিরস্তু মে।"
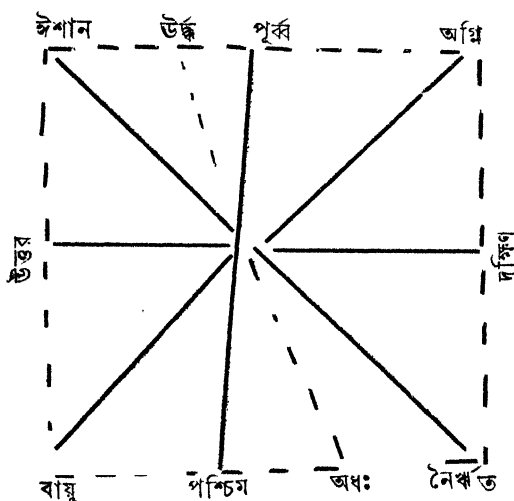
পরে—"এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে অস্ত্ররূপী উক্ত দশটী কীলকের পূজা করিবে। তদুপরি পূর্ব্বদিক হইতে যথাক্রমে ইন্দ্রাদি দশদিকপাল বা লোকপালগণের আবাহন করিবে। (পূজাপ্রদীপে ১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা

দেখিয়া লও)—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইন্দ্রাদি লোকপাল ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনমুদ্রাসহ আবাহন করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে সকলের পঞ্চোপচারে বা যথাশক্তি পূজা করিবে।

দশদিকপালের পূজা—যথা ১। পূর্ব্বদিকে "এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ লাং ইন্দ্রায় লোকপালায় নমঃ"। এইভাবে নিম্নলিখিত প্রত্যেক লোকপালের নামোল্লেখের পর ('লোকপালায় নমঃ' ও ঐ প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে 'এতেগন্ধপুষ্পে' বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি-সহযোগে যথাশক্তি পূজা করিবে।) ২। অগ্নিকোণে—'ওঁ রাং অগ্নয়ে,' ৩। দক্ষিণদিকে—'ওঁ যাং যমায়', ৪। নৈঋর্তে—'ওঁ ক্ষাং নৈঋর্তায়', ৫। পশ্চিমে—'ওঁ বাং বরুণায়', ৬। বায়ুকোণে—'ওঁ যাং বায়বে', ৭। উত্তরে—'ওঁ কুং কুবেরায়', ৮। ঈশানকোণে—'ওঁ হাং ঈশানায়' ৯। অধঃদিকে (অর্থাৎ নৈঋর্ত ও পশ্চিম দিকের মধ্যে)—'ওঁ হ্রীঁ অনন্তায়'; ১০। উর্দ্ধদিকে—(অর্থাৎ পূর্ব্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে)—'ওঁ আং ব্রহ্মণে' বলিয়া, দশদিকে দশদিকপাল বা লোকপালের অর্চ্চনা করিবে।

(উর্দ্ধ ও অধঃ দিকের নির্দ্দেশকালে সাধারণতঃ সাধক আসনশুদ্ধি, পরে দিগ্বন্ধনাদি কার্য্যকালে যেমন নিজ মস্তকের উপরে করযোড়ে প্রণামসহ (উর্দ্ধে) 'ব্রহ্মণে নমঃ' এবং ভূমিতলের দিকে সেই ভাবে প্রণামসহ (অধঃ) 'অনন্তায় নমঃ' বলিয়া উক্ত উভয় দিকের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই স্থলে অর্থাৎ যজ্ঞবেদী আদির মধ্যে দশ-দিকপালের স্থাপনা ও পূজাকালে ঈশান ও পূর্ব্বের মধ্যে 'উর্দ্ধ' এবং নৈঋর্ত ও পশ্চিমের মধ্যে 'অধঃ' এই দিক দুইটী নিশ্চয় করিতে হইবে। ইহা শিবোপদিষ্ট অভিমত বলিয়া কীর্ত্তিত।)

অনন্তর ভূমিতে প্রণাম করিয়া মনে মনে 'আসন ভূমির' নিকট প্রর্থনা করিবে—"অমুক দেবতায়া অমুক মন্ত্রস্য (অভীষ্ট-দেবতার 'নাম' ও সেই জপ্য-'মন্ত্রের' উল্লেখ করিবে) পুরশ্চরণ সিদ্ধয়ে, ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্মন্ত্রোঽয়ম সিদ্ধতাম্"।

অনন্তর বেদীর বা আসন ভূমির মধ্যস্থলে—"এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ' * বলিয়া ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। পরে 'এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ' † বলিয়া বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে। এই ভাবেই 'এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় নমঃ' বলিয়া ঈশানদেবতাকে গন্ধপুষ্পাদি সহযোগে পূজা কবিবে।

এইবার সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন শ্রীগণেশের পূজার সংকল্প করিবে। বাম করতলে তাম্র-পাত্রের মধ্যে জল, ত্রিপত্র, কুশ, তিল, ফুল ও হরীতকী (অভাবে কেবল হরীতকী ফল ও জল, বা জলে কেবল পুষ্প দিয়াও হইতে পারিবে) গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ করতল দিয়া ঢাকিয়া লইবে ও দক্ষিণ জানু ভূমিতে নত করিয়া বীরাসনে উত্তরাস্য (সকাম পুরশ্চরণে পূর্ব্বাস্য) হইয়া, উপবিষ্ট হইবে এবং বেশ ভক্তিযুক্ত চিত্তে নিম্নলিখিত সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ করিবে।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে

---

* ক্ষেত্রপালের ধ্যান যথা:—"ভ্রাজচ্চণ্ড জটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং, দোর্দ্দণ্ডাত্তগদা কপালমরুণস্রগ্‌গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্। ঘাণ্টামেখল ঘর্ঘরধ্বনি মিল ঝঙ্কার ভীমং বিভুম্ বন্দেঽহং সিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥"

† বাস্তুপুরুষের ধ্যান যথা:—"অরুনিতমনিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠ কর্ণং, সুসিত সুভগ সৌম্যং দণ্ডপানিং সুবেশম্। নিখিল জন নিবাসং বিশ্বজীবস্বরূপং, নতজন-ভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি॥"

ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (বা অমুকানন্দ নাথ) মৎকর্ত্তব্যা অমুক মন্ত্র পুরশ্চরণ-কর্ম্মনি বিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে।"

এই বার ঈশান কোণের দিকে সেই সঙ্কল্পিত জল হস্তস্থিত পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া, সম্মুখস্থিত পূজাপাত্রে (তাম্রকুণ্ডে বা তদনুরূপ কোন পাত্রে) তাহা অধোমুখে উল্টাইয়া রাখিবে ও পূর্ব্ববর্ণিত মত শ্রীগণেশদেবতার আবাহন-(পূজাপ্রদীপের ১৯১ পৃষ্ঠা দেখ) পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা করিবে।

ইহার পর নিম্নলিখিতরূপে দিক্‌পালদিগের 'বলি' প্রদান করিবে—বিল্বপত্রাদি বা ঐরূপ কোন পত্র বা পাত্রে দধি, অক্ষত, রম্ভা ও মাষকলাই আদি রাখিয়া, (অভাবে তণ্ডুল ও জল দিয়াই) বলি নিবেদন করিবে, যথা—"এষ মাষভক্ত বলি ওঁ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালেভ্যো নমঃ"। এই রূপে মাষভক্ত বলির অর্চ্চনান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বলি অর্পণ করিবে; যথা :—

"ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থান নিবাসিনঃ।
মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে।
বিঘ্নীভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ।
সর্ব্বে তে প্রীতিমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥

এই বার জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপসমূহের ক্ষয়ের জন্য ইষ্টদেবতার 'গায়ত্রীমন্ত্র' জপের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বকথিতরূপ বিধানে নিম্নলিখিতরূপ জপ্য-মন্ত্রের সংকল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য

অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (বা অমুকানন্দ নাথ) জ্ঞাতাজ্ঞাত অশেষ পাপক্ষয়কামঃ অষ্টোত্তরসহস্র গায়ত্রী-মন্ত্র জপমহং করিষ্যে।" ইহার পর যথাবিহিত ভক্তিভাবে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিবে।

সাধক নিজেকে 'ঘোর পাপী' মনে করিলে, তৎপূর্ব্বে দশ সহস্র 'সাবিত্রী মন্ত্র' জপ করিবার বিধিও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেও পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্পবাক্যের সহিত 'অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী মন্ত্রের' পরিবর্ত্তে "অযুতং সাবিত্রী-মন্ত্র জপমহং করিষ্যে" এই রূপ পাঠ সংযোগ করিয়া লইবে। (অনধিকারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বারা জপ করাইবে।) এই দিনেও পুরশ্চরণার্থী সাধক হবিষ্যাসী থাকিবে।

পরদিবস অর্থাৎ পুরশ্চরণ জপের প্রারম্ভ দিবসের কার্য্যাবলী; যথা—প্রভাতে স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পনাদি নিত্যকৃত *

---

* নিত্যকর্ম্ম মধ্যে তিলকধারণ সাধকমাত্রেরই একটী প্রধান ক্রিয়া; সুতরাং এ বিষয়ে স্ব স্ব অধিকারানুরূপ শাস্ত্রবিধি সাধকের জানিয়া রাখা আবশ্যক। শ্রীসদাশিব 'শক্তিযামলে' বলিয়াছেন—ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রতিলক—বিষ্ণু উপাসক বা বৈষ্ণবের পক্ষে; শৈব বা শিবোপাসকগণের পক্ষে—ত্রিপুণ্ড্রতিলক এবং ঐ ত্রিপুণ্ড্রক অথবা নিম্নমুখী ত্রিকোণ ও বিন্দু সহিত তিলক—শাক্ত বা শক্তি-উপাসকগণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বৈষ্ণবে তু শৈবে কুর্য্যাত্ত্রিপুণ্ড্রকং।
ত্রিকোণং বিন্দু সহিতং শাক্তে যদ্বা ত্রিপুণ্ড্রকং॥"

শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবেরা শিরোদেশে, কণ্ঠে, ললাটে, বাহুদ্বয়ে,

সমাপন করিয়া—গুরুদেবতা (অভাবে সৎ-কৌল ব্রাহ্মণ ও সাধকের) প্রীতি-সম্পাদনার্থ যথাসাধ্য ধনরত্ন ও বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক (গুরুদেবের নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে)-- "শ্রীগুরোঽমুক মন্ত্রস্য (ইষ্টদেবতা ও তৎমন্ত্রের নাম উল্লেখ করিবে) পুরশ্চরণমহং করিষ্যে তত্র ভবাননুজানাতু।"

গুরুদেব বলিবেন—বৎস, অমুক মন্ত্রস্য (পূর্ব্ববৎ মন্ত্রের নাম ও মন্ত্রের উল্লেখ করিবেন) পুরশ্চরণং কুরু সিদ্ধিস্তে ভবতু।"

হৃদয়ে, নাভিতে, পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বদ্বয়ে এবং কর্ণদ্বয় আদি স্থানে তিলক ধারণ করিবে।—১। ললাটে—'কেশবায় নমঃ', ২। কণ্ঠে—'পুরুষোত্তমায় নমঃ', ৩। বাম-বাহুতে—'বাসুদেবায় নমঃ', ৪। দক্ষিণবাহুতে—'দামোদরায় নমঃ', ৫। নাভিতে—'নারায়ণায় নমঃ', ৬। হৃদয়ে—'মাধবায় নমঃ', ৭। দক্ষিণপার্শ্বে—'গোবিন্দায় নমঃ' ৮। বামপার্শ্বে—'ত্রিবিক্রমায় নমঃ', ৯। বাম কর্ণমূলে—'বিষ্ণবে নমঃ', ১০। দক্ষিণকর্ণমূলে—'মধুসূদনায় নমঃ', ১১। শিরোমধ্যে—'হৃষিকেশায় নমঃ', ১২। পৃষ্ঠে—'পদ্মনাভায় নমঃ', বলিয়া দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করিবে। কিন্তু পিতা জীবিত থাকিলে, কেবল ললাটেই তিলক ধারণ করিবে।

'মৎস্যসূক্তে' নির্দ্দেশ আছে যে,—"ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক, নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত করিতে হয় এবং উহার মধ্যভাগে ছিদ্র রাখিতে হয়, তাহা 'হরিমন্দির' বলিয়া কথিত।" 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' আছে—দশ অঙ্গুলি পরিমিত এইরূপ তিলক শ্রেষ্ঠ; নয় অঙ্গুলি তিলক মধ্যম এবং আট অঙ্গুলি দীর্ঘ তিলক অধম বলিয়া বর্ণিত আছে। 'মৎস্য সূক্তে' আছে যে—ললাট ভিন্ন অন্য অঙ্গেও তিলক ধারণের বিধি আছে। ললাটের ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র সাধারণতঃ দীপশিখার আকার বিশিষ্ট হইবে। বাহুদ্বয়ে—বিল্বপত্রের ন্যায়, হৃদয়দেশে,—পদ্মপুষ্পের অনুরূপ এবং কণ্ঠে,—চন্দ্রকলার আকার বিশিষ্ট হওয়া উচিত।

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র—গঙ্গামৃত্তিকা বা তিলকমাটী (গোপীচন্দন) দ্বারা, ত্রিপুণ্ড্র—ভস্ম বা বিভূতি দ্বারা করিতে হয়। চন্দনের দ্বারা যদৃচ্ছা তিলক ধারণ করা যাইতে পারে।

অতঃপর 'পূজাপ্রদীপে' (১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে) বর্ণিত "কাল্যাদি দেবতার সাধারণ পূজাক্রম" অনুসারে—**অভীষ্ট দেবতার পূজার ব্যবস্থা** করিবে। সকল পূজার বিধিই এক রূপ, কেবল ধ্যান ও সেই সেই দেবতার মূল-মন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্য করিলেই হইল। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু সামান্য

স্নানের পর—মৃত্তিকা দ্বারাই, হোমের পর—হোমশেষ ভস্ম দ্বারায়; (উন্মনা-মতে) অভাবে সর্ব্বত্রই অর্থাৎ পিতৃ ও দৈবকার্য্যে জলদ্বারাও তিলক করা যাইতে পারে "কিন্তু 'লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রের' মতে—শিবপূজা কালে, অবশ্যই ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা কর্ত্তব্য। আবার 'কূর্ম্মপুরাণে' দেখিতে পাওয়া যায়—"বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্ত বা সৌর এব বা। ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বানো "যাত্যধোগতিম্"।

অর্থাৎ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত বা সৌর যে কোন দেবোপাসক হউক না, ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া পূজা করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জপ, হোম, অধ্যয়ন, পিতৃতর্পণাদি কার্য্যে ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত সমস্তই ভস্মীভূত হয়। অতএব যজ্ঞ-ভস্ম, তদভাবে চন্দন, মৃত্তিকা অথবা জলদ্বারাও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। উপাসনা ভেদ ব্যতীত—বর্ণভেদ অনুসারে তিলক ধারণ বিধি আছে, যথা—'ব্রাহ্মণ'—ত্রিপুণ্ড্রের সহিত উর্দ্ধ পুণ্ড্রও ধারণ করিবে। 'ক্ষত্রিয়' ত্রিপুণ্ড্র, 'বৈশ্য'—অর্দ্ধচন্দ্রাকার, 'শূদ্র'—গোলাকার পুণ্ড্র বা তিলক ধারণ করিবে। (ত্রিপুণ্ড্রের সহিত উর্দ্ধপুণ্ড্রই আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিত নাদ বা বিন্দুর বহিশ্চিহ্ন মাত্র।)

অঙ্গুলি দ্বারাই সর্ব্বত্র তিলক ধারণের বিধি আছে—তবে তাহাতে নখস্পর্শ যেন না হয়। 'পুষ্টিকামার্থে'—অঙ্গুষ্ঠদ্বারা, 'মুক্তিকামার্থে'—তর্জ্জনীদ্বারা, 'আয়ুষ্কামার্থে'—মধ্যমা, ও 'অর্থকামার্থে'—অনামিকাদ্বারা, তিলক ধারণ করিবে ও তিলক প্রদান করিবে।

চন্দনদ্বারা তিলকধারণের মন্ত্র

"কান্তিং লক্ষ্মীং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহং॥"

ক্রিয়া ভেদ আছে, তাহা নিজগুরু বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জানিয়া লইলেই হইবে। সুতরাং এস্থলে সেই পূজাক্রমের পুনরুল্লেখ না করিয়া, কেবল পূজার অঙ্গগুলিরই উল্লেখমাত্র করিয়া পর পর কার্য্যগুলি নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) পূজাগৃহে বা সাধনক্ষেত্রে প্রবেশ, (২) সাধারণ আচমন, (৩) মন্ত্রাচমন, (৪) সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, (৫) দ্বারদেবতাদের পূজা, (৬) বিঘ্নাপসারণ, * (৭) দশদিকবন্ধন, (৮) ভূমিশোধন,

---

বৈষ্ণবের তিলক ধারণের মন্ত্র—

"কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম, পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু।"

শক্তি ও শিবাদি উপাসকগণ—স্ব স্ব ইষ্টগুরুর নাম স্মরণ করিয়া তিলক ধারণ করিবে।

নিত্য কর্ম্মের মধ্যে তিলক ধারণের পর শিখাবন্ধনও সাধকমাত্রেরই একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিরা—'গায়ত্রীপাঠ' করিয়াই শিখা বন্ধন ও শিখামোচন করিবে। কিন্তু অনভিষিক্তা স্ত্রী ও শূদ্রেরা নিম্নলিখিত মন্ত্রে করিবে। যথা—"ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং।"

এই ভাবে শিখামোচনার্থে—"গচ্ছন্তু সকলাদেব। ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥"

* 'পূজাপ্রদীপে' বিঘ্নাপসারণ-মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে আরও একটী সুন্দর মন্ত্র প্রদত্ত হইল যথা—

"ওঁ অপসর্পন্তু ভূতানি পিশাচা সর্ব্বতোদিশাম্।
সর্ব্বেষামবিরোধেন ব্রহ্মকর্ম্ম সমাচরেৎ॥
পাষণ্ড কারিণে যে চ যে ভূমৌ চান্ত বিঘ্নগাঃ।
দিবিলোকে স্থিতা যেচ তে নশ্যন্ত শিবাজ্ঞয়া॥"
নির্গচ্ছতাঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মদদ্যাৎ স্ব বামতঃ॥"

(৯) আসনশুদ্ধি, কুণ্ডলিনীচিন্তা ও কামিনীধ্যান।

এই সকল কথা পূর্ব্বেই আত্মব্যূহরচনার কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সাধক, এই বিষয়েও খুব মনোযোগী হইয়া নিজ সাধন-সৌধ রচনার মূলভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লইবে। শিথিলমূল অট্টালিকা বা মন্দির কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না, সর্ব্বক্ষণই তাহার পতনের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং সমুচ্চ সাধনচূড়ায় উঠিতে হইলে, এই মূল কার্য্যে অবহেলা করিলে কোন ফলই হইবে না।

ইহার পর (১০) পুনরায় গুরু পূজা ও প্রণামাদি করিয়া, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট স্বয়ং পূজা করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর প্রদীপ জ্বালাইয়া সাবধানে তাহা অখণ্ডভাবে (অর্থাৎ পূজাদি কার্য্যের মধ্যে উহা নির্ব্বাপিত না হয়) রক্ষা করিবে। এইবার (১১) প্রাণায়ামাদি যথাবিধি করিয়া 'স্বস্তিবাচন' ('পূজাপ্রদীপে' ১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ) ও নিম্নলিখিতরূপে **সঙ্কল্প** করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক বাসরে অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (বা অমুকানন্দনাথ) অমুক দেবতায়া অমুক মন্ত্রস্য (অমুক স্থলে নিজ অভীষ্ট-দেবতার নাম ও জপ্য-মন্ত্র এস্থলে উল্লেখ করিবে) সিদ্ধি-প্রতিবন্ধকাহশেষ দুরিতক্ষয়পূর্ব্বক তন্মন্ত্র-সিদ্ধি কামোহহমদ্যারভ্য যাবৎ কালেন সেৎস্যতি তাবৎ কালং অমুক মন্ত্রস্য (পূর্ব্ব কথিত নিজ জপ্য-মন্ত্র উল্লেখ করিয়া) (ন্যূনকল্পে) ইয়ং সংখ্যক (যত অল্পসংখ্যা অসমর্থপক্ষেও নিত্য জপ করিতে

পারিবে, তাহার উল্লেখ করিয়া) জপদ্দশাংশ হোম-তদ্দশাংশ তর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ বিপ্রভোজনরূপ পুরশ্চরণমহং করিষ্যে।"

ইহার পর 'পূজাপ্রদীপে' (১৯৯ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত (১২) সঙ্কল্প-সূক্ত পাঠ করিবে। অনন্তর ঐ পূজাপ্রদীপে (২০০ পৃষ্ঠা হইতে) বর্ণিত (১৩) 'গ্রন্থিবন্ধন' (১৪) 'করশোধন' (১৫) 'পুষ্পশোধন' (১৬) 'পূজাদ্রব্যাদি-শোধন' (১৭) 'শুদ্ধিক্রিয়া' (১৮) 'আত্মরক্ষা' (১৯) (প্রয়োজন হইলে) 'ঘট-স্থাপনাদি' সম্পন্ন করিবে। অতঃপর (২০) গণেশাদি পঞ্চদেবতার * পূজা করিবে। এতদ্-সম্বন্ধে 'পূজাপ্রদীপেও' সংক্ষেপে সব বলা হইয়াছে। এই বার আদি-

---

* শ্রীগণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা-উপলক্ষে—পত্রপুষ্পাদি সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সাধকমাত্রেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

১। সাধক স্বয়ংই সমিৎ, পুষ্প ও কুশাদি আহরণ করিবে। স্বয়ং অসমর্থ হইলে, শিষ্য বা ভক্তগণ দ্বারা আহরণ করাইবে। তবে মালাকার প্রদত্ত বা অর্থ-বিনিময়ে সংগৃহীত পুষ্পাদিতে দোষ হয় না।

২। স্নানের পূর্ব্বেই পুষ্প চয়ন করা কর্ত্তব্য। তবে প্রাতঃ-স্নান করিয়াও, পুষ্প-চয়ন করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাতঃ-সন্ধ্যার পর অধিক বিলম্বে বা মধ্যাহ্নে-স্নানের পর, পুষ্প-চয়ন করিয়া পূজা করিলে—রৌরবনরক ভোগ হয়। বামহস্ত দ্বারা পুষ্প চয়ন বা ছেদন করবে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক পূজার পুষ্পের আঘ্রাণ লইবে না, তাহা পূজাকার্য্যে পরিত্যাজ্য জানিবে। পর্য্যুষিত বা বাসী, পদ-স্পর্শিত, ও শুষ্ক বা ম্লানপুষ্পে পূজা হয় না। কিন্তু পদ্ম প্রভৃতি জলজপুষ্প, কুন্দ, বকুল, বক, চাঁপা, মল্লিকা জাতী, যূথী আদি পুষ্প যাহাদের কলি বা অফুটন্ত অবস্থায় তুলিলেও পরে ফুটিয়া উঠে, তাহা এবং মালাকারের গৃহস্থিত পুষ্পপত্রাদি বাসী হইলেও দোষ হয় না। শেফালিকা ও বকুল ব্যতীত ভূপতিত অন্য পুষ্পদ্বারা

-ত্যাদি নবগ্রহের ও শ্রীগুরুদেবের যথাশক্তি পূজা করিবে। পরে (২১) **শিবের বা বাণলিঙ্গেরও পূজা** করিবে। সাধকের উপাস্যদেবতা যিনিই হউন না, সেই অভীষ্ট-দেবতার পূজার পূর্ব্বে যথাশক্তি উপচারে শিবপূজা এক বার সকলকেই করিতে হইবে। কারণ তন্ত্রবক্তা আদিনাথ বা আদিগুরু জগৎপিতা শিবের কৃপাদেশ না হইলে, সাধকের স্ব স্ব অভীষ্টদেবতার পূজা করিবার অধিকারই হয় না। অতএব

পূজা হয় না।

৩। ভগবতীর পূজায়—রক্তপুষ্প, বিশেষতঃ জবা, করবী, অপরাজিতা, পদ্ম, দেবীর প্রীতিকর। কিন্তু ঝিণ্টী, পীততগর, কৃষ্ণ-অর্জ্জুন রক্ত-কুন্দ, নীলকণ্ঠ, মন্দার, অর্কপুষ্প, শ্বেত-দূর্ব্বা ও তুলসীদ্বারা ভগবতীর পুজা হয় না সুতরাং ঐগুলি অপ্রীতিকর। বক্ ও মালতীপুষ্পে তারার পুজা হয় না। কাঞ্চনফুলে—লক্ষ্মীর পুজা হয় না। কুন্দ, অশোক ও তগর ফুলে এবং তুলসীতে গণেশের পূজা হয় না। কুন্দ, মন্দার, নাগকেশর, কাষ্ঠ-তগর ও ধুস্তুর ফুলে এবং বিল্বপত্রে সূর্য্যের পুজা হয় না। বন্ধুক ও দ্রোণপুষ্পে, সরস্বতীর পুজা হয় না। মাঘ মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে—কুন্দ, সেফালিকা, জবা, কাষ্ঠ-মল্লিকা. বকুল, মালতী, যাতী, যুথী, কেতকী, কুমুদ, কোকিলাক্ষী, করবী, বন্ধুক, নাগকেশর, কুটজ ও জয়ন্তী ফুল শিবপুজায় নিষিদ্ধ।

৪। তবে ভক্তিযুক্ত হইয়া সকল পুষ্পেই পুজা করা যায়। শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন—"ভক্তিযুক্তো মহেশানি সর্ব্বং পুষ্পং নিবেদয়েৎ।"

অন্যত্র বলিয়াছেন—"দেবীপুজা সদা কার্য্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি। বিহিতৈর্ব্বা নিষিদ্ধৈর্ব্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥" "সর্ব্বপুষ্পৈঃ সদাপুজা বিহিতা-বিহিতৈরপি। কর্ত্তব্যা সর্ব্বদেবানাং ভক্তিযোগঃতন্ত্রকারণম্॥"

৫। প্রিয়পুষ্প সমুহের মধ্যে—'ভগবতীর পক্ষে' প্রথমেই বলিয়াছি। এক্ষণে

শিবপূজান্তে তাঁহার আদেশ প্রার্থনাপূর্ব্বক অভীষ্ট-পূজা করিতে হয়। সর্ব্বত্রই সাম্প্রদায়িকতাভেদশূন্য হইয়া, শিবলিঙ্গ পূজা করিবে।

অন্যান্য দেবতাপক্ষে প্রিয়পুষ্পাদি সম্বন্ধে বলিতেছি, যথা—সূর্য্যপক্ষে—জবাকুসুম, রক্তচন্দন, ধূপ, দীপ ও পরমান্ন। গণেশপক্ষে—জাতী, যূথী, মল্লিকা, বিল্বপত্র, মালা, (দূর্ব্বা), চন্দন, লড্ডুক ইত্যাদি। বিষ্ণুপক্ষে—মাধবী, মালতী,কুন্দ, তুলসী, শ্বেত-চন্দন ও শর্করাযুক্ত নবনীত ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত মাঘ মাসে—চম্পক, কার্ত্তিক মাসে—পদ্ম ও তুলসীমঞ্জরী হরির সদা প্রিয়বস্তু। গৃহ-দূর্ব্বার শিশ, কাশ ও কুশ পুষ্পও বিষ্ণুর অতি প্রিয়।

৬। বিষ্ণুর অপ্রিয়পুষ্প যথা—অর্ক, ধুতূরা, ঝাঁটি, শ্বেত-অপরাজিতা ও কণ্টিকারী।

৭। বিষ্ণু পূজায় প্রীতিকর পত্রবিশেষ—১। অপামার্গ, ২। ভৃঙ্গারক, ৩। খদির, ৪। শমি, ৫। দূর্ব্বা, ৬। কুশ, ৭। আমলকী, ৮। বিল্বপত্র, ৯। তুলসী এই নয় প্রকার পত্র যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর।

৮। শিবের প্রিয়—ধুতূরা, পদ্ম, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, নাগকেশর, কুঙ্কুম ইত্যাদি।

৯। পার্থিব শিবের অপ্রিয়—মালতী, বকুল, জাতী, কুন্দ, সেফালিকা, জবা। এই গুলি অন্য শিবের পক্ষে অপ্রিয় নহে।

১০। দূর্ব্বার গর্ভ মোচন করিয়া গৃহস্থগণের পক্ষে শিবপূজা কর্ত্তব্য নহে। দূর্ব্বাপত্র সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা ত্রিপত্র রাখিবে। শ্রাদ্ধের জন্যই দূর্ব্বার গর্ভস্থ পত্র রাখিবে না। 'গর্ভযুক্তা দূর্ব্বা দেবী তুষ্টীকরী', এই রূপ শাস্ত্রাদেশ আছে। আমলকী বা ধাত্রীপত্রও পার্ব্বতীর অতি প্রিয়।

১১। যন্ত্রপুষ্প—শ্বেত-দ্রোণ (ঘলঘসিয়া), জবা, রক্তকমল, করবী, শ্বেত ও কৃষ্ণ-অপরাজিতা,—'যন্ত্রপুষ্প' বলিয়া শিবের আদেশ। করবী ও জবা—স্বয়ং

যিনিই হউন না, সেই অভীষ্ট-দেবতার পূজায় পূর্ব্বে যথাশক্তি-উপচারে শিবপূজা এক বার সকলকেই করিতে হইবে। কারণ তন্ত্রবক্তা আদিনাথ বা আদিগুরু জগৎপিতা শিবের কৃপাদেশ না হইলে, সাধকের স্ব স্ব অভীষ্ট-দেবতার পূজা করিবার অধিকারই হয় না। অতএব শিবপূজান্তে তাঁহার আদেশ প্রার্থনাপূর্ব্বক অভীষ্ট-পূজা করিতে হয়। সর্ব্বত্রই সাম্প্রদায়িকতা ভেদ শূন্য হইয়া শিবলিঙ্গ পূজা করিবে।

কালিকা দেবী; অপরাজিতা—তারার স্বরূপ বা স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী; কৃষ্ণাপরাজিতা—সাক্ষাৎ ভদ্রকালী; করবী ও দ্রোণপুষ্প—ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ; এবং জবাপুষ্প—সাক্ষাৎ ভগবতী ও সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিনী। ইহাও শিবনির্দ্দিষ্ট।

১২। বিল্বপত্র-চয়ন-মন্ত্র—"পুণ্যবৃক্ষে মহাভাগ মালুর শ্রীফলপ্রভো। মহেশ-নমো পূজনার্থায় তৎপত্রানি চিনোম্যহং॥" "নমো বিল্বতরবে সদাশঙ্কররূপিণে। সফলানি মমাঙ্গানি কুরুস্ব শিবহর্ষদ॥" অন্য মন্ত্র—"অমৃতোদ্ভবে শ্রীবৃক্ষ শঙ্করস্য সদাপ্রিয়। ক্ষমস্ব শিবপূজার্থং তব পত্র হরাম্যহম্।"

১৩। তুলসী-চয়ন-মন্ত্র—"তুলস্যামৃতনামাসি সদাত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভবশোভনে॥ ত্বদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলে মলবিনাশিনি॥"

১৪। পুষ্পচয়ন-মন্ত্র—"শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যো বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি-রূপমাশ্বিনোব্যাত্তম্। ইস্মন্নিষাণমুম্ময়ীষাণঃ সর্ব্বলোকময়ীষাণ।"

১৫। দূর্ব্বাচয়ন-মন্ত্র—"সহস্রপরমাদেবি শতমূলা শতাঙ্কুরা। সর্ব্বং হরতুমে পাপং দূর্ব্বা দুঃস্বপ্ননাশিনী॥ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরী। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতে ন চ॥ যা শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি। তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম॥"

১৬। গন্ধ-দ্রব্য ঃ—(১) চন্দন, অগুরু ও কর্পূর-মিশ্রিত গন্ধের দ্বারা

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরাননে॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥"

"উৎপত্তি-তন্ত্রেও" শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

"শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা গণেপোঽথবা।
শিবার্চ্চনবিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।"

অর্থাৎ শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপত্য, যে কেহ শিবার্চ্চনা না করিয়া জপাদি সাধনা করে, তাহার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

দেবতার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবে। ২। কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী, গোরোচনা, অগুরু ও কুঙ্কুম ঘষণ করিয়া গন্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত করিবে। ৩। চন্দন সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ গন্ধ।

১৭। শক্তি-গন্ধাষ্টক—শ্বেত-চন্দন, অগুরু, কর্পূর, রক্ত-চন্দন, শঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাটীয়ালা।

১৮। শিব-গন্ধাষ্টক—শ্বেত-চন্দন, অগুরু, কর্পূর, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, কুড়, তমাল ও বালা।

১৯। বিষ্ণু-গন্ধাষ্টক—শ্বেত-চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী, মুরামাংসী।

২০। অঙ্গুষ্ঠযুক্ত-কনিষ্ঠাঙ্গুলের দ্বারা পুরুষ-দেবতাকে এবং অঙ্গুষ্ঠযুক্ত-অনামা অঙ্গুলির দ্বারা স্ত্রীদেবতাকে 'গন্ধ-দ্রব্য,' বিশেষ 'শ্বেত-চন্দন' প্রদান করিতে হয়।

২১। পুষ্পাদি অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা অর্পণ করিতে হয়।

"লিঙ্গ" শব্দের তাৎপর্য্যার্থে 'পূজাপ্রদীপে' (২০৬ পৃষ্ঠায়) উক্ত হইয়াছে—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়ানাল্লিঙ্গ মুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ আকাশই লয়াত্মক 'লিঙ্গ' বলিয়া কথিত, পৃথিবী তাহারই পীঠিকা বা আসনস্বরূপ, আবার তাহাতে আ-লয়ঃ অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতিস্বরূপ গুণ-ত্রয় তাঁহাতে 'লয়' না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহাতেই বা তাঁহার সগুণ-সত্তাতেই সর্ব্ব-দেবতা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকেন, বা সকল দেবতার 'আলয়'—তিনিই ; তাঁহাতে সব 'লয়' হইয়া যাইলেই, তিনি নিগুর্ণ-সত্তায় অদ্বৈতভাবে যেন গোলাকার বা অখণ্ড-মণ্ডলাকার 'লিঙ্গ' নামে অভিহিত হন।

"আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্ লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদবুদা ইব ॥"

যাহাতে বিশ্বসংসার জলবুদ্‌বুদের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া, পুনরায় তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, তাহাই আলয় স্বরূপ— "লিঙ্গ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

'বেদান্তসূত্রেও'—এই শিবাত্মক আকাশকেই "লিঙ্গ" বলা হইয়াছে, যথা—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"।

আকাশাত্মক সেই শিবের যে লিঙ্গ-মূর্ত্তির পূজা হয়, তাঁহার—

"মূলে ব্রহ্মা তথা মধ্যে বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
তদুপরি মহাদেবঃ প্রণবাখ্যঃ সদাশিবঃ।
লিঙ্গ বেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তয়ো সংপূজনান্নিতং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ ॥"

মূলে—ব্রহ্মা, মধ্যে—ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, তদুপরি—প্রণব বা ওঁকার-প্রতিপাদ্য মহাদেব সদাশিবরূপে বিরাজমান। আবার লিঙ্গ—বেদী, অর্থাৎ গৌরীপট্ট বা পিনেটই মহাদেবী আদ্যাশক্তিরূপিণী এবং তদুপরি প্রতিষ্ঠিত—'লিঙ্গই' সাক্ষাৎ মহেশ্বরস্বরূপ। এই কারণ নিত্য তাঁহার পূজা করিলে, সকল দেব-দেবীরই পূজা করা হয়। তাই প্রথমোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে,—আকাশরূপ শিবলিঙ্গের বেদী যেন 'পৃথিবী'। অর্থাৎ আকাশ হইতেই ক্রমে বায়ু, তেজঃ, জল ও সর্ব্বশেষে সকলের বেদী বা মূল-আধাররূপে—পৃথিবীর আবির্ভাব হইয়াছে। (সেই কারণ যোগোপদেশেও পৃথ্যাত্মক মূলাধার-কেন্দ্রেই স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপ 'শিবের' স্থান বর্ণিত হইয়াছে) আবার সমগ্র সংসারই ঐ শিবাত্মক আকাশেই প্রতিলোমভাবে 'লয়' হইয়া যায়, তাই তিনি শিবলিঙ্গরূপে কথিত হন। "ছান্দোগ্যে" দেখিতে পাওয়া যায়—

"অস্য লোকস্য কা গতিরাকাশ ইতি হোবাচ।
সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশ দেব।"

"সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশোহ্যেবৈভ্যজ্যায়-নাশঃ পরায়ণং।"

অর্থাৎ এই জগতের মূলতত্ত্ব—আকাশ। যে হেতু আকাশ হইতেই সর্ব্বভূতের উদয় এবং আকাশেই সর্ব্বভূতের বিলয় হইয়া থাকে। আবার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"আকাশো বৈ নামরূপয়ো নিবাহিতাঃ"।

অর্থাৎ আকাশই—নাম-রূপের প্রকাশক।

'ঋগ্বেদে'ও আছে—

"ঋচোহক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ॥"

অর্থাৎ ক্ষয়-লয় রহিত আকাশরূপ পরম-ব্যোমে দেবতা-সমূহ অধিষ্ঠিত ও বেদাদি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আকাশের গুণ—শব্দ বা নাদ। নাদই—শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাই প্রকটরূপে অ+উ+ম='ওঁ' বা ভিন্নরূপে 'ব্যোম' শব্দ-বাচ্য। তাই 'ব্যোম ব্যোম' শব্দে তাঁহার পূজার বিধি। আকাশ—ঈশ্বরস্বরূপ অর্থাৎ মহাদেবের 'বিরাটমূর্ত্তি'—লিঙ্গরূপী আকাশ-তত্ত্বের বীজ 'হ' কার, শ্রীসদাশিবও 'হ' কার বীজাত্মক। তাই হংসঃ-স্বরূপে উক্ত আছে—

"হংকারঃ শিবরূপেণ সঃকার শক্তিরুচ্যতে।" (পূজাপ্রদীপে ৬৩ পৃষ্ঠায় দেখ)। হংকার—শিববীজ এবং সঃকার —শক্তিবীজ। এই 'হংসঃ'-মন্ত্রই বা ইহার বিপরীতরূপ 'সোঽহং মন্ত্র উভয়েই—প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। সুতরাং পরম-শিব বা পরব্রহ্ম, পরমা-প্রকৃতি বা ব্রহ্ম-শক্তি-সহযোগে অর্দ্ধনারীশ্বরস্বরূপ। তাহাই স্থূল-মূর্ত্তিতে—'পিনেট সহিত শিবলিঙ্গ'। মহাপ্রলয়-সময়ে—সারা সংসার সৃষ্টিকর্ত্তা—ব্রহ্মায়, ব্রহ্মা—বিষ্ণুতে, বিষ্ণু—রুদ্রে, রুদ্র—ঈশ্বরে, ঈশ্বর—সদাশিবে, সদাশিব—পর-শিব সহিত পরা-প্রকৃতি-তে এবং পরমা-প্রকৃতি—পরম-শিবে 'লীন' হইলেই, অনাদি ও অনন্ত শিবলিঙ্গরূপে বা অব্যয় 'পরব্রহ্মশব্দে' তিনি অভিহিত হন। তাহাই সাধকমাত্রের অন্তিম লক্ষ্য-বস্তু।

স্থূল বা লৌকিক উপসনারূপেও চড়ক-উৎসব-উপলক্ষে যখন শিবের গাজন হয়, তখন সর্ব্বত্র 'বুড়াশিবের' নিকটেই, অর্থাৎ পিনেট-পরিশূন্য শিবের নিকটেই সেই বার্ষিক সন্ন্যাসী-উৎসব-ব্রত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ('গুরুপ্রদীপে'—'ক্রমদীক্ষা'-

ভিষেকের মধ্যেও তাহা দেখিতে পাইবে।) 'বুড়াশিব' শব্দের ইহাই উদ্দেশ্য যে, পরা-প্রকৃতি তখন পরম-শিবে লয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিঙ্গ বা বহিচিহ্নরূপে কেবল তাঁহার শেষ বিন্দুস্বরূপ—পিণ্ডরূপেই তিনি বিরাজিত রহিয়াছেন। তখন তাঁহার উপাসনা-ব্রতাধিকারী সাময়িক সন্ন্যাসীরাও এক গোত্রান্তর্গত হইয়া থাকে।

আচণ্ডাল সকলেই সেই কারণ নিত্য শিব পূজা করিবে; ভক্তাধীন ভগবান প্রকৃতই মহেশ্বর, তাঁহার নিকট উচ্চ-নীচ নাই, অধিকারী-অনধিকারীর ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বিচার নাই, সকল জাতিই তাঁহার পূজায় সমান অধিকারী। সেই জন্য শিব-পূজায়,—বিশেষ বাহুল্য অনুষ্ঠান না হইলেও, ক্ষতি নাই। তিনি—আশুতোষ, অল্পেই তিনি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ইচ্ছা হইলে—নিম্নলিখিত শিব-পূজা বিধি অনুসারে তাঁহার বিস্তৃত পূজা করিতে পার। নতুবা কেবল—"নমঃ শিবায়" বলিয়া তাঁহার পঞ্চোপচারাদি যথাশক্তি পূজা করিলেও হইবে।

শিবলিঙ্গ-পূজাবিধি ঃ—শিব-পূজার জন্য সাধারণতঃ—বাণলিঙ্গ, পাষাণ-নির্ম্মিত যে কোনও শিবলিঙ্গ এবং স্ফটিক, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, নবরত্ন ও মণিময়াদি দ্বারা নির্ম্মিত যে কোন শিবলিঙ্গ * হইলেই চলিবে। অভাবে পার্থিব

* শিবলিঙ্গ—'অকৃত্রিম' ও 'কৃত্রিম' ভেদে দুই প্রকার। যে শিলাখণ্ড-সমূহ নদী বা সরিৎ-প্রবাহে নিপতিত এবং পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত ও ঘর্ষিত হইয়া, ক্রমে মসৃণ গোলাকার পিণ্ডরূপে পরিণত হয়, অথবা যাহা কোন স্থানে আপনা আপনি প্রকাশিত হয়, তাহা অকৃত্রিম লিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর যে কোন প্রস্তরখণ্ড ভাস্কর-শিল্পী যন্ত্র-সাহায্যে সাধকের অভিরুচি অনুসারে শাস্ত্রানু-

শিবলিঙ্গ পূজা করিবে, অথবা 'করবীর' আদি—'যন্ত্র-পুষ্পে', নিজ 'ব্রহ্মরন্ধ্রে', 'জলে', 'অগ্নিতে' কিংবা অন্য যে কোন 'দেব-মূর্ত্তিতে', 'দেবপীঠে' বা ঘটের উপরেও শিবপূজা করিতে পারিবে। এ সকল কথা 'পূজাপ্রদীপেও' উক্ত হইয়াছে।

এ স্থলে শিবের বিস্তৃত পূজা বিধি বর্ণিত হইতেছে। যে কোন শিবলিঙ্গ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তাঁহার যথা বিধি প্রতিষ্ঠা করিয়া, পরে পূজা করিতে হয়, কিন্তু বাণলিঙ্গ বা নর্ম্মদেশ্বরের পূজায় সে সকল বাধা নাই। অর্থাৎ বাণলিঙ্গ নিত্য প্রতিষ্ঠিত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। শ্রীভগবান শিবভক্ত-শ্রেষ্ঠ বাণরাজার প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াই তাঁহার নামযুক্ত নিজ লিঙ্গমূর্ত্তির এই রূপ উদার পূজার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহার সহিত শিবের অষ্ট-মূর্ত্তি পূজাও করিতে হয় না। অতএব প্রথমে বাণলিঙ্গ পূজাবিধিই বর্ণিত হইতেছে।

গত ভাবে গঠন করিয়া, বা স্বর্ণকারাদি শিল্পিগণ কোন ধাতু বিশেষ সহযোগে উক্তভাবে নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহা কৃত্রিম লিঙ্গ বলিয়া পরিচিত। এই উভয়-বিধ লিঙ্গই 'চল' ও 'অচল' ভেদে দুই প্রকার। যাহা সাধক পূজার্থে যথা তথা লইয়া যাইতে পারে, তাহাই চললিঙ্গ এবং যাহা কোন প্রাসাদ বা শিবালয়ে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অচললিঙ্গ বলিয়া কথিত।

অকৃত্রিম শিবলিঙ্গ আবার পাঁচ প্রকার, যথা :—

১। 'স্বয়ম্ভূলিঙ্গ', ২। 'দৈবলিঙ্গ', ৩। 'গোললিঙ্গ', ৪। 'আর্ষলিঙ্গ', ৫। 'মানস-লিঙ্গ'।

১। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ—যাহা ভূগর্ভ হইতে আপনি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহাই 'স্বয়ম্ভূলিঙ্গ'। ইহারও নানা প্রকার ভেদ আছে।

বাণলিঙ্গের পূজা-মাহাত্ম্য ঃ—সাধারণতঃ কোমল বস্তুসমূহের দ্বারা বিনির্ম্মিত লিঙ্গের মধ্যে 'পার্থিব লিঙ্গই' প্রশস্ত এবং কঠিন বস্তুসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত 'প্রস্তর-জাত লিঙ্গই' প্রশস্ত, সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা স্ফটিক-প্রস্তর-জাত লিঙ্গ উত্তম, এই ভাবে স্ফটিক লিঙ্গ অপেক্ষা পদ্মরাগ বা রক্তবর্ণ মণিজাত লিঙ্গ, তদপেক্ষা ক্রমান্বয়ে কাশ্মীরজ, পুষ্পরাগজ, ইন্দ্রমণি, গোমেদ, বিদ্রুম, মুক্তা, রজত, সুবর্ণ, হীরক, পারদ নির্ম্মিত লিঙ্গ প্রশস্ত। কিন্তু পারদ লিঙ্গ হইতেও বাণলিঙ্গই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বা সমতুল্য। কোটী রত্ন-লিঙ্গপূজায় যে ফল, একটী বাণলিঙ্গ পূজায় সেই ফল পাওয়া যায়। বাণলিঙ্গ পূজায় ভোগ ও মোক্ষলাভ হয়।

দৈবলিঙ্গ—যাহাতে করপুট চিহ্নযুক্ত শূল, টঙ্ক, চন্দ্রকলায় বিভূষিত, যাহাতে দেবীরেখা ও ছিদ্রাদি আছে, তাহাই 'দৈবলিঙ্গ', উহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-ভাগের চিহ্ন থাকে না। (শিবলিঙ্গের নিম্নভাগকে—'ব্রহ্মভাগ', মধ্য বা গৌরী-পট্টকে—বিষ্ণুভাগ এবং উহার উপরিভাগকে—'রুদ্রভাগ' বলে।)

৩। গোললিঙ্গ—যাহা কুষ্মাণ্ড, নাগরঙ্গ অথবা কাকডিম্ব ফলের আকার বিশিষ্ট তাহাই 'গোললিঙ্গ'।

৪। আর্ষ্যলিঙ্গ—যাহাতে ঋষিদিগের ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত-চিহ্ন আছে, কপিত্থ ফলের ন্যায় যাহার মূলদেশ স্থূল, অথচ নারিকেল বা তালফলের ন্যায় মধ্যদেশ স্থূলাকার তাহা 'ঋষিবাণলিঙ্গ' বা 'আর্ষ্যলিঙ্গ' বলিয়া কথিত।

৫। মানসলিঙ্গ—ইহা আবাব তিন প্রকার যথা ঃ—(১) রৌদ্রলিঙ্গ (২) শিবলিঙ্গ ও (৩) বাণলিঙ্গ। পূর্ব্ব কথিত নদী-সম্ভূত সকল লিঙ্গকেই রুদ্রলিঙ্গ বলে। চারি অঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ, যাহাতে রমণীয় বেদিকা আছে, তাহা 'উত্তম শিবনাভিলিঙ্গ', দুই আঙ্গুল 'মধ্যম' ও এক আঙ্গুল পরিমাণ 'অধম' শিবনাভিলিঙ্গ। নর্ম্মদা নদীসম্ভূত সচল স্বয়ম্ভুলিঙ্গকেই বাণলিঙ্গ বলে।

বাণলিঙ্গের লক্ষণঃ—নূতন বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় লক্ষণ বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

(১) বাণলিঙ্গ সাধারণতঃ ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ বা কাল জামের ন্যায় ভ্রমর বর্ণ যুক্ত হইলে ভাল হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্য লোহিতাভ কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গও মন্দ নহে। লিচুর খোসা ছাড়াইলে যে শুভ্রোজ্জ্বল বর্ণ দেখা যায়, সেরূপ লিঙ্গও উত্তম, স্ফটিকাদি স্বচ্ছ প্রস্তর জাত অকৃত্রিম বাণলিঙ্গও উৎকৃষ্ট বলিয়া শাস্ত্র ও গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

(২) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এক পর্ব্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে চতুরঙ্গুল অপেক্ষা বৃহৎ না হয়—এরূপ লিঙ্গ 'চর' বা চলরূপে পূজ্য অর্থাৎ যাহা অনায়াসে যথেচ্ছা লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহাই চরলিঙ্গ জানিবে। চতুরঙ্গুল অপেক্ষা বৃহৎ লিঙ্গ পিনাকবেদীর উপর অচর বা অচলরূপে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এক হস্ত প্রমাণের কম না হয় এরূপ লিঙ্গই স্থাবর বা অচলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রস্তর গঠিত 'কৃত্রিম লিঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, যত স্থুল হয়, ততই ভাল, কিন্তু 'বাণলিঙ্গ বা নর্ম্মদেশ্বর' 'শালগ্রাম শিলার' ন্যায় যত ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হয়, ততই ভাল। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থুলাৎ স্থুলং প্রশস্যতে।
শালগ্রামো নর্ম্মদাঞ্চ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মং বিশিষ্যতে ॥"

নর্ম্মদা, গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য পুণ্যনদীর প্রবাহজাত অকৃত্রিম শিলা-লিঙ্গই বাণলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ষন্মুখ বা ছয়মুখবিশিষ্ট

সর্ব্বার্থদায়ক সদাশিব তাহাতেই সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন। যথা 'বীরমিত্রোদয় ধৃত কালোত্তরে' দেখিতে পাওয়া যায়—

"নর্ম্মদা দেবিকায়াশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
সন্তিপুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি ষন্মুখ॥
ইন্দ্রাদি পূজিতান্যত্র তচ্চিহ্নৈর্বিহিতানি চ।
সদা সন্নিহিত স্তত্র শিবঃ সর্ব্বার্থ দায়কঃ॥

(৩) লিঙ্গগাত্রে উপবীত চিহ্ন থাকিলে ভাল হয়, সাতটী হইতে অন্ততঃ একটী উপবীত চিহ্ন থাকিলেও বেশ সুন্দর হয়। * কর্কশ বা অমসৃণ বাণলিঙ্গ পূজা করিলে স্ত্রী পুত্র ক্ষয় হয়।

* বজ্রাদি চিহ্নিত বাণলিঙ্গকে ১। 'ইন্দ্রলিঙ্গ' বলে, তাহা পূজা করিলে, সাম্রাজ্য লাভ হয়। ২। 'অরুণলিঙ্গ' সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ ও উষ্ণস্পর্শ এবং পূজকের হিতকর। ৩। শক্তিচিহ্নযুক্ত ও অগ্নির ন্যায় তেজসম্পন্ন লিঙ্গকে—'আগ্নেয় লিঙ্গ' বলে, তাহতে পূজক তেজস্বী হইয়া থাকে। ৪। যাহা দণ্ডাকার-বিশিষ্ট দীর্ঘ বা রসনার আকৃতিযুক্ত তাহাকে 'জাম্যলিঙ্গ' বলে, তাহা যমপূজিত ও পূজকের নিধনপ্রদ জানিবে। ৫। যাহা খড়্গসদৃশ তাহা 'রাক্ষসলিঙ্গ'। তাহা জ্ঞানযোগ ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত। কিন্তু যদি সেই লিঙ্গ নৈর্ঋতলিঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাহার গাত্র যদি মসৃণ না হয় বা তাহার অঙ্গ কর্ক্করাদি লিপ্তবৎ বোধ হয় এবং যাহার কুক্ষিদেশ ঈষৎ নিম্ন, সেরূপ অলক্ষ্মীলিঙ্গ গৃহস্থের সুখদায়ক নহে। ৬। 'বারুণলিঙ্গ'—যাহা গোলাকার, পাশচিহ্নযুক্ত ও ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সত্ত্বগুণ ও সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধিপ্রদ। ৭। 'কুবেরলিঙ্গ'—যাহাতে তূণ, পাশ ও গদাকার চিহ্ন মধ্যদেশে বিদ্যমান আছে, তাহাও সাধকের শান্তিপ্রদ। এইরূপ ৮। 'রৌদ্রলিঙ্গ'—তাহাতে অস্থি বা শূলের চিহ্ন বিদ্যমান থাকে এবং তাহার বর্ণ হিম-মণ্ডলের ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল। ৯। 'বৈষ্ণবলিঙ্গ'—যাহাতে শঙ্খ, চক্র,

চিপিট বা চ্যাপ্টালিঙ্গ পূজকের গৃহভঙ্গকর, একপার্শ্ব বা একপেশে লিঙ্গ স্ত্রী, পুত্র, ধেনু ও ধনক্ষয়ঙ্কর, স্ফুটিতমস্তক বাণলিঙ্গ ব্যাধি ও মৃত্যুপ্রদ, ছিদ্রলিঙ্গ পূজায় বিদেশ গমন হয়, লিঙ্গের মস্তকে কমল কর্ণিকার ন্যায় থাকিলে ব্যাধি হয় এবং যে লিঙ্গের ছিদ্রের পার্শ্ব অতিশয় উন্নত তাহা পূজকের গোধন ক্ষয়কর। যে লিঙ্গের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ বা মস্তক বক্র অথবা ত্রিকোণ আকার বিশিষ্ট তাহা পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাণলিঙ্গ অতি স্থূল বা অতি কৃশ অথবা স্বল্প বা অতি ক্ষুদ্র, তাহা ভূষণান্বিত হইলেও, গৃহীর

গদা, পদ্ম অথবা শ্রীবৎস বা কৌস্তভাদি চিহ্ন আছে, অথবা সিংহাসন, গড়ুর, বিষ্ণুপদাদি চিহ্ন আছে, তাহা পূজা করিলে, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়। ১০। অন্য প্রকার বৈষ্ণবলিঙ্গ—তাহাতে শালগ্রামাদি বা শশাঙ্কচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তাহা লক্ষ্মীবৃদ্ধিপ্রদ। আবার তাহাতে পদ্মাঙ্ক, শক্তিকাঙ্ক বা শ্রীবৎসাঙ্ক থাকিলে, অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রদ হয়।

একাদশ-রুদ্রোপ্রপূজিত দেবর্ষি নারদোক্ত বাণলিঙ্গ লক্ষণ যথা—১। স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ—মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলিনী থাকে, তাহা সিদ্ধ মহাত্মগণ পূজা করিয়া থাকেন।

২। 'মৃত্যুঞ্জয়লিঙ্গ'—নানাবর্ণযুক্ত, জটাশূলচিহ্নযুক্ত।

৩। 'নীলকণ্ঠলিঙ্গ'—দীর্ঘাকার ও শুভ্রবর্ণ তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু থাকে। সুরাসুর সকলেই উক্তরূপ বাণলিঙ্গ পূজা করেন।

৪। 'ত্রিলোচনলিঙ্গ'—শুভ্রবর্ণাভাযুক্ত, যেন শুক্লকেশ ও নেত্রত্রয় চিহ্ন তাঁহাতে বিদ্যমান আছে, তাহা সর্ব্ব পাপক্ষয় কর।

৫। 'কালাগ্নিরুদ্রলিঙ্গ'—যাহা স্থূল ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল অথচ কৃষ্ণবর্ণ আভাযুক্ত, জটাজুটচিহ্ন সমন্বিত। তাহা সকলেরই পূজ্য।

পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা কেবল মোক্ষপ্রার্থীরই হিতকর।

৪। বাণলিঙ্গ পরীক্ষার জন্য চাউল দিয়া পরিমাণ বা ওজন করিবার এক সাধারণ বিধি প্রচলিত আছে। প্রথম দিন যতগুলি চাউল দিয়া সেই বাণলিঙ্গ ওজন করা যায়, পর দিন সেই সম ওজনের চাউল বাণলিঙ্গের ওজন অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। এই ওজনের তিন, পাঁচ ও সাতবার ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শই শ্রেয়।

শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলা দুইটী একত্র পূজা করিতে নাই। প্রথমে একটীর পূজা করিয়া, পরে দ্বিতীয়টীর পূজা করা কর্ত্তব্য। তবে দুইটীর অধিক হইলে, সকলের একত্র পূজা করিতে দোষ নাই।

যে কোন শিবলিঙ্গ বা অন্য লিঙ্গের পূজা 'পার্থিব শিবের' পূজারই অনুরূপ, তবে মৃদাহরণ, গঠন, আবাহন, প্রতিষ্ঠা, স্থিরী-

৬। 'ত্রিপুরারিলিঙ্গ'—যাহা মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত চিহ্নযুক্ত, যেন শ্বেত-পদ্মের উপর উপবিষ্ট চন্দ্ররেখাযুক্ত ও প্রলয়াস্ত্রের চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান থাকে।

৭। 'ঈশানলিঙ্গ'—তাহা শুভ্রবর্ণ ও পিঙ্গল জটাচিহ্ন, মুণ্ডমালা ও ত্রিশূল-চিহ্নযুক্ত, তাহা সর্ব্বাভিষ্ট সিদ্ধিপ্রদ।

৮। 'অর্দ্ধনারীশ্বরলিঙ্গ'—তাহা ত্রিশূল ও ডমরু-চিহ্নযুক্ত ও তাহার অর্দ্ধাংশ শুভ্র ও অর্দ্ধাংশ রক্তবর্ণাভযুক্ত, তাহা সকল দেবতার পূজ্য ও অভীষ্টদায়ক।

৯। 'মহাকাললিঙ্গ'—যাহা রক্তবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ, কমনীয় ও সমুজ্জ্বল, তাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদ। এই সকল চিহ্নমধ্যে একটীমাত্রও চিহ্ন-যুক্ত হইলে, সাধকের অভীষ্ট-সিদ্ধ হয়, বহু চিহ্ন ত দূরের কথা।

করণ ও বিসর্জ্জন তাহাতে নাই

"বৈদ্যনাথ" আদি শিবের ধ্যান মন্ত্র স্বতন্ত্র। তাহা বিশেষ পূজারই অন্তর্গত। শিবের নানা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি থাকিলেও 'পঞ্চবক্ত্র' শিবেরই পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। শিব 'পঞ্চবক্ত্র'-বিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার পাঁচ দিকে পাঁচটী মুখ।

পূর্ব্বদিকে—'সদ্যোজাত' মুখ, পশ্চিমে—'বামদেব', উত্তর-দিকে--'অঘোর', দক্ষিণে—'তৎপুরুষ' এবং ঊর্দ্ধদিকে 'ঈশান' নামক মুখ সদা বিদ্যমান আছে। তাঁহার পাঁচটী মুখের মধ্যে ঊর্দ্ধমুখই সর্ব্ব প্রধান, উহাকেই শিবের ঊর্দ্ধাম্না বলে। শিবের 'সদ্যোজাত' নামক এই প্রথম ও প্রধান মুখটাই তাঁহার লয়াত্মক রুদ্রস্বরূপ, পুরঃ বা সম্মুখের মুখ, তাহা তদীয় 'রুদ্র' নামের সহিতই সদ্য-জাত, তাই—সদ্যজাত নামে তাহা প্রসিদ্ধ, তাহাকেই শিবের পূর্ব্বাম্নায় বলে, তাহা সততই সংহার ভাবযুক্ত।

উত্তরস্থিত 'অঘোর' নামক মুখটী তাঁহার বামদিক-স্থিতা স্বীয় প্রত্যক্ষ সহধর্ম্মিণীস্বরূপ সাক্ষাৎ রুদ্রশক্তি-সমন্বিত, তাহা ঘোরহীনা গোরীপট্টের আদি স্থান, সেই কারণ—'অঘোর' নামে পরিচিত। তাহাকেই শিবের 'উত্তরাম্নায়' বলে, তাহাও তাঁহার সংসার-

এই লিঙ্গসমূহের মধ্যে মধুপিঙ্গলবর্ণ—অর্থপ্রদ, মেঘবর্ণ—মোক্ষপ্রদ লঘু বা কপিলবর্ণ স্থূললিঙ্গ গৃহস্থের পূজ্য নহে, তবে তাহা ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে গৃহস্থের পূজ্য।

বাণলিঙ্গ গৌরীপীটযুক্ত হউক, বা না হউক ক্ষতি নাই। উহার সংস্কার ও আবাহনাদিও নাই।

ভাবেরই সহায়ক।

পশ্চিম বা তাহার পশ্চাৎ-দিকের মুখটীর নাম—'বামদেব', তাহাকেই শিবের—'পশ্চিমাম্নায়' বলে। তাহা পশ্চাৎ বা প্রতিকূল ভাবশক্তিযুক্ত। অতএব এই তিন দিকই বাদ দিয়া, সাধক তাঁহার কেবল দক্ষিণ-(বা অনুকূল) দিকস্থিত—'তৎপুরুষ' অর্থাৎ 'তৎ' বা সেই ব্রহ্মস্বরূপ+'পুরুষ' বা সেই পরমপুরুষ নামক মুখের দিকে বসিয়াই অর্থাৎ সাধক উত্তর-মুখ হইয়াই, সতত শিবের পূজা করিবে। তাহাই শিবের 'দক্ষিণাম্নায়' বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'ঈশান' মুখটী বা উর্দ্ধাম্নায়, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক বলিয়া, তাহাতেই শিবের সর্ব্বদা স্নান-বিধি আছে।

সাধারণতঃ শিবের উর্দ্ধমুখে বা ঈশান স্নান-বিধি থাকিলেও, শিবরাত্রি-ব্রত উপলক্ষে তাঁহার অন্যান্য মুখেও স্নান-পূজার বিশেষ বিধি আছে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে তাহাও বর্ণিত হইতেছে।

শিবরাত্রি-ব্রত-বিধান ঃ—এতদুপলক্ষে নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক যথাবিধি সঙ্কল্প * করিবে ও চারি প্রহরে সাধারণ ভাবে সকলের নিত্য-পূজ্য উক্ত তৎপুরুষ মুখটী ব্যতীত অন্য চারিটী মুখেই, নিম্নলিখিতরূপ বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারা শিবের বিশেষ স্নান ও পূজা করিবে। যথা—

প্রথম প্রহরে—"ইদং স্নানায় দুগ্ধং ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ"

* "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শিব প্রীতিকামঃ শিবরহস্যোক্ত শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে।"

এই মন্ত্রে শিবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উর্দ্ধমুখ বা 'উর্দ্ধাম্নায়' নামক "ঈশান" মুখে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। পরে শঙ্খপাত্র ব্যতীত অন্য যে কোন পাত্রযোগে জল দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাইবে, যথা—

"ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি-ব্রহ্মনোধিপতিব্রহ্মাশিবোমেঽস্তু সদাশিব ওঁ॥"

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিবের মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। (পূজাপ্রদীপে ২৩০ পৃষ্ঠায় অর্ঘ্য প্রস্তুত বিধি দেখ *)

"ইদং অর্ঘ্যং ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজাজপপরায়নঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥"

ইহার পর ভক্তিযুক্ত অন্তরে যথাশক্তি নৈবেদ্যাদিসহযোগে শিবের পূজা করিবে ও একাগ্রচিত্ত হইয়া যথাশক্তি তন্মন্ত্র জপাদি সম্পন্ন করিবে।

দ্বিতীয় প্রহরে—"ইদং স্নানীয় দধি ওঁ হ্রৌঁ অঘোরায় নমঃ" এই মন্ত্রে শিবের উত্তর দিকস্থিত 'উত্তরাম্নায়' নামক 'অঘোর' মুখে দধি দ্বারা স্নান করাইবে। পরে পূর্ব্ব-কথিতরূপে জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাইবে।

"ওঁ অঘোরেভ্যোঽথঘোরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।"

* শিবপূজায় 'শঙ্খপাত্রে' অর্ঘ্য স্থাপন করিবে না। অথবা শঙ্খপাত্রস্থিত জলে স্নানও করাইবে না। "শিবপূজায় বিশেষার্ঘ্য" পরে দেখ।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিবের মস্তকে পূর্ব্বোক্তরূপে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

"ইদং অর্ঘ্যং ওঁনমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়াসহ॥
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥"

ইহার পর ভক্তিযুক্ত অন্তরে পূর্ব্ববৎ যথাশক্তি নৈবেদ্যাদি-সহ শিবের পূজা ও জপাদি সম্পন্ন করিবে।

তৃতীয় প্রহর—"ইদং স্নানীয় ঘৃতং ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ।" এই মন্ত্রে শিবের পশ্চিমাদকস্থিত 'পশ্চিমাম্নায়' নামক 'বামদেব' মুখে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইবে। পরে পূর্ব্ব-কথিতরূপে জল দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাইবে।

"ওঁ বামদেবায় নমঃ, জ্যেষ্ঠায় নমঃ, রুদ্রায় নমঃ, কালায় নমঃ, কালবিকর্ণায় নমঃ, সর্ব্বভূতদমনায় নমোমনোন্মনায় নমঃ।"

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিবের মস্তকে পূর্ব্ব কথিতরূপ অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

"ইদং অর্ঘ্যং ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥"

ইহার পর একাগ্র ভক্তিসহকারে পূর্ব্ববৎ যথাশক্তি নৈবে-দ্যাদিসহ শিবের পূজা ও জপাদি ক্রিয়া সমাধা করিবে।

চতুর্থ প্রহরে—"ইদং স্নানীয় মধু ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ।" এই মন্ত্রে শিবের প্রথম ও পূর্ব্বদিকস্থিত 'পূর্ব্বাম্নায়' নামক 'সদ্যোজাত' মুখে মধু দ্বারা স্নান করাইবে। পরে পূর্ব্বোক্তরূপে

জল দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুনরায় স্নান করাইবে।

"ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবেঽভবেঽনাদি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায়বৈ নমঃ॥"

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিবের মস্তকে পূর্ব্ব বর্ণিতানুরূপ অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

"ইদং অর্ঘ্যং ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিব-রাত্রৌদদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥" ইহার পর দৃঢ়-ভক্তিযুক্ত অন্তরে পূর্ব্ববৎ যথাশক্তি নৈবেদ্যাদি সহযোগে শিবের পূজা ও জপাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।

অতঃপর পুথি দেখিয়া শিবরাত্রির ব্রতকথা পাঠ বা শ্রবণ ও শিবের স্তবাদি পাঠান্তে প্রভাতে আত্মসর্পণ করিবে, সভক্তি তাঁহাকে প্রণাম করিবে। শিবরাত্রি-ব্রত—ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অহিংসাদি আত্ম-সংযমপ্রদ ও আত্মোন্নতিকর।

পারণের মন্ত্র যথা:—"সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর প্রসীদসুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥"

বাণলিঙ্গ-স্নান:—"(ওঁ) নমঃ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি-বর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীর মামৃতাৎ॥"
এই মন্ত্রে বাণলিঙ্গকে 'স্নান' করাইবে। শঙ্খপাত্রস্থিত জলে প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি * করিবে।

বাণলিঙ্গের ধ্যান:—"(ওঁ) ঐঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণা-

* ভূতশুদ্ধি—'পূজাপ্রদীপে' দেখ। 'ঋষ্যাদিন্যাস', 'মূর্ত্তিন্যাস', 'করন্যাস', 'অঙ্গন্যাস' ও 'ব্যাপকন্যাস' পরে—"পার্থিব শিবপূজা" মধ্যে দেখ।

খ্যাঞ্চ মহাপ্রভং। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্। এবং ধ্যাত্বা বাণ-লিঙ্গ যজেত্বং পরমংশিবং ॥”

‘পূজাপ্রদীপে’ বর্ণিত বিধানে ‘কূর্ম্মমুদ্রাযোগে’ গন্ধপুষ্প লইয়া উক্তরূপ ধ্যান করণান্তর নিজ মস্তকে সেই পুষ্প দিয়া মানস-পূজা * করিবে। এই সময় সুবিধা হইলে, অনেকে বিশেষার্ঘ্য-স্থাপনাও করিয়া থাকে। ‘পূজাপ্রদীপে’ (২৯২ পৃষ্ঠায়) বিশেষার্ঘ্য-স্থাপনবিধি দেখ এবং (২৯২ পৃষ্ঠায়) বিশেষার্ঘ্য-স্থাপনের তাৎ-পর্য্যও ভাল করিয়া বুঝিতে যত্ন কর।

শিবপূজায় বিশেষার্ঘ্য-স্থাপনা-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে—অন্যান্য দেবতার পূজায় বিশেষার্ঘ্যের জন্য যেমন ‘শঙ্খপাত্র’ ব্যব-হারের ব্যবস্থা আছে, শিবপূজা ও সূর্য্যপূজার সময় সেইরূপ শঙ্খপাত্রে স্থাপনা করিবে না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা স্বহস্তে নির্ম্মিত মৃন্ময় পাত্রেও শিবপূজার জন্য ‘অর্ঘ্যস্থাপনা’ করা যাইতে পারে। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপে ‘গন্ধপুষ্প’ লইয়া, উক্ত ধ্যান-মন্ত্রযোগে ‘প্রাণহৃদয়ে’ বা অনাহত কমলে, শিবশক্তির ‘মূর্ত্তি-ধ্যান’ ও তাঁহার ‘প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি’ চিন্তা করিয়া, বামনাসাপুট দিয়া প্রশ্বাস-বায়ুযোগে তাঁহার তেজঃপুঞ্জময় প্রাণাত্মক মূর্ত্তিকে বাহিরে আনিয়া, তোমার করস্থিত পুষ্পে তাঁহাকে সংস্থাপন করিবে ও অতি সন্তর্পণে ভক্তিভাবে তাঁহাকে যেন সম্মুখস্থিত বাণেশ্বরের উপর স্থাপন করিতেছ, এইরূপ চিন্তা করিবে।

* ‘পূজাপ্রদীপে’ (২২৫ ও ৩৮ পৃষ্ঠায়) মানসপূজা দেখ।

ইহার পর তাঁহার নিম্নলিখিত ভাবে যথাশক্তি (দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে) পূজা করিবে।

দশোপচার-পূজা যথা :—১। "ঐঁ এতৎ পাদ্যং বাণেশ্বর শিবায় নমঃ (এই ভাবে প্রথমে নিম্নলিখিত 'অর্ঘ্যাদির' উল্লেখ করিয়া, প্রত্যেক বারেই উহার সহিত 'বাণেশ্বর শিবায় নমঃ' বলিবে)। ২। 'ঐঁ এষ অর্ঘ্যঃ', ৩। 'ঐঁ ইদং আচমনীয়ং, ৪। 'ঐঁ ইদং স্নানীয়ং, ৫। 'ঐঁ এষ গন্ধঃ', ৬। 'ঐঁ ইদং সচন্দন পুষ্পং', 'ঐঁ ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং', ('বিল্বপত্র-দানবিধি' পার্থিব শিবপূজার মধ্যে 'পাদটীকায়' দেখ) ৭। 'ঐঁ এষ ধূপঃ', ৮। 'ঐঁ এষ দীপঃ', ৯। 'ঐঁ ইদং নৈবেদ্যং' ও ১০। 'ঐঁ ইদং পুনরাচমনীয়ং'* বলিয়া পূজা করিবে।

পঞ্চোপচার পূজা যথা :—১। 'ঐঁ এষ গন্ধঃ বাণেশ্বর শিবায় নমঃ, (এই ভাবেই পূর্ব্ব কথিতরূপ বিধানে 'সচন্দনপুষ্প' আদির উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক বারেই 'বাণেশ্বর শিবায় নমঃ' বলিবে) ২। 'ঐঁ ইদং সচন্দন পুষ্পং', 'ঐঁ ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং ৩। 'ঐঁ এষ ধূপঃ', ৪। 'ঐঁ এষ দীপঃ', ৫। 'ঐঁ ইদং নৈবেদ্যং' বলিয়া পূজা করিবে।

এই সকল 'উপচার' শিবের মস্তকে বা পূজার জন্য সম্মুখস্থিত পাত্র রাখিয়া নিবেদন করিবে।

প্রাণায়াম ও জপ—ঐঁ বীজ-সহ যথাবিধি প্রাণায়াম করিয়া নিজ ইষ্টদেবতা ও বাণলিঙ্গ অভিন্ন বোধে চিন্তা করিবে, ও 'ঐঁ'

* যদি ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপস্থিত না থাকে তবে 'ধূপার্থে গঙ্গোদকং' বা কেবল 'ধূপার্থোদকং' ইত্যাদি রূপে পূজা করিবে।

বীজ ১০৮ বার জপ করিবে। তাহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে "গোযোনি মুদ্রার' দ্বারা যেন শিবের দক্ষিণকরে সেই জপ দিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

'ঐঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহানাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মেদেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর" ॥

প্রণাম—"(ওঁ) নমঃ বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।"

এইবার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে দক্ষিণগণ্ডে আঘাত করিতে করিতে 'ব্যোম, ব্যোম' শব্দে পাঁচবার মুখবাদ্য করিবে।

অনন্তর বাণলিঙ্গস্তব পাঠ করিবার বিধিও আছে।

পার্থিব-শিবলিঙ্গপূজা-বিধান ঃ—

"আয়ুষ্মান্ বলবান্ শ্রীমান্ পুত্রবান্ ধনবান সুখী।
বরমিষ্টং লভেল্লিঙ্গং পার্থিবং য সমর্চ্চয়েৎ।
তস্মাত্তু পার্থিবং লিঙ্গং জ্ঞেয়ং সর্ব্বার্থ সাধকম্" ॥১॥

অর্থাৎ পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিলে—সাধক আয়ু, বল, মান, ধন ও পুত্রাদিসহ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারে। এই পার্থিব-শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণের মৃত্তিকার জন্য 'মৎস্য সূক্তে' কথিত আছে যে—"তীর্থমৃত্তিকা, ক্ষুদ্রমৃত্তিকা, নির্ঝরমৃত্তিকা, সরোবরমৃত্তিকা, গোষ্পদমৃত্তিকা, অভাবে যে কোন চিত্ত-প্রসন্নকর বিশুদ্ধ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে।

মৃত্তিকা গ্রহণকালে—"ওঁ হরায় নমঃ" এই মন্ত্র অথবা "ওঁ উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেণ শতবাহনা। মৃত্তিকে ত্বাং প্রগৃহ্ণামি প্রজায় চ ধনেন চ। ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ জুঁ সঃ হরায় নমঃ॥" এই মন্ত্র বলিবে। (অনভিষিক্ত স্ত্রী বা শূদ্রগণ "নমো হরায় নমঃ" বলিবে।)

মৃত্তিকায় কাঁকর বা অন্য কোন পদার্থ (কেশ, তুষাদি) যেন না থাকে।

"মাতৃকা ভেদ" তন্ত্রে কথিত আছে—অন্যূন এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা লইয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। তাহা নিজ অঙ্গুষ্ঠের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না এবং এক বিতস্তি বা বিঘতের অপেক্ষা দীর্ঘও হইবে না।

মৃত্তিকা প্রথমে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়াই লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে, যদি তাহা করিতে না পার, তবে দুই হস্ত দ্বারাই ভক্তিপূর্ব্বক লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে। প্রথমতঃ উহার মস্তকটী একটু টিপিয়া শিবাকারে, সংগঠন করিবে। উহা সমান তিন ভাগ করিয়া, উপরের অংশে—'লিঙ্গ', মধ্য অংশে 'গৌরীপীঠ' এবং শেষ বা নিম্ন অংশে—'বেদীর আকার' করিবে। মটরের মত একটী গোলাকার মৃত্তিকা শিবের মাথায় রাখিয়া—সবজ্র ও পিণাক—কুণ্ডলী সহিত শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করণান্তর বিল্বপত্র দ্বারা "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া মার্জ্জন করিবে। (অনভিষিক্ত স্ত্রী ও শূদ্রগণ "নমো মহেশ্বরায় নমঃ" বলিবে।)

এইবার সাধক যথাবিধি আসন বিস্তারপূর্ব্বক—ভস্ম, মৃত্তিকা বা রক্তচন্দনাদি দ্বারা কপালে ত্রিপুণ্ড্রকসহ গলায়

রুদ্রাক্ষমালা ধারণ-সহযোগে উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করিবে। অনন্তর 'আচমন' 'আসনশুদ্ধি,' 'দিক্‌বন্ধন' আদি প্রাথমিক কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবে।

অতঃপর বিল্বপত্রের * মধ্য-দলের সোজাপৃষ্ঠের উপর, কিম্বা কাংস্য, তাম্র, রৌপ্য অথবা স্বর্ণ আদি যে কোনও পাত্রের উপর সেই বিল্বপত্র রাখিয়া, তাহারই উপর শিবলিঙ্গকে বসাইবে।

* 'রুদ্রযামলে' শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—"কেশ কঙ্কর কীটাদি স্থিতে দুঃখং যতো ভবেৎ। তদ্দোষস্যোপশান্ত্যর্থং মালূরে স্থাপয়েৎ শিবং॥" অর্থাৎ শিব-লিঙ্গ-প্রস্তুতের মৃত্তিকায় যদি অলক্ষ্যে কেশ, কঙ্কর ও কীটাদিযুক্ত থাকে, তাহাতে যে দুঃখ হয়, বা দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণের জন্য মালূরে বা বিল্বপত্রেই পার্থিব-শিবকে স্থাপনা করিবে। বাণলিঙ্গাদি অন্য কোন শিবকেই বিল্বপত্রের উপর বসাইবেনা। কারণ "শিবার্চ্চনতন্ত্রে"—'বাণেশ্বর-প্রকরণে' স্বয়ং শিবই বলিয়াছেন—"মদাসনং বিল্বপত্রং ন কুর্ব্বীত কদাচন। যদি মোহাৎ প্রকুর্ব্বীত শিবাহাব্রতমাচরেৎ"॥ অর্থাৎ বিল্বপত্রের উপর আমার আসন বা আমাকে কখনই স্থাপনা করিবে না। যদি ভ্রান্তি বা মোহবশে এরূপ করিয়া ফেল, তবে জানিবে যে, তুমি শিবহত্যা-ব্রতের আয়োজন করিতেছ। 'লিঙ্গার্চ্চন' তন্ত্রে'—শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন,—"বিল্বপত্রং মহেশানি কীটাদি দোষবর্জ্জিতং। কোমলং মধুরং পত্রং পত্রত্রয়যুতং প্রিয়ে॥ সজলঞ্চৈব তৎপত্রং নিধায় বজ্রহীনকং। যত্নে-নৈব প্রদাতব্যং সর্ব্বদাতদধোমুখং॥" অর্থাৎ হে মহেশানি! কীটাদি দোষবর্জ্জিত, কোমল, সুন্দর ও ত্রিপত্রযুক্ত বা সর্ব্বাবয়বযুক্ত বিল্বপত্রই জলে ধৌত করিয়া ও পত্রের বজ্র বা বৃন্তের গ্রন্থি কাটিয়া তাহা দ্বারাই শিবের অর্চ্চনা করিবে। অর্পণ-কালে, বিল্বপত্র অধোমুখ করিয়া শিবের মাথায় দিবে।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"জলজং স্থলজং বাপি পত্রং পুষ্পং ফলং তথা। যথোৎপন্নং তথাদেয়ং বিল্বপত্রমধোমুখম্॥" অর্থাৎ জলজ বা স্থলজ যে কোন

শিবের পিণাক অর্থাৎ যোনিপীঠ বা পৃষ্ঠের অগ্রভাগ, যাহাকে 'নাল' বা 'সোমসূত্র'-অংশ বলে, তাহা উত্তর দিকে করিয়া দিবে। "বজ্রায় ফট্" এই মন্ত্রে শিবের মস্তকে একটু জল দিয়া 'বজ্রমোচন' করিয়া পিনেট বা গৌরীপীঠের উপর রাখিবে।

পত্র, পুষ্প ও ফল যেমন ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় বা তাহাদের ঊর্দ্ধ মুখ অবস্থায় দেবতায় নিবেদন করিবে; কিন্তু বিল্বপত্র যে কোন দেবতার মস্তকে অর্পণ কালে, অধোমুখ করিয়া দিবে, অর্থাৎ উপুড় করিয়া দিবে।

বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদ বা বজ্রহীন সম্বন্ধে:—তন্ত্রের বিধি এই যে,—"ইন্দ্রস্যাস্ত্রমিদং বজ্রং বৃন্তমূলে চ পার্ব্বতি। প্রাণান্তেঽপি নদাতব্যং সবজ্রং মচ্ছিরোপরি॥" অর্থাৎ হে পার্ব্বতি, বিল্বপত্রের এই মূল বা গ্রন্থি ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্রস্বরূপ, অতএব প্রাণান্তেও আমার শিরোপরি সবজ্র বিল্বপত্র দিবেনা বা দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে শিবের এই আদেশ সকল সাধকের পক্ষে সর্ব্বত্র বিধিবদ্ধ নহে। যথা—"বিষ্ণুক্রান্তাসুদেবেশি বজ্রমোক্ষং ন কারয়েৎ॥" 'বিষ্ণুক্রান্তা-প্রকরণে'ও উক্ত আছে—"বিল্বপত্রং মহাযন্ত্রং ত্রিপত্রং পরমেশ্বরি। অতএব মহেশানি বজ্রহীনং ন দাপয়েৎ। বজ্রহীনেপ্রদাতব্যে শিবহত্যা প্রজায়তে। যেন তেন প্রকারেণ সবজ্রঞ্চ প্রদাপয়েৎ॥" ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণুক্রান্তায়—বিল্বপত্রের বজ ত্যাগ করিবে না, বা সবজ্র বিল্বপত্রই শিবের মস্তকে প্রদান করিবে। কিন্তু অশ্বক্রান্তায় সবজ্র বিল্বপত্রে শিব-পূজা করিতে নাই, তথায় বিল্বপত্রের উক্ত বজ্র কাটিয়া দিবে। আবার রথক্রান্তায় বিল্বপত্রের বজ্রত্যাগ বা সবজ্র-বিষয়ে কোনই বিধি-নিষেধ নাই। সুতরাং তথায় যেমন ইচ্ছা উহার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সবজ্র বিল্বপত্র ধৌত কালে—উহার বজ্র ধুইবে না।

ফলহীন বৃক্ষের অর্থাৎ চারা গাছের বিল্বপত্র পূজায় ব্যবহার করিবে না।

মালাকারের আনীত বিল্বপত্রাদি বাসি হইলেও, দোষ হয় না। দূর্ব্বা, তুলসী,

সম্প্রদায় ভেদে বজ্রমোচনের বিশেষ বিধি এই-যে, 'শাক্ত, শৈব ও সৌর',—শিবের ঈশান কোণে, 'গাণপত্য'—শিবলিঙ্গের মূলদেশে এবং 'বৈষ্ণব'—শিবের পৃষ্ঠদেশে বজ্রটীকে নিক্ষেপ করিয়া পূজা করিবে।

এই 'বজ্র' সম্বন্ধে 'পূজাপ্রদীপের' পরিশিষ্ট অংশে (৭১ পৃষ্ঠায়) কুণ্ডলিনী-বিষয়ের মধ্যে ও উহার পাদটীকায় যাহা বলা

বিল্বপত্র ও পদ্ম ছিন্ন ভিন্ন হইলেও নিষিদ্ধ নহে।

এক্ষণে পূর্ব্ব কথিত ভারতের **ক্রান্তাবিভাগ**-সম্বন্ধে পূজক ও সাধকমাত্রেরই সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বোধে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রদত্ত হইল। এই 'ক্রান্তা-বিভাগ' অনুসারেই তিন তিন অংশে চতুঃষষ্টি তন্ত্রের ও বিভাগ আছে, তাহা 'জ্ঞানপ্রদীপের' দ্বিতীয় ভাগে কপিল ও গঙ্গাসাগর-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।

'মহাসিদ্ধসারতন্ত্রে' ও 'শক্তিসঙ্গম' বা 'শক্তিমঙ্গল' 'তন্ত্রে' ভারতের এই ক্রান্তাবিভাগসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় :—

"বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য যাবচ্চট্টল দেশকং।
বিষ্ণুক্রান্তেতি বিখ্যাতং দেবৈরপি সুদুর্ল্লভং॥
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিকৃকর দেশকং।
অশ্বক্রান্তেতি বিখ্যাতং ত্রিষুলোকেষু পার্ব্বতি॥
বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য মহাচীনাদি দেশকং।
রথক্রান্তেতি বিখ্যাতং দেবানামপি দুর্ল্লভং॥"
"বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য যাবচ্চট্টল দেশতঃ।
বিষ্ণুক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য মহাচীনবধি প্রিয়ে।
রথক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুণিভিস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ॥

হইয়াছে, তাহা দেখিলে বজ্র শব্দের তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবে। 'তন্ত্রে' শ্রীভগবান আরও খুলিয়া বলিয়াছেন যে,—'বজ্র' শিবলিঙ্গের উপরের বিন্দুময় আচ্ছাদনীস্বরূপ। ব্রহ্ম-স্বরূপ শিবলিঙ্গের অন্তরমধ্যেই বহ্নিরূপ মহৎ-তেজবীর্য্য সতত বিদ্যমান থাকায়, তাহা কার্য্য-কারণ-বিধি ব্যতীত যাহাতে বৃথা বহির্গত না হইতে পারে, সেই হেতু তচ্ছক্তিরূপা আদি-কুণ্ডলিনী-দেবী তাঁহার বিদ্যুৎ-রেখাসম অঙ্গের এক প্রান্ত দ্বারা সেই বিন্দু-

বিন্ধ্যপর্ব্বত মারভ্য যাবদেব মহোদধি।
অশ্বক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

এই উভয় তন্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষ বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা ভেদে তিন অংশে বিভক্ত। কিন্তু ভৌগলিক যথাযথ জ্ঞান না থাকা প্রযুক্ত, অনেকেই উক্ত শ্লোকের ভিন্ন-ভিন্নরূপ অর্থ করিয়া, ক্রান্তি বিভাগে নানা গণ্ডগোল করিয়া থাকেন ও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে অসমর্থ হয়েন। যাহা হউক উক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থে জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণু, রথ ও অশ্ব এই শব্দাত্মক ক্রান্তি সহযোগে ভারতবর্ষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। 'ক্রান্তি' অর্থে খগোল মধ্যবর্ত্তী ঈষদ্বক্র গোলাকার-রেখাপথ, যাহার উপর দিয়া সূর্য্য যেন নিত্য গমন করিয়া থাকেন বা আমরা সূর্য্যকে যাইতে দেখি। বিষুবরেখার ২৩॥০ অক্ষাংশ উত্তর কর্কটক্রান্তি ও ২৩॥০ অক্ষাংশ দক্ষিণের মধ্যে বা মকরক্রান্তির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিনায়ন-ভেদে নিত্য ক্রমশঃ সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া, সূর্য্যের গমনের সীমাসূচক কল্পিত রেখাপথ বা প্রসিদ্ধ রবিমার্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষ্ণুর ধ্যান মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—রবি বা সূর্য্যের অথবা সবিতৃমণ্ডলের মধ্যেই নারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে। সেই কারণ সাধারণ ভাবে সূর্য্যকেই নারায়ণ বলা যায়। 'নারায়ণ' বিষ্ণুরই নামান্তর। ভারতে সূর্য্য-নারায়ণের উদয় 'উদয়াচল' বা স্থুল ভাবে হিমাচলের উত্তরপূর্ব্ব-প্রদেশ হইতেই আমরা নিত্য দেখিতে পাই।

মুখ সতত আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। সাধকের সূক্ষ্ম-ক্রিয়ার বাহ্য-আদর্শরূপ এই পার্থিব-শিবপূজায়, তাঁহার সপ্তাঙ্গময় প্রণবের পঞ্চমাঙ্গ বা পঞ্চম-বক্ত্রা-কার বস্ত্রবিন্দু অপসারিত করিয়া, অর্থাৎ জীবমোহে অজ্ঞানতাবশতঃ পার্থিব সুখমগ্ন অবস্থারূপ বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করিয়া, এই বার তোমাকে উর্দ্ধপথে সেই তেজঃবীর্য্য-সহযোগে অধিরোহন করিতে হইবে। সেই তেজোময়ী কুণ্ডলিনী-শক্তি যাহা শিবের গাত্রে ত্রিবলয়াকারে পিনেট বা গৌরীপীঠ-

---

তিনি তাঁহার রশ্মিময় সপ্তাশ্বযুক্ত একচক্র রথে আরোহন করিয়াই প্রত্যহ জগৎ প্রদক্ষিণ করেন। ('সাধনপ্রদীপ' ও 'সন্ধ্যারহস্য বা সন্ধ্যাপ্রদীপে, 'গায়ত্রীরহস্য' দেখ।)

সেই ক্রান্তি বা রশ্মিচক্রের মধ্যরেখারূপ পথে ভারতের যে প্রদেশে তাঁহার কিরণপ্রভা বা রশ্মির প্রথমে ক্রান্তি বা সেই রশ্মি আক্রমিত হয়, অর্থাৎ যথায় প্রথমে তাহা স্পর্শিত হয়, সেই অংশকেই তাঁহার প্রধান স্থান বা আসন নির্দ্ধারণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সেই 'রথের' উপর তাঁহার নিজস্ব বসিবার প্রধান স্থান যেন নির্ণয় করা হইয়াছে। পরে তাঁহার সেই রথের সম্মুখের ও তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের অংশসমূহকে সম্পূর্ণ রথরূপে সেই রশ্মিক্রান্তির মধ্য-অংশ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারও সম্মুখে বা অগ্রে তাঁহার সপ্তবর্ণাত্মক কিরণ-রাশিকে তাঁহার রথের অশ্বসপ্তকের স্বরূপ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বা তাঁহার সেই শেষ রশ্মিক্রান্তি যথায় স্পর্শিত হয়, ভারতের সেই স্থানকেই 'অশ্বক্রান্তা' বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। অতএব ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশকে অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিককেই অশ্বক্রান্তা, তাহার পর সেই সপ্তাশ্বের পিছনে অর্থাৎ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বা ভারতের সমস্ত উত্তর-প্রদেশকে—রথক্রান্তা এবং সর্ব্বশেষে উদয়াচলের ঠিক সম্মুখে ভারতের উত্তরপূর্ব্ব-প্রদেশকে, যথায় সূর্য্য-নারায়ণের প্রত্যহ প্রভাতে প্রথমেই দর্শন হয়, তাঁহার সেই নিত্য স্থিতির রুদ্র-মুহূর্ত্তের পরিচয়াত্মক প্রদেশ বিষ্ণুক্রান্তা রূপে যেন তিনি স্বয়ংই এই তিন ভাগে

রূপে অবস্থিত, তাহারই উপর উক্ত বস্ত্র বা শিববীজ-রক্ষক আচ্ছাদনী-প্রান্ত স্থাপনপূর্ব্বক উজান বা উ+যান, অর্থাৎ উর্দ্ধ-যানে আরোহণ করিয়া 'অকুল স্থানে' লইয়া যাইতে অভ্যাস কর। 'পূজাপ্রদীপের' চতুর্থোল্লাসে—'শক্তিতত্ত্ব ও ধ্যানরহস্য'-মধ্যে (৩৯ পৃষ্ঠায়) 'বিপরীত-রতাতুরা'-অংশ দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারিবে—বীজপ্রদ পিতা বা উর্দ্ধমুখী স্বয়ম্ভূলিঙ্গের বীজমুখস্থিত বিন্দুই উক্ত 'বজ্রবিন্দু'।

ভারতের ক্রান্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,—বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, আসাম অবধি ও চট্টল বা চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা। প্রাচীন কালে ঐ সকল দেশ 'প্রাগ জ্যোতিষপুর' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাক্ অর্থে পূর্ব্ব এবং জ্যোতিঃ বা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্যোতির উদয়-ভূমি বলিয়াই, আসামাদি পার্ব্বত্য-প্রদেশ উদয়াচলসহ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে পরস্পরের সীমানির্দ্দেশকরূপে পশ্চিম—গুর্জ্জর বা গুজরাট-প্রদেশ হইতে পূর্ব্বে—অধুনা-প্রসিদ্ধ 'রাজমহল-পর্ব্বতমালা' পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিন্ধ্যাচলের এই শেষ-অংশ 'বীরভূম' জেলা হইতে 'পূর্ণিয়া' জেলা পর্য্যন্ত দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত রহিয়াছে। অতএব রাজমহলের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভারতের উত্তর পূর্ব্বাংশ ক্রমে জাপান পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহকেই বিষ্ণুক্রান্তা বলিয়া জানিতে হইবে। (জাপানবাসীরা এখনও নিজেদের দেশকে সূর্য্যের উদয়ভূমি বলিয়া থাকে। জাপানরাজ-পতাকার সেই কারণ 'সূর্য্য-মূর্ত্তি' শোভিত আছে।)

ভারতের নিম্নাংশ নিম্নমুখী একটী ত্রিভুজাকার বলিয়া কথিত। তাহা যেন পর্ব্বত-প্রাচীরে চির-পরিবেষ্টিত আছে। এই বিন্ধ্যাচলমালাই তাহার সেই ত্রিভুজের উপরের ভুজ এবং পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট যথাক্রমে তাহার পূর্ব্ব

এইবার নিম্নলিখিত মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রা-প্রয়োগ বা বিল্বপত্রাগ্র-স্পর্শ-সহকারে জীবন্যাস বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা—"ওঁ শূলপাণে! ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।" অথবা নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাসপূর্ব্বক অন্য প্রকারেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। যথা :—"ওঁ অস্য শ্রীপ্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাঋষয়ঃ ঋগ্‌যঃসামানিচ্ছন্দাংসি পরাপ্রাণ-শক্তির্দ্দেবতা। ওঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ, ক্রোঁ কীলকম্ অস্মিন্ পার্থিবলিঙ্গে সাম্বসদাশিব প্রাণপ্রতিষ্ঠাপনে বিনিয়োগঃ॥" পরে শিবলিঙ্গের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

ও পশ্চিম ভুজ। বিন্ধ্যাচল আর্য্যাবর্ত্তেরই সুবিস্তৃত সীমান্ত-প্রদেশ। কোন কোন পুরাণের মতে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত—'সাতপুরা পর্ব্বতমালাও' বিন্ধ্যার অন্তর্গত বা বিন্ধ্যার দক্ষিণ সীমা, কিন্তু অধুনা নর্ম্মদার উত্তর প্রান্তস্থিত পর্ব্বতমালাই বিন্ধ্যার দক্ষিণসীমা বলিয়া অভিহিত। যাহা হউক এই বিন্ধ্যার পূর্ব্বসীমা পূর্ব্বকথিত রাজমহলের সন্নিহিত প্রদেশকেই কেন্দ্র করিয়া যেমন বিষ্ণুক্রান্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই রূপ বিন্ধ্যারই এই কেন্দ্রস্থিত 'করতোয়া' নদী যাহা দার্জ্জিলিং বা হিমালয়প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া, অধুনা প্রসিদ্ধ জলপাইগুড়ি, রংপুর ও বগুড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, পাবনা ও ঢাকা-জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া, মাণিকগঞ্জের উপর যমুনার সহিত মিশিয়াছে এবং পরে সেই যমুনা, পদ্মায় মিশিয়াছে। সুতরাং সেই করতোয়া নদীর দক্ষিণ হইতে, তথা সমগ্র বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণদিকে ভারতমহাসমুদ্র পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহ ভারতের অশ্বক্রান্তা বলিয়া কথিত এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতমালাসহ ভারতের উত্তর-দিকস্থিত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও মহাচীনাদি অর্থাৎ তিব্বত ও চীনাদি দেশসমূহ-সহ রথক্রান্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ হ্রীঁ ওঁ সাম্বসদাশিবস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ; ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ হ্রীঁ ওঁ সাম্বসদাশিবস্য জীব ইহ স্থিতঃ, ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ হ্রীঁ ওঁ সাম্বসদাশিবস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি; ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ হ্রীঁ ওঁ সাম্বসদাশিবস্য বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তি স্বাহা।"

অতঃপর ভূতশুদ্ধি * ও প্রাণায়াম করিবে। পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদি-ন্যাস—"ওঁ নমঃ শিবায় অস্য মন্ত্রস্য বামদেবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) বামদেবঋষয়ে নমঃ, (মুখে) পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ঈশানায় দেবতায় নমঃ।"

ঋষ্যাদি ন্যাস (অন্য প্রকার):—"ওঁ অস্য শ্রীপার্থিবেশ্বর চিন্তামণিবিদ্যামন্ত্রস্য নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ। শ্রীকামদুগ্ধা পার্থিবেশ্বর চিন্তা-মণির্দ্দেবতা। হ্রৌঁ বীজম্ হ্রীঁশক্তিঃ নমঃ কীলকম্। শ্রীপার্থেশ্বর সাম্বসদাশিব-প্রসাদ-সিদ্ধি দ্বারা মম মনোভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং যথাশক্তি পূজনে জপে চ বিনিয়োগঃ।"

মূর্ত্তিন্যাস—(অঙ্গুষ্ঠদ্বয়-যোগে তর্জ্জনীদুইটীর দ্বারা) "নং তৎপুরুষায় নমঃ," (এই ভাবে অঙ্গুষ্ঠদুইটী-যোগে মধ্যমাদ্বয় দ্বারা)

* 'পূজাপ্রদীপে'—(৭৫ পৃষ্ঠায়) 'ভূতশুদ্ধি' দেখ।

"মঃ অঘোরায় নমঃ," (অঙ্গুষ্ঠদুইটীর যোগে কনিষ্ঠাদ্বয় দ্বারা) "শিং সদ্যোজাতায় নমঃ," (অঙ্গুষ্ঠদুইটী-যোগে অনামিকাদ্বয়ে) "বাং বামদেবায় নমঃ" (তর্জ্জনীদুইটী-যোগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে) "যং ঈশানায় নমঃ ॥"

করন্যাস—"ওঁ অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মঃ মধ্যমাভ্যাম্ বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, য়ং করপৃষ্ঠতলাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।"

করন্যাস (অন্য প্রকার):—"ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ সর্ব্বজ্ঞায়-শিবায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ সর্ব্বতৃপ্তশিবায় নমঃ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ নিত্যতৃপ্তশিবায় নমঃ মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ সর্ব্বজ্ঞানশক্তয়ে শিবায় নমঃ অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ নিত্যানক্তশক্তয়ে শিবায় নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ অনন্তশক্তি-শিবায় নমঃ করপৃষ্ঠতলাভ্যাং নমঃ।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মঃ শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুঁ, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, যং করপৃষ্ঠতলাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥"

অঙ্গন্যাস (অন্যবিধ):—পূর্ব্বকথিত অন্য প্রকার করন্যাসের ন্যায়ই মন্ত্র-সহযোগে হৃদয়াদি স্পর্শন যোগে অঙ্গন্যাস করিবে।

ব্যাপক ন্যাস—"ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে, চতুর্মূর্ত্তির্বপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে॥" এই মন্ত্র পাঠসহ 'পূজাপ্রদীপে' (৪৩ পৃষ্ঠায়)-বর্ণিত-বিধানে আপাদ-মস্তকে ন্যাস করিবে।

ধ্যান—যথাবিধি কূর্ম্মমুদ্রাযোগে (পূজাপ্রদীপে ১৯৩ পৃষ্ঠায় দেখ) গন্ধপুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রার্থ ভাবনাসহ তাঁহার ধ্যান বা ধ্যেয়-মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। যথাঃ—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র-কৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥" *

ধ্যানমন্ত্রার্থ—দেবাদিদেব ভগবান শ্রীশ্রীমহেশ্বরকে আমি সর্ব্বদা ধ্যান করিতেছি, তিনি আমার হৃদয়-মন্দিরে নিত্য বিরাজিত হইয়া, আমার শান্তি ও কল্যাণ-বিধান করুণ। তিনি যেন রজত বা রৌপ্য-বিনির্ম্মিত পর্ব্বতসদৃশ বিরাট পুরুষ, সুন্দর চন্দ্রকলাযুক্ত তাঁহার শিরোভূষণ, সমুজ্জ্বল রত্নরাজির ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অত্যুজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, তিনি চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট, তাঁহার উপরের বাম হস্তে অভয় মুদ্রা † নিম্নের বাম হস্তে মৃগ-মুদ্রা, উপরের দক্ষিণ হস্তে পরশুমুদ্রা এবং নিম্নের দক্ষিণ হস্তে

* ধ্যান (অন্য প্রকার)—

"ওঁ কর্পূর গৌরং করুণাবতারং, সংসার সারং ভুজগেন্দ্র হারং।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে, ভবং ভবানি সহিতং নমামি॥
বন্দে মহেশং সুরসিদ্ধসেবিতং, ভক্তদ্রুমৈঃ পূজিতপাদপল্লবম্।
বিদ্যাপ্রদং বিঘ্নবিনাশহেতুং, শ্রীবিশ্বনাথং গিরিজাসহায়ম্॥"

† 'পূজাপ্রদীপে'—(১৯৪ পৃষ্ঠায়) ১৪। অভয় ও বরমুদ্রা,- (১৯৭ পৃষ্ঠায়) ২৪ মৃগমুদ্রা দেখ। পরশুমুদ্রা-তির্য্যকভাবে করতলে অঙ্গুলিগুলি স্থাপন করা। এস্থলে পরশু বা কুঠারের ন্যায় অথবা টাঙ্গির ন্যায় করিয়া অঙ্গুলিগুলি পার্শ্বে তির্য্যক বা ট্যাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিটী ঊর্দ্ধদিকে খাড়া আছে।

বরমুদ্রা ধৃত রহিয়াছে। তিনি 'অভয়মুদ্রায়' ভক্তকে সতত অভয় দিতেছেন, 'মৃগমুদ্রায়' ভক্তকে শান্তি ও কল্যাণ বিধানসহ আহ্বান করিতেছেন, 'পরশুমুদ্রায়' ভক্ত সাধকের সাধন-বিঘ্ন-সমূহের বিনাশ দ্বারা দুঃখত্রয় নাশ করিতেছেন এবং 'বরমুদ্রায়' সুপ্রসন্ন হইয়া ভক্তকে অক্ষয় আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন, তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবতাগণ অহর্নিশ স্তুতি করিতেছেন। তাঁহার পরিধেয়-বস্ত্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম; * তিনি বিশ্ব-সংসারের আদি কারণ ও সমগ্র বিশ্বের মূলবীজস্বরূপ, তিনি সকল ভয়হারী; তাঁহার 'সদ্যজাত' আদি পাঁচটী মুখ ও প্রত্যেক মুখে তিনটী করিয়া নেত্র বিরাজিত রহিয়াছে। সাধক শিবের এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অন্তরে একাগ্রভাবে চিন্তা করিয়া, নিজ করস্থিত সেই পুষ্প স্বীয় মস্তকে ধারণ করিবে। নিজ দেহখানি এই বার তোমার শিবমন্দিররূপে চিন্তা করিবে।

অনন্তর পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপ "কূর্ম্ম" মুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া, পূর্ব্বকথিত ধ্যান বা মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। 'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত বিধানে ভক্তিভাবে মানসপূজা করিবে। (এই স্থলে বিশেষার্ঘ্য স্থাপনেরও বিধি আছে। পূর্ব্বে বাণলিঙ্গ-পূজা-প্রসঙ্গে

---

* ব্যাঘ্রচর্ম্মের তাৎপর্য্যার্থ:—পৃথিবীতত্ত্বের গুণ—গন্ধ; গন্ধ উৎপাদনে ব্যাঘ্র শব্দ (বি+আ+ঘ্রা) বিশেষরূপ ঘ্রা. ধাতু যোগে গন্ধবতী পৃথিবী বলিয়া উক্ত হয়। সেই ব্যাঘ্রের চর্ম্ম অর্থাৎ পার্থিব ভাবগন্ধযুক্ত জীবত্ব; তিনি শিব হইয়াও জীবাবরণে জীব শিবের সমন্বয় ভূত, অনাদি ও অনন্ত; বিশ্ব চরাচরে 'সৎ' ভাবে অবিনশ্বররূপে সতত পরিব্যাপ্ত। আবার তিনি—ক্ষিতেরীশো "অর্থাৎ ক্ষিতি বা পৃথ্বীতত্ত্ব-প্রধান জীবমাত্রেরই অপরিত্যাজ্য ঈশ্বর। ('পূজাপ্রদীপ'—১৬৭ পৃষ্ঠা দেখ)।

তাহার বিধান বর্ণিত হইয়াছে দেখ)।

অতঃপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থানে বর্ণিতানুরূপ সেই প্রাণময় দেবতাকে বাম-নাসাপথে প্রশ্বাসবায়ু-সহযোগে করস্থিত পুষ্পযন্ত্রের উপর স্থাপন করিবে। বলা বাহুল্য, সেই পুষ্পটী তোমার করদ্বয় মুক্ত না করিয়া যেন অতি সন্তর্পণে নীচে আনয়নপূর্ব্বক তোমার সম্মুখস্থিত শিবের মস্তকে রক্ষা করিবে। অনন্তর 'পূজাপ্রদীপে' (১৯১ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত 'আহ্বানাদি পঞ্চমুদ্রা' প্রদর্শনপূর্ব্বক ১। (আবাহনমুদ্রায়)—"(ওঁ) পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ২। (স্থাপনীমুদ্রায়)—ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ৩। (সন্নিধাপনীমুদ্রায়)—ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ৪। (সংরোধিনীমুদ্রায়)—অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া তাঁহার আবাহন করিবে ও "স্থাং স্থীং স্থিরোভব যাবৎ পূজা করোম্যহং" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে।

ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ জূঁসঃ শূলপাণয়ে নমঃ। শিব ইহ তিষ্ঠ ওঁ হ্রৌঁ হ্রী জূসঃ পিনাক পাণয়ে নমঃ।

"কৈলাসশিখরাদ্রম্যাৎ সমাগচ্ছ মম প্রভোঃ।
পূজা জপং গৃহীত্বা চ যথো ফলদো ভব॥
দেবং দেবেশদেবেশ সর্ব্বলোক হিতেরতম্।
যথোক্ত রূপিণং দেবং শম্ভুমাবাহয়াম্যহম্॥
ওঁ সদাশিব ইহস্থিতো ভব॥"

"স্বামিন্ সর্ব্ব জগন্নাথ যাবৎ পূজাং করোম্যহম,
তাবত্ত্বং সর্ব্ব ভোবন লিঙ্গহস্মিন্ সন্নিধি কুরু।"

স্নান ও পূজা-মন্ত্র:—"ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয়ং পশুপতয়ে

নমঃ।" * এই মন্ত্রে অথবা "ঔঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ জুঁসঃ ঔঁ নমঃ শিবায় সাম্বসদাশিবায় নমঃ।" এই মন্ত্রে শিবকে স্নান করাইয়া (দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে) যথাশক্তি শিবের পূজা করিবে। "ওঁ" নমঃ শিবায় এতৎপাদ্যং শিবায় নমঃ, ওঁ নমঃ শিবায় এষ অর্ঘঃ (বা ইদং অর্ঘ্যং) শিবায় নমঃ", (এই ভাবে আচমনীয় আদি ক্রমে পূর্ব্বলিখিত 'বাণলিঙ্গ'-পূজার ন্যায়ই পূজা করিবে। তবে এস্থলে 'বাণেশ্বরের' নাম উল্লেখ না করিয়া, ইতঃপূর্ব্বে বর্ণানানুরূপ 'শিবায় নমঃ' বলিতে বলিতে পূজা করিবে।)

দ্বাদশ বিল্বপত্র দান-মন্ত্র ঃ—(১) শিবায় নমঃ, (২) রুদ্রায় নমঃ, (৩) পশুপতয়ে নমঃ, (৪) নীলকণ্ঠায় নমঃ, (৫) মহেশ্বরায় নমঃ, (৬) হরিকেশায় নমঃ, (৭) বিরূপাক্ষয়ে নমঃ, (৮) পিনাকিনে নমঃ, (৯) ত্রিপুরান্তকায় নমঃ, (১০) শম্ভবে নমঃ, (১১) শূলিনে নমঃ, (১২) মহাদেবায় নমঃ।

অষ্টমূর্ত্তি-পূজা—অতঃপর শিবের বেদীর অষ্টদিকে গন্ধ-পুষ্প, অক্ষত বা অভাবে কেবল জল দ্বারাই অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। যথা—(১) পূর্ব্বদিকে—"ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।" (২) ঈশানকোণে—"ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।" (৩) উত্তরে—"ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।" (এই বার শিবের সোমসূত্র বা পিনাকস্থান লঙ্ঘন না করিয়া, দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ নিজের কোলের দিক দিয়া, হাত ঘুরাইয়া লইয়া গিয়া) (৪) বায়ুকোণে—"ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে

---

* অন্যান্য শিবের স্নান-মন্ত্র—"ইদং স্নানীয়জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই বলিয়া স্নান করাইবে।

উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।” (৫) পশ্চিমদিকে—“ওঁ এতেগন্ধ-পুষ্পে ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।” (৬) নৈঋতকোণে—“ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।” (৭) দক্ষিণে—“ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।” (৮) অগ্নিকোণে-“ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।”

জপ—“ওঁ নমঃ শিবায়” অথবা “ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ জুঁসঃ ওঁ নমঃ শিবায় প্রপন্নপারিজাতায় স্বাহা” এই মন্ত্র অন্যূন দশবার জপ করিবে। পরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে কথিতানুরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্রে “গোযোনিমুদ্রায়” দেবতার দক্ষিণ করে জপ-সমর্পণ করিবে। যথা—“ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বর।”

প্রণাম—“নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥ নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ড-পাশানি-পাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ (ওঁ) নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥”

অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত দ্বারা তিন বার বা পাঁচ বার “ব্যোম ব্যোম” শব্দে মুখবাদ্য করিবে ও দক্ষিণ হস্তের কূর্পর বা কনুই দ্বারা কক্ষবাদ্য করিবে। ইহার পর স্তোত্র পাঠ করিবে।

লিঙ্গ স্তোত্র :—

“ওঁ সর্ব্বজ্ঞানবিজ্ঞানপ্রদায়ৈক মহাত্মনে।
নমস্তে সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বভূতহিতেরত॥

অনন্তভোগসম্পন্ন অনন্তাসনসংস্থিত ॥
অনন্তকান্তিসম্ভোগ পরমেশ নমোঽস্তুতে ॥

পরাপর পরাতীত উৎপত্তিস্থিতিকারক।
সর্ব্বার্থসাধনোপায় বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তুতে ॥

সর্ব্বার্থনির্ম্মলাভোগ সর্ব্বব্যাধিবিনাশন।
যোগি যোগি মহাযোগি যোগীশ্বর নমোঽস্তুতে ॥

কৃত্বালিঙ্গ প্রতিষ্ঠাঞ্চ ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবং।
পূজয়িত্বা বিধানেন স্তবমেন মুদীরয়েৎ ॥

লিঙ্গস্তবং মহাপুণ্যং যঃ শৃণোতি সদা নরঃ।
নোৎপদ্যতে চ সংসারে স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শৃনুয়াচ্চ সুসংস্তবং।
পাপকঞ্চুকনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥"

ইতি ভবিষ্যপুরানোক্ত লিঙ্গস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

শিবের সংক্ষিপ্ত স্তব :—

"(ওঁ) শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ।
পার্ব্বতীপ্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরং ॥"

আত্মসমর্পণ ও ক্ষমা প্রার্থনা—পূর্ব্ববর্ণিত বিশেষার্ঘ্যস্থিত (অভাবে সামান্যার্ঘ্যস্থিত) একটু জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের উপর তাহা অর্পন করিবে। যথা—"ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রতস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসাবাচাহস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নাবৎস্মৃতং যদুক্তং

যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা। মাং মদয়ীং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে॥"

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥"

ইহার পর যথাশক্তি প্রণাম করিয়া "সংহারমুদ্রায়" '(পূজাপ্রদীপে' ১৯৬ পৃষ্ঠা দেখ) একটী নির্ম্মাল্য-ফুল লইয়া, আঘ্রাণপূর্ব্বক—"ঔঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ জুঃসঃ মহাদেবায় নমঃ।

ঔঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামোঙ্কারোভুবনেশ্বরঃ। কৈলাসং গচ্ছদেবেশ পুনরাগমনায়চ। অনেন পার্থিবেশ্বর লিঙ্গপূজনেন শ্রীসাম্বসদাশিবঃ প্রিয়তাম্।" অথবা কেবলমাত্র "মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে ও শিবের মাথায় একটু জল দিয়া, সেই পার্থিব-শিবলিঙ্গকে একটু "কাৎ" করিয়া দিবে।

অতঃপর ঈশানকোণে উর্দ্ধমুখ একটী ত্রিকোণ-মণ্ডল করিয়া, তাহার উপর নির্ম্মাল্যপুষ্পাদি দ্বারা—"ওঁ চণ্ডেশ্বর ভৈরবায় নমঃ" বলিয়া চণ্ডেশ্বরের পূজা করিবে।

অভীষ্টদেবতার পূজা—'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত কাল্যাদি দেবতার 'সাধারণ পূজাক্রম' অনুসারে এই বার নিজ 'অভীষ্টদেবতার' যথাশক্তি পূজা করিতে হইবে। প্রথমে গুরুর উপদিষ্ট বিধানানুসারে যথাবিধি প্রাণায়াম ও নিজ অধিকারানুযায়ী "ভূতশুদ্ধি"-কার্য্য সম্পন্ন করিবে। পরে মাতৃকান্যাস, করাঙ্গন্যাস,

ষড়াঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, বর্ণন্যাস, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস যথাশক্তি সম্পন্ন করিয়া, কর ও অঙ্গন্যাস করনান্তর ব্যাপকন্যাস অবশ্য করিবে। ইহার পর আত্ম-প্রাণ-হৃদয়ে ইষ্ট-দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে ও তাঁহার (অভীষ্টদেবতার) মূর্ত্তি-ধ্যান করিবে, ক্রমে মানসপূজা এবং বাহ্যপূজাদি ও সমাপন করিবে।

ধ্যান ও জপক্রিয়া-বিজ্ঞান ঃ—ধ্যান ও জপ-বিজ্ঞানের মূল সূত্র-বিষয়ক দুই একটী গুপ্ত কথা এ স্থলে বিস্তৃত ভাবেই প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

"ধ্যান"—তৎ-স্বরূপতা লাভের একমাত্র উপায়, অর্থাৎ অভীষ্টদেবতার "স্বরূপদর্শন-যোগে" নিজ দৈবভাব-মূলক-দেহের বা সূক্ষ্মদেহের সর্ব্বাঙ্গীন শুদ্ধতা-লাভ ও উন্নতি-বিধানমাত্র। ('পূজাপ্রদীপের'—৪র্থ উল্লাসে—"শক্তি-তত্ত্ব—ধ্যানরহস্য"-অংশ পাঠ করিয়া, ভাল করিয়া বুঝিতে যত্ন করিও।) তৈলপাককীট বা 'তেলাপোকা' যেমন সংসর্গ-ক্রমে 'ভ্রমরকীট' বা কাচপোকায় পরিণত হইয়া থাকে, সাধকও তেমনিই যথাবিধি ইষ্ট-ধ্যানযোগে বা ক্রমাগত সেই ধ্যেয়-বস্তুর মনন দ্বারা অন্তরে দেবত্ব বা দেবদেহত্ব লাভ করিতে পারে।

"জপ"—তাহাতে বা সেই অভীষ্টদেবতাতে বুদ্ধি ও চিত্ত-যোগে, অর্থাৎ তাঁহাতে তন্ময়তা দ্বারা সাধকের ভাব-সমাধি-লাভের শ্রেষ্ঠ-ক্রিয়া-যজ্ঞমাত্র।

বিশ্বাস ও ভক্তিপুষ্ট উক্ত ধ্যান-ক্রিয়া দ্বারা মনের একাগ্রতা

বৃদ্ধির ফলে—মনোময়-কোষের কেন্দ্রাশ্রিত উপকেন্দ্রসমূহে বা "মনশ্চক্রের" ষড়্দলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি গুপ্ত অবিরত এক প্রকার স্পন্দন উত্থিত হইয়া থাকে।

চক্রস্থদলের স্বরূপ *—সাধারণতঃ 'ষট্চক্র' বা ব্যক্ত ও গুপ্ত লইয়া 'দশচক্রের' মধ্যে প্রত্যেক চক্রের দলসমূহ স্থূল পুষ্পদলের অনুরূপ স্থূলীভূত বা সাধারণ স্থূলাত্মক বাহ্য-নয়নের প্রত্যক্ষীভূত কোনরূপ বস্তু নহে। সে গুলি সূক্ষ্ম তেজোবিন্দু-স্বরূপ বা অলৌকিক জ্যোতিঃ-প্রভার রশ্মিপুঞ্জের অনুরূপ; চিত্রাদিতে দেবতাদিগের মস্তকের চারিদিকে বিকশিত রশ্মিপ্রভা বা তেজাত্মক দৈবী-'ছটার' ন্যায় তাহা এক এক ভাবের কেন্দ্র হইতে বিস্তৃত হইয়া, সাধকের অন্তরে যেন প্রফুল্ল ফুলদলরূপে প্রকাশ পায়।

মনশ্চক্র—ষড়্দল
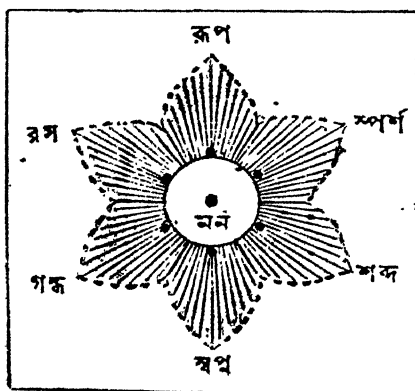
মনশ্চক্রের ছয়টী দল—(১) শব্দ, (২) স্পর্শ (৩) রূপ, (৪) রস, (৫) গন্ধ, এই পাঁচটী বিষয়, এবং ইহাদের সমষ্টীভূত-প্রতিবিম্বরূপ (৬) স্বপ্ন। এই ছয়টী বৈষয়িক ভাব-পূর্ণ উপকেন্দ্র লইয়া, পার্শ্ব-প্রদত্ত চিত্রের ন্যায় মনশ্চক্রের বা মনের কেন্দ্রের ছয়টী দল সতত পরিগঠিত হইয়া আছে।

* 'গুরুপ্রদীপে' ও 'পূজাপ্রদীপের' মধ্যে—'ষট্চক্র' দেখ।
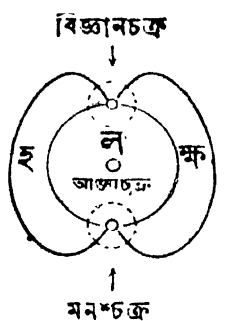
'পূজাপ্রদীপে' ও 'গুরুপ্রদীপে' বর্ণিত "আজ্ঞাচক্রের" দুইটী দলের পিছন দিকের সংলগ্ন স্থলই—"মনশ্চক্রের" স্থান (পার্শ্বস্থিত চিত্র দেখ), ইহার অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের দুইটী দলের সম্মুখের দিকের সংযোগ ভূমিই—"বিজ্ঞান-চক্রের" স্থান। জীব (সাধক) মনশ্চক্রে উঠিয়া এই "আজ্ঞাকেন্দ্র" ভেদপূর্ব্বক বিজ্ঞানচক্রমধ্যে, নিজ ভ্রূযুগলের মধ্য-বর্ত্তী প্রদেশের ভিতর দিকেই "কূটস্থ-চৈতন্য-জ্যোতিঃ * বা নির্ব্বিকার আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারে।

উদাহরণরূপে অধুনা-প্রচলিত "দেবদর্শন-অঙ্গুরীয়" ন্যায় তাঁহার ছিদ্র-পথের মধ্য দিয়া যেমন 'দেবতা' আদি নানা চিত্রিত-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কতকটা যেন সেইরূপেই আজ্ঞাকেন্দ্র ভেদ করিয়া, জীবের আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা। ('গীতাপ্রদীপে'-প্রদত্ত প্রথম রঞ্জিতচিত্রখানির মধ্যে সাধকের শীর্ষদেশে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ-রূপ যে ভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ছত্রদ্বয় 'দ্রষ্টব্য' বলিয়া উক্ত আছে)।

"সত্ত্বগুণ যুগলাশ্ব লক্ষ্যরূপে, নেত্র-নিমীলিয়া।
ভেদি 'আজ্ঞাচক্র' জীব দেখে 'কৃষ্ণ' অর্জ্জুন হইয়া॥"

---

* কূট-অর্থে ভাণ্ড বা 'দেহ', সুতরাং সেই দেহস্থিত যে অব্যয় চৈতন্য-কেন্দ্র তাহাকেই—'কূটস্থচৈতন্য' বলা হয়।

সে স্থলে জীবই সাধকের মনরূপ অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণই তাহার সারথী বা জীবের শ্রীগুরুস্বরূপ 'হৃষীকেশ'রূপে * কূটস্থচৈতন্য। ("ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" ইত্যাদি—প্রাতঃস্মরণীয়-মন্ত্র)

উক্ত আজ্ঞাচক্রের কোরকাত্মক কেন্দ্রই—"জ্ঞানগুহা" (জ্ঞানকূপ) বা জ্ঞানকেন্দ্রের মধ্যভূমি। মনশ্চক্র যেমন মনোময়-কোষের কেন্দ্র, সেইরূপ অতীব গুপ্ত বিজ্ঞানচক্রই বিজ্ঞানময়-কোষের কেন্দ্র। †

এই 'মন' ও 'বিজ্ঞানই' চতুর্ভেদময় অন্তঃকরণের অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের মধ্যে—'মন' ও 'বুদ্ধির' (বিজ্ঞান) স্থান। এই মন ও বুদ্ধি হইতে যেন দুইটী সরল কোণমুখী-রেখা ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারপূর্ব্বক একটী সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করিলে, যথায় উহার উপরের কোণটী নির্ণীত হইবে, সেই স্থানেই উক্ত অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়মধ্যে তৃতীয়-'চিত্ত স্থান'। উহাই আবার শ্রীগুরুপাদুকা-কমলের বা নিরালম্বপুরীর অব্যবহিত নিম্ন-প্রদেশ, অথবা আনন্দময়কোষের নিম্ন কেন্দ্র। এই আনন্দ-ময়কোষ বা 'নাদাত্মক' শ্রীগুরুপাদুকা-কমলের কোরকমধ্যে পাদুকাপীঠের অব্যবহিত নিম্নেই হংসঃ-স্থলেই শুদ্ধ-অহঙ্কারের স্থান।

* হৃষীকেশ অর্থে—হৃষীক্=জ্ঞানেন্দ্রিয়+ঈশ=ঈশ্বর বা নিয়ন্তা, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের যিনি ঈশ্বর বা পরিচালক। যে কূটস্থচৈতন্য বা তচ্ছক্তির সাহায্যে ঐ ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন কার্য্য করিতে পারে, তিনিই 'হৃষীকেশ'।

† বিজ্ঞানচক্র কোনও শাস্ত্রেই প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত নাই, ইহা গুরুপরম্পরায় যোগিগণের মধ্যেই অতি গুপ্তভাবে উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত আজ্ঞাকেন্দ্র হইতেই সুষুম্না-পথে কুণ্ডলিনী—চৈতন্যপ্রাপ্ত-জ্যোতিরাকারে-পরিদৃষ্ট ওঁকারাত্মক প্রণবধ্বনি বা দ্বিতীয় নাদ—'পশ্যন্তি'রূপে যোগীর এই যোগ-হৃদয়ে সতত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাই যেন প্রতিলোম-পথে প্রথমে মনশ্চক্রস্থ মনের স্থান, পরে বিজ্ঞানচক্র বা বুদ্ধিস্থান বেষ্টন-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদিকে এক বিচিত্র আবর্ত্ত-ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া, তাহারই উপরে চিত্তস্থানে যাইয়া, প্রণবের 'ওঁ' কার অংশ পূর্ণ করিয়াছে। এবং উহারই উপরে শ্রীগুরুপাদুকা-কমলরূপ নাদ ও সহস্রার-কেন্দ্ররূপ বিন্দু মিলিয়া—ওঁকার (অ, উ, ম, নাদ ও বিন্দু-রূপে) পঞ্চমাঙ্গে * সম্পূর্ণ হইয়াছে।
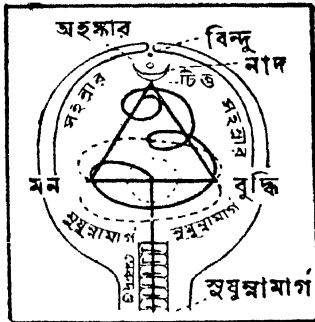
জীবের সাধন-অবস্থায়, উন্নত-সাধনার ফলে, এই ওঁ-কারের স্বরূপ প্রতিলোম-পথেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মূল প্রাকৃতিক-বিধানে তাহা স্বভাবতঃ অনুলোম-পথেই প্রবাহিত হইয়া, সেই অপূর্ব্ব নাদাত্মক প্রণবাকারে সতত প্রকাশিত রহিয়াছে। শ্রীগুরুপরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট গূঢ় মন্ত্র-চৈতন্যমূলক সাধনার সিদ্ধ-অবস্থায় সাধক যোগিবরেরই উহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই কারণ ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'যোগতারাবলী' মধ্যে 'নাদানুসন্ধান-রূপ' সাধনার ক্রিয়াশক্তি-লাভের আশায় তচ্চরণে আন্তরিক

* প্রণবের এই পঞ্চমাঙ্গই শ্রীসদাশিবের পঞ্চ-'বক্ত্র'রূপে শাস্ত্রে বর্ণিত

ভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন :—

"হে নাদানুসন্ধান, শিবোক্ত সপাদলক্ষ লয়-যোগ-ক্রিয়ার মধ্যে এই ওঁকারাত্মক নাদানুসন্ধান-ক্রিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভব করি, হে নাদানুসন্ধান, কবে আমার সে দিন আসিবে, যে দিন তোমার অপরোক্ষ-সন্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব।" 'পূজা-প্রদীপের' মধ্যে গুরুপাদুকাকমল এবং ষট্‌চক্রের চিত্রসহ সবিস্তার বর্ণনা দেখিলে, এই বিষয়ে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

যাহা হউক পূর্ব্ববর্ণিত ধ্যানের সময় সাধকের অবস্থা ও সাধনপুষ্টির ফলে, মনশ্চক্রের উক্ত উপকেন্দ্র-মূলক কোন কোন দলেও বিশেষ 'স্পন্দন' সম্পাদিত হয়, এবং তাহা সাধকের অন্তরের বা এস্থলে মনের একাগ্রতা-বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে, সেই স্পন্দনও ক্রমে ঘনীভূত বা উহার বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্পন্দনের ঘনীভূত-ভাব-বিষয়টী সহজে বুঝিতে হইলে, একটী বড় ঘণ্টায় আঘাত প্রদানদ্বারা যখন তাহাতে শব্দ উত্থিত হয়, তখন সেই শব্দের রশ্মি বা ধ্বনির "বেগের" প্রতি সামান্য মনোযোগ দিলে, বুঝিতে পারা যায়, যেন তাহার স্বর সেই ঘণ্টার উপর দিকে তাহার কেন্দ্রে যাইয়া লয় হইয়া যাইতেছে; তাহাই সেই শব্দের 'অন্তরনাদ'। নাদের সেই লয়াত্মক অবস্থাকেই বা ভাবকেই উহার "ঘনীভূত-স্পন্দন" বলিয়া যোগিগণ-মুখে কথিত হইয়া থাকে।

মনশ্চক্রের মধ্যে উক্ত রূপাত্মক উপকেন্দ্রে এইরূপ স্পন্দন ঘনীভূত বা বর্দ্ধিত হইলেই, তাহাতে সাধকের ধ্যানের বস্তুর বা ধ্যেয়বস্তুটীর প্রত্যক্ষতা অন্তরে অনুভূত হয় বা তাহাতে

তাঁহার স্বরূপ-দর্শন স্পষ্টীভূত হইতে থাকে।

সাধকের জন্মার্জ্জিত সংস্কার-বশে তাহার মনশ্চক্রের মধ্যে (১) 'শব্দ'-তন্মাত্রামূলক ধ্যানে—'চিৎ' বা বিষ্ণুতত্ত্ব, (২) স্পর্শ-তন্মাত্রামূলক ধ্যানে—'তেজঃ' বা সূর্য্যতত্ত্ব, (৩) রূপতন্মাত্রা-মূলক ধ্যানে—'আনন্দ' বা শক্তিতত্ত্ব, (৪) 'রস'-তন্মাত্রা-মূলক ধ্যানে—জ্ঞান বা গণেশতত্ত্ব, (৫) 'গন্ধ'-তন্মাত্রা-মূলক ধ্যানে—'সৎ' বা শিবতত্ত্বের এবং (৬) উহাদের 'প্রতিবিম্বস্বরূপ' বা সমষ্টীভূত তন্মাত্রামূলক ধ্যানে—'আনন্দ-প্রতিবিম্বস্বরূপ' ব্রহ্মা-তত্ত্বের বা লৌকিক সৃষ্টিতত্ত্বের (স্বপ্নাত্মক উপকেন্দ্রের) বিকাশ-সহ তদনুগত-দলের কেন্দ্রীয় রশ্মিসমূহের স্পন্দন ঘনীভূত বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উক্ত গণেশাদি পঞ্চদেবতা, এবং তৎসহ ব্রহ্মাকে লইয়া ষড়্-দেবতামূলক 'সগুণ ব্রহ্মভাবচক্র'—'পূজাপ্রদীপের' (১৫৫ পৃষ্ঠায়) দেখিয়া বিষয়টী আরও গভীরভাবে বুঝিতে যত্ন করিও।

জীবের প্রত্যেক নিঃশ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস ত্যাগের প্রকৃতি-নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে অর্থাৎ সাধারণতঃ ইংরাজী দুই সেকেণ্ড পরিমাণ সময়ের মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত মনশ্চক্রের অন্তর্গত 'রূপ,' এই উপকেন্দ্রের রূপাত্মক দলটীর উক্ত বিধ স্পন্দনবেগ, অযুতদ্বয় বা বিশ সহস্রের অধিক সংখ্যক বা প্রতি-সেকেণ্ডে এক অযুত বা দশসহস্রের অধিক সংখ্যক বর্দ্ধিত হইলেই, অভীষ্টদেবতার ধ্যানাত্মক স্থূল-মূর্ত্তি অন্তরে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। স্পন্দনের বেগাধিক্য-অনুসারেই প্রথমে অন্তরে, পরে বাহিরেও দেবতার

স্বরূপ প্রকট হইয়া থাকেন।

সাধকের অভীষ্টদেবতা যিনিই হউন না, তাঁহার স্থূল বা মূর্ত্তিধ্যান-অভ্যাসের দ্বারা তাহার মনশ্চক্রে সেই কম্পনের পরিবর্দ্ধন করিবার ও তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট বা বর্দ্ধিত হয়। তাহার সেই রূপ-তন্মাত্রা-মূলক তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্রেই যথাবিহিত স্পন্দন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে, সেই ধ্যেয়-মূর্ত্তি তখন তাহার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া থাকেন।

তেজঃ আবার পঞ্চ-তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী বা কেন্দ্রীয়তত্ত্ব, অতএব স্থূল-সূক্ষ্ম, সকল তত্ত্বের মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে অতি সূক্ষ্মরূপে তাহা সতত সঞ্চালিত হইয়া বিদ্যমান আছে। সেই কারণ পূর্ব্ববর্ণিত পঞ্চ-তন্মাত্রা-মূলক ধ্যানের মূলীভূত পঞ্চদেবতার মধ্যে যে কোন দেবতার ধ্যানেই তেজাত্মক রূপ-তন্মাত্রার কেন্দ্রে—স্বাভাবিকভাবেই উক্ত স্পন্দন আরম্ভ হয় ও তাঁহার স্বরূপ সন্দর্শন হইয়া থাকে। আবার সেই সঙ্গে শব্দ-তন্মাত্রা-মূলক কেন্দ্রের ঘনীভূত-স্পন্দনে সেই ধ্যেয়-মূর্ত্তিতে বাক্যসঞ্চার বা বাক্য-বিকাশ-পর্য্যন্তও হইতে পারে। এই প্রকারেই স্পর্শ-তন্মাত্রাদি কেন্দ্রের স্পন্দনাধিক্যে দেবতার স্পর্শাদি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্রিয়াই শ্রীগুরুপাদুকা স্মরণান্তে একাগ্র বিশ্বাস ও ভক্তিপুষ্টভাবে ধ্যেয়-মূর্ত্তির চিন্তনের দ্বারাই সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—'মন্ত্র-চৈতন্য' বা 'কুণ্ডলিনী'-জাগরণ আদি গুরুনির্দ্দিষ্ট অবিরত গুপ্ত-সাধনা-সাপেক্ষ।

জীবের স্বপ্নাবস্থার প্রগাঢ়তা অনুসারেও মনশ্চক্রের পূর্ব্বোক্ত-ভাবেরই স্পন্দন উৎপাদিত হয়। তখন তৎ + মাত্রা = তন্মাত্রা

(বা সেই জ্ঞানাত্মিকা পঞ্চ-চৈতন্য-শক্তিস্বরূপ), * তাহা শব্দাদির জ্ঞানযন্ত্র বা জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া, মনশ্চক্রের পূর্ব্বোক্ত উপকেন্দ্রের মধ্যে বা তাহাদের স্ব স্ব কেন্দ্রে আসিয়া স্থির হইয়া যায়, কিন্তু উহাদের সমষ্টীভূত প্রতিবিম্ব-সত্তার কেন্দ্র-স্বরূপ—'স্বপ্ন-স্থানে' আসিয়া, সুষুপ্তির পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত সেই কেন্দ্রেই নিজ নিজ ভাবাত্মক বিভিন্ন ঘনীভূত-স্পন্দনসমূহ উত্থাপিত করিয়া থাকে। তাহাতেই তখন প্রত্যক্ষবৎ সেই কেন্দ্রে ভাবের বৈচিত্র্য-বিকাশপূর্ব্বক, ক্রমে তন্মাত্রা-সহযোগে নাড়ীগুলিকে শক্তিযুক্ত করে, বা জাগাইয়া তুলে, এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের উপরেও তখন প্রতিলোমভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার আবির্ভাব করিয়া দেয়। তাহাতেই হাস্য, ক্রন্দন, ভয়, ক্রোধ, লজ্জা ও ভোগানন্দ আদি নানা ভাবের বিকাশ হইয়া, স্থূলদেহে সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়েই তখন সর্ব্বজনবিদিত বিবিধ প্রকারের স্বপ্ন-বিকার হইয়া থাকে।

* তন্মাত্রাতত্ত্ব—এই চৈতন্য-শক্তিস্বরূপ তন্মাত্রার বিষয় বুঝিবার পক্ষে বর্ত্তমানযুগে প্রচলিত বৈদ্যুতিক-শক্তি চালিত যন্ত্রের আদর্শ—উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক আলোকাদি যন্ত্রে—আলোক-বিকাশ, তৎ-সংলগ্ন বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়াই তাহার বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রবাহিতা হইয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে.—কিন্তু সেই শক্তির আধার-যন্ত্র (Electric Generator) স্থানান্তরে রক্ষিত হইয়া, তাহার শক্তি উৎপাদন করিলেও, তাহা হইতে বিস্তৃত তারের মধ্য-দিয়াই সেই যন্ত্রমধ্যে তৎ-শক্তি বা সেই বৈদ্যুতিক-শক্তি পরিচালিতা হয় ও তাহার ক্রিয়া উৎপাদন করে। 'তন্মাত্রাও' ঠিক সেই রূপ—'তৎ' বা সেই ব্রহ্মবস্তুর—'মাত্রা' অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি, তাহার সেই চৈতন্যকেন্দ্র হইতে প্রবাহিতা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যুতিক-শক্তির আধারযন্ত্র হইতে আলোকাদি যে কোনও যন্ত্র-পর্য্যন্ত

মনের সাধারণ কার্য্য—স্থূল-সংস্কারাত্মক 'প্রত্যক্ষ-জগত' লইয়া, তাহার বাহিরের বিষয়সমূহ—মন ঠিক অনুভব করিতে পারে না। প্রায় সকলেই পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন, যাহাদের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মন দ্বারা তাহারই রূপ অন্তরে চিন্তা বা ধারণা করিতে পারে, কিন্তু যাহাকে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, এমন কোন আত্মীয় বা পিতামহ, প্রপিতামহ আদি পিতৃগণের মধ্যে যাঁহার 'ফটো, আদি কোন চিত্রও কখন দেখে নাই, মনের সাহায্যে নিজেদের স্থূলরূপ-যোগে তাঁহাদের স্বরূপ কল্পনা করিয়া আনা কখনও সম্ভবপর হয় না। মনের উক্ত শব্দ ও স্পর্শাদি উপকেন্দ্র-পঞ্চকে সেই কারণ কেবল লৌকিক বিষয়-সমূহেরই ভাব বা রূপ পুনঃ পুনঃ প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু মনের 'স্বপ্ন'রূপ ষষ্ঠ-উপকেন্দ্রটীতে—প্রত্যক্ষ-জগৎ ব্যতীত বহু অপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিক বিষয়েরও ভাব প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

সংলগ্ন-তারের মধ্যেই যেমন কোন স্থানে সেই শক্তির নিয়ামক-কীলক (বা Switch) দ্বারা সেই প্রবাহ রুদ্ধ অথবা পরিচালনা করিতে পারা যায়। এস্থলে জ্ঞানোৎপাদিকা-নাড়ীসমূহের বা নার্ভের (nerves) মধ্যে, মনোময়-কোষের কেন্দ্রই যেন সেই শক্তির প্রবাহ রুদ্ধ বা পরিচালন করিবার 'নিয়ামক-কীলক'। 'তন্মাত্রা' বা সেই চৈতন্যশক্তি মনোময়-কোষের কেন্দ্ররূপ উক্ত নিয়ামক-কীলক বা 'সুইচ' (Switch) হইয়া ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সহিত ("মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়" ইত্যাদি। এস্থলে 'মাত্রা' অর্থে 'তন্মাত্রা'।) সতত স্পর্শিত হইয়া থাকে। জীবের দেহান্তর্গত জ্ঞান-ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সহিত সংলগ্ন নাড়ী সমূহের (বা nerves) মধ্যদিয়াই চৈতন্যকেন্দ্র পর্য্যন্ত তৎ+মাত্রা বা তন্মাত্রা-রূপে সেই চৈতন্যশক্তি প্রবাহিতা হইয়া থাকে। তাহাতেই জীবের শব্দ-স্পর্শাদিবিষয়জ্ঞান ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদির যথাযথ অনুভব হইয়া থাকে।

তাহার কারণ—তখন পঞ্চ-তন্মাত্রার সকল ক্রিয়া মনে কেন্দ্রীভূত হইলেও, অনেক সময়—স্মৃতি ও সর্ব্বজ্ঞতার আধার—'চিত্তের' ক্রিয়া, মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। চিত্ত ও বুদ্ধি—মনেরই পরিপুষ্ট-সত্তা। মনোময়-কোষের মধ্যে মন, বুদ্ধি ও চিত্ত—যেন একে তিন বা তিনেই এক,—যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-স্বরূপ। ইহাদের কার্য্যও—যেন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, অথবা ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানাত্মক। 'জাগ্রতাবস্থায়'—মনেরই কার্য্য-প্রধানতা থাকিলেও, 'স্বপ্নে'—চিত্তেরই প্রাধান্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে 'মন', 'বুদ্ধি', 'চিত্ত' ও 'অহঙ্কারের' মধ্যে পরস্পর যোগাত্মক যে সূক্ষ্ম-ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহারও দুই একটী কথা সংক্ষেপে বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। সাধক, ইহাতে মনোযোগ দিয়া চিন্তা ও অভ্যাস করিলে, সাধনার ক্ষেত্রে নানা প্রকারে আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

মন ও চিত্তের সঙ্গমে—'মনের' প্রধানতায়, সাংসারিক বা লৌকিক 'আসক্তিপূর্ণ' ভাবসমূহের সৃষ্টি করে। তাহাই জীবের সর্ব্বপ্রথম সকল বন্ধনের কারণ হয়। তাহা অবশ্যই জীবের সম্পূর্ণ অবনতিপ্রদ; কিন্তু 'চিত্তের' প্রধানতায়, মনের সঙ্গম-কার্য্যই সাধকের ধ্যানাদিক্রিয়ার প্রধান সহায়ক হইয়া থাকে।

মন ও বুদ্ধির সঙ্গমে—সর্ব্ববিধ লৌকিক-বিষয়-জ্ঞান ও নানাবিধ 'শক্তি'পুষ্ট জীবাভিমানের সৃষ্টি করে। তাহা—কীর্ত্তি ও জ্ঞানশক্তিপূর্ণ জীবের গর্ব্বাদিমূলক বিবিধ সদসৎ ভাবাত্মক কর্ম্ম-তৎপরতার কারণ হয়। তাহা—নানা সুখ-দুঃখময় বন্ধনের

হেতু। তাহা—অবস্থা ভেদে মন্ত্রাত্মক হঠ-যোগাদি সাধন-ক্রিয়ারও ইচ্ছাপ্রদায়ক।

বুদ্ধি ও চিত্তের সঙ্গমে—বিবিধ লৌকিক ও অলৌকিক সুখাত্মক ভাবের সৃষ্টি করে। তাহা ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক সুখপ্রদ-বন্ধনের কারক হইলেও, চিত্তের উন্নতি-প্রদায়ক এবং অবস্থাভেদে লয়াদি যোগক্রিয়ার শক্তি ও প্রবৃত্তি-প্রদায়ক।

বুদ্ধি ও শুদ্ধ-অহঙ্কারের সঙ্গমে—যে দৈবী-ভাবের সৃষ্টি করে, তাহা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমূলক ও শুদ্ধ-ভাবাত্মক। তাহা জীবের কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিকারক ও যথার্থ আত্মোন্নতি-প্রদায়ক। উন্নত লয় ও রাজযোগ-ক্রিয়ায় শক্তি ও প্রবৃত্তি-প্রদায়ক।

সাধক, সতত আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—ধ্যানাদি সাধন-কর্ম্ম ও সাংসারিক সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অভ্যাস কর। শ্রীইষ্টগুরুর কৃপায় তুমি অবশ্যই সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

সাধকের পূর্ব্ববর্ণিত ধ্যান-ক্রিয়াদ্বারা আবার জাগ্রত অবস্থাতেই উক্ত স্বপ্নেরই অনুরূপে অন্তরের মধ্যে যথার্থ দৈব-ভাবের উৎপাদন করিয়া দেয়। অভীষ্টদেবতার ধ্যান ও পূজার সময় সেই অলৌকিক ভাবই বিধিপূর্ব্বক অন্তরে বাড়াইয়া তুলিতে হয়। অনন্তর জপের সময়ে—কেবল 'মনশ্চক্রের' ক্রিয়ার দ্বারা তাহা একেবারেই সম্পন্ন হয় না; তখন পূর্ব্বকথিত 'বিজ্ঞানচক্র' বা বুদ্ধিকেন্দ্রের বিশেষ সহায়তায় তাহা

সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই কারণ জপকালে—অভীষ্ট-দেবতার ‘ধ্যেয়-মূর্ত্তি’ আর ‘সাকারে’ থাকেন না। তখন তিনি—(হঠযোগ-মুলক) ‘জ্যোতির্ম্ময়’ বা ‘জ্যোতির্ম্ময়ী’রূপেই সাধকের উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া থাকেন। সেই হেতু অনাহতচক্র হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে সকল চক্র ভেদ করিয়া, শ্রীগুরুপাদুকা-কমলের অব্যবহিত নিম্নদেশপর্য্যন্ত-বিস্তৃত এক দিব্য জ্যোতিঃ-রেখা বা বিদ্যুৎ-রেখারূপে (তাহাই সুষুম্নান্তর্গত ‘ব্রহ্মনাড়ী’র অংশস্বরূপ) সাধকের লক্ষ্যবস্তু হইয়া থাকেন। সেই রেখার উপরেই অন্তর্দৃষ্টি স্থাপনা করিয়া, সাধকের পরে জপারম্ভ করিতে হইবে। সাধক ক্রমে অবিরত সাধনার ফলে, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত চিত্তস্থানকেই যোগিগণ ‘সর্ব্বজ্ঞতার আধার’—ব্যাসাসন বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং পূর্ব্বকথিত শ্রীগুরুপাদুকা-পীঠাশ্রিত ‘অহঙ্কার’ বা ‘হংসঃ’-স্থানটীকে সাধকের শ্বাসান্তক বা অন্তিম-লয়াধার অথবা নির্ব্বাণমুক্তি বা ইচ্ছামৃত্যু-বরপ্রাপ্ত “দেবব্রতের” আসন বা—ভীষ্মাসন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। ইহার অধিকতর সূক্ষ্মতত্ত্ব উন্নত যোগভিজ্ঞ সিদ্ধগুরু বা যথার্থ সদ্‌গুরু-মুখগম্য—অনির্ব্বচনীয় বস্তু।

এই পূজা-বিধি সর্ব্বত্র এক রূপ হইলেও, সাম্প্রদায়িকভাবে আজ-কাল ইহার কিছু আচার-বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাহা ‘পূজাপ্রদীপের’ দ্বিতীয় উল্লাসে—‘পূজা ও উপাসনা-ভেদ’ আদি অংশে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকেই অজ্ঞানতাবশতঃ ‘ভাবত্রয়’-নির্দ্দিষ্ট—‘পশুভাব’, ‘বীরভাব’ ও ‘দিব্যভাব’-বিষয়ক

বৃথা তর্ক ও বিতণ্ডাদি দ্বারা কেবল ভ্রান্ত আত্মগর্ব্বতার পক্ষপাতী দেখিতে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ ও ক্রিয়াবান গুরুর রীতিমত শিক্ষার অভাবে, আধুনিক কতকগুলি মুদ্রিত 'যোগ' ও 'তন্ত্রাদি' সাধন-শাস্ত্রের পঠন-পাঠনে সর্ব্বত্র এইরূপ ভীষণ ধর্ম্মবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ অনেকেই "মাতৃজারবৎ গোপনীয়" ও কেবল আত্মপরীক্ষাপ্রদ 'বীরভাবের' সাধনার ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যভিচার-ক্রিয়াবশে, লৌকিক আসক্তি-প্রদায়ককার্য্য তাহার বাহ্য এবং আনুষ্ঠানিক-পূজায় অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছে। তাহারই কুফলে যথার্থ সাধনপুষ্টির অপরিত্যজ্য-সহায়ক—মূল বা প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক-সাধন-ক্রিয়া—'পশুভাবের' প্রতি ঘোর অবজ্ঞাকারী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা 'পশু' অর্থে—লোম-লাঙ্গুল-বিশিষ্ট ছাগাদি জীববৎ অতি হেয় জন্তু বিশেষই মনে করে।

'পূজাপ্রদীপে' (১৩২ পৃষ্ঠায়) 'পশু'-আদি ভাবত্রয়ের পূজা-আচার সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলা হইয়াছে, তাহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে, অনেকেরই ভ্রান্ত কুসংস্কারসমূহ বিদূরিত হইতে পারে। তাহারা শিবোক্ত তন্ত্র-শাস্ত্রের 'দোহাই' দিয়াই, অসংযত ও অনধিকারী অবস্থায়—ইন্দ্রিয়-প্রমত্তকর স্থূল 'পঞ্চমকার' লইয়াই বিব্রত থাকে, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ফলে—'তন্ত্র-বক্তা' সেই শিবই যে, কেন 'পশুপতি' নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন, সে সংবাদ লইবার অবসরও তাহাদের নাই। 'পশু' অর্থে যে, এস্থলে 'দেবতা';—তাই ত তিনি—দেবেশ, দেবাদিদেব-'পশুপতি'!

দেবভাব বা দেবাত্মক এই পশুভাবকেই—ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ

'দেবব্রত বা ব্রহ্মচর্য্য' বলিয়া যথার্থ সাধক-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মচর্য্যরূপ 'সংযম'-অভ্যাস ব্যতীত সাধনরাজ্যে কাহারই প্রবেশাধিকার হইতে পারে না। তাই বলি—বাবা, 'বীর' হইবার সাধ ত অনেকেরই হয়, তবে দেহ মনে একটু বল-সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা হয় না কেন? দুইটা 'ডন-বৈঠক'রূপ ব্যায়াম বা 'কস্‌রৎ' অভ্যাসের ন্যায় অগ্রে যত্নপূর্ব্বক 'যম-নিয়ম' আদি প্রাথমিক সাধনার একটু অভ্যাস কর! কেবল জন্তু-বিশেষের অনুকরণে এক লম্ফে উচ্চবৃক্ষের চুড়ায় উঠিতে যাইয়া, কেন সহসা 'হাত-পা-ভাঙ্গিয়া, মুখ-থুব্‌ড়াইয়া' ঐ 'কদর্য্য' স্থানে পড়িবে? তোমার এমন উন্নত জীবন-জন্মটা, কেন বৃথা নষ্ট করিবে? ঐ 'বীরভাব' নামক সাম্প্রাদিয়কতার ঘনঘটা-পূর্ণ ভ্রান্ত আড়ম্বর এক্ষণে একেবারেই ছাড়িয়া দাও, তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ সংযত-অন্তরে প্রথমে শিবোক্ত ঐ 'পশু' হইতেই যত্ন কর।

তাহাতে অন্তরে 'সৎসাহস' ও মনে যথার্থ 'সংযম'রূপ বলাধান হইলে, তখন প্রবৃত্তির আধাররূপ ঘোর প্রতিদ্বন্দী তোমার মনের সহিত 'বীরভাবের' আলাপন করিও, নিবৃত্তির-পরিচায়ক তোমার সাধন-পুষ্ট আত্মশক্তির প্রকৃত স্বরূপ—'আত্মপরীক্ষা' প্রদান করিও, তাহা হইলে, বীরশ্রেষ্ঠ 'দিব্যভাবেও' কোন দিন অনায়াসে পৌঁছিতে পারিবে। অতএব অব্যভিচারী ভক্তি-সংযমসহ যথাশক্তি নিজ নিজ অধিকারানুরূপ পূজা করিয়াই এক্ষণে পুরশ্চরণকার্য্যে অগ্রসর হও।

সাধনশক্তিবিহীন, অনভিজ্ঞ, অসংযত ও নিতান্ত বিষয়াসক্ত

আধুনিক গুরুব্যবসায়ী বা কোন নামধারী ও তথাকথিত বাক্য-বীর, অথবা স্বয়ং অসিদ্ধ ভণ্ড-বামমার্গী, কিম্বা কেবল গৈরিক-পরিহিত অধিকাংশ বেশধারী সাধুগুরুরও ভ্রান্ত উপদেশবশে কোনরূপে কখনও ব্রহ্মচর্য্য-ধ্বংসকর কেবল ঐ ভোগানন্দপ্রদ গুপ্ত আচারে রত হইয়া আদর্শহীন হইও না। যে ভাবেই কার্য্য কর, সতত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে যত্ন করিবে, তাঁহা হইলেই সময়ে শ্রীনামের কৃপায় অবশ্যই প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।

এই বার পূর্ব্বকথিত জপবিধি-অনুসারে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ করিবে। অন্যান্য বা গৌণ পুরশ্চরণকালে—যথাবিহিত সময়েই জপ করিবে। 'পূজাপ্রদীপে'—'হোম-বিধির পরেই—যে 'জপবিধি' বর্ণিত হইয়াছে পাঠক, তাহা দেখিয়াই এ সময়েও তোমার জপকার্য্য আরম্ভ করিবে। তবে এস্থলে উন্নত ও কর্ম্ম প্রিয় সাধকের পক্ষে—আরও কয়েকটী বিধির বর্ণন করিতেছি; তাহাও সকলে দেখিয়া, কার্য্য করিতে যত্ন করিলে, আরও শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধির ফল লাভ হইবে।

জপের পূর্ব্বে ও পরে তিনবার করিয়া 'প্রাণায়াম' ও অভীষ্ট-দেবতার 'গায়ত্রী' দশবার জপ করিবার কথা, 'পূজাপ্রদীপে' উক্ত হইয়াছে। পাঠক, সেই ভাবেই তাহা সম্পন্ন করিবে। সমর্থ হইলে—তৎপূর্ব্বে 'হূঁ' বীজও দশবার জপ করিয়া লইবে। ইহা মন্ত্র-দুর্গের 'দ্বারোদ্ঘাটন' বা 'কপাটভঞ্জন' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত।

ইহার পর 'ক্রোঁ' এই অঙ্কুশবীজ দশবার জপ করিয়া কুণ্ড-লিনী আকর্ষণ করিবে ও পূর্ব্বকথিত কামিনীদেবীর বিধিবিহিত

ধ্যান করিবে। অনন্তর 'কং' বীজ দশবার জপ করিবে। পরে 'লীঁ' বীজ দশবার এবং 'ক্লীঁ' বীজ দশবার জপ করিবে।

অতঃপর পুনরায় প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস আদি করিয়া—**মন্ত্রশিখা চিন্তা** করিবে। যথা—ভক্তিযুক্ত চিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া কুম্ভকযোগে—কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে আকুঞ্চনপূর্ব্বক এক বার সহস্রারে মনঃসংযোগে তুলিয়া আনিবে ও তৎক্ষণাৎ মূলাধারে নামাইয়া আনিবে, পুনরায় সহস্রারে তুলিবে। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ শীঘ্র শীঘ্র এই ক্রিয়া (অন্ততপক্ষে সাত বার) করিবে। তাহা হইলে, ক্রমে সুষুম্নাপথে বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় জ্যোতিঃ-শিখা (ব্রহ্মনাড়ী রেখাকারে) পরিলক্ষিত হইবে। সেই জ্যোতিঃ-শিখার উপর একাগ্রভাবে চিত্ত-নিবিষ্ট করিলেই—'মন্ত্রশিখা-চিন্তা' করা হইবে।

মন্ত্র-চৈতন্য—ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে; সাধক, স্ব স্ব অধিকার বা নিজের সুবিধামত তাহার কোনও একটী উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবে।

মন্ত্রার্থ-ভাবনা—'পূজাপ্রদীপে' ও ইতোপূর্ব্বে এই পুস্তকেও এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সেই বিধান-অনুসারে 'মন্ত্রের অর্থ' ভাবনা করিবে।

নিদ্রাভঙ্গ—হৃদয়ে 'ঈঁ' বীজ দশবার জপ করিলেই মন্ত্রের—'নিদ্রাভঙ্গ' হইবে।

কুল্লুকা—(মন্ত্রের কুল্লুকা সাতবার জপ করিতে হয়) এ স্থলে কয়েকটী মন্ত্রের 'কুল্লুকা' প্রদত্ত হইতেছে। যথা কালিকা-দেবীর কুল্লুকা—'ক্রীঁ হুঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্' এই পঞ্চাক্ষর। তারার

কুল্লুকা—'হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ'। ত্রিপুরার 'ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ'। জগদ্ধাত্রীর—'হূঁ হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ'। অন্নপূর্ণার—'ক্লীঁ'। ভুবনেশ্বরীর—'হ্রীঁ'। ছিন্নমস্তার—'বজ্রবৈরাচনীয়ে হূঁ'। লক্ষ্মী ও মহালক্ষ্মীর—শ্রীঁ। মহিষমর্দ্দিনীর—'হূঁ ও হ্রীঁ স্বাহা ওঁ হূঁ'। দুর্গা ও জয়দুর্গার—'হূঁ হ্রীঁ, হূঁ হ্রীঁ'। ধনদার—'ক্লীঁ'। শিবের—'হৌঁ'। বিষ্ণুর—'ওঁ নমো নারায়ণায়'। রামের—'ক্লীঁ ওঁ রাঁ ওঁ ক্লীঁ'। সরস্বতীর—'ঐঁ'। বগলার—'স্ত্রীঁ'। ধূমাবতীর—হ্রীঁ। মাতঙ্গীর—'ওঁ'। অন্যান্যদেবীর—'হ্রীঁ'। অন্যান্য পুং দেবতার—স্ব-স্ব-'মন্ত্র'।

মহাসেতু—(কণ্ঠে ৭ সাত বার জপ করিবে) কালীর—'ক্রীঁ'। তারার—'হূঁ'। ত্রিপুরার—'হ্রীঁ'। জগদ্ধাত্রী আদি অন্য সমস্ত দেবতার—'স্ত্রীঁ'।

সেতু—(হৃদয়ে ৭ সাত বার জপ করিবে)—কালীর—'ঐঁ হূঁ ঐঁ'। তারার—'ওঁ হ্রীঁ'। ত্রিপুরার—'হ্রীঁ সৌঁ হ্রীঁ'। দুর্গা, মহিষমর্দ্দিনী, ছিন্নমস্তা, অন্নপূর্ণা ও জগদ্ধাত্রীর—(ব্রাহ্মণ ও অভিষিক্তের পক্ষে)—'হ্রীঁ স্বাহা', (শূদ্রের ও অনভিষিক্তের পক্ষে) 'ফট্'। ভুবনেশ্বরীর—'ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ'। ভৈরবীর—'হসৌঃ' ও 'সাং হেং'। শিবের—'হংসঃ'। বিষ্ণুর—ওঁ বিষ্ণবে ওঁ। 'লক্ষ্মীর ও মহালক্ষ্মীর'—শ্রীং। রামের—'ওঁ রাং ওঁ'। কৃষ্ণের—'ওঁ ক্লীঁ ওঁ'। অন্যান্য দেবতার—(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অভিষিক্তের পক্ষে)—'ওঁ' অথবা 'হ্রীঁ স্বাহা'; (বৈশ্যের পক্ষে)—'ফট' অথবা 'হ্রীঁ স্বাহা', (শূদ্রের ও অনভিষিক্তের পক্ষে)—'হ্রীঁ' অথবা 'ওঁ'।

মুখশোধন—(মুখে ৭ সাত বার জপ করিবে)—কালীর—'ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ'। তারার—'হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ' ত্রিপুরার—'শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ'। দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও ভুবনেশ্বরীর—'ঐঁ ঐঁ ঐঁ'। অন্নপূর্ণার—'ক্লীঁ'। ছিন্নমস্তার—'হ্রীঁ' লক্ষ্মী ও মহালক্ষ্মীর—'শ্রীঁ'। মহিষমর্দ্দিনীর—'ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গে স্বাহা হ্রীঁ ঐঁ ঐঁ'। ধনদার—'ওঁ ধূঁ ওঁ' অথবা 'ওঁ হ্রীঁ'। ভৈরবীর—'ওঁ হসৌ ওঁ'। শিবের—'ওঁ' বা 'হ্রীঁ'। বিষ্ণুর—'ওঁ বা হ্রীঁ' অথবা 'ওঁ হ্রৌঁ'। অন্য স্ত্রীদেবতার—'হ্রীঁ'। অন্য পুং দেবতার—নিজ নিজ 'বীজ' মন্ত্র। অন্যান্য সকল দেবতারই 'ওঁ'।

সৌরগণেশ ন্যাস—'পূজাপ্রদীপের' ৬১।৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, সাধক তাহা দেখিয়া লও।

কর-শোধন—(করে ৭ বার জপ করিবে) কালীর—'ক্রীঁ ঈঁ ক্রীঁ করমালে অস্ত্রায় ফট্'। তারা, ত্রিপুরা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, মহিষমর্দ্দিনী, দুর্গা ও জয়দুর্গার—স্ব স্ব 'মূল' মন্ত্র। জগদ্ধাত্রীর - 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ শ্রীঁ'।

যোনিমুদ্রা—এতদ্ সম্বন্ধে 'জ্ঞানপ্রদীপে' (১ম ভাগে) ও 'গুরুপ্রদীপেও' উক্ত হইয়াছে, দেখিয়া লও। ইহার প্রক্রিয়া শ্রীগুরুর নিকট জানিয়া লইতে হয়। তন্ত্রে যোনিমুদ্রা-সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একটী এই যে—

'বদ্ধাতু যোনিমুদ্রাং তাং সংকোচ্যাধারপঙ্কজং।
তদুৎপন্নান্ মন্ত্রবর্ণান্ কুর্ব্বতশ্চ গতাগতান্॥

ব্রহ্মরন্ধ্রাবধি ধ্যাত্বা বায়ুনাপূর্য্য কুম্ভকম্।
সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং মন্ত্রদোষোপশান্তয়ে ॥'

অর্থাৎ মূলাধার সঙ্কোচন আদি কুণ্ডলিনী-উত্থাপনরূপ ক্রিয়া দ্বারা ক্রমে উচ্চাধিকারীর মানসজপের অনুরূপ প্রতি চক্রে চক্রে স্থিত সমুদয় মাতৃকামন্ত্রাত্মক বর্ণের দ্বারা নিজ 'ইষ্টবীজ' পুটিত করিতে করিতে, কুম্ভকযোগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমনাগমনপূর্ব্বক এক সহস্র-বার জপ করিবে। ইহাতে মন্ত্রদোষ বিদূরিত হয়। ইহাই মন্ত্রযোগীর পক্ষে সাধারণ 'যোনিমুদ্রাবন্ধন' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহাদের উন্নত যোগাঙ্গের যোনিমুদ্রা জানা বা অভ্যাস আছে, তাহারা তাহাই করিবে।

নির্ব্বাণ—কোন কোন তন্ত্রোপদেষ্টা বলেন—সমর্থ হইলে, যোনিমুদ্রা সাধনার পর নাভিদেশে অর্থাৎ 'মণিপুরচক্রে' একবার 'নির্ব্বাণ জপ' করিবে। যথা (অনুলোম মাতৃকায়) 'ওঁ অং (নিজ ইষ্টবীজ) ঐঁ'। এই ভাবে 'ওঁ আং (নিজ ইষ্টবীজ) ঐঁ'; ইত্যাদি। পরে (বিলোম মাতৃকায়) 'ঐঁ (নিজ ইষ্টবীজ) অং ওঁ' (এই ভাবে সমস্ত মাতৃকাবর্ণযোগে মণিপুরে জপ করিতে হইবে)।

প্রাণযোগ—(হৃদয়ে ৭ বার জপ করিবে) 'হ্রীঁ (ইষ্টবীজ) হ্রীঁ', অথবা 'ক ল রীঁ' মন্ত্র ৭ বার হৃদয়ে জপ করিবে।

দীপনী—(হৃদয়ে ৭ বার জপ করিবে) 'ওঁ (ইষ্টবীজ) ওঁ', অথবা 'ঈঁ (ইষ্টবীজ) ঈঁ'।

অশৌচভঙ্গ—(হৃদয়ে ৭ বার জপ করিবে) 'ওঁ (বীজ) ওঁ'।

করচ্ছিদ্র—(করে ৭ বার জপ করিবে) ‘ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ’।

অমৃতযোগ—(হৃদয়ে ১০ বার জপ করিবে) ‘ওঁ ঊঁ হ্রীঁ (বীজ)’।

প্রমদা—(হৃদয়ে ১০ বার) ‘ঈঁ’ বীজ জপ করিবে।

সপ্তচ্ছদা—(হৃদয়ে ১০ বার) ‘ক্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ওঁ ওঁ’, মন্ত্র জপ করিবে।

উৎকীলন—দেবতার গায়ত্রী-মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে। এ বিষয় পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

দৃষ্টিসেতু—নয়ন মুদ্রিত করিয়া ‘আজ্ঞাচক্র’ প্রদেশে লক্ষ্য করিয়া ১০ বার প্রণব ‘ওঁ’ জপ করিবে।

মালাপূজা—‘এতেগন্ধপুষ্পে ঐঁ শ্রীঁ অক্ষমালায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে রুদ্রাক্ষাদি জপমালার পূজা করিবে। (অন্য মালা হইলে, সেই মালায় বিশেষ নাম উল্লেখ করিয়াও পূজা করিতে পারা যায়।)

জপের মালা ও কণ্ঠে ধারণের মালা স্বতন্ত্র হওয়াই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। অনেকেই রুদ্রাক্ষাদি জপের মালাই কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকে। তাহা সঙ্গত নহে। জপ-মালা সর্ব্বদা গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। তবে জপান্তে সহসা তাহা যথাস্থানে উঠাইয়া রাখিবার অবসর না হইলে, গলাতেই রাখা যায়। এতদ্ব্যতীত জপের মালা সাধারণতঃ মাঝারি আকারের হইলেই ভাল হয়, অর্থাৎ তাহা নিতান্ত ছোটও না হয়, বড়ও না হয়। অনেকে কণ্ঠে ক্ষুদ্রাকার মালাই ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু রুদ্রাক্ষের

কণ্ঠ-মালা যত বড় হয়, ততই ভাল। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

'রুদ্রাক্ষ শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে।' অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"স্থূলাৎ স্থূলতরং লিঙ্গং রুদ্রাক্ষং পরমেশ্বরি।"

বড় আকারের রুদ্রাক্ষমালা কণ্ঠে ৩২টীই ধারণ করিবার বিধি আছে। তবে ক্ষুদ্র মালা হইলে ১০৮ দানাই সকলে গলায় ধারণ করিয়া থাকে। যাহা হউক জপ-মালা সাধারণ আকারের হইলেই চলিবে।

তাহার পরে—'ওঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়িন্যস্ত-স্তস্মাদ্বেসিদ্ধিরস্তমে॥ "ওঁ সিদ্ধেশ্বর্য্যৈ নমঃ।"

এই মন্ত্রে মালা গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রের 'স্বর' ও 'ব্যঞ্জন'বর্ণ-সমূহের বিচ্ছেদ দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রের বর্ণাত্মকভাব ত্যাগ করিয়া, কেবল 'ধ্বাত্মকভাব' চিন্তা করিবে। অনন্তর, মস্তকের ব্রহ্মস্থলে মালা স্পর্শ করাইবে।

এই বার 'কামকলা' চিন্তাপূর্ব্বক একাগ্র ভক্তিসহ গুরু, মন্ত্র ও দেবতার সমন্বয়-ভূত জ্যোতিঃ-রেখার (অনাহত হইতে গুরু-পাদুকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ী) উপর লক্ষ্য বা দৃষ্টি-স্থাপনা করিয়া, পুরশ্চরণের মূল-মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে।

জপাদি সিদ্ধি সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় সঙ্কেত—বাম ও দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-বহন-কালে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে। পরে 'পরিশিষ্ট'-অংশের মধ্যে—"বামনাসায় (ইড়ায়) বা "চন্দ্রনাড়ীতে", "দক্ষিণ-নাসায়" (পিঙ্গলায়) বা 'সূর্য্যনাড়ীতে" এবং "উভয় নাসায়" (সুষুম্নায়)

বা 'বহির্জ্জলা নাড়ীতে' শ্বাস-বহনকালে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উন্নতিকামী-সাধক সেই সেই অংশ ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া কার্য্য করিতে অভ্যাস করিলে, মন্ত্রাদি যোগ-সাধনার অশেষ কল্যাণ ও প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিতে পারিবে।

পুরশ্চরণে বিভিন্ন জপ্য-মন্ত্রের সংখ্যাদি—কোন্ মন্ত্রের পুরশ্চরণে কত সংখ্যক মন্ত্র-জপ করিতে হইবে এবং সেই জপের দশাংশে কত সংখ্যক হোম করিতে হইবে ও কোন্ হোমদ্রব্য-সহযোগে কোন্ কোন্ দেবতার হোম করিতে হইবে, এই প্রসঙ্গে তাহাও ক্রমে উক্ত হইতেছে। (হোম-বিধি পরে দেখ।)—

১। শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর—'ক্লীঁ' মন্ত্রের পুরশ্চরণে ১২,০০০০০ বার লক্ষ জপ। ঘৃত-মধু-শর্করাযুক্ত ঘণীভূত পায়সের দ্বারা ১,২০,০০০ এক লক্ষ বিশ হাজার হোম।

২। 'ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ' এই চতুরক্ষর 'বাল-গোপাল' মন্ত্রের পুরশ্চরণে 'চারি লক্ষ-জপ' এবং ঘৃত-মধু-শর্করাযুক্ত রক্তোৎপলে অথবা বিল্বফলে চল্লিশ হাজার হোম করিতে হয়।

৩। 'ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ', ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণের এই ষড়ক্ষর ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণে এক লক্ষ জপ এবং ঘৃত ও সিতোৎপলে বা মিছরি সংযুক্ত পায়সের দ্বারা দশ হাজার হোম।

৪। নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র—'ওঁ নমো নারায়ণায়', ইহার ষোল লক্ষ জপ এবং এক লক্ষ ষাট হাজার হোম। হোম দ্রব্য--

ঘৃত-মধু ও শর্করাযুক্ত রক্তপদ্ম।

৫। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাক্ষর—'ক্লীঁ হৃষীকেশায় নমঃ' এই মন্ত্রের চারি লক্ষ জপ ও ব্রহ্মবৃক্ষজ বা বামুনহাটীর ফুলে চল্লিশ হাজার হোম।

৬। শ্রীকৃষ্ণের দশাক্ষর—'গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রের দশ লক্ষ জপ এবং ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত রক্তপদ্ম দ্বারা এক লক্ষ হোম।

৭। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশাক্ষর—'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা' এই মন্ত্রের পাঁচ লক্ষ জপ এবং পায়সদ্বারা পঞ্চাশ হাজার হোম।

৮। শ্রীকৃষ্ণের ত্রয়োদশাক্ষর—'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রের পাঁচ লক্ষ জপ এবং পায়সদ্বারা পঞ্চাশ হাজার হোম।

৯। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দশাক্ষর—'ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রের জপাদি পূর্ব্বকথিত 'দশাক্ষর' মন্ত্রের ন্যায়।

১০। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাক্ষর—'ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিনী-বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রের এক লক্ষ জপ ও ঘৃত-মধু-শর্করাযুক্ত রক্তকমলের দ্বারা দশ হাজার হোম।

১১। শিবের 'হৌঁ' এই একাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ পাঁচ লক্ষ জপ ও ঘৃত-মধু মিশ্রিত করবীর পুষ্পে পঞ্চাশ হাজার হোম।

১২। শিবের ত্র্যক্ষর—'ওঁ জুঁ সঃ' এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ তিন

লক্ষ জপ এবং ঘৃত বা দুগ্ধ মিশ্রিত অমৃতাখণ্ড (অমৃতা অর্থে আমলকি অথবা গুলঞ্চ) দ্বারা ত্রিশ হাজার হোম।

১৩। শিবের পঞ্চাক্ষর—'নমঃ শিবায়' মন্ত্রের ও ষড়াক্ষর—'ওঁ নমঃ শিবায়' এই দুই মন্ত্রেরই ছত্রিশ লক্ষ জপ এবং ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা তিন লক্ষ ষাট হাজার হোম।

১৪। শিবের অষ্টাক্ষর—'ওঁ হ্রীঁ হৌঁ নমঃ শিবায়' বা হ্রীঁ ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ' অথবা 'য়ং ক্ষং মং রং বং ঔং উং' এই তিন প্রকার মন্ত্রের প্রত্যেকেরই আট লক্ষ জপ ও পূর্ব্ববৎ বিধানে আশি হাজার হোম।

১৫। মৃত্যুঞ্জয় শিব—'ওঁ জূঁ সঃ' এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রের তিন লক্ষ জপ ও দুগ্ধযুক্ত গুলঞ্চ লতার টুকরা দ্বারা ত্রিশ হাজার হোম।

১৬। হরিহর—'ওঁ হ্রীঁ হৌঁ শঙ্কর নারায়ণায় নমঃ হৌঁ হ্রীঁ ওঁ' মন্ত্রের এক লক্ষ জপ ও ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা দশ হাজার হোম।

১৭। 'শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ বাসুদেবায় নমঃ' এই মন্ত্রের চারি লক্ষ জপ ও ঘৃত-মধু-শর্করাযুক্ত পদ্ম ফুলের দ্বারা চল্লিশ হাজার হোম।

১৮। শ্রীশ্রীদুর্গায় একাক্ষরী—'দূঁ' এই বীজ-মন্ত্রের বার লক্ষ জপ ও ঘৃতাক্ত তিলদ্বারা (অথবা শ্যামা অর্থাৎ কালিকা পূজোক্ত বিধানে) এক লক্ষ বিশ হাজার হোম।

১৯। 'হুঁ দুঁ স্বাহা', হ্রীঁ দূঁ, দুঁ ফট', 'স্ত্রীঁ দুঁ', 'দুঁ স্বাহা', ঐঁ দূঁ', ওঁ দূঁ' অথবা ক্লী দুঁ ফট' এই সকল মন্ত্রেরও জপ ও হোমাদি পূর্ব্ববৎ হইবে।

২০। 'ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ নমঃ', এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের আট লক্ষ জপ এবং মধুমিশ্রিত তিল বা দুগ্ধ দ্বারা আশি হাজার হোম।

২১। মহিষমর্দ্দিনী-দুর্গার সকল-মন্ত্রেরই আট লক্ষ জপ এবং ঘৃতাক্ত তিলসহ আশি হাজার হোম বিধেয়।

২২। শ্রীশ্রীজয়দুর্গা-মন্ত্রের পাঁচ লক্ষ জপ এবং ঘৃত সহযোগে পঞ্চাশ হাজার হোম।

২৩। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার সকল মন্ত্রেই ষোল হাজার জপ এবং ঘৃতান্নসহ ষোল শত হোম।

২৪। শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার একাক্ষরী—'ক্রীঁ বা হ্রীঁ' মন্ত্রের এক লক্ষ জপ এবং ঘৃতাক্ত তিল-সহযোগে দশ হাজার হোম।

২৫। শ্রীশ্রীকালিকার অন্যান্য মন্ত্রের দুই লক্ষ জপ এবং ঘৃত দ্বারা বিশ হাজার হোম। তন্মধ্যে দিবসে কৃত্য এক লক্ষ জপ ও দশ হাজার হোম এবং রাত্রিতে কৃত্য একলক্ষ জপ ও দশ হাজার হোম বিধেয়।

২৬। শ্রীরামচন্দ্রের একাক্ষর মন্ত্রের বার লক্ষ জপ এবং ঘৃত ও কমলযোগে এক লক্ষ বিশ হাজার হোম।

২৭। শ্রীরামচন্দ্রের দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর, চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর ও ষড়াক্ষর আদি সকল মন্ত্রেরই এক লক্ষ জপ এবং ঘৃত কমল সহযোগে দশ হাজার হোম।

২৮। শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর 'হ্রীঁ' মন্ত্র বত্রিশ লক্ষ জপ।

অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর ও বটবৃক্ষের সমিধ এবং তিল, শ্বেত-সর্ষপ, পায়স, ঘৃত, ত্রিস্বাদু (অর্থাৎ ঘৃত-মধু-শর্করা) সংযুক্ত হোমদ্রব্যসমূহ দ্বারা তিন লক্ষ বিশ হাজার হোম করিতে হয়।

২৯। 'গায়ত্রী' মন্ত্রের চব্বিশ লক্ষ জপ, ক্ষীর, ওদন (বা সিদ্ধান্ন), তিল, দূর্ব্বা, এবং অশ্বত্থ, উডুম্বর, পক্ষ (বা পাকুড়) ও বট এই চারি বৃক্ষের সমিধ সহযোগে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার হোম। 'নির্ব্বাণতন্ত্র' মতে চারি লক্ষ জপ ও তিলাজ্য যোগে চল্লিশ হাজার হোম। 'কামনা বিশেষে'—ত্রিমধুর অর্থাৎ ঘৃত-মধু-চিনি ও পদ্ম পুষ্পাদি।

পুরশ্চরণ মাত্রেই 'তান্ত্রিক' অনুষ্ঠান। সুতরাং এই 'বৈদিকগায়ত্রী-পুরশ্চরণ'ও তান্ত্রিক বিধানে করিতে হয়।

৩০। তান্ত্রিকী-গায়ত্রী-পুরশ্চরণে সর্ব্বত্র সহস্র জপ করিবার বিধি আছে। সুতরাং যে কোন দেবতার গায়ত্রী-পুরশ্চরণে হোম সংখ্যা একশত। তবে কলিকালে এই সংখ্যার চতুর্গুণ করিবার উপদেশও শাস্ত্রে দেখা যায়।

৩১। 'ব্রহ্মমন্ত্রের' পুরশ্চরণে জপ ৩২০০০ বত্রিশ হাজার, হোম—৩২০০ তিন হাজার দুই শত, তর্পণ—৩২০ তিন শত কুড়ি, অভিষেক—৩২ বত্রিশ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন—৪ চারি জন। হোমাদি করিতে অসমর্থ হইলে, হোমের অনুকল্পে জপ—৬৪০০, তর্পণের অনুকল্পে ৬৪০, এবং অভিষেকের অনুকল্পে ৬৪ সংখ্যক জপ করিলেই হইবে। ব্রাহ্মণ ভোজনের সাধারণতঃ অনুকল্প নাই। তবে নিতান্ত অসমর্থ পক্ষে—দ্বিগুণ জপের দ্বারাও সিদ্ধ

হইতে পারে।

৩২। তারা, একজটা আদি মন্ত্রের পুরশ্চরণে—এক লক্ষ জপ এবং ঘৃত মিশ্রিত বিল্বপত্র বা নীলোৎপল দ্বারা দশ হাজার হোম।

৩৩। ত্রিপুরাদেবী, শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীদেবীর পুরশ্চরণে—এক লক্ষ জপ এবং ত্রিমধুযুক্ত পলাশপুষ্প বা কুসুম্ভপুষ্প দ্বারা দশ হাজার হোম।

জপসমর্পণ—নিত্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বা গুরুর উপদিষ্ট বিধি অনুসারে জপ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে, কুশ, পুষ্প, ও অর্ঘ্য-পাত্রস্থিত জলের সহিত তেজোরূপ জপ-ফল দেবতার করে ('পূজাপ্রদীপে' বিস্তৃত জপ-সমর্পণ-বিধি ৩৩১ পৃষ্ঠায় দেখ) যথাবিধি সমর্পণ করিবে। আমার 'জপ সফল হইল' এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক পুনরায় যথাসাধ্য প্রাণায়াম ও দেবতার গায়ত্রী দশ বার জপ করিবে।

হোমবিধি—পুরশ্চরণ কর্ম্মের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান 'হোম'। যে মন্ত্রের যত সংখ্যক জপ করিবার কথা, তাহা ইতোপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই জপ-সংখ্যার দশমাংশ অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ সংখ্যক হোম করিবারই বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"জপান্তে প্রত্যহ দেবি হোময়েত্তদ্দশাংশতঃ।
তর্পনঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদশাংশতো মুনে॥
প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিদ্বান্ ন্যূনাধিক্য প্রশান্তয়ে।
অথবা সর্ব্ব-সম্পূর্ণে হোমাদিকমথাচরেৎ॥"

অর্থাৎ পুরশ্চরণ-কার্য্যে প্রত্যহ জপান্তে জপ সংখ্যার দশাংশ—

'হোম' করিবে। হোমের দশাংশ—'তর্পণ', তর্পণের দশাংশ—'অভিষেক' এবং অভিষেকের দশাংশ—'(দীক্ষিত) সাধু বা ব্রাহ্মণকে ভোজন' করাইবে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের দ্বারা জপের ন্যূনাধিক্য দোষ বিদূরিত হয়। যদি 'নিত্য হোম কার্য্য' করিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয়, তবে সমস্ত জপ সম্পূর্ণ হইলেই হোমাদি অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিবে।

'হোমবিধি'—'পূজাপ্রদীপে' বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। সাধক, তাহা দেখিয়া যথাবিধি হোমকার্য্য করিতে পারিবে। সুতরাং এ স্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। হোমের সংকল্প-বাক্য পরে গ্রহণ-পুরশ্চরণ মধ্যে দেখ।

হোমানুকল্প—শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

"যদ্যদঙ্গং ভবেদ্ভঙ্গং তৎসংখ্যাদ্বিগুণোজপঃ।"

অর্থাৎ জপ ও ব্রাহ্মণভোজন ব্যতীত পুরশ্চরণের যে যে কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবে, সেই সেই অঙ্গের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যার দ্বিগুণ পরিমাণ জপ করিলেও, তাহা সিদ্ধ হইবে। আবার কোনও কোনও তন্ত্রে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, হোমের অভাবে হোম-সংখ্যার চতুর্গুণ জপ করা কর্ত্তব্য। কোন স্থলে আবার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হোম-কার্য্যে অসমর্থতায়—ছয়গুণ, বৈশ্যের—আটগুণ, ইহাদের স্ত্রী-সম্বন্ধেও ঐ বিধি অবলম্বনীয়। শূদ্র-সাধক যে বর্ণের আশ্রিত থাকিবে, সেই বর্ণেরই অনুরূপ বিধি পালন করিবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ভৃত্য হইলে—ব্রাহ্মণ-স্ত্রীর ন্যায়ই হোম-কার্য্যের অনুকল্প-বিধি পালন করিতে পারিবে। অনাশ্রিত শূদ্রগণ—

হোমের অনুকল্পে—দশগুণ জপ করিবে।

'যোগিনীহৃদয়ে' দেখিতে পাওয়া যায়,—হোম-কর্ম্মে অসমর্থ ব্রাহ্মণ—দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়—ত্রিগুণ, বৈশ্য—চতুর্গুণ, এবং শূদ্র—পঞ্চগুণ হোমানুকল্প-জপ করিবে।

সিদ্ধগুরুপরম্পরার উপদেশ এই যে:—অভিষিক্ত ও ভক্তি-পুষ্ট ব্রাহ্মণেতর সকলেই দ্বিগুণ জপ দ্বারা হোমানুকল্প পূর্ণ করিতে পারিবে।

'মানস-জপের' ন্যায় মানস-হোমও সূক্ষ্মকর্ম্মী উচ্চাধিকারী সাধকগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 'গুরুপ্রদীপে'—'মানসযোগ' বা 'মানসহোম' অংশে তাহা বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

অভিষিক্ত ও ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট স্ত্রী ও শূদ্রগণেরও হোমাধিকার সম্বন্ধে—'কুলপ্রকাশোদ্ধৃত', 'সারদা ও বারাহি' তন্ত্রের বচনে—এই শিবাদেশ জানিতে পারা যায়। তবে সাধারণ স্ত্রী ও শূদ্র-সাধকও যদি হোমাধিকারী হয়, তাহা হইলেও 'স্বাহা' স্থলে 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে। যথা—

"যদি কামী ভবত্যত্র শূদ্রোঽপি হোম কর্ম্মনি।
বহ্নি জায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ॥"

আবার ভক্তিমতী স্ত্রী-সাধিকাসম্বন্ধে জপ ব্যতীত ঐ সকল কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, 'বীরতন্ত্রে' পরমদয়াল শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

"নিয়মঃ পুরুষেজ্ঞেয়ো ন যোষিৎস্থ কথঞ্চন।
ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনম্।
কেবলং জপমাত্রেন মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাম্॥"

অর্থাৎ এত নিয়ম বিধান কেবল যজ্ঞকর্ম্মপরায়ণ পুরুষ দিগের জন্যই, ভক্তিবিশ্বাস প্রধানা মহিলাদিগের পক্ষে—এ সকল কোন নিয়মই পালন করিতে হইবে না। ন্যাস, ধ্যান ও পূজাবাহুল্যাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই। কেবল ভক্তিযুক্ত অন্তরে 'জপ' করিলেই তাহারা অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

তর্পণ-বিধি—শ্রীভগবান 'কুলার্ণবে' বলিয়াছেন—

"তর্পণন্তু ততঃ কুর্য্যাতীর্থোদৈশ্চন্দ্রমিশ্রিতৈঃ।
জলে দেবং সমাবাহ্য পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ।
সংপূজ্যবিধিবদ্ভক্ত্যা পরিবার সমন্বিতম্।
একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ।
ততো হোম দশাংশেন তর্পয়েৎ পরদেবতাম্॥"

অতঃপর জলে ইষ্ট-দেবতার আবাহন করিয়া, পাদ্যাদি উপহার-যোগে পরিবারগণ-সমন্বিত ইষ্টদেবতার যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে ও এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে। কর্পূর-মিশ্রিত তীর্থোদক দ্বারা হোমের দশাংশ-সংখ্যায় ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। (তর্পণের সঙ্কল্পবাক্য পরে 'গ্রহণ-পুরশ্চরণ'-মধ্যে দেখিয়া লও)।

বৈষ্ণবদিগের অভীষ্টদেবতার তর্পণ-মন্ত্র—আদিতে 'মূল' মন্ত্র যোগ করিয়া, 'অমুক দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ'।

শাক্তদিগের তর্পণ-মন্ত্র—আদিতে 'মূল' মন্ত্র ও 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া 'অমুক দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা'।

অন্য উপাসকদিগের তর্পণে-

'নমঃ' ও 'স্বাহা' মন্ত্র বর্জ্জিত আছে।

পূজাপ্রদীপে—(১১৫ পৃষ্ঠায় ১১ সংখ্যক) তর্পণ মন্ত্রে—"(বীজ) সাঙ্গয়াঃ, সাবরণায়াঃ, সপরিবারায়াঃ, সবাহনায়াঃ, (অমুক) ভৈরব-সহিতায়াঃ শ্রী (অমুকী) দেব্যাঃ (নিজ অভীষ্ট-দেবতার নাম বলিয়া) শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া যথাবিধি এক এক বার তর্পণ করিবে। ইহার পর কর্পূরযুক্ত জলদ্বারা হোমের দশাংশ-সংখ্যক ('পূজাপ্রদীপের' ২৫৯ পৃষ্ঠায়) বিধানে "(বীজ) নমঃ শ্রীমৎ (অমুকী) দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া যথাবিধি তর্পণ করিবে। (গোপাল উপাসকেরা হোমের সমসংখ্যক তর্পণ করিবে।)

তর্পণানুকল্প—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে যে কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবে, পুরশ্চরণের সেই সেই অঙ্গের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ পরিমাণ জপ করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। অতএব কেবল জপ করিয়াও তর্পণ-অঙ্গ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

তর্পণ আবার বাহ্য, মানস ও আন্তরভেদে তিন প্রকার। (১) সকল কার্য্যে সন্তুষ্ট ও স্থিরচিত্ত হইয়া শুদ্ধদেশে উপবেশন-পূর্ব্বক গুরু ও দেবতার সাধারণ ভাবে তর্পণ করাকে—বাহ্যতর্পণ বলে। (২) আত্মাকে তন্ময় (তৎ+ময়) স্মরণ করিয়া সদা পরদেবতাকে মনে মনেই বাহ্য তর্পণের অনুরূপ ভাবে তর্পণ করাকে—মানসতর্পণ বলে। (৩) চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি (হ-ক্ষ-ল) সংঘট্টে শ্রীগুরুপাদুকা মধ্য হইতে যে পরামৃক্ত স্খলিত হয়, তাহা দ্বারা পরদেবতাকে অন্তরেই তর্পণ করাকে—আন্তরতর্পণ বলে।

অভিষেক বিধি—'গৌতমীয়' তন্ত্রে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"নমোঽন্তং মূলমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্।
দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনে ন তু।
অভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধানং তোয়ৈঃ কুম্ভাখ্যমুদ্রয়া॥"

(অভিষেকের সংকল্প-বাক্য "গ্রহণ-পুরশ্চরণ" মধ্যে দেখ)

নিজমস্তকে ইষ্টদেবতার মানস পূজা করিয়া—"ওঁ (বীজ) অমুক দেবতামভিসিঞ্চামি নমঃ" বলিয়া 'কলসমুদ্রা'-সহযোগে তর্পণের দশাংশ-সংখ্যক নিজ মস্তকেই দেবতার অভিষেক করিবে।

শক্তি ভিন্ন অন্য দেবতার পক্ষে—"(বীজ) নমঃ (অমুক) দেবতামহমভিসিঞ্চামি" মন্ত্রে অভিষেক করিবে।

অভিষেকানুকল্প—পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে। হোমাদির ন্যায় অভিষেক-ক্রিয়ার অনুকল্পে দ্বিগুণ জপ করিলেই হইবে। অতএব অভিষেকাঙ্গও জপে জপে সিদ্ধ হইতে পারিবে। ইহার পর 'ব্রাহ্মণভোজন'।

ব্রাহ্মণভোজন—শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

"অত্র ব্রাহ্মণ ভোজনমাবশ্যকমেব।
সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিদ্বান কৃতসংকল্পসিদ্ধয়ে।
বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

পুরশ্চরণের হোম, তর্পণ ও অভিষেকের কার্য্য জপে জপেই পূর্ণ হইতে পারিবে, তাহা শিবোপম গুরুমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ আদেশ চিরদিনই প্রচলিত; কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনরূপ অঙ্গ অবশ্যই পৃথক সম্পন্ন করিতে হইবে। যদিও 'আচার্য্যমতে' বিপ্রভোজনেরও

অনুকল্পরূপে জপ করিবার আদেশ আছে, তথাপি ব্রাহ্মণভোজন-রূপ পুরশ্চরণ-অঙ্গের অনুকল্প জপে বাধা দিবার কারণ এই যে, ইহাদ্বারা জপাদি অন্যান্য সকল অঙ্গেই যদি কোন প্রকার হানি বা অজ্ঞাতে তাহাতে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা হইয়া থাকে, সে সকল ব্রাহ্মণভোজন দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে। (ব্রাহ্মণ ভোজনের সংকল্প-বাক্য "গ্রহণ-পুরশ্চরণ" মধ্যে দেখ)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"তদ্দশাংশেন বিপ্রাংশ্চ কৌলিকানথ ভোজয়েৎ।
ক্ষীরখণ্ডাদ্য ভোজ্যৈশ্চ বহুমান পুরঃসরম্॥"

অতএব কৃতসংকল্প পুরশ্চরণ-কার্য্যের সিদ্ধির জন্য অভি-ষেকের দশাংশ-সংখ্যক বিদ্বান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ অর্থাৎ কৌলসাধনতৎপর দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বা সাধুকেই অতি সমাদরে ক্ষীরাদি মিষ্টান্ন-যোগে সমাদরে ভোজন করাইবে।

শ্রীভগবান 'কুলার্ণবে' বলিয়াছেন—

"দীক্ষাহীনান্ পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে।
স যাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্॥"

অর্থাৎ অদীক্ষিত সাধনক্রিয়াহীন পশুবৎ ব্রাহ্মণদিগকে নিজগৃহে ভোজন করাইলে একবিংশতি নরকভোগ করিতে হয়।

পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণ-ক্রিয়া এইভাবে সাধক ভক্তিযুক্ত অন্তরে সম্পন্ন করিবে।

কুমারীপূজা—পূজা, জপ, পুরশ্চরণ আদি সকল কার্য্যের অন্তিম অনুষ্ঠানমধ্যে 'কুমারীপূজা' একটী বিশেষ অঙ্গ বলিয়া প্রচলিত আছে। এই উপলক্ষে পুনরায় অভীষ্টদেবতার

যথাশক্তি উপচারে পূজাপূর্ব্বক কুমারীপূজা করিতে হয়। ('পূজাপ্রদীপে' কুমারী-পূজাবিধি দেখিয়া লও।)

দক্ষিণান্ত—অনন্তর শ্রীগুরুদেবকে পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া, যথাশক্তি দক্ষিণা-প্রদানে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেনঃ—

"গুরবে দক্ষিণান্দদ্যাদ্ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥
গুরোরভাবে তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ।
তয়োরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ॥"

শ্রীগুরুদেব তুষ্ট হইলেই, সাধকের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। গুরুর অভাবে গুরুপুত্র, তদভাবে গুরুপত্নী, এবং তাঁহারও অভাবে গুরুপ্রতিম ব্যক্তি বা কোনও ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণ বা সাধুকে নিম্নলিখিতভাবে যথাবিধি নিজগুরুর নামে মন্ত্রপূত করিয়া পুরশ্চরণ কার্য্যের দক্ষিণান্ত সমাধা করিয়া অর্পণ করিবে।

দক্ষিণান্ত-মন্ত্র যথা—"ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (অমুকানন্দ নাথ) কৃতৈতৎ শ্রী অমুক দেবতায়া অমুক মন্ত্র পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা তন্মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

অচ্ছিদ্রাবধারণ—"ওঁ কৃতৈতৎ শ্রী অমুক দেবতায়াঃ অমুক মন্ত্র পুরশ্চরণে কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।"

বৈগুণ্যসমাধান—বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রসহ হরিতকী ফল জলে ধরিয়া—

"ওঁ তৎসৎ অদ্য ......(সঙ্কল্প বর্ণিত মাস রাশি আদির উল্লেখ করিয়া) অমুক দেবশর্ম্মা (অমুকানন্দ নাথ) কৃতেঽস্মিন্ পুরশ্চরণকর্ম্মণঃ যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ (অহঞ্চ বিষ্ণু তদ্হৃদি যৎ)।" পরে দশবার "ওঁ বিষ্ণু" এই মন্ত্র জপ করিবে।

অনন্তর সমর্থ হইলে, অনাথ ও ভিক্ষুকদিগকে (দীন জীবশিব বা দরিদ্রনারায়ণ) ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে।

পঞ্চাঙ্গ বা মুখ্য-পুরশ্চরণ এই ভাবেই সম্পন্ন করিতে হয়।

তৃতীয় উল্লাস।

পুরশ্চরণে বিশেষ বিধান,—অর্থাৎ গৌণ বা খণ্ড-পুরশ্চরণ-বিধান—'তন্ত্র' গৌণ বা খণ্ড-পুরশ্চরণান্তর্গত 'গ্রহণ-পুরশ্চরণ' সম্বন্ধেই প্রথমে বলিতেছেন—

"অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
গ্রহণেঽর্কস্যচেন্দোর্ব্বাশুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ॥
নদ্যাংসমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকেস্থিতঃ।
স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥"

সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইলে, তাহার পূর্ব্বেই পরিশুদ্ধ হইয়া ও উপবাসী থাকিয়া, কোন সমুদ্রগামী নদীতে নাভিমাত্র জলে থাকিয়া, গ্রহণের স্পর্শ হইতে বিমুক্তিকাল পর্য্যন্ত একাগ্রমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন—

"যদি নদী দূষিতা অর্থাৎ সেই জলমধ্যে অধিক্ষণ অবস্থান করা সঙ্গত না হয় বা উহাতে মকরাদি জন্তুর কোন ভয়ের কারণ থাকে, তবে যে কোন শুদ্ধজলে স্নান করিয়া, কোন পবিত্র স্থানে বসিয়া গ্রাস হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে জপ করিবে। ইহাতেও নিঃসন্দেহ পুরশ্চরণ ফল লাভ হইবে। নদীহীন দেশেও ঐরূপ যে কোন পুণ্য-সলিলে স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করা যাইতে পারিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে—গ্রহণ কালে সকল জলই গঙ্গাজল-সমতুল্য হয়। অতএব অবগাহন সুবিধা না হইলেও, যে কোনও জলে 'স্নান' বা তদভাবে অথবা অসমর্থে 'মার্জ্জন' কিংবা 'যৌগিক-স্নান' করিয়া গ্রহণ-পুরঃশ্চরণ করা যাইতে পারে।

উপবাসে অসমর্থ পক্ষে—শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"উপবাসা সমর্থেতু তত্রৈব—

অথবান্য প্রকারেণ পৌরশ্চারণিকো বিধিঃ।
চন্দ্র-সূর্যোপরাগে চ স্থিত্বা প্রযতমানসঃ।
স্পর্শনাদি বিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ।
জপাদ্দশাংশতো হোমং তথা হোমাত্তু তর্পণম্।
তর্পণস্যদশাংশেন চাভিষেকং সমাচরেৎ।

অভিষেকদশাংশেন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনং।
এবং কৃত্বাতু মন্ত্রস্য জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা॥"

উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে, চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণ-সময়ে কেবল 'স্নান' করিয়াই, সংযত-চিত্তে স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত একাগ্র-ভক্তির সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। জপের পর সেই জপ সংখ্যার দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। তাহা হইলেও উপবাসে অসমর্থ সাধকের গ্রহণ-পুরশ্চরণ কার্য্যে পরম সিদ্ধি লাভ হইবে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণের অনুরূপ হোমাদিরও ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য যথাবিধি অভিষিক্ত ভক্তিমান ও একাগ্রচিত্ত সাধক হোমাদি কর্ম্মে অসমর্থ হইলে, ইহাতেও কেবল ব্রাহ্মণভোজন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গগুলি জপের দ্বারাই সম্পন্ন করিতে পারিবে।

'পুরশ্চরণপ্রদীপের' প্রথম অংশেই গৌণ বা খণ্ড-পুরশ্চরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে "হোমাদি' অঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে; সাধক তাহা পুনরায় দেখিয়া লও। ইতোপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে— "মহিলা সাধিকাদিগের" হোমাদি কার্য্যের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল জপ দ্বারাই তাহাদের পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে।

গ্রহণ-পুরশ্চরণের সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে (চন্দ্রগ্রহণ সময় বলিবে)-'শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাস্তিথাবারেভ্য রাহুগ্রস্তে নিশাকরে' [সূর্য্যগ্রহণ সময়ে বলিবে]—'কৃষ্ণে পক্ষে অমাবস্যা-

স্তিথাবারেভ্য (প্রতিপদে গ্রহণ আরব্ধ হইলে)—'শুক্লে পক্ষে প্রতিপদি তিথৌ' বলিবে।) রাহুগ্রস্তে দিবাকরে অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (অমুকানন্দনাথ) শ্রীঅমুক দেবতায়াঃ অমুক মন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদি মুক্তিজ্ঞান পর্য্যন্তং অমুক দেবতায়াং অমুক মন্ত্রজপ (রূপ) পুরশ্চরণমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে যথাসম্ভব সত্বর প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গ-ন্যাস, অঙ্গন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিয়াই 'মালা-প্রণাম'পূর্ব্বক মুক্তি পর্য্যন্ত সংখ্যা রাখিতে রাখিতে জপ করিবে। পরে মুক্তি-স্নান করিবে। কোন কোন সিদ্ধ মহাত্মা বলেন—"গ্রহণ আরম্ভ হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই সাধক শুদ্ধ হইয়া, পুরশ্চরণের জন্য আসনে উপবেশন করিবে ও যৌগীক-স্নান, আসনশুদ্ধি, দিগ্বন্ধন আদি সমস্ত প্রাথমিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক জপের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। গ্রহণ আরম্ভ হইবামাত্র সম্মুখস্থিত শুদ্ধ জলে মার্জ্জনা করিয়াই সঙ্কল্প করিবে ও একাগ্র-চিত্তে যথাবিধি সংখ্যাযুক্ত জপ করিতে আরম্ভ করিবে। মুক্তি-কাল পর্য্যন্ত সেই জপে বিরাম দিবে না। * গ্রহণ মোক্ষ হইলে, যথাবিধি জপ সমাপন বিধানে জপ সমর্পণ করিবে। অনন্তর

* মৃতপিতৃক ব্যক্তিরা গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ না করিলে, শাস্ত্রে পাপের আদেশ আছে, কিন্তু তাহা অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষেই, তথাপি অনেকে গ্রহণ-কালে, প্রতিনিধি দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইয়া, নিজে পুরশ্চরণ-কার্য্যে রত হইয়া থাকেন।

গ্রহণকালে জন্মরাশি বা চন্দ্রাদিতে যে, গ্রহণ দর্শন নাই, তাহাও কেবল অদীক্ষিত বা জপপূজাদিবিহীন দীক্ষিত ব্যক্তিরই পক্ষে জানিতে হইবে।

ইষ্টগুরুকে প্রণামাদি করিবে।

গ্রহণকালে অদীক্ষিত-দ্বিজব্যক্তিরও বৈদিক 'গায়ত্রী' জপাদি কিংবা প্রত্যেকেরই ভক্তিভাবে যে কোন দেবতার নাম জপ, স্তবপাঠ বা কীর্ত্তনাদি দ্বারা ধর্ম্মভাবে অবস্থান করিলেও তাহাদের জপ-পুরশ্চরণের আংশিক ফল হইয়া থাকে।

গ্রহণ শেষ হইলে, পূর্ব্বকথিতরূপে ইষ্টগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে মুক্তিস্নান করিবে। যথা—

" উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহোত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডাল যোগত্বং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥"

(এই মন্ত্র সূর্য্যগ্রহণের সময় বলিবে। চন্দ্রগ্রহণের সময়-পূর্ব্বমন্ত্রের 'সূর্য্য' স্থানে 'চন্দ্র' শব্দ বলিবে।)

স্নানকালে সঙ্কল্পবাক্য—যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ত্রিকোটী কুলোদ্ধারণ কামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

গ্রহণ কালে সকল জলই গঙ্গাজল তুল্য হয়, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

গ্রহণের স্পর্শ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত কত সংখ্যক জপ হইল, তাহা মনে করিয়া বা লিখিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া যথাশক্তি উপচারে অভীষ্টদেবতার পূজা করিবে ও গ্রহণকালে জপ-সংখ্যার দশাংশ সংখ্যক হোম করিবে।

হোমের সঙ্কল্পবাক্য—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (বা অমুকানন্দ নাথ) অমুক মন্ত্রেণ একৈকেন সাজ্য বিল্বপত্রেণ (বা 'করবীর আদি পুষ্পেন' বা যে দ্রব্য দিয়া হোম করিতে হইবে, সেই বস্তুর নাম উল্লেখ করিয়া) রাহুগ্রস্ত নিশাকর (বা সূর্য্যগ্রহণ জন্য—রাহুগ্রস্ত দিবাকর) কালীন অমুক মন্ত্র-জপদ্দশাংশ হোমমহং করিষ্যে।"

তর্পণ-সঙ্কল্পবাক্য—উক্ত ভাবেই "বিষ্ণুরোম্ (হইতে) অমুক দেবশর্ম্মা (বা অমুকানন্দ নাথ) রাহুগ্রস্ত 'নিশাকর কালীন' (বা রাহুগ্রস্ত দিবাকর কালীন) অমুক মন্ত্র জপদ্দশাংশ হোম-দশাংশ তর্পণমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পের পর জপাত্মক দেবতাকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া "(বীজ) অমুক দেবতামহং তর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে যথাবিধি তর্পণ করিবে।

অভিষেকের সঙ্কল্পবাক্য—পূর্ব্বোক্ত ভাবেই "বিষ্ণুরোম্ (হইতে) অমুক মন্ত্র জপদ্দশাংশ হোম দশাংশ তর্পণ-দশাংশ অভিষেকমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে নিজ মস্তকে অভিষ্টদেবতার মানসপূজা করিয়া—"(বীজ) অমুক দেবতামহমভিসিঞ্চামি" মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা নিজ মস্তকে জল দিয়া অভিষেক করিবে।

ব্রাহ্মণভোজনের সঙ্কল্পবাক্যও—পূর্ব্ববৎ—"বিষ্ণুরোম্ (হইতে) অমুক মন্ত্র জপদ্দশাংশ হোমদশাংশ তর্পণদশাংশ অভিষেকদশাংশ ব্রাহ্মণভোজনমহং করিষ্যে।" এই রূপ সংকল্প করিয়া পূর্ব্ব অংশে

"পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণ" মধ্যে বর্ণিত মত উপযুক্ত ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। পরে দেবতার পূজা ও গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে।

দক্ষিণান্ত—"বিষ্ণুরোম্ (হইতে) অমুক দেবশর্ম্মা (বা অমুকানন্দ নাথ) কৃতৈতৎ রাহুগ্রস্ত নিশাকর (বা দিবাকর) কালীন অমুক মন্ত্র জপ তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ অভিষেক, তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজনরূপ পুরশ্চরণ কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং গুরুবেহহং সম্প্রদদে।"

ইহার পর পূর্ব্ব কথিত ভাবে (পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণ-মধ্যে বর্ণিত বিধানে)—"অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধানপূর্ব্বক গুরু ও দেবতাকে প্রণাম করিবে।

খণ্ড বা কাল-পুরশ্চরণ:—এই পুরশ্চরণ বিধান যে কেবল নির্দ্দিষ্ট-কালের উপরেই নির্ভর করে, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যথা—

(১) উদয়োদয়—অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় কাল হইতে পর দিবস পুনরায় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত।

(২) উদয়াস্ত—অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত।

(৩) অস্তাস্ত—অর্থাৎ এত দিনের সূর্য্যের অস্তকাল হইতে পর দিনের পুনরায় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত।

(৪) অস্তোদয়—সূর্য্যের অস্ত হইতে পুনরায় তাঁহার উদয়কাল পর্য্যন্ত, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন শুভক্ষণে পূর্ব্বকথিত পুরশ্চরণ-বিধি অনুসারে সংযত ও শুদ্ধ-অন্তরে সংখ্যা রাখিয়া মন্ত্র জপ-রূপ পুরশ্চরণ করিলেও মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ হয়।

এই ভাবে কোন শুভক্ষণে বিশেষ তিথিতে বা বিশেষ

নক্ষত্রের উদয়কালে যথাবিধি জপ করাকে যথাক্রমে—(৫) তিথি-পুরশ্চরণ ও (৬) নক্ষত্র-পুরশ্চরণ বলা হয়।

এইরূপ কোন শুভকালে কোন পক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত পুরশ্চরণ-বিধানানুসারে সংখ্যাযুক্ত জপ করাকে (৭) পক্ষ-পুরশ্চরণ বলে। ইহাতে প্রতিপদে—সহস্র সংখ্যক, দ্বিতীয়ায়—দ্বিসহস্র, তৃতীয়ায়—তিন সহস্র, এই ভাবে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নিত্য এক সহস্র বৃদ্ধি করিতে করিতে জপ করিবে।

এই ভাবেই কোন শুভ মাসের প্রথম দিন হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যথাবিধি পুরশ্চরণ করাকে (৮) মাস-পুরশ্চরণ বলে।

(৯) ঋতু পুরশ্চরণও এই রূপে হইয়া থাকে। শুদ্ধকালে কোন ঋতুর প্রারম্ভে সংক্রান্তি হইতে প্রতিদিন দশ ঘটিকাকাল অর্থাৎ ৪ চারি ঘণ্টা করিয়া গ্রীষ্মাদি কোন ঋতুকাল ব্যাপক জপ করিতে হয়। বসন্তকালে—'পূর্ব্বাহ্নে', গ্রীষ্মে—'মধ্যাহ্নে' বর্ষায়—'অপরাহ্নে', শরতে—'প্রদোষে' অর্থাৎ রজনীমুখ-সায়ংকালে, হেমন্তে—'অর্দ্ধদণ্ড অতীত রাত্রিকালে' এবং শিশির বা শীতকালে—'রাত্রিশেষে' জপ করিবে।

(১০) বার-পুরশ্চরণে—রবিবারে—এক হাজার, সোমবারে—দুই হাজার, মঙ্গলবারে—তিন হাজার এই ভাবে প্রতিদিন এক এক হাজার বৃদ্ধি করিয়া সপ্তম দিবসে ৭ সাত হাজার সংখ্যা পূর্ণ করিয়া জপ করিবে।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ-কালেও যথাবিধি পুরশ্চরণ করাকে

(১১) অয়ন-পুরশ্চরণ বলা হয়।

এই ভাবেই (১২) বর্ষ পুরশ্চরণও হইয়া থাকে। তাহাতে পূর্ণ এক বৎসর ব্যাপক পুরশ্চরণ করিতে হয়।

এই সমুদায় পুরশ্চরণ অধুনা সাধারণতঃ কাল্যাদি শক্তি-বিষয়েই করিতে দেখা যায়। সর্ব্বত্রই জপের শেষ দিনে বা তাহার পর দিনে হোমাদি অন্যান্য অঙ্গ সম্পন্ন করিতে হয়। অধিক সংখ্যক হোমাদি-ক্রিয়া যদি এক দিনে সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়, তবে সেই দিন হইতে নিয়মিতভাবে কার্য্য করিয়া যত শীঘ্র হয় তাহা অবিচ্ছেদে সমাপ্ত করিতে যত্ন করিবে। ইহাদের অনুকল্পরূপ জপাদিও এইভাবে শীঘ্র শেষ করা বিধেয়।

শক্তি আদি মন্ত্র রাত্রিতেও জপ করিয়া পুরশ্চরণ করিবার বিধি আছে, কিন্তু বৈষ্ণব-মন্ত্র-পুরশ্চরণে কেবল চন্দ্রগ্রহণ ব্যতীত রাত্রিতে করিবার বিধি নাই।

সকল পুরশ্চরণেই যথাবিধ মন্ত্রজপের সংখ্যা রাখিয়া পূর্ব্ববর্ণিত বিধি অনুসারে তাহার দশাংশ দশাংশ হিসাবে—হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন করান বিধেয়। অনুকল্প বিষয়েও জপে জপে সমস্ত সম্পন্ন করিয়া, ব্রাহ্মণভোজন ও গুরুদক্ষিণান্তে কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

'মুণ্ডমালা'তন্ত্রে ভক্তবৎসল শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—'হে সুন্দরি', অশক্তকল্পে—কেবল জপে জপেই যে কোন সাধক পুরশ্চরণ হইতে পারে। এমন কি 'ব্রাহ্মণভোজন' অঙ্গের অনুকল্পেও জপদ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারিবে। যথা—

"যদি পূজাস্বশক্তশ্চেৎ দ্রব্যাভাবেন সুন্দরি।
কেবলং জপমাত্রেণ পুরশ্চর্য্যা বিধিয়তে॥"

এই ভাবে যে কোন গৌণ বা খণ্ড পুরশ্চরণ ভক্তিমান সাধকমাত্রেই সম্পন্ন করিয়া মন্ত্রসিদ্ধিদ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারিবে।

ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

উপসংহার।

প্রথমেই বলা হইয়াছে—"মন্ত্র ও মন্ত্রাত্মক বস্তুতে লক্ষ্যস্থির দ্বারা যথার্থ লক্ষ্যভেদের জন্য সাধন-পরিপুষ্টির নামই" পুরশ্চরণ— সুতরাং কোনরূপে বা কায়ক্লেশে একবারমাত্র ইহা সম্পাদন করিলেই যে, সব সিদ্ধ হইয়া গেল, এই রূপ মনে করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। অধুনা যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, পদে পদে সাধন-প্রতিকূলতারূপ অসৎ-সঙ্গ ও বাধাবিঘ্ন যে ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে সাধারণের পক্ষে বিধিমত পুরশ্চরণ করা যেন সহসা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতার ফলে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকের তীব্র আকাঙ্খা থাকিলে, কোন কালে, কিছুরই অভাব হয় না। অসৎকর্ম্মে অথবা অবৈধ-কামাসক্ত নর-নারীর পক্ষে যেমন স্থান, কাল ও অবসরের কোনই অভাব হয় না, সৎকর্ম্মেও ধর্ম্মাসক্ত তীব্র সাধনেচ্ছুরও তেমনই কোন বাধাই তাহার সাধন-বিঘ্ন প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং

যে কোন সাধক অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সাধু ও সন্ন্যাসী নামধারী সকলকেই এই আত্মলক্ষ্যপ্রদ কার্য্যে অবিরত ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য। যতদিন না প্রকৃত লক্ষ্যবস্তুর যথার্থ অনুভব বা সাক্ষাৎকার হয়, ততদিনই মূল যোগাঙ্গের ভিত্তি-স্বরূপ যথার্থ যম-নিয়মাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ এই ক্রমোন্নত ও মানসিকভাবেও যথাযথ আত্মানুসন্ধানের একমাত্র সহায়ক এবং তাহার পরিপুষ্টি কার্য্যে কিছুতেই বিরত হওয়া উচিত নহে। আত্ম-প্রবঞ্চনাপূর্ণ ভ্রান্ত সাধনাভিমান অথবা সাধনা-বিষয়ে কুশিক্ষা বা শিক্ষার অভাবহেতু অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত ক্রিয়াহীন হইয়া কালাতিবাহিত করাও কিছুতেই সঙ্গত নহে।

স্নেহাস্পদ! আলস্য, অবহেলা ও অযত্ন পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণপণে একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধনারত হও। সাধনার প্রকৃত তাৎপর্য্য মনে মনে অনুভব করিতে যত্নবান হও; যথার্থ সাধনসলিলে অবগাহন কর, অব্যাভিচারিণী ভক্তি-যুক্ত হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হও, লোকের স্তুতি-নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া, বা তুচ্ছ লৌকিক স্তুতি-সম্পদের অধীন না হইয়া, কেবল এই শিবোক্ত অভ্রান্ত আত্ম-কর্ম্ম সাধন করিয়া যাও। অবশ্যই শ্রীগুরুকৃপায় যথা সময়ে অপরিসীম ও অবিচ্ছেদ আনন্দ পাইবে। তচ্চরণে সততই প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-বিধান করুন, তোমাদের এই সৎ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। তোমরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হও।

ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

পরিশিষ্ট ও বিবিধতত্ত্ব।

এই **'পরিশিষ্ট'** অংশে পুরশ্চরণের আনুষ্ঠানিক-ক্রিয়ার উপদেশ ব্যতীত "বিবিধতত্ত্ব" মূলক অন্যান্য যে সমুদয় বিষয়ের সন্নিবেশ হইয়াছে, ইহা একখানি "স্বতন্ত্র গ্রন্থ"রূপেই প্রকাশিত হইলে ভাল হইত। তবে সাধনাভিলাষী সকলশ্রেণীর সাধকেরই মনযোগ-সহকারে ইহা জানিবার ও বুঝিবার যোগ্য বলিয়া, "পুরশ্চরণপ্রদীপের" পরিশিষ্টের সহিত ইহা সংযোজিত হইল। ইহা প্রত্যেকেরই অতি যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্তর্গত বিষয়সমূহ কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। আবার বলি—সাধনার্থী পাঠক, এই সকল বিষয় বেশ মনোযোগ-সহকারে বুঝিতে ও সাধন করিতে যত্ন কর, অনেক বিষয়েই শান্তি ও বিশেষ আনন্দ পাইবে।

১। **চাতুর্ম্মাস্য ব্রতবিধান** – পুরশ্চরণের ন্যায় এই 'চাতুর্ম্মাস্য ব্রতও' ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী, সাধু ও সন্ন্যাসী সকলেরই অতি আদরের বস্তু। ইহা সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। 'লৌকিক ও অলৌকিক', 'ভোগ ও মোক্ষ' উভয়ই এই ব্রতানুষ্ঠান-অবলম্বনে লাভ হইয়া থাকে। অতএব এই সর্ব্বোত্তম ব্রতাভিলাষীরা পশ্চাৎবর্ণিত অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তির ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষানুসারেই যথাযথ সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে।

'চাতুর্ম্মাস্য'—এই শব্দ হইতেই সহজে প্রতীত হয় যে, ইহা চারি মাস-কাল ব্যাপী একটী বিশেষ ব্রতানুষ্ঠান। ইহা

অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত আছে। জগতের আদি জ্ঞানী ('শ্রুতি' বলিয়াছেন—ঋষিপ্রসূতং কপিলংযস্তমগ্রেজ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥")

শ্রীমন্মহর্ষি কপিলদেবও ইহার অনুষ্ঠান-কল্পে—যোগী, সাধু, জ্ঞানী ও মোক্ষাভিলাষিগণের পক্ষে বর্ষা ও শরৎ-প্রধান দুইটী ঋতুকালের সমন্বয়ে 'আষাঢ়ী-পৌর্ণমাসী' বা 'গুরু পূর্ণিমা' হইতে 'কার্ত্তিকী-পৌর্ণমাসী' বা 'রাস-পূর্ণিমা' পর্য্যন্ত চারিটী রূপমাস—চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-কাল বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য সামান্য মতভেদও আছে।

কেহ কেহ পূর্ণিমার পূর্ব্বেই 'আষাঢ়ী-শুক্ল-দ্বাদশী' অর্থাৎ 'বিষ্ণুর শয়ন-একাদশীর' পরদিন হইতে ব্রত আরম্ভ করিয়া, কার্ত্তিক মাসের 'শুক্ল-দ্বাদশী'—অর্থাৎ 'বিষ্ণুর উত্থান-একাদশীর' পরদিন পর্য্যন্ত ব্রত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বা আষাঢ় মাসের শেষদিন অর্থাৎ 'কর্কট-সংক্রান্তি' হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষদিন 'বৃশ্চিক-সংক্রান্তি' পর্য্যন্ত ব্রতের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ফল-কথা—তাহাতে মাত্র দুই পাঁচ দিনেরই এদিক ওদিক হইলেও, শ্রাবণ—ভাদ্র—আশ্বিন—কার্ত্তিক, এই চারিটী মাসই মহর্ষি কপিল-প্রবর্ত্তিত আদি চাতুর্ম্মাস্য-কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধুনা সাধারণতঃ গৃহস্থগণই এই প্রাচীন বিধান পালন করিয়া থাকেন।

ভগবান বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যদেব এই মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহা অবশ্য সাধুসমাজেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে।

প্রাচীনকাল হইতে যোগী, সাধু ও সন্ন্যাসিগণ অনেক সময়ে পরিব্রাজক-রূপে তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। তাঁহারা সারা বর্ষটীকে, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এইরূপ তিনটী প্রধানভাবে বিভক্ত করিয়া শীতকালে—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, এবং গ্রীষ্মকালে-হিমপ্রধান দেশে সতত পরিভ্রমণ-ব্যপদেশে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা-সমন্বিত নব নব তীর্থ, সিদ্ধ সাধু-মহাত্মগণের কত পূত আশ্রম ও তপোভূমি আদি পরিদর্শন-পূর্ব্বক সৎসঙ্গে স্ব স্ব সাধন-ভজন করিতে করিতে আত্মোন্নতি করিতেন। কিন্তু বর্ষাকালে—সর্ব্বত্র নদী-নালা, পথ-ঘাট পর্য্যটনের পক্ষে অবিরোধ না থাকায়—বর্ষা-ঋতুতে কোন এক শান্তিপ্রদ, স্বাস্থ্যকর ও ভিক্ষার অনুকূল স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বিশেষ কোন সাধন-ভজনে, পঠন-পাঠনে বা যোগ-ব্রতাদির শিক্ষা ও অনুষ্ঠান-কল্পে অতিবাহিত করিতেন। তাহাই তাঁহাদের বর্ষাবাস বা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানুষ্ঠানমাত্র।

অনেকেই সেই সময় স্ব স্ব গুরুর আশ্রমে উপনীত হইয়া, পূর্ব্বসংগৃহীত বা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যোপকরণে শ্রীগুরু-পূজাপূর্ব্বক গুরুদেবের সেবায় নিরত থাকিতেন ও তদুপদিষ্ট নব নব সাধন-ক্রিয়াযোগে আত্মোন্নতি বিধান করিতেন। সেই কারণ 'চাতুর্ম্মাস্যারম্ভসময়ে'—গুরুপূর্ণিমায় সর্ব্বত্র 'গুরুপূজার' এত আদর!

শ্রীভগবান বুদ্ধদেব দেখিলেন—যে, সকল পরিব্রাজকের পক্ষে 'বর্ষাবাস'—কার্ত্তিক-পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত পালন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আশ্বিন-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হইলেই, যথেষ্ট

হইতে পারে। কারণ কার্ত্তিক মাসে সাধারণতঃ তেমন প্রবল বর্ষার আর প্রভাব থাকে না। বুদ্ধদেবের আদেশে সেই সময় হইতেই এই প্রথা প্রচলিত হইল। ভারতের ভিক্ষু ও ব্রহ্মচারী-সম্প্রদায় এই প্রথাই তখন হইতে পালন করিতে লাগিলেন। এখনও বৌদ্ধ-ভিক্ষুসমাজ এই নিয়মই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাসই 'বর্ষাবাস' বা 'চাতুর্ম্মাস্য'-ব্রত করিয়া থাকেন।

অনন্তর শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব সনাতন-সন্ন্যাসআশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এই চাতুর্ম্মাস্যকাল আরও সংক্ষেপ করিয়া পক্ষান্তমাস হিসাবে, চারিমাসের পরিবর্ত্তে চারিপক্ষ বা দুইমাসে অর্থাৎ কেবল বর্ষার প্রাবল্য-কালেই—'শ্রাবণ ও ভাদ্র' মাসেই 'বর্ষাবাস বা চাতুর্ম্মাস্য'রূপ ব্রতানুষ্ঠানের প্রশস্তকাল নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি দণ্ডী-সন্ন্যাসী আদি সনাতন-সাধুসমাজে তাহাই অবিরোধে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভীষণ প্রতিকূল কালধর্ম্মানুসারে এই পবিত্র ও আত্মোন্নতিকর চাতুর্ম্মাস্যধর্ম্মকার্য্য বর্ত্তমান সাধুসমাজে অধুনা যেন এক-প্রকার অভিনয়মাত্রেই পরিণত হইয়াছে! অনেকস্থলে—কেবল ভোজন বা ভিক্ষাপারিপাটা, ভোগানন্দ, পরচর্চ্চা, হিংসাদ্বেষ, কলহ ও আত্মক্ষয়কর অধর্ম্মানুষ্ঠানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক গৃহস্থ-গুরুশ্রেণীর মধ্যে আজকাল অনেকে আবার কেবল 'তুলা-সংক্রান্তি' হইতে 'বৃশ্চিক-সংক্রান্তি' পর্য্যন্ত

একমাসকাল সংক্ষিপ্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল বলিয়াও উল্লেখ করেন। তবে ইহা সম্পূর্ণ অসমর্থপক্ষে তপঃক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। এই 'চাতুর্ম্মাস্যব্রত' অকালেও অর্থাৎ কালশুদ্ধ না হইলেও, করিতে পারা যায়।

শাস্ত্রে এই চাতুর্ম্মাস্যব্রতের সকাম ও নিষ্কামভেদে বিভিন্ন-রূপ নানা ফল-প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। সাধনার্থীর অবগতির জন্য তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

১। এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে যোগাদি উন্নত-সাধনার অভ্যাসে বা সাধনাসহ প্রকৃত জ্ঞানালোচনায় যে কোন যোগসিদ্ধি ও মুক্তিলাভ হয়। ইহাই এই ব্রতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মুমুক্ষু ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, সাধু, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীরাই শুদ্ধান্তঃকরণে এই রূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

এই ব্রতোপলক্ষে বিভিন্ন দ্রব্যাদির ত্যাগে নিম্নলিখিতরূপ বিভিন্ন ফল-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা—

২। পক্বান্নত্যাগে—দেহ, মন 'পাপহীন' হয়।

৩। দুগ্ধ, তক্র ও দধিত্যাগে—'গোলোকপ্রাপ্তি' রূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়।

৪। দেবমূর্ত্তি উপলেপন ও মার্জ্জনাদি দ্বারা সতত দেবতার মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখিলে—বিষ্ণু আদি সেই 'দেবলোকে বাসের' উপযোগী পুণ্যলাভ হয়।

৫। পত্রে ভোজন করিলে—'কুরুক্ষেত্রতীর্থ-বাসের' ফল-লাভ হয়।

৬। প্রস্তর-পাত্রে ভোজন করিলে—সতত 'প্রয়াগ-স্নান'-

জনিত ফল হইয়া থাকে।

৭। নখ-লোমাদি ধারণে—মুক্তিপ্রদ 'নিত্য গঙ্গাস্নানের' ফল-প্রাপ্তি হয়।

৮। বিষ্ণুপাদ-বন্দনে—'গোদানজ পুণ্য' লাভ হয়।

৯। ভূমিতে শয়ন করিলে—'বিষ্ণুর অনুচর' হইবার পুণ্য সঞ্চয় হয়।

১০। ভূমিতে ভোজনে—'রাজত্ব-লাভ' হয়।

১১। মৌনী হইলে—'বাক্‌সিদ্ধি' হয়।

১২। 'নমোনারায়ণায়' মন্ত্র-জপে—'অনশন-ব্রতের ফল-স্বরূপ পুণ্য সঞ্চয়' হয়।

১৩। এক দিন অন্তর এক দিন ভোজনে—'বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির অনুকূল পুণ্য' লাভ হয়।

১৪। মধু-মাংসাদি বর্জ্জনে—মানব ঋষির ন্যায় 'যোগী, জ্ঞানী ও আধিব্যাধিহীন' এবং 'তেজস্বী' হইয়া থাকে।

১৫। তৈলবর্জ্জনে—'সৌন্দর্য্য'।

১৬। কটুতৈল ত্যাগে—'শত্রুনাশ'।

১৭। স্থালীপাক (হাঁড়ীর রান্না) অন্ন আদি ত্যাগে—'বংশ-বৃদ্ধি'।

১৮। গুড়ত্যাগে—'স্বরের মধুরতা'।

১৯। তাম্বুলত্যাগে—'বহুভোগ্য' লাভ।

২০। ঘৃতত্যাগে—'লাবণ্য'।

২১। ফলত্যাগে—'বুদ্ধিলাভ'।

২২। শাক-পত্রাদি ত্যাগে—'বহু পুত্র লাভ' হয়।

২৩। সর্ব্ববিধ দাল বা ডাল ত্যাগে, বিশেষ মাষকলাই

বা বিউলিদাল ত্যাগে—'রোগহীন' হয় ও 'সত্ত্বগুণ বৰ্দ্ধিত' হয়।

২৪। অন্নত্যাগে—'সন্তান দীর্ঘজিবী' হয়।

২৫। মাংসাদি আমিষ-বর্জ্জনে—'কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল' লাভ হয়।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানুষ্ঠানে বিধি-নিষেধ—এই ব্রত অবলম্বন-কালে, নিত্য প্রাতঃস্নান করিতে হয়। বেশ শুদ্ধ অন্তঃকরণে পবিত্রভাবে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া, যথাবিধি নিত্যকর্ম্ম করিতে হয়। শ্বেতসিম, বর্ব্বটী, কলম্বীশাক, ডুমুর, কতবেল, এতদ্ব্যতীত কাহারও কাহারও মতে পটল ও লেবুও খাইতে নাই।

এই ব্রত আরম্ভের দিনে—যথাবিধি নিত্যকর্ম্ম সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীগুরুপূজা ও অভীষ্টদেবতার যথাবিধি পূজা করিবে, পরে গুরুদেব বা তৎস্থলাভিষিক্ত পূজ্যজনের অভাবে মনে-মনেই ইষ্ট-গুরুর আদেশ গ্রহণ করিবে। অনন্তর এই ব্রতের নিম্নলিখিতরূপ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম তৎসৎ অদ্য আষাঢ়েমাসি শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ (অথবা 'দ্বাদশ্যাং তিথৌ', কিম্বা 'অমুক তিথৌ' দক্ষিণায়ন সংক্রান্ত্যাং) আরভ্য চতুর্ম্মাসং-যাবৎ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা (বা অমুকানন্দ নাথ) মোক্ষপ্রাপ্তি-কামঃ (অথবা—'বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি', কিম্বা পূর্ব্ব কথিত যে কোন অভিলষিত 'ফলপ্রাপ্তি-কামো' বলিয়া) চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমহং করিষ্যে।"

পরে 'সঙ্কল্পসূক্ত' (পূজাপ্রদীপে—১৯৯ পৃষ্ঠায় দেখ) পাঠান্তে

শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

"ওঁ ইদং ব্রতং ময়াদেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব কেশব॥
গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতেদেব যদ্যপূর্ণেস্বহংম্রিয়ে।
তন্মেভবতু সম্পূর্ণং তৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥"

অতঃপর বেশ সংযত-অন্তরে প্রত্যহ নিয়মিত ইষ্ট-গুরুর চিন্তাসহ যথাযথ ভাবে ব্রতপালনে রত হইবে।

ব্রত-সমাপন দিবসে যথাবিধি শ্রীগুরু ও ইষ্ট-পূজান্তে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ও নারায়ণের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া, কৃতাঞ্জলি ভাবে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ ইদং ব্রতং ময়াদেব তব প্রীত্যৈ কৃতং প্রভো।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু তৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥"

অনন্তর 'পুরশ্চরণ-বিধি'মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত-ভাবে দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, এবং গুরু, সাধু, ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

যোগিরোগ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিধান—যোগাভ্যাসের অনিয়মে অর্থাৎ অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশের অভাবে যে কোন অনভিজ্ঞ বা কেবল 'পুথীপড়া' গুরুর উপদেশে বা নিজেই কোন যোগ-গ্রন্থাদি দেখিয়া, যাহারা যোগাভ্যাস করে, তাহারা প্রমাদ-বশতঃ প্রায়ই বধিরতা, জড়তা, স্মৃতিলোপ, মূকত্ব, অন্ধতা ও জ্বরাদি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই যোগশাস্ত্রে তাহার প্রতিকার-কল্পে উপদেশ আছে যে—

"প্রমাদাৎ যোগিনোদোষা যদ্যেতে চ স্যুশ্চিকিৎসিতাঃ।

তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনা তন্নিরোধমে ॥ ১
বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরশ্চ জায়তে সন্থস্তদ্বদ্ জ্ঞানযোগিনঃ ॥ ২
স্নিগ্ধাং যবাগূং নাত্যুষ্ণাং চিত্তে তত্রৈব ধারয়েৎ।
তাবদ্ গুল্ম প্রশান্ত্যর্থমুদাবর্ত্তে তথাবিধে ॥ ৩
যবাগূং চাপি পবনে বায়ুগ্রস্ত্যোপরিক্ষিপেৎ।
তদ্বৎ কফে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ ॥ ৪
বিঘাতে বদসো বাচং বাধির্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে।
যস্মিন্ যস্মিন্ যদা দেশে তস্মিংস্তদুপকারকং।
ধারয়েৎ ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে বিদাহিনী ॥ ৫
কাষ্ঠং শিরসিসংস্থাপ্য তথা কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ।
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যো যোগিনস্তেন জায়তে ॥ ৬
অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনং প্রবিশেৎ যদি।
বাগগ্নিধারণাচৈনং দেহসংস্থং বিনির্দ্দহেৎ ॥ ৭
এবং সর্ব্বাত্মনা কার্য্যা রক্ষা যোগদিবানিশং।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষানাং শরীরং সাধনং যতঃ ॥ ৮”

অবৈধ যোগক্রিয়ার ফলে অজ্ঞান যোগাভিলাষিগণের উক্ত-রূপ নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে।

(১) গুল্মরোগ—অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকার ঘটিত রোগ-বিশেষ উৎপন্ন হয়। সে কারণ পেট-ফাঁপে, কষ্টকর ঢেঁকুর বা হিক্কা, শ্বাস-কষ্ট, ও শ্বাসপ্রশ্বাসে উচ্চ-শব্দ, স্বরভঙ্গ, মূত্ররোধ হইয়া থাকে; হয় ত বাক্‌রোধও হয়, পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত যেন একটা গোলার ন্যায় পদার্থ উঠিতেছে, এইরূপ

অনুভব হয়। এমন অবস্থায় স্নিগ্ধকর যবাগূ (বা অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ যবমণ্ড) যেন ঈষৎ উষ্ণ রহিয়াছে, ইহাই চিত্তে ধারণা করিলে বা মনে মনে কিছুক্ষণ নিত্য চিন্তা করিলে, সর্ব্ববিধ 'গুল্মরোগ' শান্তি হইয়া থাকে।

(২) কুপিতবাতে—অর্থাৎ অনিয়মিত যোগক্রিয়ার ফলে, শারীরিক তাড়িতের অপচয় হেতু, দেহের পোষণ-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে, জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তখন এই রোগ উৎপন্ন হয়। সে কারণ দেহের সন্ধিগুলি বা গ্রন্থি ও পেশীচয় আক্রান্ত হয়। এরূপ অবস্থায়—পবনে বা প্রাণবায়ুতে যবাগূ (বা অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ যবমণ্ড) ক্ষেপণ করিলে, অর্থাৎ উক্ত যবাগূর চিন্তা বা মনে মনে উহার ধারণাসহ প্রাণায়াম পূর্ব্বক (ভস্ত্রিকা বা শীতলী প্রাণায়াম সহযোগে) * বায়ুগ্রস্থ স্থানের উপর যেন নিক্ষেপ করিতেছি, এই রূপ ভাবনা করিবে। তাহা হইলেই এই রোগের শান্তি হইবে।

(৩) কফ কুপিত হইলে—মনস্থির করিয়া মনে মনে মহাশৈল ধারণা বা চিন্তা করিবে।

(৪) বাক্যের জড়তায়—জিহ্বার উপর উক্তরূপ 'মহাশৈলের' ধারণা বা চিন্তা করিবে।

(৫) বধিরতা জন্মিলে—শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে উক্তরূপেই 'মহাশৈল' ধারণা করিবে।

এই রূপ ভাবে দেহের যে যে অংশেই অবৈধ যোগক্রিয়া-

* (তৃতীয় সংস্করণ) 'সাধনপ্রদীপের' ১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

জাত যে কোনও রোগ-লক্ষণ প্রতীত হইবে, তখন সেই সেই স্থানেই তজ্জাতীয় উপকারক কোন দ্রব্য ভক্তি-বিশ্বাসযুক্ত হইয়া চিন্তা করিলে, অর্থাৎ উষ্ণভাববোধক অবস্থায় শীতল-দ্রব্য এবং শৈত্যে উষ্ণ-বস্তুর ধারণা করিলেই, সেই সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

(৬) লুপ্তস্মৃতি—এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-ফলক ভ্রূদ্বয়ের উপরে, কপালের ঠিক মাঝখানে ('গীতা প্রদীপে' ১২৫ পৃষ্ঠায় চিত্রস্থিত 'ক' চিহ্নিত স্থানে) রাখিয়া অপর এক খানি ঐরূপ কাষ্ঠের দ্বারা ধীরে ধীরে আঘাত করিলে, বিকৃত ক্রিয়াজাত যোগীর লুপ্ত-স্মৃতি পুনর্লাভ হয়।

(৭) যদি সত্বগুণযুক্ত অথচ দুর্ব্বল-হৃদয় কোন যোগীর দেহমধ্যে কোনরূপ অমানুষিক ভাব অর্থাৎ মনুষ্যাতিরিক্ত সূক্ষ্মযোনিজ অপদেবতা-প্রভাব প্রবিষ্ট হয়, তবে মনে মনে ইষ্ট-মন্ত্র চিন্তাসহ নিজ জিহ্বার উপর অগ্নির (বা অগ্নিবীজ রং) ধারণা বা ভাবনা করিলে, দেহস্থিত সেই অপদেবতা-প্রভাব শীঘ্র বিদূরিত হইয়া থাকে।

যোগিগণ যখন যেমন শারীরিক বা মানসিক বিকার অনুভব করিবে, তখন এই প্রকারে তাহার অবশ্য অবশ্য প্রতিকার করিয়া লইবে। কারণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সম্পত্তি লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে দেহ-মন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বাস্তবিক উক্তরূপ যোগবিঘ্ন-নিবারণ করিতে আর অন্য কোন উপায় নাই।

যোগাভিলাষীর পানীয় কল্পঃ—

"ন সম্মত্তিক্রিয়া যস্য ভেষজং ন চ বিদ্যতে।
সর্ব্বরোগ বিনাশায় নিশান্তে স পয়ঃ পিবেৎ ॥
অষ্টসঃ প্রসৃতিনষ্টৌ রবাবন্থুদিনে পিবেৎ।
বাতপিত্ত কফান্ হত্বা জীবেৎ বর্ষশতং সুখী ॥
প্রসৃতি যুগলমাত্রং প্রাতরুত্থায় নিত্যং।
পিবতি খলু নরো যো নাসারন্ধ্রেন বারি ॥
স ভবতি মতি পূর্ণশ্চক্ষুষাতার্ক্ষ্যতুল্যো।
বলিপলিতবিহীনঃ সর্ব্বরোগৈর্বিমুক্তঃ ॥"

যাহার কোন অর্থ সামর্থ্য নাই, কোন প্রকার ঔষধাদিও যাহার নিকট বিদ্যমান নাই, সে ব্যক্তি নিত্য নিশান্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে কেবল জলপান করিলেই সর্ব্বরোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। এই কারণ প্রতিদিন ভোরে নিজ করের আট কোষা পরিমাণ (মোট প্রায় আধ সের আন্দাজ) বা আট ঢোঁক জলপান করিলে, বাত, পিত্ত ও কফ প্রশমিত হইয়া, শতবর্ষকাল পরমানন্দে জীবনধারণ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ দুই কর-কোষ পরিমিত জল প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা ধীরে ধীরে পান করিলে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও দৃষ্টি গরুড়ের ন্যায় প্রখর হয় এবং বলিপলিত-বিহীন ও সর্ব্বরোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারা যায়। এইরূপ নাসাপান বা নাসারন্ধ্র দ্বারা জলপান কালে, নিশ্বাস সহযোগে জল উপরে আকর্ষণ করিতে নাই। তাহাতে মস্তিষ্কের নিম্নে উৎকট আঘাত লাগিয়া, কিয়ৎক্ষণ যন্ত্রণা বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং জল কোন পাত্রে বা করকোষে লইয়া সামান্য উর্দ্ধমুখ হইয়া,

কতকটা নাসিকামধ্যে ঢালিয়া দিবার ন্যায় ভাবে রাখিলেই, সহজে নাসিকাপথ দিয়া সেই জল গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তখন জলপানের উদ্দেশে ঢোক গিলিবে। তাহা হইলে কোনরূপ কষ্ট হইবে না, বেশ সহজে জলপান করা যাইবে। অবশ্য একেবারে অধিক জল এই ভাবে প্রথম প্রথম পান করা সম্ভব হইবে না, তবে ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা সহজে ক্রমে অধিক জলও পান করা যাইতে পারে। এই সহজ ক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধেরও দৃষ্টি-শক্তি এত অধিক বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছে যে, অল্প দিনের মধ্যেই অতি ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষরও পড়িতে আর তাহার চশমার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা দ্বারা চক্ষের ছানিতেও বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। তবে এই সঙ্গে অন্যান্য বাহ্যক্রিয়া ও ঔষধ প্রয়োগে আরও শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। পরে সে সকল বিষয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে দেখিয়া বিশ্বাস সহ কার্য্য করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও কতিপয় সহজ-সাধ্য প্রাকৃতিক-ভাবে রোগ শান্তির যৌগিক সিদ্ধ বিধিও নিম্নে বর্ণিত হইতেছে যথা—

শিরঃপীড়া বা মাথাঘোরার অসুখ হইলে—কিয়ৎক্ষণ সহস্রার মধ্যে 'শ্রীগুরুপাদুকাকমল' চিন্তা করিলে, ('পূজাপ্রদীপে'—২২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুরুপাদুকাপঞ্চক-স্তোত্র' দেখ) অথবা মস্তকের ব্রহ্মতালুর মধ্যে একটী প্রস্ফুটিত শ্বেত-কমল বা শারদীয় পূর্ণ-চন্দ্র-চিন্তা করিলে, অচিরকাল মধ্যে মস্তকের সকল যন্ত্রণা দূর হইবে। অবিরত ভাবে নিত্য কিছুক্ষণ ধরিয়া এই রূপ চিন্তাসহ "শ্রীগুরু-

পাতুকা মন্ত্র” বা ‘ইষ্ট-মন্ত্র’ জপ করিলে ভীষণ কুষ্ঠরোগও আরোগ্য হইয়া আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

আধকপালে মাথাধরা—পূর্ব্বকথিত বিধির ন্যায় আধকপালে মাথাধরাতে নিম্নলিখিত বিধানে কার্য্য করিলে, অতি সহজে শান্তি পাওয়া যায়। যখন কপালের অর্দ্ধেক অংশ বা মস্তক পর্য্যন্ত দপ্ দপ্, ঝন্ ঝন্ করে, হয় ত সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যত বেলা হয়, বেদনাও তত বৃদ্ধি হয়, ততই যন্ত্রণা বাড়িতে থাকে ; আবার সূর্য্যাস্তের সময় ক্রমে সে যাতনা কমিয়া যায়, এই রূপ যে কোন আধকপালে রোগে—যে দিকের কপালে পীড়া হইবে, সেই দিকের হাতের কনুই’এর উপর বাহুতে কাপড়ের পাড় বা কোন নরম সুতলী দড়ি দিয়া এমন করিয়া কশিয়া বাঁধিয়া দিবে, যাহাতে বাঁধনের জন্য হাতে বেশ একটু বেদনা অনুভব হয়, সে বাঁধন হয় ত অসহ্য বোধও হইবে, কিন্তু ৫।৭ মিনিটের মধ্যে আশ্চর্য্য ভাবে সেই মাথাধরা সারিয়া যাইবে, তাহার পর সেই বাঁধন খুলিয়া দিবে।

দুইকপালে মাথাধরা হইলে—দুই হাতের বাহুতেই পূর্ব্ববৎ কঠিনভাবে বাঁধিলে তৎক্ষণাৎ সারিয়া যাইবে। পরে সে বাঁধন খুলিয়া দিবে।

পরদিন যদি পুনরায় সেইরূপ মাথা ধরে, তবে ঐ ভাবেই বাহুতে বাঁধন ত দিবেই অধিকন্তু পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত “৬। স্বরোদয়-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট গুপ্ত ও পরীক্ষাসিদ্ধ স্বাস্থ্যবিধান” অনুসারে ক্রিয়া প্রতিও লক্ষ্য করিবে যে,—পূর্ব্বদিন মাথাধরার সময় কোন্ নাসিকায় শ্বাস বহিয়াছিল, সেইদিনও যদি সেই নাসিকা-

তেই শ্বাস-বহনকালে মাথা ধরে, তবে সেই নাসিকারন্ধ্র তখনই বন্ধ করিয়া দিবে। (শ্বাস-বন্ধের বিধান পরে দেখিয়া লও।)

বিনা ঔষধে সর্ব্ববিধ রোগশান্তি—

(ক) নিত্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিজের সম্মুখে অতি উজ্জ্বল পীতবর্ণ আলোক জ্যোতির চিন্তা করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বরোগ দূর হইয়া দেহ বলিপলিত বিহীন হয়।

(খ) এতদ্ব্যতীত নিত্য অর্দ্ধঘণ্টাকাল 'ত্রিতয়' আসনোপরি ('সাধনপ্রদীপাদিতে' আসনাংশ দেখ) পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, দন্তমূলে জিহ্বাগ্রদ্বারা চাপিয়া ধরিবে। মনে মনে ইষ্টগুরুর চিন্তা করিবে ও তচ্চরণে নিজ ব্যাধি-শান্তির জন্য কাতরে প্রার্থনা করিবে।

(গ) নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হৃদয়কমলে নিয়মিতভাবে সন্ধ্যায় বর্ণিত প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নের গায়ত্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিলে—বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বে গুরুনির্দ্দিষ্ট প্রাণায়াম-সহযোগে ত্রিসন্ধ্যাতেই, পূরকে—নাভির পিছনে মেরুদণ্ডমধ্যে—মণিপুরচক্রের উপর একটী রক্ত-কমল বা রক্তবর্ণ ব্রহ্মাকে; কুম্ভকে—হৃদয় বা অনাহতচক্রের উপর একটী নীলকমল বা নীলকান্তমণিসদৃশ বিষ্ণুকে, এবং রেচকে—কপালের পিছনে মস্তিষ্কের আধাররূপ আজ্ঞাচক্রের মধ্যে একটী শ্বেতকমল বা শিবের চিন্তা করিবে। ইহাদ্বারাও দেহ মন পবিত্র ও সুস্থ থাকে। ('সন্ধ্যারহস্য' বা 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' দেখ।)

দৃষ্টিশক্তি-রক্ষার জন্য—(১) প্রত্যহ প্রাতে মুখ ধুইবার

সময় মুখের মধ্যে জল খুব পূর্ণ করিয়া লইবে ও চক্ষুদ্বয় বেশ খুলিয়া ধীরে ধীরে (২১) একুশ বার চক্ষের মধ্যে জলের ঝাপটা দিবে। যাহাতে চক্ষু দুইটীর সহিত ভ্রূর মধ্যদেশেও বেশ জলের ঝাপটা লাগে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। পরে মুখের সেই জল 'কুলকুচা' করিয়া ফেলিয়া দিবে ও তাহার পর যত বার ইচ্ছা মুখ ধোও, দাঁতন কর, জিহ্বা পরিষ্কারাদি কর, কিন্তু নিত্য প্রথমেই উক্তরূপে একুশ বার চক্ষু ধুইতে কখনও ভুলিবে না।

প্রত্যহ প্রাতে হাত মুখ ধুইবার সময় শীতল জল দ্বারা গ্রীবাদেশ, কর্ণদ্বয়ের চতুর্দ্দিক, মুখমণ্ডল, ললাট, হাত, বগল, কনুই ও জানুদ্বয় দুই তিন বার সামান্যভাবে ধৌত করিবে, ভিজা হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা নাভি, নাসারন্ধ্র, বৃদ্ধ অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণবিবর, তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু ও মেরুসন্ধি স্পর্শ করিবে। ইহাতে দেহস্থ বায়ুর বিকৃতিজাত সকল রোগই দূর হয় ও শরীর স্নিগ্ধ হয়। অবশ্য জ্বরাদি শারীরিক অসুস্থাবস্থায় এ বিধি নিষিদ্ধ।

(২) প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে পদদ্বয়ের দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের কোণে এক এক বিন্দু তৈল দিবে। ইহাতেও চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

(৩) যোগ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

"শর্য্যাতিঞ্চ সুকণ্যাঞ্চ চ্যবনং সত্বরমশ্বিদং।
ভোজনান্তে স্মরেদ্যস্তু তস্য চক্ষুঃ প্রসীদতি॥"

অনেন মন্ত্রেনাভিমন্ত্রিতং জলং ক্ষিপেৎ চক্ষুষোঃ সপ্তবারং।
ভোজনান্তে এযভাবি নেত্রব্যাধি প্রতিষেকশ্চোত্তমঃ।

ভোজনের পর মুখ ধুইবার সময় প্রথমেই উক্ত মন্ত্রের "শর্য্যাতিঞ্চ হইতে প্রসীদতি" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক জল অভিমন্ত্রিত করিয়া চক্ষুর মধ্যে (৭) সাত বার জলের ঝাপ্টা দিবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতেও কখনও চক্ষুর পীড়া ত হইবেই না অধিকন্তু ইহাদ্বারা ব্যাধিগ্রস্তচক্ষুও ক্রমে আরোগ্যলাভ করে।

যদি মন্ত্র-পাঠ করিবার অসুবিধা হয়, অর্থাৎ নিরক্ষর ব্যক্তিও যাহারা মন্ত্র মুখস্থ করিতে পারে না, তাহারা যদি বিনামন্ত্রেই চক্ষে উক্তরূপে জল নিক্ষেপ করে, তাহাতেও বিশেষ ফল দেখা গিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত নিত্য নাসা-পানাদিও এই ভাবে করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

দন্ত সুদৃঢ় রাখিবার উপায়—

(১) মল-মূত্র ত্যাগ কালে, দন্তে দন্তে মিলাইয়া বেশ সজোরে চাপিয়া রাখিবে ও জিহ্বাগ্রদ্বারা ভিতর হইতে দন্তের উপর চাপ দিবে। মলমূত্র ত্যাগ কালে, মুখ হইতে 'থুথু' ফেলিবে না।

(২) প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুখে কথা বলিবে না, মলমূত্রাদি ত্যাগান্তে মুখ প্রক্ষালন করিয়া পরে কথা বলিবে। ইহা দ্বারা মুখে কোন ব্রণাদি ও দন্তের পীড়াও হয় না।

অর্শাদি রোগঃ—গুহ্যশূল, ভগন্দর ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর বিকৃতিজাত রোগসমূহের প্রতিষেধক ক্রিয়াবিধি এই যে— নিত্য জলশৌচ করিবার সময় 'অশ্বিনী-মুদ্রাদি' দ্বারা অর্থাৎ তর্জ্জনী অঙ্গুলী তিনবার গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ধৌত করিবে। (সুবিধা হইলে সে সময় অঙ্গুলী-মুখে সামান্য তৈল লাগাইয়া

লওয়া যাইতে পারে।)

মেহাদিরোগ না জন্মিবার উপায়ঃ—প্রত্যেকবার মূত্র-ত্যাগের পর লিঙ্গমূল ও লিঙ্গাচ্ছাদক চর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের পক্ষে যোনিদেশ জলদ্বারা ধৌত করিলে—মেহাদি রোগ হইতে পারে না, হইলেও শীঘ্র আরোগ্য হয়। মেহরোগে নিত্য লিঙ্গাচ্ছাদক চর্ম্মের উপর, স্ত্রীর পক্ষে যোনিদেশে অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিটকাল ধীরে ধীরে শীতল জলের ধারা ঢালিবে ও জল দিয়া ধৌত করিবে, তাহা হইলে অতি-শীঘ্র সকল রোগসহ মেহব্যাধি দূর হইবে।

ইহাদ্বারা শরীরের শান্তি হয়; দেহ স্নিগ্ধ ও বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। প্রস্রাবান্তে লিঙ্গ ও যোনি ধৌত করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, সাধু ও সন্ন্যাসী আদি সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য ঃ—তিন চারি বার শীতল-জলদ্বারা গুহ্যসিক্ত করিবে ও দুই তিন বার পেট ভরিয়া জল পান করিবে। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাও ভাল, অভাবে জল পান করিবে।

উদরপীড়া, অজীর্ণ, অতিসার ও উদরাময়ঃ—

(ক) মলত্যাগের বেগ হউক বা নাই হউক, দুই বেলা পায়খানায় যাইয়া জলশৌচ করিয়া আসিলে, কুপিত মলের জন্য সকল প্রকার উদরপীড়ার শান্তি হয়। মলত্যাগ কালে—কোঁথ দিবে না, পেটের সম্মুখভাগ ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিবে বা আঁত মারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মলদ্বার আকুঞ্চন ও শিথিল করিবে। নিত্য

ত্রিশবার এইরূপ করিলেও উদর রোগের যথেষ্ট শান্তি হয়।

(খ) প্রত্যহ দুই বেলা কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া একাগ্রভাবে নাভির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নাভির পিছনে একটী প্রস্ফুটিত রক্তকমল মনে মনে চিন্তা করিবে। অভ্যাস থাকিলে 'কামিনী-ধ্যান' (পূজাপ্রদীপে ১৮৫ পৃষ্ঠা দেখ) করিবে। তাহা হইলে জঠরাগ্নি ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হইয়া 'অগ্নিমান্দ্য,' দুরারোগ্য অজীর্ণ * ও উৎকট অতিসারাদি সমস্তই অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া যাইবে। (অভ্যাস থাকিলে, এই সময় কুম্ভক করিয়া নাভিদেশে সাধ্যমত বায়ু ধারণ করিবে।)

প্লীহাদি উদর-রোগে ক্রিয়াবিধি—প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর সেই শয্যায় শয়ন করিয়াই ৪।৫ মিনিটকাল নিজ হস্তপদ সঙ্কোচ করিয়া (অর্থাৎ টান্ টান্ করিয়া খুব গুটাইয়া পুনরায় হস্তপদ শিথিল করিয়া (বা ছাড়িয়া আলগা করিয়া) দিবে এবং এপাশ ওপাশ করিয়া (বা আড়ামোড়া খাইয়া) পুনরায় সর্ব্বশরীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিবে। প্রত্যহ এই-রূপ করিলে, কখনও প্লীহা ও যকৃতাদিজনিত কোন উদর-রোগই উৎপন্ন হইবে না, বরং হইয়া থাকিলে, শীঘ্র নিরাময় হইবে।

যক্ষ্মাদি নানা রোগোৎপত্তির কারণ ঃ—

সাধারণতঃ মলমূত্রের বেগধারণ, দূষিত বায়ু সেবন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, অপরিচ্ছন্নতা ও ব্যাভিচারাদি দোষেই এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং এই ভীষণ

* পরে 'অজীর্ণতা রোগের শান্তি' অংশ দেখ।

রোগ ক্রমে বংশ-পরম্পরায় বিস্তৃত হইয়া থাকে। সেই হেতু সকলেরই যথাসাধ্য সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ কাহারই মলমূত্রের বেগ ধারণ করা সাধ্যমত উচিত নহে। কারণ তাহাতে উদরের অগ্নি বিকৃত হইয়া দেহস্থিত শ্লেষ্মা-সহযোগে বক্ষ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হয় ও উদর এত গরম হইয়া যায় যে, দেহস্থ শুক্র জলবৎ হইয়া ক্রমে যক্ষ্মারোগ পর্য্যন্ত হইবার আশঙ্কা হয়।

এই জন্য প্রত্যেকেরই নিত্য আহার, নিদ্রা ও মলত্যাগাদি কার্য্য নিয়মিত সময়ে করা আবশ্যক। তাহাতে স্বাস্থ্য ও শান্তি সদা রক্ষিত হইবে।

ঊর্দ্ধদেশে আদি ঘটিত রোগ ঃ—

(ক) শিরঃশূল, মাথাঘোরা বা চক্ষের কোনরূপ পীড়া হইলে—নিত্য স্নান-কালে নিজ মুখমধ্যে প্রথমে জলপূর্ণ করিয়া লইবে, পরে হাতে এক কোষা জল লইয়া, তাহা দ্বারা মাথা ধুইয়া ফেলিবে। তাহার পর মাথায় যথা ইচ্ছা জল ঢালিবে বা ডুব দিয়া স্নান করিবে। স্নানকালে খালি মুখ থাকিয়া কখন ডুব দিবে না বা মাথায় জল ঢালিবে না। তাহা হইলে অনায়াসে উক্ত রোগসমূহ দূর হইবে।

(খ) এতদ্ব্যতীত আহারান্তে মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক মুখ, হাত মুছিয়া অগ্রে চিরুনি দিয়া বেশ জোর করিয়া নিজ মাথার চুল আঁচড়াইবে, তাহা হইলে শীঘ্র চুল পাকে না, শিরঃপীড়া বা ঊর্দ্ধগত কোন রোগ থাকিলে, তাহা আর বৃদ্ধি হয় না বরং ক্রমে সারিয়া যায়।

বাতরোগ—পূর্ব্বকথিত ভাবে মাথা আঁচড়াইবার সময়

১৫।২০ মিনিট কাল নিত্য বীরাসনে (অর্থাৎ হাঁটু মুড়িয়া পা দুইখানি পিছন দিকে করিয়া তাহার উপর চাপিয়া) বসিলে, যতদিনের বা যেমনই বাত হউক না, নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে। ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিবে। ইহাতে কখনও বাতাদি রোগের আশঙ্কা থাকে না।

রৌদ্রে দেহ শীতল রাখিবার জন্য—গামছা, তোয়ালে বা চাদর দিয়া মাথার উপর হইতে কাণ দুইটী ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে, রৌদ্রের তেজ কম বোধ হইবে ও শরীর শীতল থাকিবে। রৌদ্রে গমনকালে পথকষ্ট হইবে না, বা কষ্ট কম বোধ হইবে।

নিষিদ্ধ কার্য্যসমূহ—(১) খালিপেটে ফল খাওয়া ভাল নয়।

(২) ফল খাইয়া বা ভাজাভুজি খাইয়াও জল খাইতে নাই। তাহাতে সাধারণতঃ অম্ল হয়, ভুক্তদ্রব্য সহজে হজম হয় না।

(ভোজনের পরই ফল খাইলে, বিশেষ উপকার হয়।)

(৩) কাঁচা বা অনুষ্ণ ঘৃত খাওয়া উচিত নহে, ঘৃত সকল সময় উষ্ণ করিয়াই খাওয়া কর্ত্তব্য। (বিশেষ গরম দুগ্ধের সহিত ঘৃত গরম করিয়া খাইলে যথেষ্ট উপকার হয়।)

(৪) পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি ঘৃত সতত বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

(৫) অন্যের ব্যবহৃত গামছা, পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যা সহজে ব্যবহার করিবে না, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, ধুইয়া বা পরিষ্কৃত হইলে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(৬) "পানীয় দ্রব্য" ব্যবহৃত বস্ত্র বা গামছা দিয়া কখনই

ছাঁকিবে না। জল বা দুগ্ধাদি ছাঁকিবার জন্য রুমালের ন্যায় স্বতন্ত্র ধৌত বস্ত্রই সতত ব্যবহার করিবে। পানীয় দ্রব্যে কদাপি অঙ্গুলি ডুবাইবে না।

(৭) 'পান-পাত্রাদি' ও পরিধেয় কাপড়ের খুঁট বা গামছা দিয়া কখনও মুছিবে না।

(৮) আহারান্তে এক গণ্ডুষ জল পান না করিয়া উঠিবে না বা তৎপূর্ব্বে মুখ-প্রক্ষালন জন্য কুল্লি করিবে না।

(৯) পাক করা অন্নাদি আহার্য্য-বস্তু অনুষ্ণ অবস্থায় অধিকক্ষণ অনাবৃত রাখিবে না। তাহা একেবারে শীতল হইয়া যাইলে, খাওয়া উচিৎ নহে। (আহার্য্য বস্তুসমূহ ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গরম অবস্থায় রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিৎ ও কিছু গরম থাকিতে থাকিতেই ভোজন করাই ভাল।)

(১০) শয়নের পূর্ব্বে পদ ধৌত করা উচিৎ নহে। (কিন্তু প্রস্রাবান্তে লিঙ্গ বা যোনিদেশ শীতল জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়াই শয়ন করা কর্ত্তব্য।)

(১১) উত্তর বা পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া কখনও শয়ন করিবে না। উত্তর-শিয়রে শয়ন করিলে—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়, তাহাতে মস্তিষ্ক পীড়া বা বুদ্ধির হানি হয়। পশ্চিম শিয়রেও কতকটা সেই ভাব হয়, অর্থাৎ সুনিদ্রা হয় না, সেই জন্য প্রবাসে বা পথে ঘাটে পশ্চিম শিয়রেই শয়ন করা ভাল, কারণ তাহাতে নিজের সতর্কভাব বিদ্যমান থাকে। সাধারণতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্বশিয়রেই নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য।

(১২) দুই জনে এক শয্যায়, বিশেষ একই বালিসে মাথা

রাখিয়া সাধ্যমতে শয়ন করা উচিত নহে। তাহাতে পরস্পরের শরীরে দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হয়।

(১৩) মশকাদি-বহুল প্রদেশে মশারি ব্যতীত সহজে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

(১৪) নিদ্রাবস্থায় বা গভীর নিশায় কেহ আহ্বান করিলে, সহসা বা সহজে অথবা এক ডাকে উত্তর দেওয়া উচিত নহে। বিশেষ না জানিয়া বুঝিয়া ঘুমের ঘোরে সহসা গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া বা গৃহদ্বার খুলিয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

(১৫) বায়ুচলাচল-বন্ধ পাকা-শয়নগৃহে আলোক বা কয়লার আগুণ জ্বালাইয়া কখনও নিদ্রা যাইবে না। তৃণ-কুঠীরেও ধূনী বা আগুণ খুব সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

(১৬) গৃহমধ্যে, দেয়ালে, দরজার পার্শ্বে, গৃহের বাহিরেও যথা তথা থুথু বা পানের পিক ফেলা কখনও কর্ত্তব্য নহে।

(১৭) গরম হইতে আসিয়া, সহসা গায়ের কাপড় খোলা ও শীতল-জল পান করা, অথবা শীতল জলে তখনই হাত-পা ধোয়া কখনই উচিত নহে। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে শীতল জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(১৮) অপরিষ্কৃত ও অনাবৃত জল সহসা পান করা উচিত নহে। বিদেশে বা অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে, বিশেষ বর্ষার ঘোলা জল গরম করিয়া ও থিতাইয়া পান করা ভাল।

(১৯) গুরু বা তচ্ছ্রদৃশ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা সহসা কর্ত্তব্য নহে।

(২০) অপরিচ্ছিন্ন, অপবিত্র বা মলিন বস্ত্র, বিছানা ও পাত্রাদি ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। সাধ্যমত সকল

বিষয়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতেই সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, স্বাস্থ্য ও আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি লাভ হয়।

প্রাণশক্তি ও তাহার ক্রিয়া—"পূজা-প্রদীপে" (৬৬ পৃষ্ঠায়) অজপা মন্ত্রের 'ঋষ্যাদিন্যাস' অংশের পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে—"উচ্ছ্বাস বা প্রশ্বাস—যাহা ঊর্দ্ধমুখে সম্মুখের দিকে সতত বাহির হইয়া যায়, তাহাকে 'বিকর্ষণ-শ্বাস'ও বলে এবং নিঃশ্বাস,—অর্থাৎ নীচ-শ্বাস, যাহা নিম্নমুখেই সর্ব্বদা দেহমধ্যে প্রবেশ করে, উহাকে "আকর্ষণ-শ্বাসও' বলে। জীবের নিশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ক্রিয়া-বলেই প্রাণক্রিয়া সতত রক্ষিত হয় এবং দৈহিক সর্ব্বকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। উক্ত নিশ্বাসকে 'স্বগুণ' এবং প্রশ্বাসকে 'নির্গুণ' শ্বাসও বলা যায়।"

'মুখ্য ও 'গৌণ' ভেদে প্রাণ দ্বিবিধ—'মুখ্যপ্রাণ'—জীবের সুষুম্নাদি নাড়ীত্রয়ে, বিশেষরূপে সুষুম্নাতেই মুখ্যভাবে প্রবাহিত থাকিয়া দেহত্রয়ের ক্রিয়াসমূহ সর্ব্বদা রক্ষা করে। 'গৌণপ্রাণ'—কেবল স্থূলদেহ-পরিচালক উক্ত নিশ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়াদির সংযোগে—১। প্রাণ, ২। অপান, ৩। সমান, ৪। উদান, ৫। ব্যাণ, এবং ৬। নাগ, ৭। কূর্ম্ম, ৮। কৃকয়, ৯। দেবদত্ত ও ১০। ধনঞ্জয় এই দশবিধ গৌণ-প্রাণক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

১। প্রাণবায়ু—ইহাদের মধ্যে ঊর্দ্ধপ্রবাহমান হৃদয়স্থিত বায়ুর নাম—'প্রাণ'। ইহার অবস্থিতি রক্তস্থলী বা স্থূলদেহের স্থূলঅঙ্গরূপ (heart) বা বাহ্য হৃদয়-প্রদেশে। এই গৌণ-প্রাণই

আবার অন্য উপপ্রাণসমূহের মূল-আধার বা মূলবস্তু। ইহারই বিভিন্ন ক্রিয়াবোধক অবস্থাকে ভিন্ন ভিন্ন বায়ু বলিয়া কথিত হয়। এই প্রাণই সেই কারণ জীবের দেহ ধারণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলা যাইতে পারে।

সুষুম্নার অন্তর্গত অনাহত-কেন্দ্রে মুখ্যপ্রাণের স্থিতি। তাহা প্রাণময়-কোষেরও কেন্দ্রস্থান। তাহাই সূক্ষ্মদেহের আধার। তাহাই অন্নময়-কোষ বা স্থূলদেহের সহিত সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধ রক্ষাকর্ত্তা। ('জ্ঞানপ্রদীপ'—দ্বিতীয়ভাগে—১৫৮ পৃষ্ঠায় পঞ্চকোষ দেখ)। গৌণপ্রাণ যেমন স্থূলদেহের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ারূপ প্রত্যক্ষ বস্তু, তেমনই আহার্য্যাদি বস্তুকে উদরমধ্যে লইয়া যাওয়াও, ইহার প্রধান কার্য্য। নাভি হইতে উর্দ্ধঅঙ্গের মধ্যে প্রায় সকল ক্রিয়াই ইহা দ্বারা সাধিত হয়।

২। অপান বায়ু—নিম্নপ্রবাহমান গুহ্যাদিস্থিত বায়ুকে 'অপান' বায়ু বলে। নাভি হইতে নিম্নদেহের প্রায় সকল কার্য্যই ইহাদ্বারা সাধিত হয়। ইহা সাধারণতঃ মলাশয় আদি উদরাভ্যন্তরে থাকিয়া—মল, মূত্র, শুক্র, শোণিত ও গর্ভকে নিম্নমুখে প্রবাহিত বা বহির্গত করে।

৩। সমান বায়ু—ইহা উক্ত প্রাণ ও অপান বায়ুর সাধারণ মিলন-কেন্দ্ররূপ নাভিস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে বিচরণ করে এবং প্রাণাপানের উভয় ক্রিয়ার সমতা বা সামঞ্জস্য রক্ষা করে, সেইহেতু ইহার নাম—'সমান'।

৪। উদান বায়ু—'বেদের' উদাত্তাদি স্বর—উদ্গীথ বা নাদের বহির্ম্মুখী-'বৈখরী' স্বর অর্থাৎ কণ্ঠযন্ত্র দ্বারা স্থূল শব্দ-

ব্রহ্মরূপ লৌকিকীভাষা, বাক্য, গাথা ও গীতাদি ক্রিয়ার স্ফুরণ করিয়া থাকে।

৫। ব্যান বায়ু—দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া রস ও রক্তাদির চালনা ও ঘর্ম্মাদির নির্গমনরূপ ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করে।

এই পাঁচটী বায়ুরই অংশরূপে—নাগাদি পাঁচটী উপবায়ু নিম্নলিখিতরূপ ক্রিয়াসমূহের সংসাধন করিয়া থাকে।

৬। নাগবায়ু—উদ্গার; ৭। কূর্ম্মবায়ু—উন্মীলন-সঙ্কোচন; ৮। কৃকরবায়ু—ক্ষুধা, তৃষ্ণা; ৯। দেবদত্ত—জৃম্ভন, নিদ্রা, তন্দ্রা; ১০। ধনঞ্জয়বায়ু—হিক্কা ও পোষনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

এই পুস্তকের ৬এর পৃষ্ঠার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে—'কুণ্ডলিনীই জীবের জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি' ইত্যাদি। সেই 'কুণ্ডলিনী-শক্তিই' জীবের যথার্থ মুখ্যপ্রাণ। তাহা—'কুণ্ডলিনী-বিবর' নামক সুষুম্নাপথেই সতত পরিচালিত হয়।

সেই পরিচালনপর 'কুণ্ডলিনী' বা 'প্রাণশক্তির' প্রভাবেই—স্থূলশরীরে প্রাণাপানাদি উক্ত দশবিধ উপপ্রাণের বা গৌণ-প্রাণের ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হয়। অর্থাৎ গৌণপ্রাণ—পূর্ব্ববর্ণিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি শারীরিক সকল ক্রিয়ার প্রকাশক।

মুখ্যপ্রাণ—সহস্রার হইতে সতত অনুলোমপথে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছেন এবং তথায় অবস্থিত হইয়াই, অতি সূক্ষ্মভাবে—মূলাধারের বহির্ভাগ হইতে গৌণপ্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছেন। চুম্বক যেমন যে কোন আবরণমধ্যে থাকিলেও—সন্নিহিত লৌহখণ্ডকে সততই অতি সূক্ষ্মভাবে

যথাশক্তি আকর্ষণ বা তাহার স্পন্দন উত্থাপন করিয়া থাকে। মুখ্যপ্রাণরূপ কুণ্ডলিনীশক্তিও সেইরূপ সুষুম্নার অন্তর্গত মূলাধার-কেন্দ্রে সর্ব্বদা অবস্থিতা হইয়াও, রক্তময় উক্ত লৌহকনাসমন্বিত জীবের রক্তস্থলীতে (heart এ) প্রথমে স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকেন, পরে মূলাধার হইতে বহির্দ্দিকে সমগ্র স্থূল-শরীরের উপর গৌণপ্রাণের সকল ক্রিয়াই সম্পাদন করিয়া থাকেন।

জীব বা সাধক বহির্বিকশিত সেই গৌণপ্রাণের প্রতিলোম বা বিপরীত-ক্রিয়ার দ্বারাই পুনরায় সুষুম্নান্তর্গত মূলাধার-কেন্দ্র হইতে মুখ্যপ্রাণরূপ উক্ত কুণ্ডলিনীর প্রতিলোম-ক্রিয়ার সহায়তা প্রদান করে। তাহাতেই সাধকের ষট্চক্রাদি-ভেদ সংসাধিত হয়। তখনই সেই প্রাণশক্তিরূপা কুণ্ডলিনী ক্রমে সেই সুষুম্না-মার্গের বিপরীত পথে সর্ব্বোচ্চ সহস্রার-কেন্দ্রে যাইয়া— 'কুলকুণ্ডলিনী'রূপে পরিণতা হন।

সুতরাং গুরু-নির্দ্দিষ্ট বহিঃপ্রাণায়ামের দ্বারা গৌণপ্রাণ সংযত ও উত্তপ্ত হইলে, মুখ্যপ্রাণের বিপরীত বা প্রতিলোম-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। (ফুট-বলের 'ব্ল্যাডার' বা সাইকেল অথবা মোটরের 'টায়ার' মধ্যে পম্প দিয়া বায়ু ভরিবার সময়ে দেখা যায়, সেই ব্ল্যাডার বা টায়ার আদি ক্রমে গরম হইয়া উঠে।) প্রাণায়াম-যোগেও সেইরূপ মূলাধার-কেন্দ্র উত্তপ্ত হয়। তখন শিববীর্য্যরূপ শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম পারদসম কুণ্ডলিনী-শক্তি—গৌণপ্রাণ-কৃত সেই উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, ঠিক যেন 'থারমোমিটারের' অন্তর্গত পারদের মত উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। ইহাই প্রাণায়াম-রূপ প্রাণক্রিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহাই কুণ্ডলিনী-জাগরণ ও

কুণ্ডলিনী-উত্থাপনের যথার্থ সাধন-বিজ্ঞান।

এক্ষণে বলা আবশ্যক—এই মুখ্যপ্রাণ অপঞ্চীকৃত বা শুদ্ধ প্রাণবায়ূ এবং গৌণপ্রাণ—পঞ্চীকৃত বা মিশ্র-প্রাণবায়ু।

স্বরোদয় শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গুপ্ত ও পরীক্ষাসিদ্ধ স্বাস্থ্যবিধান ঃ—মঙ্গলময় শ্রীভগবান জীব-কল্যাণের জন্য 'নিশ্বাস' ও 'প্রশ্বাস'রূপ গৌণ প্রাণ-ক্রিয়ারও কত গভীর তত্ত্বই যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারই কতিপয় সহজ ও বিশেষ হিতকর ক্রিয়া-বিধান এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

অধুনা কোন কঠিন পীড়া বা স্বাস্থ্যহানী হইলেই, অনেকে বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ সকলের পরামর্শে বিশেষ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকগণের আদর্শ উপদেশক্রমে বিদেশে বা কোন স্বাস্থ্যকর প্রদেশে যাইয়া থাকে। যদিও স্থান জল ও বায়ুর পরিবর্ত্তনে অনেক সময় স্বাস্থ্যের সহসা উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই বায়ু পরিবর্ত্তন জীবের স্থূল ও সাময়িক ক্রিয়ামাত্র, ইহার স্থায়িত্বও অল্পকালের জন্যই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত বায়ু-পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্ম, স্থায়ী ও যথার্থ প্রাকৃতিক ক্রিয়া শ্রীভগবান এই স্বরোদয়-মধ্যেই অভিজ্ঞ গুরুমুখে বর্ণন করিয়াছেন। জীব তাহাতে পরিচিত ও অভ্যস্থ হইলে, আর তাহার এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে বা 'হাওয়া-খাইতে' যাইতে হইবে না। স্বস্থানে বসিয়াই তাহার সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। সাধক, বেশ মনোযোগ দিয়া ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে যত্ন কর।

মহাকালের অংশ যেমন—খণ্ডকাল, সমগ্র বর্ষের অংশও

তেমনি—একটী দিবস বা একটী রাত্রি। সারাবৎসর যেমন ছয়টী ঋতু বা বারটী মাস দ্বারা অদ্ভুত প্রাকৃতিক বিধানে বিভক্ত হইয়া থাকে, দিবারাত্রিও সেইরূপ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ বা সায়ং এবং প্রথম নিশা, মধ্য নিশা ও শেষ নিশায়—ঋতু ও মাসের অনুরূপে বিভক্ত হইয়া আছে। জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়াদ্বারা তাহার সূক্ষ্ম অংশ-সমূহ নির্ণিত হয়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীব নিত্য প্রাতঃ-কাল হইতে তাহার হিসাব বুঝিতে পারে। সামান্য লক্ষ্য করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার শ্বাসবায়ু উভয় নাসিকায় সমভাবে প্রায়ই বাহিত হয় না; কখন বাম নাসারন্ধ্র দিয়া, কখনও বা দক্ষিণ নাসাপথে, শ্বাসের সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়া পরিচালিত হইতে থাকে। শ্বাসের সেই এক বারমাত্র বায়ু ত্যাগ ও গ্রহণকেই প্রাণ-ক্রিয়া বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাণবায়ুর এই গমনাগমন কালের হিসাবেই আর্য্য-ঋষিগণ দণ্ডপলাদি সময়ের বিভাগ নিরূপণ করিয়াছেন। (এ সকল কথা 'পূজাপ্রদীপের' ৬৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় বলা হইয়াছে। পাঠক তাহা দেখিয়া লও।) প্রত্যেক সার্দ্ধদুই বা আড়াই ঘটিকা বা আড়াই দণ্ড কাল অধুনা প্রচলিত ঘড়ির হিসাবে—এক ঘণ্টামাত্র। এই ঘণ্টার হিসাবে বার ঘণ্টা দিন ও বার ঘণ্টা রাত্রি হয়। দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জীবের নাসাপথে এক বার—বাম নাসায় ও এক বার—দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত হইয়া সাধারণতঃ এক এক ঘণ্টাকাল স্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং দিবারাত্রির মধ্যে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশবার—বাম নাসায় ও দ্বাদশবার —দক্ষিণ নাসায় বায়ু পরিচালিত হইয়া থাকে। এই প্রবাহের

প্রাকৃতিক বিচিত্র বিধিও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের তিথি-হিসাবেই তাহার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে সাধারণের অবগতির জন্য প্রাণ-বায়ুর সেই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের হিসাব বর্ণন করিয়া পরে উহার বিকৃতি ও সংশোধিত উপায় এবং অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়ার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মানবের সুস্থ-অবস্থায় সূর্য্যোদয়কালে—কোন তিথিতে প্রত্যেক পুরুষের কোন নাসিকায় স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস প্রবাহিত হইবে, তাহারই হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া ইহার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যেদিন প্রাতঃকালে পুরুষের যে নাশায় শ্বাস বহিবার কথা, স্ত্রীলোকের সেই দিন সেই সময়ে ঠিক তাহার বিপরীত নাশায় শ্বাস বহিবে। অতএব এই হিসাবে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিজ নিজ বায়ুর গতি বুঝিতে পারিবে।

শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে উপর্য্যুপরি তিন দিন ধরিয়া প্রাতঃকালে একই নাসিকায় বায়ুর প্রবাহ থাকিবে, তিন দিনের পর বা চতুর্থ দিনের প্রাতঃকাল হইতে অন্য নাসিকায় আপনাআপনি বায়ু পরিবর্ত্তিত হইবে অর্থাৎ অন্য নাসিকায় বায়ুর প্রবাহ চলিবে। এই বায়ুর গতি যে, প্রতিদিন ধীরে ধীরে সামান্য সামান্য পিছাইয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ প্রথম পরিবর্ত্তনের দিন লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে,

সূর্য্যোদয়ের প্রায় বিশ মিনিট পূর্ব্ব হইতেই বায়ুর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, দ্বিতীয় দিনে তাহা অপেক্ষা আরও বিশ মিনিট পিছাইয়া অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ মিনিট পূর্ব্ব হইতে বায়ুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এইভাবে তৃতীয় দিবসে প্রায় ষাট মিনিটেরও পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় একঘণ্টা বা সওয়া একঘণ্টার পূর্ব্বে সেই শ্বাস সেই নাসিকায় প্রবাহিত হইয়া সূর্য্যোদয়ের প্রায় বিশ মিনিট থাকিতে অন্য নাসিকায় স্বাভাবিক বিধানে শ্বাস চলিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখা যাইবে। অবশ্য তিথির স্থায়িত্বের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে উক্ত সময়েরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যাহা হউক প্রায় এইরূপ ভাবেই প্রতি ষাট মিনিটে বা এক এক ঘণ্টায় নিত্য বায়ুর নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। যথা—

পুরুষের পক্ষে—

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ায়—বামনাসায়।
ঐ চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে—দক্ষিণনাসায়।
ঐ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে—বামনাসায়।
ঐ দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে—দক্ষিণনাসায়।
ঐ ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়—বামনাসায়।

এইভাবে পূর্ব্বকথিত বিধানে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এক এক নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য—

স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার বিপরীত বিধি স্বাভাবিক।

উপরিলিখিত ভাবে পুরুষের পক্ষে—

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ায়—দক্ষিণনাসায়।

ঐ চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে—বামনাসায়।

ঐ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে—দক্ষিণনাসায়।

ঐ দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে—বামনাসায়।

ঐ ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্থায়—দক্ষিণনাসায়।

এই ভাবে বায়ু পরিবর্ত্তন হইতে হইতে পরবর্ত্তী পক্ষে পুনরায় পূর্ব্ববর্ণিত হিসাবেই ক্রমাগত শ্বাস বহিতে থাকিবে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত নিয়ম, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

অতএব এইরূপ হিসাবেই প্রতি প্রাতঃকালে বা সূর্য্যোদয়ের সময় নাসিকায় বায়ু প্রবাহ আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টাকাল সেই নাসিকায় বায়ু স্থিত হইবে, পরে অন্য নাসিকায় বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। আবার সেই নাসিকায় এক ঘণ্টাকাল প্রবাহিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব নাসিকায় বায়ু চলিবে। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্রিমধ্যে দ্বাদশ বার এক নাসিকায় ও দ্বাদশ বার অন্য নাসিকায় বায়ু চলিতে থাকিবে। এই গতির বিরাম নাই, জীবের আয়ুকাল ব্যাপী নিত্য প্রতি ঘণ্টায় এই হিসাবে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তই চলিবে। এক মুহূর্ত্তও ইহার বিরাম থাকিবে না। যতদিন জীবের এই বিধি ঠিক নিয়মিত ভাবে থাকিবে, তত দিনই তাহার সুস্থকাল জানিতে হইবে। নতুবা ইহার কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নতা উপস্থিত হইলেই, জীবের অসুস্থ বা বিশেষ ক্রিয়া কাল জানিতে হইবে।

বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকার উপস্থিত হইলেই, জীবের সূক্ষ্ম-দেহের বহিশ্চিহ্নরূপ শ্বাসেরও এইরূপ ব্যতিক্রম সংঘটিত

হয়। সাধক, শ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ুর গতির প্রতি একাগ্র লক্ষ্য রাখিয়া শিবোপদিষ্ট বিধানে সেই বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাহার স্বাভাবিক গতি করিয়া লইতে পারিলেই, আর কোন পীড়া হইবে না। বায়ুর এই গতি-বিকার পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া, সাবধান হইতে অভ্যাস করিলে, সহজেই সকল রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। স্বরোদয়-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ যোগিগণ চব্বিশ ঘণ্টাই এই শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদা শ্বাসের দিকে এই ভাবে লক্ষ্য করিতে যাইয়া, অনেকের আবার যোগবিঘ্নও উপস্থিত হয়। (এ কথা 'গুরুপ্রদীপে' বলা হইয়াছে।) ইহাতে মোক্ষাত্মক প্রকৃত বস্তুর লক্ষ্য অজ্ঞাতে অপসারিত হইয়া পড়ে। সুতরাং কি গৃহী, কি সাধু বা যোগী সকলের পক্ষেই কেবল প্রভাত-সময়ের বায়ুর সাধারণ গতি ঠিক করিয়া রাখিলেই পরবর্ত্তী সময়ের বায়ু-প্রবাহ স্বভাবতঃ ঠিক হইয়া যাইবে। অতএব নিত্য প্রাতঃকালের প্রত্যেক তিথির অবস্থান অনুসারে পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মে কোন্ নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত আছে, অথবা তাহার বিরুদ্ধ প্রবাহ রহিয়াছে, কেবল তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে।

প্রথম প্রথম দিন-পঞ্জিকা দৃষ্টে পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখা আবশ্যক যে, কোন দিনের সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্ব বা তাহার কিঞ্চিৎ পর পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৎপূর্ব্ব দিবসের শেষ-রাত্রিতে কোন্ তিথি রহিয়াছে, সেই তিথি অনুসারেই নিজ নাসিকার শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। দুই পাঁচ দিবসের অভ্যাসে ইহা সকলেরই অতি সহজ হইয়া যায়।

দুই নাসিকায় কখনই সমানভাবে শ্বাস বহে না। যে সময় অতি অল্পক্ষণের জন্য উভয় নাসিকায় বায়ু-প্রবাহ থাকে, তাহাকে সুষুম্না-প্রবাহ বলে। তাহাই মানবের প্রতি ঘণ্টার পর শ্বাসের সন্ধি-ক্ষণ। সে সময় খুব সাবধানে ও সংযত হইয়া অতিবাহিত করিতে হয়। কারণ সেই সময়ের মধ্যেই লৌকিক নানা বাধা-বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। যখন যে নাসিকায় শ্বাসের গতি প্রবল থাকে, তখন তাহার বিপরীত বা অন্য নাসিকায় অতি মৃদুভাবে বা ধীরে ধীরে সামান্য বায়ু বহিতে থাকে, হয় ত তাহা অনেক সময় অনুভবও হয় না। তখন সেই নাকটী যেন বন্ধ বলিয়া মনে হয়। একটী নাক চাপিয়া অন্য নাক বা সেই নাক দিয়াও সহজে শ্বাস ফেলিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তখন যে নাকটীতে বেশ সরলভাবে অধিক বায়ু বহিতেছে, সেই নাকটীরই শ্বাস-প্রবাহ বিদ্যমান রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। দুই চারি দিনের সামান্য পরীক্ষায় ইহাতে সকলে সহজে বুঝিতে পারে।

পীড়ার আশঙ্কা—শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম দিবসে বা প্রতিপদ তিথিতে প্রাতঃকালে পূর্ব্ববর্ণিত বিধিমত নাসিকার শ্বাস পরীক্ষা করিলে, যদি কোন বিরুদ্ধভাব পরিলক্ষিত না হয়, অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিযুক্ত প্রাতঃকালে বাম-নাসায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রাতে দক্ষিণ-নাসায় যদি ঠিক ঠিক শ্বাস বহিতে থাকে, তবে ত কোন কথাই নাই, শারীরিক বিধান ঠিকই আছে জানিতে হইবে।

"সিদ্ধন্তি সর্ব্বকার্য্যানি দিবারাত্রিগতান্যপি"।

অর্থাৎ সে দিনের দিবারাত্রিতে সকল কার্য্যই সহজসিদ্ধ হইবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ শুক্ল-প্রতিপদে সূর্য্যোদয় কালে বা তাহার পূর্ব্বে বাম নাসায় বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইয়া, যদি দক্ষিণ নাসায় বহিতে থাকে; অথবা কৃষ্ণ-প্রতিপদে প্রভাতে দক্ষিণ নাসায় বায়ু প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যদি বাম নাসায় পরিচালিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে,

"উদ্বেগঃ কলহো হানিঃ শুভং সর্ব্বং নিবারয়েৎ"।

অর্থাৎ সেই দিবা রাত্রির মধ্যে উদ্বেগ, কলহ, কোনরূপ ক্ষতি আদি অশুভ সংঘটনের আশঙ্কা আছে। তদ্ব্যতীত সেই পক্ষের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনরূপ পীড়াদি হইবারও আশঙ্কা আছে।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদে বিরুদ্ধ বায়ু-প্রবাহে,—উষ্ণ বা কোনরূপ গরম অথবা পিত্তঘটিত কোন পীড়া এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে এইরূপ বায়ু বিকার হইলে—'শ্লেষ্মা বা ঠাণ্ডা ঘটিত কোন পীড়া' সেই সেই পক্ষের পনের দিনের মধ্যে কোন সময়ে হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে, বুঝিতে হইবে।

যে দিবস প্রত্যুষে নাসাপথে ঐরূপ বিপরীত বায়ুর উদয় হয়, সেই দিনের প্রথম প্রহরে বা পূর্ব্বাংশে—মানসিক উদ্বেগ, দ্বিতীয় প্রহরে বা অংশে—ধনহানি, তৃতীয় প্রহরে—কোথাও গমন, চতুর্থে—ইষ্টনাশ, পঞ্চমে—বিত্তবিধ্বংশ, ষষ্ঠে—সর্ব্বার্থনাশ, সপ্তমে—ব্যাধি ও দুঃখ এবং অষ্টমে—মৃত্যু বা কোন গুরুতর কষ্ট অথবা অপমানাদি মৃত্যুবৎ কোন দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা। আত্মীয় বন্ধুর বিপত্তি—এইভাবে উপর্য্যুপরি দুই পক্ষের

প্রতিপদেই যদি শ্বাস বায়ুর বিকারভাব লক্ষিত হয়, তবে কোন আত্মীয়ের কোনরূপ বিঘ্ন বিপদ হইবার আশঙ্কা আছে বুঝিতে হইবে। আর যদি উপর্য্যুপরি তিন পক্ষের প্রতিপদে এইরূপ লক্ষিত হয়, তবে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইবারও আশঙ্কা করা যায়।

পীড়া ও ব্যাধি প্রতিকার বিধি—পূর্ব্ব কথিতানুরূপ কোন তিথির প্রভাতে কোন নাসিকার বায়ুর বিকার লক্ষিত হইলে, অমনি সামান্য পুরাতন তুলা (পরে 'পুরাতন কার্পাস তুলা' দেখ) দিয়া সেই নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া তাহার বিকৃত বা অন্যায় প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া দিবে। যে পর্য্যন্ত রোগমুক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সেই নাকে বায়ু চালনা বন্ধ রাখিবে। অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ দোষ জনিত পীড়ায় দক্ষিণ নাসাপথ এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ দোষ জনিত পীড়ায় বাম নাসাপথ পুরাতন সামান্য কার্পাস তুলা দ্বারা রুদ্ধ রাখিবে। তাহা হইলে দুই তিন সপ্তাহব্যাপী ভোগানুরূপ পীড়াও দুই তিন দিনেই আরোগ্য হইয়া যাইবে।

জ্বর হইলে—যখনই জ্বরের ভাব অনুভব করিবে, তখনই যে নাসিকায় সে সময় শ্বাস বহিতেছে তাহা বন্ধ করিয়া দিবে। জ্বরের বিরাম বা দেহ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই নাসাপথ বন্ধ করিয়া রাখিবে। জ্বরাবস্থায় বা দাহ বোধ হইলে, মনে মনে সাধ্যমতে শুভ্র রজত বা রৌপ্য সদৃশ শিবলিঙ্গ ধ্যান করিবে। শ্বেতবর্ণ শুদ্ধ বস্তুর ধ্যানে জ্বরের শীঘ্র শান্তি হয়।

সর্ব্ব ব্যাধির আশঙ্কা নিবারণ—যে কোন প্রতিপদের

প্রাতঃকালে উক্তরূপ বিরুদ্ধ শ্বাস পরিলক্ষিত হইলেই, সেই দিন সেই সময় হইতেই কয়েকদিন ব্যাপী সর্ব্বক্ষণই সে নাসিকায় বায়ু প্রবাহ বন্ধ রাখিলে, আর কোন ব্যাধিরই আশঙ্কা থাকিবে না। তবে শৌচ ও স্নানাহারের সময় দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুর প্রবাহ রাখিয়া দিবে। পরে প্রয়োজনানুসারে বন্ধ করিবে।

পুরাতন কার্পাস তুলাদ্বারা বড় মটরের মত একটী গুলি বা পুঁটুলি পাকাইয়া সামান্য এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে তাহা পুরিয়া স্থঁচ স্থতা দিয়া ঠিক একটী গোল 'বোতামের' ন্যায় সিলাই করিয়া লইবে ও তাহার সহিত একটু সামান্য দীর্ঘ সূত্রও রাখিয়া দিবে, যাহাতে সেই সূতা ধরিয়া যে কোনও সময়ে উহা অনায়াসে টানিয়া বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। যাহাদের এই তুলার পুঁটুলি নাকে দিলে, স্নায়ু দুর্ব্বলতা বশতঃ মাথা গরম বোধ হয়, তাহারা তুলার পরিবর্ত্তে কেবল 'ন্যাকড়ারই' পুঁটুলি করিয়া নাক বন্ধ করিলে, আর তাহাদের মাথা গরম হইবে না।

নাসিকা বন্ধ কালে—কোন ক্লান্তিকর কর্ম্ম করিবে না, ধুমপানও করিবে না। একান্ত ধুমপান করিবার প্রয়োজন হইলে, তখন নাক খুলিয়া রাখিবে। পরে নাসিকা গহ্বর ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া দিবে।

এই নাসারন্ধ্রের নিয়ম সম্বন্ধে এক জন একটী বেশ 'ছড়াও' বলিয়াছিলেন, যথা—

"পরিষ্কার পুরাতন তুলা টুকু নিয়া,
পরিষ্কার কানি দিয়া দাও তা মুড়িয়া।

পরে তাহা নাসা পথে করিয়া প্রদান,
বায়ু চলাচল বন্ধ কর মতিমান।
যখন রোধিবে নাসা শ্রম না করিবে,
তামাকু না খাবে আর দ্রুত না চলিবে।"

অজীর্ণতা রোগের শান্তি—দক্ষিণ নাসায় বায়ুর প্রবাহকালে ভোজনাদি করিলে, আহার্য্য-বস্তু সহজে জীর্ণ হয়। তাহাতে কোন কালেই অজীর্ণ রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই বা থাকে না। এবং অজীর্ণ রোগীও নিত্য দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহন কালে ভোজন করিলে, ক্রমে সে রোগ সহজে সারিয়া যাইবে। বিনা ঔষধে শিবনির্দ্দিষ্ট এমন সহজ প্রক্রিয়াদ্বারা অনেকেই ভীষণ দৌর্ব্বল্যকর রোগ হইতে মুক্ত হইয়া চমৎকৃত হইয়াছে।

দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহাইবার বিধি—ভোজনাদির পূর্ব্বে যদি কোন দিন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত না হয়, অথচ সত্বর ভোজনান্তে অন্যত্র যাইতে হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে বা বাম দিকে হেলিয়াও অথবা বাম দিকের 'বগল' তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিলে দক্ষিণ নাসায় সহজে শ্বাস ফিরিয়া আসিবে। তখন আহারে বসিয়া বামপদের জানু (হাটু) উচা করিয়া বসিবে ও বাম হস্তের 'বগল' সেই হাঁটুর উপর রাখিয়া বগলের নিম্ন অংশ বাম হাঁটুর পার্শ্বে বা উরুতের উপর সামান্য চাপিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই দক্ষিণ নাসায় শ্বাস অবিরত বিদ্যমান থাকিবে।

যদি সুবিধা হয়, তবে আহারের পরেও দক্ষিণ নাসায় কিয়ৎক্ষণ শ্বাস রাখিবার জন্য বাম পার্শ্বে 'কাত' হইয়া বসিবে

বা শয়ন করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্তরূপে তুলার পুটুলি দিয়া কিছুক্ষণ বাম নাসা বন্ধ করিয়া রাখিবে। যাহার যে ভাবে সুবিধা হয়, সেইরূপই ব্যবস্থা করিবে।

পানে বাম নাসায় প্রবাহ প্রশস্ত—প্রত্যহ দিবা রাত্রি মধ্যে যখন যাহা কিছু আহার করিবে, তাহা যেমন দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহন সময়েই করা কর্ত্তব্য, তেমনই জলপান করিবার সময় বাম নাসায় শ্বাসবহন কালেই তাহা করা উচিত। ইহার বিপরীত বিধানে নিশ্চয়ই কোন না কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে জানিবে। যোগী ও সাধুমহলে হিন্দিভাষায় একটী 'প্রবচন' শুনিতে পাওয়া যায় যে,—

"যো ডাহিনে পানি পিয়ে, ভোজন বাঁয়ে খায়।
দশ বারহি দিন যোঁ করে, রোগ শরীর হী আয়॥"

অর্থাৎ যে দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহন কালে জল পান করে, এবং বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে ভোজন করে, দশ বার দিনের মধ্যেই তাহার শরীর অসুস্থ ও রোগযুক্ত হইয়া পড়ে।

মলমূত্রত্যাগে শ্বাসের বিধি—পানাহারের ন্যায় মলমূত্র ত্যাগও সাধ্যমতে এই বিধানে সম্পন্ন করিতে হয়। দক্ষিণ নাসায় শ্বাসের সময়ে—মলত্যাগ করিবে এবং বাম নাসায় শ্বাস বহন কালে—মূত্র ত্যাগ করিবে। (মলত্যাগ কালে স্বভাবতঃ মূত্র-ত্যাগ ও দক্ষিণ নাসায় শ্বাসের সময়ই হইবে, তাহাতে ক্ষতি নাই।) হয়ত প্রাতঃকালে মলত্যাগ সময়ে এই বিধি অনেকের পক্ষে প্রথম প্রথম সম্ভব হইবে না। কিন্তু ক্রমে অভ্যাসের ফলে আপনা আপনি সমস্তই নিয়মিত হইবে। প্রয়োজন

হইলে, মলত্যাগ কালে বাম নাসা এবং মূত্রত্যাগ কালে দক্ষিণ নাসা অনায়াসে বন্ধ করিয়াও রাখিতে পারা যায়।

নিত্য ভোজন-পান ও মল-মূত্রত্যাগ এই বিধিমত করিলে, দেহ সুস্থ ও নিরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ হয়। কোন রোগাদি হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে না।

সূর্য্য ও চন্দ্রাভিমুখে মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ—কোন সময়েই সূর্য্য বা চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া মলমূত্রত্যাগ করিবে না। সূর্য্যাভিমুখী হইয়া মলমূত্রত্যাগে নিশ্চয়ই কোন না কোনরূপ শিরঃপীড়া এবং চন্দ্রাভিমুখী হইয়া মলমূত্রত্যাগে মেহাদি কোন ধাতুগত অথবা গ্রহণী আদি উদরাময় জাত কোন না কোন পীড়া অবশ্যই হইবে।

শুভাশুভ কার্য্যে শ্বাসবায়ুর পরিচালনা—শ্রীসদাশিব 'স্বরোদয়' শাস্ত্রে-স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—

"শুভান্যশুভ কার্য্যানি ক্রিয়ন্তেঽহনি শং যদা।
তদা কার্য্যানুরোধেন কর্ত্তব্যং নাড়ী প্রচালনম্॥"

অর্থাৎ মানব যখন দিবারাত্রি শুভাশুভ বা কার্য্যাকার্য্য বিচার পূর্ব্বক সমস্তই করিতেছে, তখন সেই সকল কার্য্যানুরোধে নাড়ী প্রচালনা বা শ্বাস চালনা করাও সকলের হিতকর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহাতে মানব মাত্রেই নিজ নিজ অশেষ কল্যাণ অনায়াসে সাধন করিতে পারিবে। নিয়ত কর্ম্ম পরায়ণ সংসারী লোকের হিতকামনা নিত্যমঙ্গলময় শ্রীসদাশিব কোন্ নাসিকায় শ্বাসবহন কালে কোন্ কার্য্য করিলে, সহজে শুভপ্রদ হইবে, তাহারও বিশেষরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাধারণ

ব্যক্তি নিম্নলিখিত সেই উপদেশ সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাসহ লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য করিলে, সদাই শান্তি ও শুভফল লাভ করিতে পারিবে। সকলের অবগতির জন্য ক্রমে তাহা বর্ণিত হইতেছে। যথা—

বামনাসায় (ইড়ায়) শ্বাস বহনের সময় কর্ত্তব্য কর্ম্ম—

স্থির কর্ম্মণ্যলঙ্কারে দূরাধ্বগমনে তথা।
আশ্রমে হর্ম্ম্যপ্রাসাদে বস্তুনাং সংগ্রহেঽপি চ॥
বাপি কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা স্তম্ভদেবয়োঃ।
যাত্রাদান বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কার ভূষণে॥
শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব দিব্যোষধি রসায়নে।
স্বামিদর্শন মৈত্রে চ বাণিজ্যে ধনসংগ্রহে॥
গৃহপ্রবেশ সেবায়াং কৃষ্যাং বীজাদি বপনে।
শুভকর্ম্মাণি সন্ধৌ চ নির্গমে চ শুভঃশশী॥
বিদ্যারম্ভাদি কার্য্যেষু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে।
জলদানাদি ধর্ম্মেষু, দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে॥
কাল বিজ্ঞান সূত্রেণ চতুষ্পাদ গৃহাগমে।
কালব্যাধি চিকিৎসায়াং স্বামি সম্বোধনে তথা॥
গজাশ্বারোহণে ধন্বি গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে।
পরোপকরণে চৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা॥
গীতবাদ্যেঽপি নৃত্যে চ গীতশাস্ত্র বিচারণে।
পুরগ্রামে প্রবেশে চ তিলকে সূত্র ধারণে॥
পুত্রশোকে বিষাদে চ জড়িতে মূর্চ্ছিতেঽপিবা।
স্বজন স্বামি সম্বন্ধে ধান্যাদি দারুসংগ্রহে॥
স্ত্রীণাং দন্তাদি ভূষায়াং কৃষেরাগমনে তথা।

গুরুপূজা বিষাদিনাং চাললঞ্চ বরাননে ॥
ইড়ায়াং সিদ্ধিদং প্রোক্তং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম চ।
তত্রাপি বর্জ্জয়েদ্বায়ুং তেজঃ আকাশ মেব চ ॥
সর্ব্ব কার্য্যাণি সিধ্যন্তি দিবারাত্রি গতান্যপি।
সর্ব্বেষু শুভকার্য্যেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে ॥

অর্থাৎ সর্ব্ববিধ স্থিরকর্ম্মে, নূতন অলঙ্কার ধারণে, দূরপথ-গমনে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম গ্রহণে, হর্ম্ম্যপ্রাসাদাদি নূতন অট্টালিকা মন্দির বা গৃহারম্ভে ও নববস্তুর সংগ্রহে, বাপি, কূপ, তড়াগ, দেবতা ও স্তম্ভপ্রতিষ্ঠায়, যাত্রাদান ও বিবাহআদি কর্ম্মে, নব বস্ত্র পরিধান, নব অলঙ্কার ও ভূষণাদি ধারণে, বৃষ্য, পুষ্টিকর, রসায়ন ও দিব্য ঔষধ সেবনে, নিজ স্বামী বা প্রভু ও মিত্র দর্শনে, বাণিজ্য ও ধন সংগ্রহে, গৃহপ্রবেশ, সেবা, কৃষিকর্ম্ম ও বীজ বপনে, সমস্ত শুভকর্ম্মে, সন্ধি ও নির্গমে—শশী অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ীতে * বা বাম নাসিকায় শ্বাসপ্রবাহ সময়ে শুভপ্রদ। এতদ্ব্যতীত বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা, মন্ত্র সাধনা, জলদানাদি-ধর্ম্মকার্য্য ও আত্মীয় বান্ধব দর্শন, কাল-বিজ্ঞান বা জ্যোতিষ, সূত্র বা দর্শনাদি শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর পঠন-পাঠনে, চতুষ্পাদ গৃহাগমে, গবাদি পশু আনয়নে, গ্রহদোষ শান্তি কর্ম্মে, প্রভু সম্বোধনে, ধনুর্ধারী ব্যক্তির নূতন গজাশ্বারোহণে ও নূতন গজাশ্ব-

* চন্দ্রনাড়ীকে ইড়া নাড়ীও বলে,—'ইড়ায়াং সংস্থিতশ্চন্দ্রঃ'—ইহার গুণ শীতল, স্থিরপ্রকৃতি ও উত্তরায়না। ইহা মানবের মেরুদণ্ডাশ্রিতা বামদিকের একটী সূক্ষ্মা নাড়ী, ইহাকে দেহস্থিত সিতোদ্ভবা ভাগীরথী গঙ্গাও বলা হয়। ইহারই উদয় বা বিকাশ কালে বামনাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয়।

বন্ধন কার্য্যে, পরোপকার, রত্নস্থাপন, গীতবাদ্য নৃত্যক্রিয়া ও গীতশাস্ত্রাদির বিচার আলোচনায়, নগরে ও গ্রামে প্রবেশে, তিলক ও উপনয়নাদি কর্ম্মে, যজ্ঞসূত্র ধারণে, পুত্রশোকে, বিষাদে, জড়তা ও মূর্চ্ছায়, স্বজন ও স্বামীসম্বন্ধে, ধান্যাদি ও কাষ্ঠ সংগ্রহে, স্ত্রীলোক গজদন্তাদি ভূষণে, গুরুপূজা, যোগাভ্যাস ও বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ইড়া বা বাম নাসায় বায়ু প্রবাহের সময়েই সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ। সকল শুভ কর্ম্মেই দিবারাত্রি মধ্যে যে কোন সময়েই হউক চন্দ্রনাড়ীতে শ্বাসবহন কালে শুভকর হইলেও উহার বায়ু, তেজঃ বা অগ্নি ও আকাশতত্ত্বের আবির্ভাব সময়ে * বর্জ্জনীয়, অর্থাৎ বাম নাসায় প্রবাহকালে যখন পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় হয়, তখনই উপযুক্ত শুভকার্য্য ব্যতীত অন্যান্য সকল শুভকর্ম্মই সিদ্ধিপ্রদ জানিবে। (অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অবগতির জন্য "তত্ত্ব বিচার কার্য্য পরে বর্ণিত হইয়াছে।) শ্রীভগবান বলিয়াছেন "সর্ব্বত্র সকল প্রকার শুভকর্ম্মেই বামনাসিকায় শ্বাসবহন সময়ে শুভপ্রদ।" আবার বলিয়াছেন—"কোন প্রকার দৈহিক শ্রান্তি হইলে, মনে কোনরূপ শোক উৎপন্ন হইলে, মূর্চ্ছা বা কোন প্রকারে শরীর গরম ও ধাতুরুক্ষ হইলে এবং পূর্ব্ব কথিত গুরু, প্রভু ও বন্ধুবান্ধবাদি স্বজনগণের নিকট হইতে যাইলে, বাম নাসিকায় শ্বাস বহন করাইবে। তখন দক্ষিণ নাসায় শ্বাসবহন থাকিলেও পূর্ব্ব কথিতরূপে যে কোন প্রকারে হউক দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসায় বায়ু চালনা করিবে।

* আকাশতত্ত্বের পরিচয় পরে দেখ

<u>দক্ষিণ নাসায় (পিঙ্গলায়) শ্বাস-বহন সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম।</u>—

"কঠিন ক্রুর বিদ্যানাং পঠনে পাঠনে তথা।
স্ত্রীসঙ্গে বেশ্যাগমনে মহানৌকাধিরোহনে॥
নষ্টকার্য্যে সুরাপানে বীরমন্ত্রাদ্যুপাসনে।
বহুলধ্বংসদেশাদৌ বিষদানাদি বৈরিণি॥
শাস্ত্রাভ্যাসে চ গমনে মৃগয়া পশুবিক্রয়ে।
ইষ্টকাকাষ্ঠ-পাষাণে রত্ন ঘর্ষণ দারণে॥
গীতাভ্যাসে যন্ত্রতন্ত্রে দুর্গ-পর্ব্বতারোহণে।
দ্যুতে চৌর্য্যে গজাশ্বাদি-রথ-বাহন সাধনে॥
ব্যায়ামে মারণোচ্চাটে ষট্‌কর্ম্মাদিক সাধনে।
যক্ষিনী যক্ষ-বেতাল বিশ্বভূতাদি সংগ্রহে॥
খরোষ্ট্র মহিষাদিনাং গজাশ্বারোহণে তথা।
নদী জলৌঘ তরণে ভেষজে লিপিলিখনে॥
মারণে মোহনে স্তম্ভে বিদ্বেষোচ্চাটনে বশে।
প্রেরণে কর্ষণে ক্ষোভে দানে চ ক্রয় বিক্রয়ে॥
খড়্গাহস্তে বৈরীযুদ্ধে ভোগে চ রাজ দর্শনে।
ভোজ্যে স্নানে ব্যবহারে ক্রুরে দীপ্তে রবিঃ শুভ॥"

অর্থাৎ কঠিন ও ক্রুড়বিদ্যার পঠন পাঠনে, স্ত্রীসঙ্গে বেশ্যা-গমনে, মহানৌকায় অধিরোহনে, সর্ব্ববিধ নষ্ট কর্ম্মে, সুরাপানে, বীরাচারানুগত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উপাসনায়, দেশাদির বহুল ধ্বংস কার্য্যে, বিষদানাদি শত্রুতাকার্য্যে, শস্ত্রাভ্যাসে, মৃগয়াযাত্রায়, পশুবিক্রয়ে, ইষ্টক, কাষ্ঠ ও পাষানাদির ছেদন ও গঠনকর্ম্মে, রত্নাদির ঘর্ষণ ও বিদারণে, সঙ্গীত বিদ্যার অভ্যাসে, তান্ত্রিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে, দুর্গ ও পর্ব্বতারোহণে, দ্যুতক্রীড়া বা

জুয়াখেলা, চৌর্য্যকর্ম্ম, গজ, অশ্ব, রথ ও বাহন সাধনে, ব্যায়াম কার্য্যে, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ ও শান্তি কর্ম্মরূপ ষট্‌কর্ম্মাদি সাধনে; যক্ষিনী, যক্ষ, বেতালাদি বিশ্বভূত প্রভৃতির সিদ্ধি ও সংগ্রহ কার্য্যে; গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, মহিষাদির এবং গজ ও অশ্বাদি আরোহণে, নদী ও জল প্রবাহ পার হইতে, ভেষজাদির সংগ্রহ, প্রস্তুত ও সেবনে; লিপি লিখন, প্রেরণ, কর্ষণ, ক্ষোভ ও দান কার্য্যে, ক্রয় বিক্রয় কর্ম্মে, খড়্গহস্তে, শত্রুর সহিত যুদ্ধে, স্নান ও ভোজনাদি সমস্ত ভোগকর্ম্মে; রাজদর্শন, লৌকিক ব্যবহার এবং সকল প্রকার কঠিন ও অশুভকর ঘোর নৃশংসকর্ম্মে রবি বা সূর্য্যনাড়ী * অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় শ্বাসবহন সময়ে করিলে নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইবে।

সুষুম্না বা স্বরস্বতী প্রবাহে কর্ত্তব্য কর্ম্ম—

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্ব কার্য্য হরাহশুভা॥
তস্যাং নাভ্যাং স্থিতোবহ্নিণজ্জ্বলন্তি কালরূপিণঃ।
বিষমন্তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্য বিনাশনম্॥

অর্থাৎ যখন কিছুক্ষণ বাম নাসায়, কিছুক্ষণ দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখনই সুষুম্না প্রবাহ বলা যায়। ইহা সর্ব্বকার্য্যনাশিনী ও ঘোর অশুভ প্রদায়িনী। ইহাকে কালরূপী

* রবি বা সূর্য্যনাড়ীকে 'পিঙ্গলা' নাড়ীও বলে। "পিঙ্গলায়ঞ্চ ভাস্কর"। ইহার গুণ উষ্ণ, চরপ্রকৃতি ও দক্ষিণায়না। ইহা মানবের মেরুদণ্ডাশ্রিতা দক্ষিণ দিকের একটী সূক্ষ্মা নাড়ী। ইহাকে দেহস্থিত সূর্য্য বা উষ্ণোদ্ভবা যমুনা নদীও বলা যায়, ইহারই দীপ্তি বা উদয়কালে দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয়।

বহ্নিজ্বালার ন্যায় সর্ব্বধ্বংসকারী ও বিষময় বলিয়া জানিবে। * কিন্তু মুক্তিমার্গে ইহা আবার অমৃতস্বরূপিনী। "মুক্তিমার্গে তু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিনী॥" এই বিশ্বধারিনী সুষুম্নাতেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীভগবান তাহাই যোগশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যথা—

"সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষঃ॥"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—কোনও নাসিকায় যখন বায়ু তেজে প্রবাহিত হয়, তখন অন্য নাসায় স্বভাবতঃ অল্পতেজে বা অতি মৃদুভাবেই শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে; অথবা একেবারেই সে নাকটী বন্ধ থাকে। কিন্তু যখন এক নাসিকায় প্রবাহ এক ঘণ্টা পূর্ণ হইয়া অন্য নাসিকায় বায়ু বহিতে আরম্ভ করে, তখন অতি অল্পকালের জন্য কখন এ নাকে কখনও ও নাকে এবং কখন সামান্যক্ষণের জন্য উভয় নাশায় সমানভাবে শ্বাস বহিতে থাকে, তাহাকেই সুষুম্নার উদয় বা সুষুম্নাপ্রবাহ বলে। এরূপ সময় সাংসারিক বা বৈষয়িক সকল কর্ম্মেই নানা বাধা বিঘ্ন, বিপদ, কলহ ও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এমন সময় জানিতে

* বহ্নিজ্বালারূপিনী-অগ্নিনাড়ীকেই 'সুষুম্না' নাড়ী বলে। 'সুষুম্না-অনলাত্মিকা' হইলেও ইহা ত্রিগুণাত্মিকা। "ইয়ঞ্চ ত্রিগুণাজ্ঞেয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা।" আবার নাড়ী পরিচয়ের স্থলেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"মধ্যে সুষুম্না বিজ্ঞেয়া চন্দ্রসূর্য্যানলাত্মিকা" অর্থাৎ ইহা মানবের মেরুদণ্ডাশ্রিতা পূর্ব্বোক্ত ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী পশ্চাৎদিকের অতীব সূক্ষ্মা গুপ্তানাড়ী। ইহা ইড়ার চন্দ্রাত্মিকা শৈত্যগুণ এবং পিঙ্গলার সূর্য্যাত্মিকা উষ্ণ্য গুণের সহিত বিশ্বধারিনী-রূপে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ত্রিধাশক্তিস্বরূপিনী বিদ্যমানা। ইহার গুণ লৌকিক কর্ম্ম সমূহের ধ্বংসাত্মিকা, কিন্তু ইহাকে ব্রহ্মজ্ঞান-নাড়ীও বলা হয়। ইহা সরস্বতী নদী স্বরূপিনী। ইহার উদয়কালে ক্ষণকালের জন্য উভয় নাসায় শ্বাস বাহিত হয়।

পারিলে, তখন কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবে না। মানব-জীবনে যতকিছু অমঙ্গল হইয়া থাকে, সমস্তই এই সুষুম্নার বহির্বিকাশরূপ উভয় নাশায় বায়ু বহন কালেই হইয়া থাকে। কিন্তু যোগী মহাত্মার নির্ব্বাণমুক্তি এই সুষুম্নার যথার্থ বিলোম বা ঊর্দ্ধমুখী অন্তর প্রবাহ উপস্থিত হইলেই হইয়া থাকে। সেই কারণ সুষুম্না নাড়ীকে আবার ব্রহ্মজ্ঞান জননী সরস্বতী-স্বরূপিণীও বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ অন্তরসলিলা বা গুপ্ত-প্রবাহবিশিষ্টা হইলেও, ইহার দুই প্রকার প্রবাহ আছে। এই বহির্ম্মুখী স্থূল বাকশক্তি প্রদায়িণী * ও অন্তব্রহ্মজ্ঞান প্রদায়িণী। (দ্বিতীয় 'সংস্করণ' "গুরুপ্রদীপে ও পূজাপ্রদীপে" ষট্‌চক্র অংশ দেখ) ইতঃপূর্ব্বে মন্ত্র চৈতন্য অংশেও তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

যাহা হউক সুষুম্নার বাহ্যপ্রভাবরূপ উভয় নাসায় শ্বাস যখন পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহাকে 'বিষুবযোগ' বলে। সে সময় স্থির বা সৌম্য ও ক্রুর কোন কর্ম্মই করিবে না। এই সন্ধিক্ষণ বা সঙ্কটসময় লৌকিক সকল কার্য্যেই ক্ষতি, ধ্বংস, আশানাশ ও বিপদাদি যতকিছু অমঙ্গল আছে, সমস্তই হইতে পারে। এই সময় দান পুণ্য, কিংবা কোন শুভকার্য্য ও যাত্রাদিও করিতে নাই।

বলা বাহুল্য এইরূপ সুষুম্না প্রবাহ বা উভয় নাসায় শ্বাস

* মানবের ভূমিষ্ঠ হইবার পর যতদিন না সুষুম্নার অনুলোম গুপ্তগতি সুস্পষ্টভাবে প্রবাহিত হয়, ততদিন আদৌ বাক্যের বিকাশ হয় না।

বহনের স্থায়িত্ব কচিৎ এক আধ মুহূর্ত্তের জন্যই হয়। সে সময় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'যদি কিছু অধিকক্ষণ ধরিয়া সেরূপ প্রবাহ হয়,' বুঝিতে পার, তবে—

"বিষম বৈপরীতস্য সংস্মরেজ্জগদীশরং।
ঈশ্বরং স্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্মযু।
অন্যং কিঞ্চিন্নকর্ত্তব্যং জয়লাভ সুখার্থিভিঃ॥

অর্থাৎ সেই বিষম বিপরীত অবস্থায় কেবল শ্রীজগদীশ্বর স্বরূপ নিজ ইষ্ট দেবতার স্মরণ করিবে ও যথাজ্ঞান 'মন্ত্র-হট-লয় বা রাজপরিজ্ঞাত' যে কোনও যোগাভ্যাসাদি কর্ম্মেই যথাসাধ্য নিরত হইবে। জয়, লাভ ও সুখাদি অন্য কোন কিছুই করিবে না। এমন কি তখন সাধ্যমতে কাহারও সহিত বাক্যালাপাদিও করিবে না।

নিয়মিত শ্বাসের গতি অনুসারে নিত্য কর্ম্মবিধিঃ—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যাত্যাগ সময়ে যে দিন যে নাসিকায় শ্বাস বহিবে, সেই দিন সেই দিকের হাত দিয়া নিজ মুখের সেই পার্শ্ব স্পর্শ করিবে। এতদুদ্দেশে প্রথমে নিজ উভয় করতলস্থিত রেখা সমূহ ভাল করিয়া দেখিবে ও করদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া (নাসিকা স্পর্শ না হয়, এমন ভাবে) উভয় করতলের আঘ্রাণ লইবে। পরে পূর্ব্ব কথিতভাবে সেই দিকের মুখে প্রথমে সেই দিকের কর স্পর্শ করিয়া ক্রমে সমস্ত মুখ ও নেত্রাদি যদৃচ্ছা মার্জ্জনা করিবে।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"সুপ্তোত্থিত মুখং স্পৃষ্টা লভতে বাঞ্ছিত ফলম্।
নহানিঃ কলহশ্চৈব কণ্টকৈর্ণাপি ভিদ্যতে॥"

অর্থাৎ এই ভাবে নিদ্রার পর মুখে করস্পর্শ করিলে সকল বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় ও সেদিন কোনরূপ হানি, বিপদ এমন কি সামান্য কণ্টক পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

যাত্রা ও সকল কর্ম্মসিদ্ধির সহজ সঙ্কেত—গুরু, বন্ধু, নৃপতি, রাজকর্ম্মচারী বা অন্য যে কাহারও নিকট যে কোন কর্ম্ম-সিদ্ধির মনন করিয়া অথবা কোন ফললাভজনক বা যে কোনও শুভকার্য্যে সুফল লাভের আশায় কোথাও যাত্রা করিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহ থাকিবে, সেই দিকের হস্তের করতল-দ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ করিবে, পরে সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া নিজ গৃহ বা স্থান হইতে বহির্গত হইবে, তাহা হইলেই সমস্ত শুভ হইবে।

অভিলষিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তখন যে দিকের নাসায় বায়ু চলিতে থাকিবে, সেই দিকেই তাঁহাকে রাখিয়া দাঁড়াইবে বা উপবেশন করিবে।

শত্রু, দুষ্ট, কুপিতপ্রভু, বিদ্বেষী ও খল ব্যক্তির নিকট অভিষ্ট-সিদ্ধির সঙ্কেত—

শত্রু, দুষ্ট, চোর ও অধম ব্যক্তির নিকট কোন কার্য্যোপলক্ষে যাইতে হইলে এবং অন্যান্য লৌকিক উপদ্রবে, যথা—বিবাদে, মকদ্দমায়, যুদ্ধে ও কলহাদিতে জয়লাভ করিবার জন্য, অথবা প্রভু যদি ক্রুদ্ধ বা রাগান্বিত হইয়া থাকেন বা কেহ দ্বেষ করেন, তবে সেই সমুদয়ের শান্তির জন্য যাত্রাকালে, তখন যে নাসায় বায়ু বহিবে, তাহার বিপরীত দিকের পদ প্রথমে অগ্রসর করিয়াই নিজস্থান হইতে বাহির হইবে।

তথায় উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে, সেই পার্শ্বের হস্ত দ্বারা প্রয়োজনমত কার্য্য আরম্ভ করিবে বা সেই পার্শ্বের হস্তই যথা প্রয়োজন ব্যবহার করিবে। এতদ্ব্যতীত সেই কুপিত ব্যক্তিকে নিজ শ্বাসের বিপরীত দিকে অর্থাৎ তখন তোমার যে দিকের নাসায় বায়ু চলিবে, তাহার বিপরীত দিকে তাঁহাকে রাখিয়া দাঁড়াইবে বা উপবেশন করিবে ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে। তাহা হইলেই তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইবে।

মকদ্দমা উপলক্ষে কর্ত্তব্য—বিচারালয়ে যাইবার সময় ও পূর্ব্ববিধি অনুসারে যে নাসিকায় তখন বায়ু বহিতে থাকিবে, তাহার বিপরীত পদ অগ্রসর করিয়া যাত্রা করিবে। বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচারককে তোমার প্রবাহিত নিশ্বাসের দিকে এবং বিবাদীকে তোমার শ্বাসের বিপরীত দিকে (অর্থাৎ যে দিকের নাসিকা তখন. তোমার বন্ধ থাকিবে, সেই দিকে) রাখিয়া দাঁড়াইবে ও কথাবার্ত্তা কহিবে। যদি বিচারালয়ে সেরূপে দাঁড়াইবার ঠিক সুবিধা না হয়, তবে মনে মনেও সেরূপ কল্পনা করিয়া ইষ্টগুরুকে স্মরণ করিয়া লইবে। এইরূপ বিধান দ্বারা নিশ্চয়ই সেই মকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারিবে।

অবাধ্যা স্ত্রীকে নিজ মতাবলম্বিনী করিবার সহজ সঙ্কেত এই যে—স্ত্রীর সহিত কোনরূপ বিশেষ বার্ত্তালাপ উপলক্ষে, শয়ন বা উপবেশনাদি কালে স্বয়ং বামপার্শ্বে বা সাধ্যমতে নিজ বামদিক চাপিয়াই থাকিবে যাহাতে তখন দক্ষিণদিকে সহজে বায়ু প্রবাহিত হয়, পূর্ব্বকথিত উপায়ে—সেইরূপই ব্যবস্থা

করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন নিয়ম বা কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্বাসের দিকশূল নির্ণয়—যাত্রা করিবার বিশেষ বিধি অনুসারে শ্বাসের 'দিকশূল' জানিয়াও কার্য্য করা কর্ত্তব্য। সেই কারণ সংক্ষেপে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যথা—বামনাসায় নিশ্বাস বহন সময়ে—'পূর্ব্ব' ও 'উত্তরদিক' 'ইড়া বা চন্দ্রনাড়ীর দিক্শূল' বিধায়, দিবারাত্রির মধ্যে যখন যখন বামনাসায় বায়ু চলিতে থাকিবে, তখন পূর্ব্ব কিংবা উত্তরদিকে কখনই যাত্রা করিবে না।

এইরূপ দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাসবহন সময়ে—'পশ্চিম' ও 'দক্ষিণ' দিক—'পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ীর দিকশূল' বিধায়, দিবা-রাত্রির মধ্যে যখন যখন দক্ষিণ নাসায় বায়ু চলিতে থাকিবে, তখন পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ দিকে কখনই যাত্রা করিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাম নাসায় শ্বাসবহন সময়ে—দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহন সময়ে—উত্তর ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলে শুভফল হইবে।

যাত্রাকালে বার অনুসারে বিশেষ পদক্ষেপ:—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দিকশূলাদির উক্তবিধ নিষেধ মানিয়া যে কোনস্থানে যাত্রা করিবার সময়—রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে—এগারবার, বৃহস্পতিবারে—অর্দ্ধবার এবং শুক্র ও শনিবারে—সাতবার মাটীতে পদক্ষেপন করিয়া পরে যাত্রা করিবে। ইহাদ্বারাও সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়।

সহসা যাত্রাবিধি:—যদি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সহসা

কোথাও যাত্রা করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকিবে, তখন সেই দিকের হস্তদ্বারা সেই অঙ্গ অর্থাৎ সেই দিকের মুখ একবার স্পর্শ করিয়া যাত্রা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় যদি বাম নাসায় শ্বাস বহিতে থাকে, তবে পাঁচ পদক্ষেপন করিয়া অর্থাৎ চলিবার সময় একটু জোরে ভূমিতে সেই দিকের পদের আঘাত করিয়া, সামান্য ক্ষণ দাঁড়াইবে ও তাহার পরেই পুনরায় সেই পদ প্রথমে অগ্রসর করিয়া যাত্রা করিলে, ত্রিভুবনে কোন কার্য্যই অসিদ্ধ থাকিবে না, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে।

স্বগুণ শ্বাসে অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ কালে বা শ্বাসের ভিতরের দিকে প্রবেশকালেই যাত্রাদি করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববর্ণিত সকল বিধিতেই নিশ্বাস-গ্রহণ সময়ে যাত্রাদি করিলে শুভ হয়। কারণ তাহাকে স্বগুণশ্বাস বলে। প্রশ্বাস বা শ্বাসের ত্যাগ অর্থাৎ বায়ুর বহির্গমন কালে, কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ তাহাকে নির্গুণ শ্বাস বলে। ('পূজাপ্রদীপে'—২৯।৩০ পৃষ্ঠায় 'হংসঃ' মন্ত্রের অর্থ এবং ৬৩ পৃষ্ঠায় অজপা মন্ত্র মধ্যেও দেখ।)

এই স্বগুণ শ্বাস সময়ে যাত্রাব্যতীত নিম্নলিখিত আরও অনেক কার্য্যসিদ্ধ হয়। যথা—

অগ্নি নির্ব্বাণ উপায়—কোন গৃহে বা কোনও স্থানে সহসা আগুণ লাগিলে—তখনই একটী ছোট ঘটীতে বা বাটীতে জল আনাইয়া সেই অগ্নির দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে ও "ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি" বলিয়া স্বগুণ শ্বাসে অর্থাৎ

স্বাভাবিক নিশ্বাস যখন নাসিকার ভিতরে যাইতেছে, তখনই ঐ জল নাসাপথে (নাসাপানের ন্যায়) টানিয়া লইলে, সেই অগ্নির আর বৃদ্ধি হইবে না, অধিকন্তু তখন হইতেই তাহা নির্ব্বাণ ও শীতল হইতে থাকিবে।

বৈরীভাব বিনাশন—কোন ব্যক্তির সহিত বৈরীভাব থাকিলে, তাহার শান্তির জন্য নিত্য কোন পাত্রে সামান্য জল লইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে ও মনে মনে "ওঁ অমুকস্য (সেই ব্যক্তির নাম করিয়া) বৈরীভাব নাশয় নাশয় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সগুণশ্বাসে অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে, নাসাপথে সেই জল গ্রহণ করিবে বা পান করিবে। কয়েক দিবস এইরূপ করিলেই তাহার সহিত অনায়াসে মিলন হইবে।

স্বগুণ শ্বাসেই দান করা কর্ত্তব্য—যে কোন ভিক্ষা বা দানপ্রদান কালে উক্তরূপ স্বগুণশ্বাসেই অর্থাৎ স্বাভাবিক নিশ্বাস গ্রহণ সময়েই করিলে, অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

ইতঃপূর্ব্বে বাম ও দক্ষিণ নাসার শ্বাস বহন কালে যে সকল শুভ ও অশুভ কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত যে কোন শুভ কর্ম্মই শান্তির আশায় নিশ্বাস গ্রহণ কালে অর্থাৎ স্বগুণশ্বাসে করা কর্ত্তব্য।

ক্রোধ, আলস্য ও জড়তা নিবারণ—ক্রোধীব্যক্তি নিজ 'ক্রোধ' রিপুর দমনার্থ সহসা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার সহজে শান্তি আসিবে। এতদ্ব্যতীত কিছুদিন সমস্ত দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় সাধ্যমত বন্ধ করিয়া রাখিতে

অভ্যাস করিলে, ক্রমে সেই 'বদ্‌রাগী' স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের আলস্য ও জড়তাও বিদূরিত হয়। ইহা দ্বারা ক্রমে শরীর সুস্থ হইয়া থাকে ও কোন রোগাদির আশঙ্কা থাকে না।

বেদনা শান্তির কৌশল—বক্ষে, পৃষ্ঠে, উদরে ও পার্শ্বদেশে অথবা দেহের যে কোন স্থানে সহসা কোন বেদনা উঠিলে,—তখন যে নাসায় বায়ু প্রবাহ থাকে, সেই নাসারন্ধ্র তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলিদ্বারাই হউক বা কাপড়ের 'খুঁট' দিয়াই হউক অথবা পূর্ব্ববর্ণিত 'ন্যাকড়ার পুঁটুলি' দিয়াই হউক যে কোন প্রকারে বন্ধ করিয়া দিবে। সেই নাসিকাপুটে একটুও বায়ু বাহির হইতে দিবে না, তাহা হইলে অন্য নাসায় সহজে বায়ু বহিতে থাকিবে ও অল্পক্ষণের মধ্যে তোমার সেই দারুণ বেদনার নিবৃত্তি হইবে।

হাঁপানি রোগের শান্তি বিধান—ভীষণ শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি অথবা তজ্জনিত প্রবল 'ফিটের' মত হইলে, তখন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে, সেই নাসা পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে তখনই বন্ধ করিয়া দিবে। তাহা হইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন কি ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই হাঁপানির সেই প্রবল বেগ কমিয়া যাইবে। প্রতিদিন এইরূপ করিলে শ্রীইষ্টগুরুর কৃপায় হয়ত এক মাসের মধ্যে এই ঘোর যন্ত্রণাদায়ক রোগ হইতে একেবারেই মুক্ত হইতে পারিবে। হতাশ হইও না, ঠাকুরের কৃপায় অবশ্যই আরোগ্যলাভ করিবে।

এই সঙ্গে নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় পদ্মাসনে, বা স্বস্তিকাসনে

(যাহার যেরূপ অভ্যাস বা সুবিধা হয়) বসিয়া সরল ভাবে অর্থাৎ মেরুদণ্ড বেশ সিধা করিয়া কপালের মধ্যে বা নিজ মস্তিষ্ক মধ্যে শ্বেত শাশ্বত শিবস্বরূপ শ্রীগুরুদেবতাকে ভক্তি-কাতর ভাবে ধ্যান করিবে ও জিহ্বাগ্র নিজ তালুমূলে মিলাইয়া রাখিতে যত্ন করিবে। ইহাতে প্রথম প্রথম কাহারও কাহারও সামান্য কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কিঞ্চিৎ সহ্য করিয়া এই ক্রিয়া করিতে পারিলে, আর কখনও হাঁপানির উপদ্রব হইবে না।

রক্তদুষ্টি-নিবারণ—প্রত্যহ প্রাতে সন্ধ্যায় ও রাত্রিকালে 'শীতলী প্রাণায়াম' যোগে বা 'কাকচঞ্চু' মুদ্রাদ্বারা ৫।৭ মিনিট কাল বারম্বার বায়ু পান করিলে ও তৎসঙ্গে নাসিকাদ্বারা সেই বায়ু ধীরে ধীরে ত্যাগ করিলে ('সাধন প্রদীপ, 'গুরুপ্রদীপ' ও 'জ্ঞানপ্রদীপ'-শীতলী-প্রাণায়াম দেখ) দেহের শোণিত পরিশুদ্ধ হয় ও সহজ কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

চর্ম্মরোগ ও শূল বেদনা—উক্ত 'শীতলী'-প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে ও শূলবেদনা (অর্থাৎ বুকে-পীঠে বা যে কোন স্থানে আভ্যন্তরীণ বেদনা) নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

এই বায়ু পান কার্য্য কোন পবিত্র নির্জ্জন ও নির্ম্মল বায়ু পূর্ণ স্থানেই বসিয়া করিবে। আহারান্তেই এই ক্রিয়া করিতে নাই। উপর্য্যুপরি এই ক্রিয়া কালে যেন কোনরূপ শ্বাসকষ্ট হাঁপ না আসে এমনই ভাবে অতি ধীরে ধীরে কার্য্য করিবে।

শ্রান্তি নিবারণ—পথ হাঁটিয়া বা কোন প্রকার পরিশ্রম-

জনক কার্য্যের পর কিয়ৎক্ষণ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে দেহের সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হইয়া বেশ সুস্থ ও শান্তি বোধ হইবে। পরিশ্রমজনিত দেহের ধাতু রুক্ষ বা গরম হইলে, ইহাদ্বারা তাহারও যথেষ্ট উপকার হয়।

যোগ, জপ ও পূজাদিতে নাসাবায়ুর অনুকূল প্রবাহ :— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'সকল সময় সমস্ত শুভ কর্ম্মেই বাম নাসায় শ্বাস বহন কালে, শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।' কিন্তু মন্ত্রাদি হঠ ও লয়াদি বিভিন্ন যোগ ক্রিয়ার শাস্ত্রে একটু বিশেষ বিধি আছে, তাহাও সাধক মাত্রের জানিয়া রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ কোন্ নাসায় প্রবাহকালে, সাধনার কোন্ কার্য্য করিলে, যথার্থ শুভ হয়, সে বিষয় কিছু বুঝিবার আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"সুপ্ত প্রবুদ্ধমাত্রো বা মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন যচ্ছতি।
স্বাপকালে বামবাহা জাগরণে দক্ষিণাবহঃ॥"
"মন্ত্রস্যৈতদ্বিপর্য্যয়ঃ।" যথা—

"স্বাপকালে দক্ষিণশ্বাসো, জাগরণে বামনিশ্বাস—ইতি বৈপরীত্যং॥"

জপ পূজাদি যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে, কুণ্ডলিনীশক্তির সহায়তা ব্যতীত তাহাতে সিদ্ধিলাভের উপায় নাই। প্রথমেই 'মন্ত্রচৈতন্ত' অংশে তাহা বলা হইয়াছে। সেই কারণ কুণ্ডলিনী জাগরণের নানা বিধান শাস্ত্রে ও গুরুমুখে বর্ণিত আছে। সাধনসিদ্ধিপ্রদায়িনী কুণ্ডলিনী শক্তিকেও জাগাইবার জন্য কত সাধ্য সাধনা অনুনয়-বিনয় করিবার কথাও সাধকবাক্যে শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—

"জাগো গো মা কুণ্ডলিনী মূলাধার নিবাসিনী।
স্বয়ম্ভূ শিবসঙ্গিনী ছাড় গো ব্রহ্মের দ্বার॥"
ইত্যাদি

সর্ব্বত্রই কুণ্ডলিনী জাগরণের বিধি আছে।

কুণ্ডলিনী কি সদাই নিদ্রিতা? না,—তাঁহার সুপ্তা বা নিদ্রিতা, জাগরিতা ও প্রবুদ্ধা এই তিন অবস্থা। সাধারণতঃ মানবের ইড়া নাড়ীর বিকাশে অর্থাৎ বাম নাসিকায় বায়ু বহন কালে, তাঁহার—'নিদ্রা', পিঙ্গলা নাড়ীর বিকাশে, অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু বহন কালে, তাঁহার—'জাগরণ' এবং সুষুম্নার বিকাশেই,তাঁহার--'প্রবুদ্ধা'বস্থা বলা হয়।

সাধারণ পূজা-জপকারী সাধকসমাজ লৌকিক শক্তিকামী, সুতরাং বাম নাসার প্রবাহ কালে জপ পূজাদিতে তাঁহাদের কল্যাণ হইবার কথা, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে উক্ত উদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যে বলা হইয়াছে—'কুণ্ডলিনী তখন নিদ্রিতা', আবার শাস্ত্রই বলিয়াছেন —"তাঁহার নিদ্রার সময় ধ্যান জপাদি কিছুই সিদ্ধিপ্রদ হয় না।" তাই তাঁহাকে লৌকিক দৃষ্টিতে যেন জাগাইয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহার পরই 'শাস্ত্র' সে সন্দেহ একেবারে মিটাইয়া খুলিয়া বলিয়াছেন যে,—মন্ত্রাদি সাধনার সময়, কুণ্ডলিনীর নিদ্রা বা জাগরণবিধি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকার। অর্থাৎ সাধাণভাবে 'ইড়ায়' বা বামে—তাঁহার 'স্বাপ' বা নিদ্রাকাল*এবং 'পিঙ্গলায়' বা দক্ষিণে—তাঁহার 'জাগরণ' কাল হইলেও, মন্ত্র জপাদির সময়ে তাহার ক্রিয়া বিপর্য্যয় বিধায় তাঁহার স্বাপ বা নিদ্রাকাল—দক্ষিণ

নিশ্বাসে এবং জাগরণ—বাম নিশ্বাসে, এইরূপ বিপরীত ভাবেই হইয়া থাকে। অতএব বাম-নাসায় শ্বাস বহন কালেই সকলে পূজা, ধ্যান, জপ, শান্তি, ও উক্তবিধ সাধন কল্যাণকর সকল কার্য্যই করিবে। এবং মারণ, উচ্চাটণাদি ক্রুর কর্ম্মসিদ্ধির জন্য দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহন সময়েই করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষ ॥" অথবা—

"মুক্তি মার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী"।

তাঁহার এই প্রবুদ্ধা অর্থাৎ জ্ঞানময়ী অবস্থাতেই সুষুম্নামার্গ উন্মুক্ত হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান প্রবাহিণী সরস্বতীর অন্তর প্রবাহ যোগীর অন্তরে পরিলক্ষিত হয়। তখনই সাধকের অন্তরদেশ-স্থিতা—'গঙ্গা' উত্তরবাহিণী হইয়া থাকেন এবং 'যমুনায়'ও উজান-প্রবাহ বহিতে থাকে। একথা গুরুপ্রদীপের (দ্বিতীয় সংস্করণে) ষটচক্রনিরূপণ অংশ মধ্যে বলা হইয়াছে। পাঠক, তাহা অবশ্যই দেখিয়া লইবে। তথাপি মন্ত্রযোগী সাধকের অবগতির জন্য এস্থলেও সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

জীবের নাড়ীচক্রের সাধারণ বা অনুলোম অথবা স্বাভাবিক 'প্রবৃত্তি-ক্রিয়া' বা 'ধারা' যখন গুরুপদিষ্ট গুরুসাধনার দ্বারা প্রতিলোম বা বিলোমক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্তির দিকে ফিরাইয়া দেয়, তখনই জ্ঞান লাভের উপায়রূপে যাহা কিছু আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, সে সমস্তই এই তৃতীয় নাড়ী—'সুষুম্নার' অন্তরপথে কুণ্ডলিনী শক্তিসহযোগে সম্ভব হইয়া থাকে। ('পূজাপ্রদীপে' 'অন্তর্ভূত শুদ্ধি' দেখ।) এই সময়ে কাশীধামে

ভাগীরথী গঙ্গা সদাই উত্তর বাহিনী হইয়া থাকেন। ('কাশ' অর্থে, দীপ্তি বা প্রকাশ এবং 'ইন' অর্থে আছে, অর্থাৎ যাহাতে প্রকাশদীপ্তি আছে তাহাই কাশী।) ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন—

"জ্ঞান প্রবাহাবিমলাদি গঙ্গা, সা কাশীকাহয়ং নিজবোধরূপং।"

সাধকের বিমল জ্ঞান-প্রবাহ বা ধারা দীপ্তিময়ী 'নিজবোধ' বা আত্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্মশক্তির বিকাশাত্মক অন্তরভূমি সেই কাশীতে উপনীতা হইলেই, তিনি অমনি কল-কল-নিনাদিনী 'ইড়ারূপিনী' হইয়া বিপরীত মুখে উত্তর বা উর্দ্ধবাহিনী হইয়া থাকেন। পূর্ব্বদিকে বা বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্যের সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলেই উত্তরদিকটী দর্শকের বামদিকে পড়ে, আবার 'বাম' অর্থে প্রতিকূল অর্থাৎ অনুকূল প্রবৃত্তির বিপরীত ভাব বা নিবৃত্তির পথ, তাহা পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে। সেই উত্তর দিকস্থ অনন্ত গগনসদৃশ মহাকাশ মধ্যে 'লক্ষ্যবস্তু' ধ্রুব তারকা-বিন্দুর ন্যায় নিশ্চয়াত্মক নিত্য সত্যস্বরূপ একমাত্র অখণ্ডবিন্দু বা ব্রহ্মবিন্দুর দিকে যখন সাধকের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়, তখন জ্ঞানের লৌকিক বা সাধারণ গতি বা ধারা বিপরীত বা উত্তর অথবা উর্দ্ধদিকেই পরিচালিত হইয়া থাকে।

এইভাবে দ্বাপরান্তেও একবার যমুনায় 'উজান' বহিয়াছিল অথবা প্রতি দ্বাপরান্তেই যমুনা নিত্য উজানেই বহিয়া থাকেন। ('দ্বি'-অর্থে দুই + 'পর'-অর্থে প্রধান — 'ই' স্থানে 'অ' = দ্বাপর; যখন দুইটীই প্রধান বলিয়া মনে হয়, তখনই—'দ্বাপর'; দূর হইতে কোন স্থানুভূত বৃক্ষ অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাহীন বৃক্ষের স্কন্ধ বা গাছের গুঁড়ি দেখিয়া উহা 'স্থানু' কি 'পুরুষ' অর্থাৎ উহা গাছের

গুঁড়ি না মানুষ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না; এই সন্দেহজনক অবস্থায় যখন দুইটীই প্রধান বলিয়া মনে হয়, তখনই 'দ্বাপর'; আবার দুইটী যুগের পর তৃতীয় যুগ— দ্বি + প্রর = 'দ্বাপর' নামেও অভিহিত)। সেই দ্বাপরের অন্তে অর্থাৎ দুইটীই বিভিন্ন বা প্রধানরূপ—'ভক্ত ও ভগবানের' অথবা 'প্রকৃতি'ও 'পুরুষের' ভেদাত্মক স্বভাবতঃ দ্বৈতভাবময় সংশয়ের প্রায় অবসানে, সাধকের সাধনপুষ্টিরূপ তাহার অন্তরের তৃতীয় অর্থাৎ একেন্দ্রিয় বৈরাগ্যের অবস্থায় বা যুগে তিনি যে তখন অপূর্ব্ব 'যুগলমিলনে' পরাভক্তির আদর্শ স্থাপনে আবিভূর্ত হইলেন,—তিনি যে, সেই দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের লীলাবিকাশে—'গো—গোপ—গোপিনী—সংঘে'—বিচিত্র সখ্যভাবেই সাধকের অন্তরে—'দ্বি + পর' বা দুইই প্রধানের—'অন্ত' করিয়া এক বা একাকার অভেদভাব প্রদর্শন করিতেই যেন প্রকট হইলেন। তাঁহার সেই—'সপ্তস্বরা' শব্দব্রহ্মের মোহিনী শক্তি সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট প্রণব-ঝঙ্কারে বা নিত্য বংশীনিনাদ'রূপে যখন সাধকের সূক্ষ্ম মানস-কাণের ভিতর দিয়া তাহার গুপ্ত অনাহত কমলরূপ মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তর-বৃন্দাবনে সেই হৃদয় নাথের চরণস্পর্শে উষ্ণপ্রবাহিণী পিঙ্গলারূপিণী যমুনাও উজানে বা উযানে (উ+যানে বা ঊর্দ্ধযানে অর্থাৎ বিপরীত গতিতে) প্রবাহিতা হন।

'পূজাপ্রদীপের' পরিশিষ্টাংশ মধ্যে (৪৫ পৃষ্ঠায়) অতিগুহ্য 'রাসোৎসব' বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মগ্রন্থিভেদরূপ অপূর্ব্ব সাধন লব্ধ রজোগুণপুষ্ঠ 'রং' বীজ বা 'রা' টী (অর্থাৎ দেবী) এইবার বাষ্পাত্মক নীলধূম্রসম

আনন্দ রসপ্রদ 'বিষ্ণুগ্রন্থির' আধার সাধকের 'ধ্যা' বা 'ধা' অথবা স্থূল (বা ইষ্ট মূর্ত্তির) ধ্যানভূমিতে অর্থাৎ হৃদয়—'রাস-মন্দির+রাস মণ্ডলস্বরূপ অনাহত ক্ষেত্রে (রা+ধা)=রাধারূপে উপনীতা হইয়া বিষ্ণুমায়াস্বরূপ মায়ের দিব্যসত্তা ত্রিগুণের প্রায় সাম্যাবস্থায় ত্রিভঙ্গাকার দিব্যরসস্বরূপ অপূর্ব্ব পুরুষ প্রবরের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। ইত্যাদি * * * *।

সেই 'রাধাই' যে এস্থলে অনুলোম গতিতে জীবের স্বাভাবিক জীবন 'ধারা' মাত্র। পূর্ব্বে যে, নাড়ীচক্রের সাধারণ অথবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-ক্রিয়া বা ধারার কথা বলা হইয়াছে, সেই 'ধারাই' বা (ধা+রা) উক্ত বিলোম বা বিপরীত গতি-ক্রিয়ার ফলে—উক্ত উ—যানে বহিয়া বা উর্দ্ধযানে উঠিয়া 'রাধা' হইয়া যায় তাহা বলাই বাহুল্য।

তখন সাধকের সেই স্বাভাবিক অন্তরের স্পন্দনধারা বা প্রবাহক্রিয়া আর সহসা পরিলক্ষিত হয় না। তখনই অনন্ত সাগর-সঙ্গিনী চিরস্নিগ্ধা গঙ্গার অঙ্গে সেই উযানগামী যমুনা তাঁহার তাপিত অঙ্গ মিশাইয়া দিয়া মুক্তিক্ষেত্রে 'ত্রিবেণী—প্রয়াগের * সৃজন করিয়া দেন। যমুনা সূক্ষ্মভাবে 'সূর্য্যোদ্ভবা' এবং স্থূল ভাবেও যমুনোত্তরীতে এক অত্যুষ্ণ বা তপ্ত উৎস অর্থাৎ প্রস্রবণ হইতেই পবিত্র 'যমুনা' নদীর উদ্ভব হইয়াছে। বাস্তবিক মূলে সেই 'তাপ' অর্থাৎ সাধকের প্রবল তপস্যাই

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেব বলিয়াছেন—

" নিজগুরু চরণ ধ্যান যোগঃ প্রয়াগঃ।"

অথবা মূলে ত্রিতাপজাত বিষাদই সাধককে যোগসাধনার প্রথম উৎস বা উৎসাহ-ধারা প্রদান করে। তাইত 'বিষাদযোগ' অবলম্বনেই যমুনাতট-বিহারী শ্রীভগবান জগৎগুরুরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবতগীতার উপদেশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহাহউক সাধক তখন সেই তীর্থ রাজস্বরূপ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর অপূর্ব্ব ত্রিবেনীসঙ্গ যে—(নিজ গুরুচরণ-ধ্যান :—যোগ রূপ প্রয়াগে) নিমজ্জিত হইয়া সেই সঙ্গম-মধ্যস্থিতা অন্তর সলিলা বিদ্যাগ্নিরূপিনী সরস্বতীর সাক্ষাৎ সন্ধান পায় ও তখনই আজ্ঞা বা অজ্ঞানচক্রভেদ করিয়া উন্নত যোগসিদ্ধলাভে সমর্থ— হয়। তাই বলা হইয়াছে—"সুষুম্না প্রবাহে লৌকিক বা অজ্ঞানতাময় সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগের ও ভোগানর পক্ষে সম্পূর্ণ অশুভজনক, কিন্তু যোগাদিসিদ্ধির পক্ষে বা মোক্ষ লাভের পক্ষে যথার্থ—অমৃতস্বরূপিনী'। সাধক, বেশ মনোযোগ দিয়া ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে যত্ন কর, অপার আনন্দ পাইবে।

তত্ত্ব বিচার—এইবার ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার তত্ত্ববিচার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এই অংশ শেষ করিব।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার প্রবাহ অর্থাৎ নাসিকার শ্বাস বায়ুর প্রবাহ যে, সকল সময়ে একই প্রকারে প্রবাহিত হয়, তাহা নহে। ইহার হ্রাস, বৃদ্ধি ও প্রকার ভেদ আছে। অর্থাৎ এক নাশিকায় প্রায় এক এক ঘণ্টা কাল নিশ্বাস বহিলেও উহাতে (১) বায়ু, (২) অগ্নি (৩) পৃথ্বী, (৪) জল, (৫) আকাশ, এই পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বের বিচার জ্ঞান না থাকিলে, অনেক সময় কার্য্যে ঠিক সুফল পাওয়া

যায়না বা তাহার ফলাফলের কারণও বুঝিতে পারা যায়না। সেই কারণ তত্ত্বাধীন কার্য্য সম্বন্ধে বিচার নিম্নে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। যথা—

(১) পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে—স্থির কার্য্যসমূহ করিবে।

(২) জলতত্ত্বের উদয়ে—চরকার্য্যসমূহ করিবে।

(৩) অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে—ক্রূর কর্ম্মসমূহ করিবে।

(৪) বায়ুতত্ত্বের উদয়ে—মারণাদি কর্ম্ম করিবে।

(৫) আকাশতত্ত্বের উদয়ে—যোগসাধন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করিবে না।

সাধক, বেশ স্থির, ধীর ও বিশ্বাসযুক্ত অন্তরে শ্বাসের এই তত্ত্বসমূহের বিচার করিতে যত্নবান হও, তাহা হইলেই সকল কার্য্যে সফল মনোরথ হইতে পারিবে। এই তত্ত্ববিচারের ফলেই শ্রীরামচন্দ্র ও ধনঞ্জয় অর্জ্জুন মহাসমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার বিপর্য্যয়ে কৌরবগণ নিহত হইয়াছিলেন :—

"তত্ত্বে রামো জয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবা নিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ব-বিপর্য্যয়ে॥"

সুতরাং তত্ত্ববিকাশের সূক্ষ্মবিচার করিয়া কার্য্য করিলে, সংসারে কোন কার্য্যই বিফল হয় না।

এই তত্ত্বপঞ্চক উভয় নাসিকাতেই যথাক্রমে প্রকাশ পায়, সুতরাং যে নাসিকার প্রবাহে যে যে কার্য্যে শুভদায়ক বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নিম্নলিখিতরূপ তত্ত্বের পরিচয় থাকিলে, সেই সেই কার্য্যের আবার বিশেষ শুভাশুভ কাল নির্ণয় করিয়া অধিকতর ফললাভ করিতে পারিবে।

তত্ত্ব পরিচয়—(১) 'পৃথ্বীতত্ত্ব,' এই তত্ত্বের উদয়ে—শ্বাসবায়ু নাসিকারন্ধ্রের ঠিক মধ্যদেশ দিয়া যেন দণ্ডাকারে বাহির হয়। তখন সেই প্রশ্বাস ঈষৎ উষ্ণ বলিয়াও বোধ হয় ও কিঞ্চিৎ গম্ভীর শব্দযুক্ত হয়। ইহার গতি সম্মুখে প্রায় ১২ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ হয়। এই তত্ত্ব সত্ত্ব সৌভাগ্যপ্রদ। এই জন্য পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে সকল প্রকার শুভ কর্ম্মই করিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বাম বা দক্ষিণ যে নাসিকাতেই হউক যখন যে তত্ত্বের বিকাশ হইবে, তখন তদনুরূপই কার্য্য করিবে। সুতরাং বামনাসায় এই পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে—গৃহনির্ম্মাণ, দুর্গ, প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ, জয়, ধনাগম ও ইষ্ট-মন্ত্রাদির সাধনমূলক স্থির কর্ম্মসমূহ এবং দক্ষিননাসায় পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে শত্রুকে নষ্ট বা 'জব্দ' ও আয়ত্ব করিবার উদ্দেশে যে কোন কার্য্য ও পশ্চিমদিকে গমন ইত্যাদি কর্ম্ম করিলে সহজেই সিদ্ধি হয়। কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ এবং মকদ্দমার জন্যও মকদ্দমার বিচারের দিন ও 'পৃথ্বীতত্ত্বের' বিকাশ সময়ে যাত্রা করিলে জয় লাভ হয়।

(২) জলতত্ত্ব—এই তত্ত্বের উদয় হইলে, প্রশ্বাস বায়ু নাসা-পুটের অধোভাগ দিয়া প্রবাহিত হয় ও গম্ভীরধ্বনিযুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হয়। তখন শ্বাসবায়ু অতি শীতল বোধ হয় ও নীচের দিকে প্রায় ষোড়শাঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হইয়া প্রবাহিত হয়। এই তত্ত্ব লাভ-প্রদায়ক। এই হেতু ইহার উদয়কালে—সকল প্রকার শুভ কর্ম্ম করিবে।

ইহার উদয়ে বীজবপন, চারারোপন, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, জলপথে নৌকাদিতে যাত্রা, বিবাহ, দেবপ্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, শান্তি

ও পুষ্টিকর্ম্ম সমূহ এবং পূর্ব্বদিকে গমন ইত্যাদি এই জলতত্ত্বের উদয়কালেই আরম্ভ করিলে শুভপ্রদ হইবে।

(৩) অগ্নিতত্ত্ব—ইহার উদয়কালে, প্রশ্বাস বায়ু নাসাছিদ্রের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হয়। তখন শ্বাসবায়ু ৪ চতুরঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ থাকে।

ইহার বিকাশে—সাংসারিক বা বৈষয়িক যে কোন মঙ্গলজনক ও লাভদায়ক কার্য্য করিলে, সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত অশুভ তত্ত্ব। এই তত্ত্বে গৃহারম্ভ করিলে, শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। কূপাদি খননে জল ভাল হয়না বা না হইবারই সম্ভাবনা, এই তত্ত্বে বিবাহ করিলে বা রত্নাদিধারণে সুখ বা তাহার ভোগ হয় না। এই তত্ত্ব বুঝিয়া সাবধান হইয়া সকল কার্য্য করিলে, পরে 'দগ্ধ অদৃষ্ট' বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে হয় না।

(৪) বায়ুতত্ত্ব—ইহার উদয়ে প্রশ্বাসবায়ু বক্রগামী হয় ও নাসাপুটের পার্শ্বদিক দিয়া বহিয়া থাকে। তখন শ্বাস স্বল্প শীতল ও ৮ অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হইয়া প্রবাহিত হয়।

এই তত্ত্ব গতিশীল, সুতরাং ইহার বিকাশে অশ্ব ও গজাদিবাহনে আরোহণ করিবার অভ্যাস সহজসিদ্ধ হয়।

(৫) আকাশতত্ত্ব—ইহার উদয়কালে নাসারন্ধ্রের সকল দিক দিয়া ইহা প্রবাহিত হয়। ইহাতে পৃথ্বী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারিতত্ত্বেরই গুণ বিদ্যমান থাকে। ইহাঁতে ধ্যান, জপ, সাধন ভজন, যোগাদি ও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস বা প্রারম্ভে সহজে সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু অন্য সকল কার্য্যই নষ্ট হইয়া থাকে।

আকাশই ঈশ্বর বা লিঙ্গস্বরূপ, তাহা পূর্ব্বে 'শিবপূজা' বিধানের মধ্যে উক্ত হইয়াছে।

অতএব এই তত্ত্বের বিকাশকালে লৌকিক কোন কার্য্যই করিবে না। পূর্ব্ব বর্ণিত পৃথ্বী ও জলতত্ত্বই সর্ব্বদা শুভফলদায়ক।

তত্ত্ব অভ্যাসের কাল ও সাধনা-বিধি—তত্ত্বপঞ্চকের সাধারণ পরিচয় মাত্রই উপরে প্রদত্ত হইল, ইহাদের বিষয়ে যথার্থ সূক্ষ্ম জ্ঞানলাভ অবশ্যই অতি দুরূহ বলিতে হইবে। তবে শ্রীশ্রীইষ্টগুরুতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহযোগে একাগ্রচিত্তে কিছুদিন অভ্যাস ও যত্ন করিলে, সহজে ইহার জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

এই তত্ত্বপঞ্চকের যথাযথ পরিচয়ক্রিয়ার অভ্যাস প্রথমতঃ নিত্য প্রভাতেই করিতে হয়। প্রত্যূষকালই এই সাধনানুষ্ঠানের প্রশস্ত সময়।

এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের নানাবিধ উপায় আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী সহজসাধ্য ক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যথা—

(১) রাত্রিশেষে ভূমিতলে বসিয়া, দুইটী পদ পশ্চাৎদিকে মুড়িয়া বীরাসনে পদদ্বয়ের উপর চাপিয়া বসিবে ও দুই হাত উল্টাইয়া দুই উরুর উপর এমনভাবে চিৎ করিয়া রাখিবে, যাহাতে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ নিজ উদরের দিকেই থাকে। এইভাবে বসিয়া নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি-স্থাপন পূর্ব্বক প্রশ্বাস-গতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত তত্ত্বের বর্ণধ্যান করিবে। প্রত্যহ এক প্রহর রাত্রি থাকিতে একাগ্র-চিত্ত হইয়া নিয়মিতভাবে এই অভ্যাস করিলে, ক্রমে ছয় মাসের মধ্যে

ইহাতে নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। তখন দিবারাত্রির মধ্যে দেহে কখন কোন তত্ত্বের উদয় হয়, সহজেই বুঝিতে পারিবে।

(২) এতদ্ব্যতীত স্বস্তিকাসনাদি কোন স্থির আসনে একাগ্রমনে উপবেশনপূর্ব্বক 'যোনিমুদ্রা' যোগে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দুই কর্ণ-বিবর, তর্জ্জনীদ্বয়দ্বারা উভয় মুদ্রিত চক্ষু, মধ্যমাঙ্গুলি দুইটীর দ্বারা দুই নাসারন্ধ্র, উভয় অনামা ও কনিষ্ঠাদ্বয় দ্বারা মুখের মিলিত ওষ্ঠাধর চাপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে ও তত্ত্বের বর্ণাবলী পরীক্ষা করিতে থাকিবে। তাহা হইলে নিম্নলিখিত বর্ণের বিকাশে কোন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হইয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিবে।

পৃথ্বীতত্ত্বের বর্ণ—পীত বা হরিদ্রাবর্ণ
জলতত্ত্বের বর্ণ—শ্বেত বা শুভ্রবর্ণ
অগ্নিতত্ত্বের বর্ণ—লোহিত বা রক্তবর্ণ
বায়ুতত্ত্বের বর্ণ—শ্যাম বা নীলগগণের বর্ণ
আকাশতত্ত্বের বর্ণ—বিন্দু বিন্দু নানাবর্ণ বা রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ।

(৩) ইহা ব্যতীত কোনও নির্ম্মল দর্পণের উপর নাসিকার শ্বাসবায়ু নিক্ষেপ করিলেও তত্ত্বপঞ্চকের উদয়কাল নিশ্চয় করিতে পারা যায়। ঐরূপ কোন দর্পণের উপরিভাগে ৪ চারি অঙ্গুল পরিমাণ দূর হইতে নাসিকার প্রশ্বাসবায়ু নিক্ষেপ করিলে, তাহাতে যে বাষ্প পতিত হয়, তাহা বিলীন হইবার সময় যদি চতুষ্কোণ আকারে বিলীন হয়, তবে 'পৃথীতত্ত্ব,' যদি সেই বাষ্প অর্দ্ধচন্দ্রাকারভাবে বিলীন হয়, তবে 'জলতত্ত্ব', যদি

ত্রিকোণাকারে বিলীন হয়, তবে 'অগ্নিতত্ত্ব,' যদি তাহা গোলাকার হইয়া বিলীন হয়, তবে 'বায়ুতত্ত্ব' এবং যদি সেই বাষ্প বিন্দু বিন্দু হইয়া বিলীন হয়, তবে 'আকাশতত্ত্ব' উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৪) মুখ মধ্যে এক গণ্ডুষ জল লইয়া ফুৎকার করিয়া উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবে। ঐ জল মাটীতে পড়িবার সময় সূর্য্যকিরণের আভায় রামধনুর ন্যায় নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ যখন যে বর্ণের আধিক্য দৃষ্ট হইবে, দেহে তখন সেই বর্ণানুকূল তত্ত্বের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৫) তত্ত্ব চিনিবার অপর একটী সহজবিধি এই যে—দিবা-রাত্রি মধ্যে যখন তখন স্থিরচিত্তে মুখের মধ্যে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিতরূপ মিষ্টাদিরসের আস্বাদ অনুভব হইয়া থাকে। যথা—

পৃথ্বীতত্ত্বে—'মধুর,' জলতত্ত্বে—'মিষ্ট-কসায়,'অগ্নিতত্ত্বে—'তিক্ত', বায়ুতত্ত্বে 'অম্ল' ও আকাশতত্ত্বে—'কটু' অথবা কোন কোন সময়ে কোনও আস্বাদই থাকে না।

(৬) আর একটী বিধান—তত্ত্বের 'গুণ' পরিচয়ে বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ উক্ত পাঁচটী তত্ত্বের উদয়ে মনের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ ভয়াদি ভাবেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। বেশ স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পৃথ্বীতত্ত্বে—'ভয়,' জলতত্ত্বে—'লোভ,' অগ্নিতত্ত্বে—'লজ্জা,' বায়ুতত্ত্বে—'সন্তোষ' ও আকাশতত্ত্বে—'দুঃখ' বোধ হইয়া থাকে। এই ভাবে মনের মধ্যে যখন যে ভাব প্রথমে মনে উদিত হইবে,

তখন তন্নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বের উদয় হইয়াছে, বুঝিয়া সেই অনুসারে যে কোন কার্য্য করিবে।

(৭) তত্ত্ব বিশেষে প্রশ্বাস বায়ুর দৈর্ঘ্য পরিমাণ দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায় যে, কোন্ তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে। পৃথ্বীতত্ত্বের—'১২ অঙ্গুল,' জলতত্ত্বের—'১৬ অঙ্গুল,' অগ্নিতত্ত্বের—'৪০ অঙ্গুল,' বায়ুতত্ত্বের—'৮ অঙ্গুল,' এবং আকাশতত্ত্বে—বায়ুর সংক্রমণ হয়।

(৮) এতদ্ব্যতীত পৃথ্বিতত্ত্বের স্থিতি—'২০ মিনিট কাল,' জলতত্ত্বের স্থিতি—'১৬ মিনিট কাল,' অবশিষ্ট '২৪ মিনিট' সময় অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বেই অতিবাহিত হয়।

তত্ত্ব অভ্যাস কাল যদিও নিত্য প্রাতঃকালেই প্রশস্ত, তবে অভ্যাসের জন্য দিবারাত্রির মধ্যে যখন তখন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে না পারিলে, সহজে আয়ত্ব হয় না।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যিনি তত্ত্ব সমূহের পূর্ব্ববর্ণিতরূপ গতি ও স্বাদাদিতে অভিজ্ঞ, তিনি শূদ্র হইলেও, শ্রেষ্ঠ যোগীরূপে সকলের পূজ্য হইতে পারেন।

৪। **পঞ্চ তত্ত্বানুগত মানবের প্রকৃতি**—মানবের স্বাভাবিক লক্ষণ দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি কোন্ তত্ত্বপ্রধান সে সম্বন্ধেও শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

মহীস্বভাবঃ শুভপুষ্পগন্ধঃ
সন্তোগবান্ সুশ্বসনঃ স্থিরশ্চ।
তোয় স্বভাবো বহু তোয়পায়ী
প্রিয়াভিলাষী রসভোজনশ্চ॥

অগ্নি প্রকৃত্যা চপলোঽতি তীক্ষ্ণ
শ্চণ্ডঃ ক্ষুধালুর্বহুভোজনশ্চ।
বায়োঃ স্বভাবেন চলঃ কৃশশ্চ
ক্ষিপ্রং চ কোপস্য বশং প্রযাতি॥
খপ্রকৃতি র্নিপুণোবিকৃতাস্যঃ
শব্দ গতেঃ কুশলঃ সুষিরাঙ্গঃ।
ত্যাগযুতঃ পুরুষো মৃদুকোপঃ
স্নেহরতশ্চ ভবেৎ সুরসত্বঃ॥

অর্থাৎ মহী বা পৃথ্বিতত্ত্ব প্রধান ব্যক্তির স্বভাব বা লক্ষণ এই যে,—তাহার অঙ্গ পুষ্পাদির ন্যায় সদ্‌গন্ধযুক্ত, সে ব্যক্তি সম্ভোগবান্, তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণতঃ বেশ সরল এবং সে অত্যন্ত স্থির প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তোয় বা জলতত্ত্ব প্রধান ব্যক্তির স্বভাব বা লক্ষণ—সে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অধিক জলপায়ী, প্রিয়াভিলাষী ও নানা রস-ভোজী বা রসপ্রিয় হইয়া থাকে।

অগ্নিতত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির প্রকৃতি বা লক্ষণ এই যে,—সে ব্যক্তি সাধারণতঃ চপল, অতি রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট, নিষ্ঠুর বা কঠোর প্রকৃতি যুক্ত, অত্যন্ত ক্ষুধালু ও বহু ভোজনশীল হইয়া থাকে।

বায়ুতত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির প্রকৃতি ও লক্ষণ এই যে,—সে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, কৃশ, ব্যস্ততাপরায়ণ বা সকল কর্ম্মই তাড়াতাড়ি শেষ করিতে ইচ্ছুক ও অল্পেই ক্রোধযুক্ত হইয়া উঠে।

আকাশতত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির স্বভাব বা লক্ষণ এই যে,—সে

ব্যক্তি সকল কর্ম্মেই নিপুণ, তাহার মুখও বেশ বিস্তৃত, শব্দ-প্রয়োগ কুশল বা স্বরজ্ঞানী, দেহ যেন বংশীর ন্যায় সুঠাম, সদাই ত্যাগশীল, সামান্যক্রোধী বা অল্পক্ষণেই তাহার ক্রোধের শান্তি হইয়া যায়, সতত স্নেহপরায়ণ ও সে ব্যক্তি স্বভাবতঃ বেশ সুরসিক হইয়া থাকে।

এইরূপ প্রকৃতিগত কোন না কোন তত্ত্বপ্রধানতায় বা কোন কোন তত্ত্বের মিশ্রণসম্ভূত প্রাধান্য অনুসারে মানবের নানাপ্রকার স্বভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের ক্রমোন্নত সাধন ভজনেও সেই কারণ নানা পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারই বিশেষ বিচার করিয়া সুবিজ্ঞ গুরুমণ্ডলী ভক্তের ও শিষ্যের অধিকার নির্দ্ধারণ করিয়া ক্রমোন্নত সাধনপথে পরিচালিত করিয়া থাকেন। (‘পূজাপ্রদীপে’ ১৬৪ পৃষ্ঠা দেখ)

এই পঞ্চতত্ত্ব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থায় প্রতিভাত হইয়া নানাভাবে বিকশিত হইয়া থাকে। তাহাতেই বায়ু-পিত্ত-কফেরও প্রকৃতিরূপে মানবের সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহের নানা ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পাঠকের অবগতির জন্য এই স্থলে—বায়ু, পিত্ত ও কফেরও লক্ষণ সমূহ প্রদত্ত হইতেছে।

বায়ু-প্রকৃতি।

জাগরূকঃ শিতদ্বেষী দুর্ভগস্তেনো
মৎসর্য্যনার্য্যো গন্ধর্ব্বচিত্তঃ।
স্ফুটিত করচরণোঽতি রূক্ষশ্মশ্রু নখকেশঃ
ক্রোধী নখদন্তখাদী চ ভবতি॥

অধৃতিরদৃঢ়ঃ সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ
কৃশ-পুরুষোধমনীততঃ প্রলাপী।
দ্রুতগতি রটনোনবস্থিতাতমা
বিয়দাপ গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ॥
অব্যবস্থিত মতিশ্চঞ্চল দৃষ্টি
মন্দিরত্নধন সঞ্চয় মিত্রঃ।
কিঞ্চিদেব বিলপত্য নিবদ্ধং
মারুত প্রকৃতি রেষ মনুষ্যঃ॥

বায়ুপ্রকৃতিপ্রধান লোকের বাহ্য আকার ও লক্ষণ এইরূপ যে,—তাহাদের হস্ত-পদ যেন ফাটা ফাটা, রূক্ষ, অর্থাৎ খস্‌খসে; দাড়ি, গোঁফ, চুল, নখ, সব রূক্ষ বা অগ্নিদগ্ধবৎ। শরীর কৃশ ও কর্কশ, অঙ্গ শিরাজড়িত, চক্ষু গোল, দৃষ্টি চঞ্চল ও মিট্‌মিটে।

বায়ুপ্রকৃতি লোকের স্বভাব—তাহারা রাত্রি জাগরণে পটু, ঠাণ্ডা ভাল বাসে না, কথায় কথায় ক্রুদ্ধ হয়, নখ কামড়ায়, দাঁতে দাঁতে ঘসে, সকল কার্য্যে অধৈর্য্য, ধীরে ধীরে চলিতে পারে না, অকারণ দ্রুত চলে, এক স্থানে অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, ভ্রমণ করিতে সদাই ভাল বাসে, শরীর সুব্যবস্থায় রাখিতে পারে না, অনেক কথা বলে বা বলিতে ভাল বাসে, অনর্থক কথাও বলে, ধন, উত্তমবস্তু ও বন্ধু পাইলেও, দৃঢ় বা সুস্থির করিয়া রাখিতে পারে না।

এইরূপ বায়ুপ্রধান মানবের মানসিকপ্রবৃত্তি—পরধন লইবার ইচ্ছা, মাৎসর্য্যযুক্ত, অনার্য্যপ্রবৃত্তি, নাস্তিকতার ভাব, নৃত্যগীতাদি ভালবাসে, কৃতঘ্ন, অব্যবস্থিত চিত্ত, বৃথাভিনিবেশ, কল্পনাপ্রবণ

স্বপ্নেও আকাশে ভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

বাত-প্রকৃতি মানব—

"বাতিকাশ্চাজ গোমায়ু শশাখূষ্ট্রশুনাস্তথা।
মৃগকাক খরাদীনামনূকৈঃ কীর্ত্তিতানরাঃ ?॥

অজ, শৃগাল, খরগোস, ইন্দুর, উষ্ট্র, কুক্কুর, মৃগ, কাক ও গর্দ্দভ আদি জীবের তুল্যস্বভাব বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ কামাচারী, ধূর্ত্ত; ভীতপ্রকৃতি, পরের অনিষ্টপরায়ণ ইত্যাদি কোন না কোনও দোষগুণযুক্ত প্রবৃত্তি পরায়ণ হয়।

শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি—

"রক্তান্তনেত্রঃ সুবিভক্ত গাত্রঃ
স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সত্ত্বগুণোপপন্নঃ।
ক্লেশক্ষমোমানয়িতা গুরূণায়
জ্ঞেয়ো বলাশ প্রকৃতিমনুষ্যঃ॥" ইত্যাদি

নেত্রপ্রান্ত যাহাদের রক্তবর্ণ, অঙ্গের সংস্থান উত্তম, দেহ স্নিগ্ধ ও লাবণ্যযুক্ত এরূপ ব্যক্তিরাই শ্লেষ্মাপ্রকৃতিযুক্ত। এই শ্লেষ্মাপ্রকৃতির লোক ক্লেশসহিষ্ণু, সাত্ত্বিক গুণে ভূষিত, ক্ষমা-পরায়ণ, গুরুমান্যকারী, ইহাদের মতি বা বুদ্ধি সদা শাস্ত্রের প্রতি ও লোকহিতের দিকে প্রবাহিত হয়। এই প্রকৃতির ব্যক্তি বন্ধুতা রক্ষা করিতে, ধন উপার্জ্জন ও তাহার রক্ষা করিতে সমর্থ। এইরূপ ব্যক্তি বেশ বিচার ও বিবেচনাপূর্ব্বক দান করে, সিদ্ধান্ত-বাক্য ব্যতীত অধিক বাজে কথা বলে না। সর্ব্বদা অতি সাবধানে থাকে ও সাবধানে কথাবার্ত্তাও বলে। •

"ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণৈঃ সিংহাশ্বগজগোবৃষৈঃ।
তার্ক্ষ্যহংসাসমানূকাঃ শ্লেষ্মাপ্রকৃতয়ো নরাঃ॥"

শ্লেষ্মাপ্রকৃতির মানব ব্রহ্মগুণে ও বারুণ গুণে ভূষিত হয়; সিংহ, অশ্ব, হস্তী, গো, বৃষ, গরুড়, হংস আদি পশু দিগের গুণ ও স্বভাব বিশিষ্ট হয়।

স্থির কুটিলাতি নীল কেশো

লক্ষ্মীবান্ জলদমৃদঙ্গ সিংহঘোষঃ।

স্বপ্তসন্ সকমল হংস চক্রবাকান্

সল্লশ্চেদপি জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্॥

ইহাদের দৃষ্টি বক্র ও স্থির, কেশ নীলাভকৃষ্ণ, শরীর সৌন্দর্য্যগুণে অলঙ্কৃত, স্বর মেঘসদৃশ বা সিংহগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর, স্বপ্নকালে প্রফুল্লকমল, তড়াগ চক্রবাকাদি সেবিত সরোবর, মনোরম জলাশয় সন্দর্শন করে।

পিত্ত প্রকৃতি—

"স্বেদনোদুর্গন্ধঃ পীত শিথিলাঙ্গস্তাম্র নখ নয়ন তালুজিহ্বৌষ্ঠ। পানি পাদতলো দুর্ভগো বলীপলিত খালিত্য জুষ্টোবহু ভুগুষ্ণদ্বেষী ক্ষিপ্রকোপ প্রসাদোমধ্যমবলোমধ্যামায়ুশ্চ ভবতি।

"মেধাবী নিপুণমতি র্বিগৃহ্য বক্তা

তেজস্বী সামিতিষু দুর্নিবারবীর্য্য।

স্বপ্তঃসন্ কনকপলাশ কর্ণিকারান্

সল্লশ্চেদপি চ হুতাশ বিদ্যুদুল্কাঃ॥

ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেষ্ মৃদুঃ

প্রণতেষ্ পি সান্ত্বনদানরুচিঃ।

ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্য গতিঃ

স ভবেদিহ পিত্তকৃত প্রকৃতিঃ॥"

পিত্তপ্রকৃতি প্রধান ব্যক্তির অধিক ঘর্ম্ম হয়, শরীরে দুর্গন্ধ হয়, দেহবর্ণ পীতাভ, অঙ্গ শিথিল, তাম্রবর্ণ নখনয়ন, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, হস্ত ও পদতল; অল্প বয়সে শরীরের মাংস ও চর্ম্ম লোল হইয়া যায়, মাথায় টাক পড়ে, শীঘ্র শীঘ্র কেশ পাকিয়া যায়, বহুভোক্তা, গরম ভাল বাসে না, শীঘ্র কোপযুক্ত ও শীঘ্র প্রসন্নও হয়, ইহাদের বল ও আয়ু মধ্যম প্রকারের হয়।

পিত্তপ্রকৃতিযুক্ত মনুষ্যের মেধা (স্মৃতি) বুঝিবার শক্তি ও বুঝাইবার বা বক্তৃতাশক্তি অধিক হয়, তেজস্বিতা, সভায় দুর্দ্ধর্ষতা অধিক থাকে। স্বপ্নে—সুবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ পত্র পুষ্পাদি, বহ্নিবিদ্যুৎ ও উল্কাদি দর্শন করে। সহজে ভীত হয় না, কাহারও নিকট নত হয় না; যাহারা আশ্রিত হইতে চাহে না, নত হইতে চাহে না, তাহাদের প্রতি পিত্তপ্রকৃতির লোকেরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাব প্রকাশ করে। পিত্তপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিরা আশ্রিতের সেবা, সান্ত্বনা ও দান করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়।

"সুভগঃ প্রিয়দর্শনো মধুব প্রিয়ক্কতজ্ঞো
ধৃতিমান্ সহিষ্ণুরলোলুপো বলবাংশ্চিরগ্রাহী
প্রভুত্ব রুচিদৃঢ় বৈরোযুবতি প্রিয়শ্চ ॥"

প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা, পরোপকার ও দান করিবার ইচ্ছা, সুন্দরী ও বিবিধ সুখভোগের ইচ্ছা ইত্যাদি অন্য সাধারণের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হয়।

"ভূজঙ্গোলূকগন্ধর্ব্ব যক্ষমার্জ্জার বানরৈঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষ নকুলানুকৈঃ পৈত্তিকাস্তু নরাস্মৃতাঃ ॥"

পিত্তপ্রকৃতির মানব—সর্প, উলূক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মার্জ্জার, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুল (বেঁজি) আদি জীবের ন্যায় কোন

না কোনও দোষগুণসহ প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

"দ্বয়োর্ব্বা তিসৃণাং বাপি প্রকৃতিনাস্তু লক্ষণৈঃ।
জ্ঞাত্বা সংসর্গজাস্তজজ্ঞঃ প্রকৃতীরভি নির্দ্দিশেৎ॥"

অঙ্গজ্ঞ অর্থাৎ অঙ্গলক্ষণবিৎ ব্যক্তি উক্ত ত্রিবিধপ্রকৃতির লক্ষণসমূহের দুই তিন বা ততোধিক লক্ষণ যে কোন মানব প্রকৃতিতে (অনুমাপক চিহ্ন প্রভৃতি) দেখিলে, তাহার সাংসর্গিকত্ব বা মিশ্রপ্রকৃতিত্ব উত্তমরূপে বিচার করিয়া সকলের স্বাভাবিক লক্ষণ সহজে বোধগম্য করিতে পারিবেন। ইহাদ্বারা সুবিজ্ঞ গুরুদেব যেমন নিজ নিজ শিষ্যের উন্নতিকর উপদেশ প্রদানে সমর্থ হইতে পারেন, উন্নতিকামী শিষ্যও তেমনই আত্মোন্নতিকল্পে আপনার প্রাকৃতিক দোষসমূহের সংশোধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

এইভাবে সত্ত্বাদি গুণপ্রাধান্যে মানবের বিশেষ লক্ষণ কিরূপ হয়, তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিঃশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গ্রহের বলাবল অনুসারেও প্রকৃতির তারতম্য প্রদর্শিত হইতেছে।

সাধারণ সত্ত্বগুণ প্রধানতায়—পিত্তপ্রধান ধাতু, পিত্ত-প্রশামক "তিক্তরসের" অনুগত স্বাদ প্রিয়তা।

(সূর্য্যগ্রহের উচ্চ উপাদানে পুষ্টব্যক্তি—নিজ অভীষ্ট দেবতাকে সুন্দর করিয়া সাজাইতে ভাল বাসে, গুণ বিচারসহ ভক্তিকরে, কাল্পনিক প্রেমের পরিবর্ত্তে স্থিরপ্রেমের অনুরাগী ও কূটতর্কপ্রিয় হয়।)

সাধারণ রজঃগুণপ্রধানতায়—কফপ্রধানধাতু, 'লবণ রসের,'

অনুগত স্বাদপ্রিয়তা।

(চন্দ্রগ্রহের উচ্চ উপাদানে পুষ্ট ব্যক্তি—বিদ্যানুরাগী, কল্পনারত, কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানপ্রিয়, পবিত্রতারক্ষায় তৎপর, সঙ্গীতানুরক্ত, ভজনপ্রিয়; একাগ্রচিত্ত, ভবিষ্যৎদর্শনে সমর্থ, বাহ্যধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধান আলোচনার বিশেষ অনুরাগী হয়।)

সাধারণ তমোগুণ প্রধানতায়—পিত্তপ্রধানধাতু, সামান্য পিত্তবর্দ্ধক কিন্তু অনবসাদক 'কটুরসের' অনুগত স্বাদপ্রিয়তা।

(মঙ্গলগ্রহের উপাদানে পুষ্ট ব্যক্তি—ঈশ্বর নির্ভরশীল, ন্যায়বান, প্রত্যুৎপন্নমতি, মর্য্যাদানুরক্ত।)

অসাধারণ রজোগুণ প্রধানতায়—কফ-পিত্ত-বায়ুপ্রধান ধাতু "সর্ব্বরস" প্রিয়তা।

(বুধগ্রহের উপাদান পুষ্ট ব্যক্তি—সাহিত্য-কলা-বিদ্যানুরাগী, ধীশক্তিসম্পন্ন; তর্কসিদ্ধান্ত-পরায়ণ, গুহ্যবিদ্যানুসন্ধানশীল আবিষ্কারক, শাস্ত্র ও শস্ত্রজ্ঞ।)

শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানতায়—পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ধাতু, "মধুর রস" সাধারণতঃ শ্লেষ্মাবর্দ্ধক হইলেও বায়ুপ্রশমক ও পরে পিত্ত-প্রশমনে সমর্থ হওয়ায় দ্বন্দ্ব প্রাবল্যে "অম্লমধুর" বা মিষ্টসহ স্বল্প অম্লরসের অনুগত স্বাদপ্রিয়তা।

(বৃহস্পতি গ্রহের উপাদান পুষ্ট ব্যক্তি—জ্ঞানী, মানী, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, ন্যায়বান, চরিত্রবান, স্পষ্টউচ্চারণশীল, তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্ম্মোন্মত্ত, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ ও কল্পনাকুশল।)

শুদ্ধরজোগুণ প্রধানতায়—শ্লেষ্মাক্ষয়কর পিত্তপ্রধান ধাতু,

"কটু-লবণ" রসপ্রিয়তা ও মাংসাদিরও অনুরাগিতা।

(শুক্রগ্রহের উপাদানপুষ্ট ব্যক্তি—ভূতত্ত্ববিদ্, বিজ্ঞান, চিত্র, শিল্প, কাব্য ও সঙ্গীতাদি বিদ্যানুরাগী, পরিচ্ছন্নস্বভাব, উন্নতমনা, প্রেমানুরাগী, বিশ্বাস-পরায়ণ, দয়ালু, সিদ্ধিযুক্ত ও দেবদ্বিজেভক্ত।)

শুদ্ধতমোগুণ প্রধানতায়—বায়ুর উত্তেজক ও কফপ্রশমক ধাতু, 'কষায়রসের' অনুরাগিতা।

(শনিগ্রহের উপাদান পুষ্ট ব্যক্তি— সাবধানী, মিতব্যয়ী, শান্ত গম্ভীর। বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রমদাপ্রেমে মুগ্ধ হয় না, বরং আভ্যন্তরীন গম্ভীর ভাবের অধিকারী হইয়া সংযত-ভাবে উপযুক্ত পাত্রেই রত হয়। গুহ্যবিদ্যানুরাগী, বুদ্ধিমান ও অল্পভাষী।)

এইভাবে ত্রিগুণের মিশ্রভাব প্রধানতায় মিশ্র-রস প্রিয়তা-সহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যের প্রাকৃতিক এইরূপ গুণ পার্থক্য বিচার করিয়াই যেমন তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, উপযুক্ত শিষ্যও নিজ উন্নতগুণপুষ্টি কামনায় তদনুগত সাধন-তৎপর হইতে পারে।

৫। মন্ত্রাদিযোগে শান্তি ও আরোগ্য

আরোগ্য—নিম্নলিখিত সকল মন্ত্রই সঙ্কল্প পূর্ব্বক ভক্তি-ভাবে জপ করিবে।

(১) সর্ব্ব-আপদাদি-শান্তির জন্য—

"ওঁ ক্ষ্রৌঁ ক্ষ্রৌঁ" এই মন্ত্র যথাবিধি শুদ্ধান্তঃকরণে নিজ অভীষ্টদেবতার পূজান্তে 'নৃসিংহ দেবতার' পূজা করিয়া পাঁচশত-

বার জপ করিবে। পরে নিত্য যথাশক্তি (অন্ততঃ দশবার করিয়া) জপ করিবে।

(২) গৃহে মঙ্গল কামনায়—বাস্তু-পুরুষের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পূর্ব্ববৎ শুদ্ধচিত্তে পাঁচশতবার জপ করিবে।
"ওঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রীঁ ফট্"।

(৩) সর্ব্ব প্রকার উপদ্রব বিনাশের জন্য—নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্রের কোন একটী নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করিবে। "ওঁ হ্রীঁ খ্রীঁ শ্রীঁ" অথবা "ঔঁ ক্রীঁ খ্রীঁ ক্ষ্রীঁ"।

(৪) ভৌতিক ভয় নিবারণের জন্য—নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটীর কোন একটী পূর্ব্ববৎ যথাশক্তি জপ করিবে। "ওঁ অঘোরে অঘোরেশ্বরী ঘোরমুখী চামুণ্ডে ঊর্দ্ধকেশী হ্রীঁ ক্ষ্রীঁ ফট্ হূঁ স্বাহা"।

(৫) ক্রোধোপশমনার্থ—"ওঁ শান্তে প্রশান্তে (অমুকস্য) সর্ব্ব-ক্রোধোপশমনি স্বাহা"। এই মন্ত্র (যাহার ক্রোধশান্তির প্রয়োজন, উক্ত মন্ত্রে 'অমুকস্য' স্থলে তাহার নাম বলিয়া) নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় উচ্চারণপূর্ব্বক ২১ একুশবার নিজমুখ মার্জ্জনা করিবে।

(৬) "ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনে ভবতি প্রসাদ-পরা ভবতি"। এই মন্ত্রও পূর্ব্বলিখিত (৫) মন্ত্রের ন্যায় ক্রোধোপ-শমনার্থ নিত্য উচ্চারণ করিবে ও যাহার ক্রোধশান্তির প্রয়োজন, মনে মনে তাহার ক্রোধশান্তির চিন্তা করিবে।

(৭) বালকের গ্রহ ও ভূতাদিদোষ শান্তির জন্য—"ওঁ নমঃ নরসিংহায়" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বালকের বা বালিকার গাত্র হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দিবে।

(৮) সর্ব্বজ্বর শান্তির জন্য—নিম্নলিখিত মন্ত্রের পাঠ করিতে করিতে মাটীর উপর ছেদন করিলে, মহাজ্বরও বিনষ্ট হয়। "ওঁ নমো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুকস্য (রোগীর নাম করিয়া) শিরঃ প্রজ্জ্বলিত পশুপাশে পুরুষায় ফট্"।

(৯) "ওঁ বাণযুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্কসমপ্রভে। জাতোঽসৌ সুমহাবীর্য্যো মুঞ্চৈত্ত্যেকাহিকোজ্বরঃ॥" এই মন্ত্রটী অশ্বত্থপত্রে লিখিয়া পুরুষের দক্ষিণহস্তে এবং স্ত্রীলোকের বামহস্তে বাঁধিয়া দিলে, ঐকাহিক জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

(১০) "সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে কুমুদো নাম বানরঃ।" এই মন্ত্রটী লিখিয়া রোগীর গৃহমধ্যে এমন স্থানে রাখিয়া দিবে, যাহাতে রোগী সর্ব্বদা তাহা দেখিতে পায়। তাহা হইলে ঐকাহিক জ্বর অবশ্যই নিবৃত্তি হয়।

(১১) বজ্রভয় নিবারণার্থ—"রামস্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং যে স্মরন্তি-বিরূপাক্ষং ন তেষাং বৈদ্যুতাদ্ভয়ং॥" এই মন্ত্র যথা সময়ে সভক্তি উচ্চারণ করিবে।

(১২) "জৈমিনী" মুনিকেও স্মরণ করিলে বজ্রভয় থাকে না।

(১৩) সর্পভয় নিবারণের জন্য—নিম্নলিখিত মন্ত্রটী সাতবার পাঠ করিয়া পরিধেয় বস্ত্রে বা উত্তরীয়তে গ্রন্থি বন্ধন করিবে। সে বস্ত্র যতক্ষণ সঙ্গে থাকিবে, ততক্ষণ সর্পভয় থাকিবে না। "ওঁ দৃষ্টকর অদৃষ্ট কালিঙ্গনাগ হরনাগ সর্পতুষ্টি, বিষ্ণুদাঢ় বন্ধনং, শিবগুরু প্রসাদাৎ।"

(১৪ক) "ওঁ নর্ম্মদায়ৈ নমঃ প্রাতঃ নর্ম্মদায়ৈ নমো নিশি, নমোঽস্তু নর্ম্মদে তুভ্যং ত্রাহিমাং বিষসর্পতঃ।" এই মন্ত্র নিত্য

উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিবে। ইহাতেও সর্পভয় থাকে না।

(১৪খ) কেবলমাত্র "নর্ম্মদা" এই শব্দ কয়েকবার উচ্চারণ করিলেও সর্পভয় দূর হয়।

(১৫ক) কেবলমাত্র 'আস্তিক' মুনিকেও স্মরণ করিলে সর্প কাছে আসিতে পারে না।

(১৫খ) নিম্নলিখিত আস্তীকবচন পাঠ করিলেও সর্পভয় নিবারিত হয়।

(১৬) "অসিতঞ্চার্ত্তি মন্ত্রঞ্চ সুনীথং বাপি যঃ স্মরেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্য সর্পভয়ং ভবেৎ॥
যো জরৎকারণাজ্জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীক সর্প-সত্ত্রেবঃ পন্নগান্ যোঽভ্য রক্ষতু॥
তং স্মরন্তং মহাভাগা নমাং হিংসিতুমর্হথ॥"
"সর্পাপসর্পং ভদ্রং তে দূরং গচ্ছ মহাবিষ।
জন্মেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীক বচনং স্মরঃ॥
আস্তীকং বচনং শ্রুত্বা যঃ সর্পোননিবর্ত্ততে।
শতধা ভিদ্যতে মূর্দ্ধি শিংশবৃক্ষ-ফলং যথা॥"

এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিলে সর্পগণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।

(১৭) সর্ব্ববিষনাশক মন্ত্র—নিম্নলিখিত দুইটীর মধ্যে কোন একটী দ্বারা ঝাড়াইলে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়। "ওঁ ডহুঁ ডসঃ", অথবা "ওঁ ডহঃ এমতঃ"।

(১৮ক) "ওঁ খং খং বং বং টং টং ঘং ঘং সঃ"॥ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঝাড়াইলেও সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(১৮খ) এতদ্ব্যতীত "ওঁ নমঃ নীলকণ্ঠ বিশুদ্ধায়" এই মন্ত্রদ্বারা একুশবার জল মন্ত্রপুত করিয়া পান করাইলে, যদি সর্পদষ্ট ব্যক্তির বমি হয়, তবে সে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে এবং বমি না হইলে, রোগীর জীবন রক্ষা হইয়া থাকে।

(১৯) "ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামেশ্বরায় কঞ্চিতা মুখর্জ্জিত জটায় ঠঃ ঠঃ স্বাহা ॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সৈন্ধব লবণ চূর্ণ-সহ কাঁজি পান করিলে, স্থাবরাদি বিষ বিদূরিত হয়।

(২০) "ওঁ ক্ষঃ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলদ্বারা মার্জ্জন করিলে, বৃশ্চিক বিষ হইতে দষ্টব্যক্তিকে মুক্ত বা নির্ব্বিষ করা যায়।

(২১) "শাঁখো শাঁখো মাঁহী থোঁহী" এই গরুড় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক করবী কাষ্ঠ দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিয়া বৃশ্চিকদষ্ট স্থান মার্জ্জন করিলে, দষ্টব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

(২২) সুখপ্রসব মন্ত্র—নিম্নলিখিত মন্ত্রদুইটীর কোন একটী ৮ আট বার পাঠপূর্ব্বক জল অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভবতীকে পান করাইলে সুখপ্রসব হইয়া থাকে।

(১) "ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।"

(২) "ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেন রশ্ময়ঃ।
মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্‌গর্ভ গ্রহেহি মারীচ স্বাহা ॥"

(২৩) নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারাও জল পড়িয়া প্রসূতিকে খাইতে দিলে, তাহার প্রসব যন্ত্রণা হয় না।

"অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ ॥"

(২৪) অর্শরোগ-নাশন মন্ত্র—একটী নূতন মাটীর পাত্রে সামান্য জল অর্দ্ধপ্রহর কাল রাখিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রে সেই জল অভিমন্ত্রিত করিয়া কয়েকদিন পান করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়।

"এহি এহি ভামিনি ভগমালিনি। তুর্নামনাশিণী, নাশয় নাশয় ফট্ স্বাহা ॥"

(২৫) অজীর্ণপ্রতিষেধক মন্ত্র—ভোজনান্তে নিম্নলিখিত তিনটী মন্ত্রের মধ্যে কোন একটী পাঠপূর্ব্বক নিজ উদরের উপর হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিলে, অজীর্ণ রোগ হইতে পারে না, হইলেও শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

১। "বাতাপির্ভক্ষিতো যেন পীতো যেন মহোদধিঃ।
যন্ময়া খাদিতং পীতং তন্মেঽগস্ত্যাদরিষ্যতু ॥"

২। "অগস্তিরগ্নির্বাড়বানলশ্চ, ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষং।
সুখঞ্চ মেতৎ পরিণাম সম্ভবং যচ্ছঃরোগং মমচাস্ত দেহে ॥"

৩। "আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিত যেন সমেঽগস্তঃ প্রসীদতু ॥"

"বাতাপি লিল্লোল, বাতাপি হিল্লোল, বাতাপি ইল্বল" বলিয়াও পেটে হাত বুলাইতে হয়।

৬। রোগশান্তিকর ঔষধাবলী—

ভক্তিমান যোগী ও গৃহস্থগণের কল্যাণের জন্য নিম্নে কতিপয় পরীক্ষিত ঔষধেরও উল্লেখ করিতেছি। সামান্য দ্রব্য বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। বিশুদ্ধ দেহান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপুষ্ট হইয়া যে কোন শুভ তিথিতে (পঞ্জিকায়—ঔষধগ্রহণ, ঔষধকরণ

ও ঔষধ সেবন করিবার দিন লিখিত আছে। তাহাই দেখিয়া লইবে।) বারবেলাদি পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সংগ্রহ করিবে। বৃক্ষতল, দেবালয়গাত্র, শ্মশান, বল্মীকমৃত্তিকাস্তূপজাত, কূপ ও চলাচলের পথের ঠিক পার্শ্বের অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদা পদদলিত হয়, এতদ্ব্যতীত অগ্নিদগ্ধ, কীটভক্ষ বা পোকালাগা, জলজীর্ণ বা হাজা-গুল্ম, ঔষধী বা তাহার মূল ঔষধার্থে গ্রহণ করিবে না। স্থলজ ঔষধ—দিবাভাগে এবং জলজ ঔষধ—রাত্রিকালেই আহরণ করিবে। সর্প দংশন ও বিসূচিকা বা ওলাউঠা প্রভৃতি মারাত্মক রোগাদি বিশেষ দুর্ঘটনা ব্যতীত রাত্রিকালে স্থলজ ঔষধ আহরণ করিবে না।

বারবেলাদি বর্জ্জিত সময়ে, নিজ দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহন কালেই সকল ঔষধ সেবন করিবে, তাহাতে অধিকতর শীঘ্র ফললাভ করিতে পারিবে। বামনাসায় শ্বাসবহন সময়ে কখনই কোন ঔষধ সেবন করিবে না, তাহাতে শীঘ্র ফললাভের আশা নাই।

(১) ক। সর্পভয় নিবারণের জন্য—বৈশাখ মাসের ১লা তারিখে অর্থাৎ সংক্রান্তির পরদিন—মসুরীর দাল ও নিমপাতা সমভাবে লইয়া দুইতোলা পরিমাণ প্রাতে খালিপেটে খাইলে একবৎসর সর্প-দংশনের ভয় থাকে না।

খ। আষাঢ় মাসের যে কোন শুভদিনে 'শিরীষ বৃক্ষের শিকড়' আধতোলা, চাউলধৌত জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে সর্পভয় দূর হয়।

গ। 'শ্বেত-পুনর্ণবার' মূল পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া

তাহার অর্দ্ধতোলা পরিমাণ চাউলধোত জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে সর্পভয় দূর হয়। একবৎসর কাল আর সাপে কামড়াইবার ভয় থাকে না।

ঘ। পুষ্যানক্ষত্রে সংগৃহীত 'শ্বেত পুনর্ণবার মূল' গৃহে রাখিলে বা ধারণ করিলে তথায় সর্প থাকিতে পারে না।

ঙ। 'পটোলের মূলের' নস্য প্রয়োগ করিলে কালসর্পে দষ্ট-ব্যক্তিও জীবন লাভ করে।

চ। 'সেফালিকার মূল' অথবা 'কনকধুতুরার মূল' পেষণ করিয়া সেবন করিলেও সকল প্রকার বিষ নিবারিত হয়।

(২) ক। জ্বররোগে—'নিসিন্দার মূল' রোগীর হাতে বাঁধিলে সকল প্রকার জ্বরই আরোগ্য হয়।

খ। রবিবারে 'অপামার্গের' বা আপাংএর মূল তুলিয়া সাতগাছি সূতাদ্বারা রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিলেও সকল প্রকার জ্বর দূর হয়।

(৩) ক। পালাজ্বরে—'অপামার্গের' বা আপাংএর মূল রবিরারে তুলিয়া লাল সূতাদ্বারা রোগীর রবিবারে বা জ্বরের পালার দিন (পুরুষের ডান হাতে ও মেয়েদের বাঁ হাতে অথবা সকলেরই কোমরে) বাঁধিয়া দিলে সর্ব্ববিধ পালাজ্বর সারিয়া যায়।

খ। পালাজ্বরে—পালারদিন ভোরে 'চোরকাঁটার' বা ভাঁটুই গাছের দুইটী শিকড় তুলিয়া রোগীর হাতে একটী ও গলায় একটী বাঁধিয়া দিবে এবং তাহার পর দিন প্রাতে খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতে বলিবে, যেন অন্য কেহ তাহা না মাড়ায়।

(৪) ভূতপ্রেতাদি সম্ভূত জ্বরে—রক্তপলাশের বা রক্ত-

আপাংএর মূল হস্তে ধারণ করিলে, ভূতপ্রেতাদি সম্ভূত সকল প্রকার জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। ইহা শিবের আদেশ।

(৫) ক। পুরাতন ঘুসঘুসে জ্বর—'সাদা অপরাজিতা' বা 'বকফুলের' পাতা হাতে রগড়াইয়া এক টুকরা পরিষ্কার ন্যাকড়ার মধ্যে পুঁটুলি করিয়া রোগীকে সমস্তদিন শুঁকিতে দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

খ। প্রাতে ও সায়াহ্নে 'কাগজীনেবুর' পাতার ঘ্রাণ লইলেও পুরাতন ঘুসঘুসে জ্বর আরোগ্য হয়।

গ। 'অপরাজিতার' মূল ছেঁচিয়া তাহার স্বাভাবিক গন্ধ থাকা পর্য্যন্ত অবিরত ঘ্রাণ লইলেও পুরাতন বা ঘুসঘুসে জ্বর সারিয়া যায়।

(৬) গর্ভস্রাব নিবারণ—'শ্বেত আকন্দের' পূর্ব্বদিকের শিকড়, রবিবার দিন ভোরে শুদ্ধভাবে তুলিয়া গর্ভিণীর কোমরে বাঁধিয়া দিলে—গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রসবান্তে তাহার শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে শিশুর আয়ু বৃদ্ধি হয়।

(৭) ক। সুখপ্রসবার্থে—'বাসকগাছের' উত্তর দিকের শিকড় তুলিয়া সাতফেরা সুতায় বাঁধিয়া গর্ভিণীর কোমরে বাঁধিয়া দিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রসবান্তেই উহা কোমর হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

খ। 'শ্বেত পুনর্ণবার' মূল ছেঁচিয়া গর্ভিণীর যোনীর মধ্যে দিলে, তৎক্ষণাৎ সুখে প্রসব হইয়া যাইবে, কোন কষ্ট হইবে না।

(৮) ক। বসন্তের প্রতিষেধক—'পুনর্ণবার' শিকড় এক-সিকি পরিমাণ ও পাঁচটী গোলমরিচ বাটিয়া খাইলে, একবৎসরের

মধ্যে বসন্ত হইবে না।

খ। 'কণ্টিকারীর' শিকড় একসিকি পরিমাণ তিনটী 'গোলমরিচের' সহিত বাটিয়া খাইলে কোনকালে বসন্ত হয় না।

(৯) ক। বিসূচীকা বা ওলাউঠার প্রতিকার—বড় হরিতকীর বীজ চাকা চাকা করিয়া কাটিলে উহার মধ্যে মজ্জা দেখা যাইবে, তাহা সূচী বা কোন সূক্ষ্ম-মুখ শলাকা দিয়া বাহির করিয়া দিলে ছিদ্র হইয়া যাইবে। তখন তাহার মধ্যে সূতা পরাইয়া, সমর্থ হইলে স্বয়ং বা কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্তিভাবে গায়ত্রী মন্ত্রে পূজা বা মন্ত্রপুত করিয়া কোমরে ধারণ করিলে ওলাউঠার ভয় থাকে না।

খ। এইভাবে কোন 'তাম্রখণ্ডও' হরিতকীর ন্যায় বিসূচীকা প্রতিষেধক। একটী তামার 'আধলা' বা 'পাই' ছিদ্র করিয়া কোমরে ধারণ করিলে, ওলাউঠার ভয় কম হয়।

গ। এতদ্ব্যতীত যে কোন সুগন্ধদ্রব্য এই সময় অধিক ব্যবহার করিলেও বিসূচীকার আক্রমণে যথেষ্ট বাধা প্রদান করে।

ঘ। কাঁচা 'বকুল পাতা' প্রত্যহ গৃহমধ্যে আগুনের উপর দগ্ধ করিলেও বিসূচিকারোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

১০। দন্তমূল দৃঢ়করণার্থে—'বকুলের' বীজ ঈষদুষ্ণ জলসহ পেষণ করিয়া নিত্য মুখে কিয়ৎক্ষণ ধারণ করিলে দন্তপংক্তি সুদৃঢ় হয়।

(১১) বধিরতা নিবারণার্থে—'তালমূলী' ও 'সোমরাজী' চূর্ণ নিয়মিতভাবে কিছুদিন সেবন করিলে, শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

(১২) ক। চক্ষুর ছানি—শামুকভস্ম বা কড়িভস্ম চূর্ণ করিয়া মাখমের সহিত মিশাইয়া তাহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বহুকাল-জাত চক্ষুর সাদাছানি আরোগ্য হয়।

খ। 'ভূম্যামলকীর' মূল 'ছাগমূত্র'সহ পেষণ করিয়া বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে। পরে মাখমের সহিত মিশাইয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে বহুকালজাত চক্ষের ছানিও বিনষ্ট হয়।

(১৩) গর্ভসঞ্চার—'কৃষ্ণঅপরাজিতার' মূল ছাগদুগ্ধসহ ঋতুকালে সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হইয়া থাকে।

(১৪) বৃদ্ধের বলবীর্য্য লাভার্থে—'পুনর্ণবার' মূল চূর্ণ করিয়া চারিতোলা পরিমাণ দুগ্ধের সহিত একমাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে এবং সেই সঙ্গে নিত্য দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিলে, বৃদ্ধ-ব্যক্তিও যুবার ন্যায় বলবীর্য্যশালী হইতে পারে।

(১৫) সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—গাঁদাপাতার রস বা গাঁদাপাতা বাটিয়া গব্যঘৃতে মলম করিয়া দিলে শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য হয়।

৭। গবাদি পশুর রোগশান্তিকর ঔষধাবলী—মানবের ন্যায় গোকুলেরও বসন্তাদি অতি ভীষণ ব্যাধি প্রায় হইয়া থাকে। তাহাদের রক্ষাকল্পে ঋষিগণ সেই প্রাচীনকাল হইতেই চিন্তিত ও তাহার প্রতিকারার্থে নানা সিদ্ধ ঔষধাদির আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাধা-রণের অবগতির জন্য তাহারও দুই একটী এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) ক। গো বসন্ত নিবারণের জন্য—শ্বেতচামরের ২।১টী লোম ও সামান্য একটু পুরাতন 'চামড়া' কলার মধ্যে পুরিয়া

গরুকে খাওয়াইলে গরুর কখন বসন্ত হয় না।

খ। 'ওকড়ার' মূল খানিকটা ও কাল মুরগীর ডিমের অন্তর্গত সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের অংশ ঘাসের মধ্যে রাখিয়া গরুকে খাওয়াইয়া দিলেও গরুর বসন্ত হয় না।

গ। এতদ্ব্যতীত 'পুনর্ণবা' বা 'কণ্টিকারীর' মূল এক এক তোলা মাত্রায় কয়েকটা 'কাজমরিচের' সহিত খাওয়াইয়া দিলেও গরুর বসন্ত হয় না।

(২) ক। গরু ও মহিষের গলাফুলা ও যে কোন ক্ষতের জন্য—একটুকরা 'কুকুরের হাড়' গরু বা মহিষের গলায় বাঁধিয়া দিবে। তাহা হইলে শীঘ্র আরোগ্য হইবে। কেহ কেহ বলেন—ঐরূপ একটুকরা 'কুকুরের হাড়' গরুর গলায় বাঁধিয়া দিলে, কখনও কোন ক্ষত বা ঘা হয়না।

খ। 'তার্পিন তৈল' ও 'কর্পূর', 'তিসির তেলের' সহিত একত্র মিশাইয়া তাহাতে তুলা বা একটু ন্যাকড়া ভিজাইয়া ক্ষতের মধ্যে দিলে, শীঘ্রই ক্ষত সারিয়া যায়। ক্ষত 'ফটকিরির' জল দিয়া মাঝে মাঝে ধুইয়া দেওয়া আবশ্যক।

গ। এতদ্ব্যতীত 'ফেনাইল'ও গবাদি পশুর ক্ষতের পক্ষে মহৌষধ বলিয়া এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে।

৮। **বিবিধ বিষয়**—(১) ধূপ—আজকাল পূজার্চ্চনায় প্রায় সকলেই বাজারের ধূপ ক্রয় করিয়াই সকল কার্য্য সমাধা করে। তাহা যে শাস্ত্র বিধি অনুসারে আদৌ প্রস্তুত হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশটা যেরূপ ধর্ম্মহীন হইয়া ঘোর স্বার্থপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে বিশুদ্ধ কোন

দ্রব্যই আর পাইবার আশা নাই। ধূপের গন্ধ বজায় রাখিতে যা' তা' নকল বিলাতী গন্ধ দ্রব্য দিতেও অনেকে ত্রুটী করে না। তাহাতে দৈব ও পিতৃকর্ম্ম যে কিরূপ নষ্ট হয়, মস্তিষ্কও যে কত বিকৃত হইয়া যায়, তাহাও এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলা চলে না। যাহা হউক সামান্য পরিশ্রম করিলে, সকলেই শুদ্ধধূপ নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। নিম্নে কয়েকটী ধূপের মসলা লিখিত হইতেছে।

ধূপ—পঞ্চাঙ্গ, ষড়ঙ্গ, অষ্টাঙ্গ, দশাঙ্গ, দ্বাদশাঙ্গ, ও ষোড়ষাঙ্গ, এই ছয় প্রকারে প্রস্তুত হয়।

পঞ্চাঙ্গধূপ—"চন্দনং কুঙ্কুমং নব্যং কর্পূরং গুগ্‌গুলোঽগুরুঃ। ধূপোঽয়ং ঘৃত সংযুক্তঃ পঞ্চাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ।"

চন্দন, নূতন কুঙ্কুম বা জাফরান, কর্পূর, গুগ্‌গুল্‌ ও অগুরু এই পাঁচ প্রকার দ্রব্য ঘৃতযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিলে, 'পঞ্চাঙ্গ ধূপ' হয়।

ষড়ঙ্গধূপ—"গুগ্‌গুল্বগুরু উশীর শর্করা মধুচন্দনৈঃ। ধূপয়েদাজ্য সংমিশ্রৈন্নীচৈর্দেবস্য দেশিকঃ॥"

গুগ্‌গুল, অগুরু, উশীর অর্থাৎ বেনারমূল বা খস্‌ খস্‌, চিনি মধু ও চন্দনকাষ্ঠ, এই ছয় প্রকার দ্রব্য ঘৃতযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিলে "ষড়ঙ্গধূপ" হইবে।

অষ্টাঙ্গধূপ—"গুগ্‌গুলগুরুকং তেজপত্রং মলয় সম্ভবম্‌। কর্পূর বালকং কুষ্ঠং নূতনং কুঙ্কুমং তথা। অষ্টাঙ্গং কথিতো ধূপো গোবিন্দপ্রীতিদং শুভঃ॥"

গুগ্‌গুল, অগুরু, তেজপত্র, চন্দনকাষ্ঠ, কর্পূর, বালা, কুড় ও নূতন কুঙ্কুম বা জাফরান্‌ এই আট প্রকার দ্রব্যেই গোবিন্দ-

প্রীতিপদ শুভ 'অষ্টাঙ্গধূপ' প্রস্তুত হয়।

দশাঙ্গধূপ—(ক) "মধুমুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুলাগুরু শৈলজম্। সরসং মিলে সিদ্ধার্থং দশাঙ্গোধূপ উচ্যতে॥"

মধু, মুথা, চন্দন, গুগ্‌গুল, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, মিনে ও শ্বেতসর্ষপ, এই দশপ্রকার দ্রব্যযোগে 'দশাঙ্গধূপ' প্রস্তুত হয়।

(খ) অন্যপ্রকার দশাঙ্গধূপ—"রোগ রোগহর রোগদ কেশাঃ, খুরতরু লঘু জঃ পত্র বিশেষাঃ। বক্রবির্জ্জিত বারিজমুদ্রা, ধূপবর্ত্তিরিহসুন্দরী ভদ্রা॥"

দ্বাদশাঙ্গধূপ—"গুগ্‌গুলশ্চন্দনং পত্রং কুষ্ঠঞ্চাগুরু কুঙ্কুমম্। জাতিকোষঞ্চ কর্পূরং জটামাংসীচ বালকম্। অগুশীরঞ্চ ধূপোহসৌ দ্বাদশাঙ্গ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

ষোড়শাঙ্গধূপ—"গুগ্‌গুলং সরলং দারু পত্রং মলয় সম্ভবম্। হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং খর্জ্জরসং ঘনম্॥ হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্। ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মনি।"

গুগ্‌গুল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দনকাষ্ঠ, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধূনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষাচ, জটামাংসী ও শৈলজ এই ষোলপ্রাকার দ্রব্যের সহিত ঘৃত মিশাইয়া ষোড়শাঙ্গধূপ প্রস্তুত হয়। ইহাই দৈব ও পিতৃকার্য্যে সর্ব্বত্র প্রশস্ত।

এতদ্ব্যতীত কেবল কেশবার্চ্চনা পক্ষে অন্যবিধ ষোড়শাঙ্গ ধূপেরও উল্লেখ আছে। যথা—

"মুস্তকং গুগ্‌গুলুঃ কুষ্ঠং কর্পূরং মলয়োদ্ভবং।
দেবদারু জটামাংসী জাতিকোষঞ্চ বালকম্।

মুরামাংসীহ্যাগুরুকং ত্বগুশীরঞ্চ কেশরং।
এলাতথা তের্জপত্রং সর্ব্বমেতদ্ ঘৃতাক্তকম্।"
ধূপোঽয়ং ষোড়শাঙ্গঃ স্যাদ্ গোবিন্দ প্রীতিদং পরং॥

(২) পঞ্চামরা—দুর্ব্বাগ্রন্থি, বিল্বপত্র, নিসিন্দাপত্র, কৃষ্ণ-তুলসী, ইহাদের প্রত্যেকের সমান সমান পরিমাণ এবং সকলের সমষ্টি পরিমাণ বিজয়া বা সিদ্ধি। রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহাতে সর্ব্বশান্তি ও পুষ্টিবিধান হয়। শ্রীগুরুমুখে ইহার বিধান জানিয়া লইবে।

(৩) ব্রহ্মদান—বেদ, সংহিতা, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র ও সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক যে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ দান করাকে শাস্ত্রে 'ব্রহ্মদান' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাদ্বারা চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে ঋষি, মুনি ও গৃহস্থ সকলেই অবসরমত স্বহস্তে বা অর্থ দিয়া অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা যে কোন উক্তবিধ সদ্গ্রন্থ প্রতিলিপি বা 'নকল' করিয়া বা করাইয়া, কোন আধারে বস্ত্রা-বরণে রাখিয়া, তাহাতে শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীর যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া কোন কোন সদাচারী ব্রাহ্মণ বা সাধুকে দান করিতেন। অধুনাও সেই বিধানানুসারে মুদ্রিত গীতাদি পুস্তক ক্রয় করিয়া অনেকেই দান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মহাভারত, পুরাণ বা কোন সদ্গ্রন্থ নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া 'ব্রহ্মদানের' উদ্দেশে দানপূর্ব্বক নিজ নিজ অর্থের সদ্ব্যবহার ও মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। যাহাহউক শিবপ্রোক্ত এই ব্রহ্মদানকার্য্যে প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরই তাহার যথাসামর্থ্য অর্থব্যয়ে সাধনাদি

বিষয়ক সদ্‌গ্রন্থ দক্ষিণাসহ দান করিয়া অধিকতর আত্মোন্নতি করিতে যত্নবান হইলে, জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

দুইটী সৎকথাঃ—প্রত্যেক মানবের জন্ম জন্মান্তরের মোহ-সংস্কার জনিত বিবিধ বিষয়ের উপর স্বাভাবিক আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রাগ বা অনুরাগ এবং দ্বেষ এই দুইটার পূর্ণ যে কোন ব্যক্তির সহিত বা যাবতীয় বিষয়ের সাহত পুনঃপুনঃ সঙ্গ উপলক্ষে, নিজ শারীরিক বা মানসিক কর্ত্তব্যপালন সময়ে, যাহা কিছু কারতে হয়, তাহা যে প্রত্যেকের জন্মান্তরীন সংস্কার সম্ভূত কেবল প্রারব্ধ ফলভোগ মাত্র তাহা নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বদা ইষ্টগুরুতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সকলকেই সম্পন্ন করিয়া যাইতে হইবে।

ধনাদি বিষয়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেরই তপঃ বা দানাদি পুণ্য-কর্ম্মের ফলে দৈবীকৃপায় ইহজন্মে লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধনাদি সম্পত্তি সমূহ মানব কেবল ইহজন্মের জন্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা সম্পূর্ণ অভিমানশূন্যভাবে, তাঁহারই বা সেই পরমাত্মার সেবকরূপে 'সদ্ভাবযুক্ত' হইয়া ব্যবহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সেই কারণ সতত এইরূপ ভাবশুদ্ধি দ্বারা দানাদি যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিলে, মানবের অধিকতর উন্নত দশা বা আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। আর কর্ম্ম-বন্ধনে লিপ্ত হইতে হয় না।

স্ত্রীজাতির পক্ষে তপঃপ্রধান পতি ও ইষ্টগুরু স্বরূপ পরম-পুরুষের সেবাদি কর্ম্মসাধনা, তাহাতে স্ত্রীমাত্রেই অনায়াসে পরম-পুরুষকার লাভ করিতে পারে। এইভাবে পুরুষজাতির পক্ষে

সতত সদ্‌গুরু নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ বা সাধনমূলক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা সতত আত্মোন্নতিকর সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রত্যেকেই পরম পুরুষত্ব লাভরূপ মুক্ত হইতে পারে।

পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মদানাদি কার্য্যদ্বারা জীব ভবিষ্যদ্‌জীবনে উন্নতজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারে।

আত্মদেহ ও ইষ্টদেবতায় সমর্পণ পূর্ব্বক সতত তাঁহারই বস্তু বলিয়া তাহা রক্ষা বা সেবা করা কর্ত্তব্য। সতত উচ্চ ক্রিয়া ও উন্নতি বিষয়ক চিন্তা উন্নতিকামী জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আত্মজীবনও জগতের কল্যাণকর কার্য্যেই সর্ব্বদা তাহাদের নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য।

ভাবের দৃঢ়তায় মানবের মনাদি অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

পঞ্চকোষলয়—ভাবশুদ্ধিমূলক যথাক্রমে সাধনাদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তন্ময়কোষকে ভাবিয়া উহার লয় সাধন উপলক্ষে— শাক্তাভিষেকে আদ্যাব্রহ্মশক্তির চিন্তা, পরে ('গুরুপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত) স্থূলভূতশুদ্ধির ক্রিয়াভ্যাসের সময় পূর্ণাভিষেক আদির আনুষ্ঠানিক কার্য্যও সম্পাদন করিতে হয়।

এইভাবে মনোময় কোষাদির লয় সাধনায় যথাক্রমে ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্য, মহাসাম্রাজ্য দীক্ষাভিষেকের কার্য্য; অনন্তর আনন্দময় কোষের লয় সাধনায় যোগদীক্ষাক্রমে সূক্ষ্মভূতশুদ্ধি ক্রিয়া পূর্ণ ও মহাপূর্ণ দীক্ষাভিষেকাদি, পরিশেষে রাজযোগমূলক অন্তিম সাধনা সম্পন্ন করিতে হয়। (জ্ঞানপ্রদীপ ১ম ও ২য় ভাগ দেখ।)

<u>অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির পক্ষে পঞ্চকোষের সাহায্যক্রম</u>ঃ—অন্নময় কোষের সাহায্যে—যম, নিয়ম ও আসনসিদ্ধি। প্রাণময় কোষের সাহায্যে—প্রাণায়ামাদি সিদ্ধি। মনোময় কোষের সাহায্যে—প্রত্যাহার সিদ্ধি এবং ধারণা ও মূৰ্ত্তিধ্যান সিদ্ধি। বিজ্ঞানময় কোষের সাহায্যে—জ্যোতির্ধ্যান ও জপ যজ্ঞাদি সিদ্ধি। আনন্দময় কোষের সাহায্যে—ব্রহ্মানন্দ লাভ ও সাধক-যোগীর সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান বিচারে উন্নত-যোগী এই সকল বিষয় ক্রমে অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ সদাশিব ওঁ।

'শিল্প ও সাহিত্য' পুস্তক-বিভাগ হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী—

সচিত্র-কাশীধাম (দ্বিতীয় সংস্করণ) বহুতর চিত্রাদি-সমন্বিত হিন্দুর পুণ্যতীর্থ 'কাশী' তথা 'বারাণসী'র প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের সংস্থাপক, আচার্য্য-প্রবর শ্রীযুক্ত **মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যকলাবিদ্যার্ণব** প্রণীত এবং পরমহংস স্বামী **শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী** মহারাজজী কর্ত্তৃক আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রায় পৌনে চারিশত পৃষ্ঠাপূর্ণ ও ৩৬ খানি অতি সুন্দর ও অপূর্ব্ব চিত্রশোভিত বিরাট গ্রন্থ। বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

"সচিত্র-কাশীধাম"—সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(বঙ্গবাসী)—"গ্রন্থকার-মহাশয় সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। ইনি সুশিল্পী। সাহিত্যে, ভাষায় ও বর্ণনায় ইহাঁর রচনা-শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৺কাশীধাম-সম্বন্ধে ইনি অভিজ্ঞ। "গ্রন্থের আদ্যন্তে ভক্তির পরিচয়, সুতরাং এ গ্রন্থ কেবল ভক্তির হিসাবে ভক্তের নহে, **সাহিত্যহিসাবে সকলেরই** পাঠ্য।"

(বসুমতী)—"***এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, পুরাবস্তু-অনুসন্ধিৎসু, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি সকলেরই উপকারে আসিবে।

(হিতবাদী)—"কাশীযাত্রিগণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।"

(মেদিনীপুরহিতৈষী)—"*** কাশীর বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন।

(কাজের লোক)—"*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ** একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। (সাহিত্য-সংবাদ)—"*** ইহা পাঠে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-বিন্যাস কৌতুহল-প্রদ।" *** (ব্রহ্মবিদ্যা)—"যিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াসসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্যদৃষ্ট ও অন্য-লিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। ***" (বঙ্গবাসী)—"** এককথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রীর "গাইড-বুক"। *** ("THE BENGALI," 33-1-12)—"The book is full of valuable information about the sacred city—information which we believe would be both interesting and instructive to all lovers of antiquity and particularly to patriotic Hindus." ("INDIAN DAILY NEWS" 10-9-12)—"This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that Holy City. ("AMRITA BAZAR PATRIKA." 7-10.12) —"***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths; mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various religious sect with

their institutions, that have established themselves in the city. The book contains various illustrations. ***In the accounts which the learned author has given, he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the general get-up of the bock excellent.***("THE TELEGRAPH")—"**A topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute description an accounts of places of interest. ***It has one great attraction, we mean, it never tries the patience of readers ; we think it is valuable as a book of reference and useful to all intending pilgrims to the Holy City."

‘বর্ণচিত্রণ’-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত ঃ—

(**বঙ্গবাসী**)—“কেবল চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে, গ্রন্থ-রচনা হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-রচনায় সুনিপুণ। তুলিকায় যে ছবি উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে, সাহিত্য-রচনা-শক্তির প্রচুর প্রয়োজন হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই শক্তিই দীপ্তিময়ী। এই আলোচ্য-গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে। চিত্রবিদ্যায় যাঁহাদের ঝোঁক, তাঁহাদের কাছে ইহার আদর ত হইবেই, **সাহিত্য হিসাবেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা আদরণীয়। এক কথায় বলি, বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।**” (**ব্যবসায়ী**)—“*** সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।” (**এডুকেশন গেজেট**)—“এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার সঞ্জীবনের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে। *** গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক।**” **সাহিত্য-সংবাদ**)—“*** গ্রন্থখানিকে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের চিত্রবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিত্রশিক্ষার্থী এই পুস্তকের সাহায্যে চিত্রশিক্ষার বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন।***” (“THE

TELEGRAPH" "***The learned author has very elaborately dwelt upon the various stages of the art of painting as they are being studied and taught in the Western countries, dealing incidentally with the ancient art of painting in India which though now forgotten for want of culture is not exactly dead and which is sure to be of invaluable help to learners as well as teachers. It is also sure to awaken an interest in the public mind in a subject which has hitherto remained dark for want of culture.***"

চিত্রবিজ্ঞান রেখাঙ্কন বা 'ড্রয়িং' বিদ্যার ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত। ড্রয়িং আদি প্রত্যেক শিল্প-শিক্ষার্থীর অতি অবশ্য পাঠ্য। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টী "চিত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" অংশ প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা (৬ষ্ঠ সংস্করণ) আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত, প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইতে ভারতের অধিকাংশ

ফটোশিল্পী এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার ইহাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক বিলাতি বাঁধাই মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

'আলোকচিত্রণ' সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(হিতবাদী)—"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। *** "শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযুক্ত।" (বঙ্গবাসী)—"যাঁহারা ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী।" (সমস্যা)—"এ শ্রেণীর পুস্তক এই নূতন।" (বান্ধব)—"*** চক্রবর্ত্তী মহাশয় একই আধারে বিখ্যাত শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সুতরাং সাহিত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেরই সাদর-পূজাস্পদ সুহৃদ। এদেশে ইদানীং বাঙ্গালীর জাতীয়-সাহিত্যের একটা বিরাট প্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছে। তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্ম-শিল্পীরা 'আলোকচিত্রণ' প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা সূক্ষ্ম-শিল্পের যে সকল তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সে প্রতিমার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবে।

বা ফটোগ্রাফি শিক্ষার ২য় পুস্তক। (৪র্থ সংস্করণ) অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত। 'আলোকচিত্রণে' যে সকল বিষয় নাই, 'ছায়াবিজ্ঞানে' তাহাই বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ফটো-শিক্ষার্থীর ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

ঠাকুরমা "ইহাও সাহিত্যকলাবিত্মার্ণব চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক অতি উপাদেয় উপহার পুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য-বিলাতি বাঁধাই ॥৹ আট আনা মাত্র।

'ঠাকুরমা' সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(**বঙ্গবাসী**)—"গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাঙ্গালী পাঠক ইহার লিপিপটুতার পরিচয় পাইয়াছেন। সাহিত্যের রচনায় ইহার শিল্প নৈপুণ্য উজ্জ্বল। এখানকার অনেক মেয়ে, শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে, পরন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে বিগড়াইয়া যায়। ঠাকুরমার শিক্ষাপ্রভাব কমিতেছে, পাশ্চাত্য হাওয়ার তেজ বাড়িতেছে; কাজেই এখনকার মেয়েরা সেই হাওয়ায় উপদেবতা-গ্রস্ত হইতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাহাদিগকে "সায়েস্তা" করিবার উদ্দেশ্যে, এই 'ঠাকুরমা' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতিনীর কথোপকথন। ঠাকুরমা বেশ সোজা সরল ভাষায় নাতিনীকে গৃহস্থালীর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি শিখাইয়া দিতেছেন। *** এই সব বিষয়ের রচনা পড়িতে পড়িতে লিপিমাধুর্য্যে মনে হয়, যেন উপন্যাস। এ দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রকাশে আনন্দ। **এ গ্রন্থ সাদরে পাঠ্য।**" (**সময়**)—পুস্তকখানি স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ ও জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। শুধু শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই যে, এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি, তাহা নহে। পুস্তকখানি সুলিখিতও বটে। **বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্ব্বাচিত**

হইলে যে খুবই ভাল হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় এরূপ গ্রন্থ গৃহে গৃহে বালিকাদের পাঠ করান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলে, গৃহস্থ-সংসারের স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিতে পারে, সংসার অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে * ।"

(**কাজের লোক**)—"একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দু-স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রসূতি অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুরমার উপদেশে তাহার কোনটীই বাদ পড়ে নাই। "ঠাকুরমা" আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকাস্বরূপ হইলে, সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।***"ঠাকুরমা" অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

("THE TELEGRAPH")—" * * Highly recommend this book. ** * for a text-book in all Hindu Girls' Schools in the Province" ("THE INDIAN STUDENT.') —" * * * It is very useful and instructive to the females for whom it is specially intended."

প্রসিদ্ধ সাধন ও যোগ-বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

সাধন-বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী।

মন্ত্রাদি চতুর্ব্বিধ যোগ-তন্ত্র ও সাধন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এরূপ সরস ও উপাদেয় পুস্তকাবলী ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ

হয় নাই। সাধনার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহ যাহা তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট ভিন্ন জানিবার উপায় নাই, তাহারই গূঢ় আভাষ এই সমস্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। **প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধক-সমাজে উচ্চভাবে প্রশংসিত।**

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থাবলী :—

সাধনপ্রদীপ। [সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড)]। (তৃতীয় সংস্করণ)—আমূল সংশোধিত ও নব নব বিষয়সংযোগে বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত। স্বর্ণাক্ষর-লিখিত সুন্দর বিলাতিবৎ বাঁধান ও **শ্রীশ্রীদক্ষিণ-কালিকার সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রসহ,** মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাধনপ্রদীপ-সম্বন্ধে অভিমত—

(**‘এডুকেশন গেজেট’**)—“এই পরম উপাদেয় পুস্তকখানি ঠিক সময়েই মহামায়ার কৃপায় বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হইল, ইহা পাঠে কলির বেদ আগম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সকল দূর হইবে এবং বাঙ্গলায় পুনরায় ‘স্মরহর সমান ক্ষিতিতলে’ বীরপুরুষদিগের আবির্ভাবের পথ মুক্ত হইবে। ***এই পুস্তকের কথাগুলি***সযত্নে পাঠ করা উচিত*** ।”

(**‘হিতবাদী’**)—“গ্রন্থপ্রণেতা দুরবগাহ তন্ত্রসাগরের পরিচয় রাখেন, তন্ত্রের **এমন ব্যাখ্যা-পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হওয়া ভাল।**”

("THE TELEGRAPH")—'It is a treatise on the fundamental principles of Hindu religion. * * * The manner in which the book has been dealt with by the author is highly commendable. He is a profound thinker and an expounder of the difficult and intricate problems of religion. We gladly admit that it is a happy production of its kind and we recommend it to every member of the Hindu household. * * *

('সমন্বয়')—"জটিল ও নীরস বিষয়সকলও সরল ও সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা স্বামীজির যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যুক্তি-তর্কের সমাবেশ ও লিখনপ্রণালীর গুণে সত্য সত্যই পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ('মেদিনীপুর হিতৈষী')—গ্রন্থখানি সাধকের লিখিত—সাধনার সামগ্রী, ভক্তির অভিব্যক্তি। **যাঁহারা তন্ত্রকে ঘৃণা করেন, আধুনিক বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা একবার পাঠ করুন,** একবার তন্ত্র কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন—আত্মহারা হইবেন, দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন।"

('ব্রহ্মবিদ্যা')—"*** এই গ্রন্থে তন্ত্রের সেই মৌলিক মহান্ উদারতার বিষয় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণেরও উপযোগীরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধ-সাধক; নতুবা এরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তন্ত্রতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার শক্তি

অপরের হইতে পারে না। পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি।”

পূজ্যপাদ উক্ত **স্বামীজী মহারাজের প্রণীত** নিম্নলিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত হইল না।

[‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য’ ২য় খণ্ড] দ্বিতীয়সংস্করণ—সংশোধিত ও সম্বৰ্দ্ধিত অপূৰ্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে দীক্ষা-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার ক্রমোন্নত বিধান ও তাহার গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। **শ্রীশ্রী৺তারাদেবীর সুরঞ্জিত চিত্রসহ** সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

(১ম ভাগ) ঃ—[‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য’ (৩য় খণ্ড)] **পঞ্চ-দেবতার ত্রিবর্ণ-চিত্রসহ** সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা মাত্র। ‘সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা’, ‘যোগসমাহার’, ‘মন্ত্রযোগ’, ‘হঠযোগ’, ‘লয়যোগ’, ‘রাজযোগ’, পূর্ণ দীক্ষাদি’, ও ‘বৈরাগ্য’-সম্বন্ধে এরূপ সরল, বিস্তৃত ও ক্রমোন্নত সাধন-বিজ্ঞানযুক্ত ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। “তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।”

জ্ঞানপ্রদীপ (২য় ভাগ) ঃ—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য'::(৩য় খণ্ড)] ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রণব-চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। 'বিরজা-সংস্কার ও অন্তিম-দীক্ষা,' 'সন্ন্যাসাশ্রম', 'সন্ন্যাসীর ভেদ', 'মঠাম্নায়-রহস্য', 'দর্শন-সমন্বয়', 'সৃষ্টি-রহস্য', 'আত্মতত্ত্বাদি-রহস্য', 'মহাবাক্য' ও প্রণবরহস্য এবং 'মুক্তিতত্ত্ব-রহস্যাদি'-সহ জ্ঞান ও মুক্তির উপায়-সম্বন্ধে অতি সরলভাবে লিখিত অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সন্ধ্যারহস্য বা সন্ধ্যাপ্রদীপ ইহা প্রত্যেক দ্বিজ-সন্তানেরই অবশ্য পাঠ্য অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিধানসহ দ্বিতীয় সংস্করণ, আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

গীতাপ্রদীপ [সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৫ম খণ্ড)] ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার লৌকিক, যৌগিক ও সমাধি-ভাষার অনুকূল কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব সাধনতত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী প্রত্যেক গীতাধ্যায়ীর ইহা অবশ্যপাঠ্য। 'কৃষ্ণার্জ্জুনের বিচিত্র ত্রিবর্ণচিত্র ও যোগরহস্যের' চিত্রাবলীসহ সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৸০ বার আনা।

যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনা ক্রম বা পূজাপ্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৬ষ্ঠ খণ্ড)] বঙ্গবাসী' আদি সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। যোগ ও সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর অমূল্যদান! সনাতন-ধর্ম্মের এ হেন দুর্দ্দিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ কেবল শ্রীশ্রীইষ্টগুরুর অপার করুণার নিদর্শনমাত্র। ইহার বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাষী ভক্ত-জনের কেবল অন্তরের আনন্দ ও অনুভূতির বিষয়! 'ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের প্রথম-কৃত্য' হইতে 'অহোরাত্রির নিত্য-কর্ম্ম' ও নৈমিত্তিকাদি আজীবন-সাধনার অতীব গূঢ়যোগরহস্যপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমূহ' সহজবোধ্য-ভাষায় কথিত হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই অপরিত্যজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাথী, ইহাতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামিজীমহারাজের কৃপাদেশক্রমে যথাযথবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র ও বিশুদ্ধ 'ষট্‌চক্র চিত্র', 'ষট্‌চক্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগের চিত্র', কামিনীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভুত চিত্র', 'আসন-মণ্ডল', 'গুরুপাদুকা', বিবিধপ্রকার 'করমুদ্রা' 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল', নানা দেবদেবীর 'মন্ত্র' 'হোমকুণ্ডাবলী', 'স্থণ্ডিল যন্ত্র', 'ত্রিশূলদণ্ড', 'শব্দব্রহ্ম', 'গুরুমূর্ত্তি' ও 'আত্মলয়াদির' বিপুল চিত্রাবলীর অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠারও অধিক বিরাট অদ্বৈত-গ্রন্থ। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ২।০ নয়সিকা মাত্র।

পুরশ্চরণ প্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৭ম খণ্ড)] ইহা 'পূজাপ্রদীপেরই' শেষ-অঙ্গস্বরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে মন্ত্র-পুরশ্চরণ-সম্বন্ধীয় মন্ত্রচৈতন্য,

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও যোগবিজ্ঞানমূলক সাধন-রহস্যপূর্ণ সমস্ত কথাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে চাতুর্মাস্যব্রত-বিধান, যোগিরোগ-চিকিৎসা, স্বরোদয়-শাস্ত্রোক্ত স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াবিধান, পঞ্চতত্ত্বাদির অনুগত মানবপ্রকৃতি, রোগাদি-শান্তিকর সিদ্ধমন্ত্র ও ঔষধাবলী এবং বিবিধ-বিষয়যুক্ত বিস্তৃত পরিশিষ্ট-সম্বলিত হওয়ায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাদি সকল-আশ্রমীর পক্ষেই পরম উপাদেয় বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রাদি-যোগীর অপরিত্যাজ্য নিত্যধনরূপে আজীবন সঙ্গের সাথী। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কাশীমাহাত্ম্য

(দ্বিতীয় সংস্করণ) ইহাতে কাশী পঞ্চক-স্তোত্র, কাশীমাহাত্ম্য, কাশীর মৃত্তিকা ও গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান, প্রণাম, শ্রীকাশীদেবীর ধ্যান, বিশ্বেশ্বরের আরতি-স্তোত্র, কালভৈরবাষ্টক, নিত্যযাত্রা, অন্নপূর্ণা-ধ্যান, প্রণাম, প্রার্থনা, অন্তর্গৃহী-যাত্রা, পঞ্চক্রোশী-যাত্রাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কাশীবাসী ও কাশীযাত্রী সকলের অতি আদরের ধন। মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

ঠাকুর সদানন্দ

সাধক-চূড়ামণি পরমহংস-প্রবর পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীমদ্ সদানন্দ সরস্বতীজী মহারাজের অসাধারণ জীবন-বৃত্তান্ত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' আদিতে উচ্চপ্রশংসিত। অতি উপাদেয় গ্রন্থ, সকলেরই ইহা শ্রদ্ধা ও সমাদরে পাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

বিহারীবাবা বা মৌনীবাবা ! পরমহংসপ্রবর শ্রীমৎ বিহারীবাবার 'জীবনামৃত' ।

কাশীর দশমাশ্বমেধ ঘাটে যে প্রসিদ্ধ পরমহংস মৌনীবাবা বা বিহারী বাবা নামে পরিচিত হইয়া সতত দিগম্বর বিশ্বনাথের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। যাঁহার সুন্দর শঙ্খ মর্ম্মর মূর্ত্তি এখনও দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার আশ্রম মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ও অসাধারণ জীবন বৃত্তান্ত, পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত ও আত্মহারা হইতে হয়। প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গঙ্গাধর বাবার অপূর্ব্ব জীবন কথা।

আদর্শ মহাপুরুষের জীবনী সকলেরই সমাদরে পাঠ্য। বিশেষ পূজ্যপাদ স্বামীজী-মহারাজ ঠাকুর সদানন্দ ও বিহারী বাবা আদি জীবন কথা-প্রসঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, ধার্ম্মিক ও প্রসিদ্ধ তীর্থাদি সম্বন্ধে এমন সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন যে, ইহা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় সকলেরই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

'গুরুমণ্ডলীর' ফটো ও বিশুদ্ধ চিত্রাবলীঃ—

'নন্দনলাল' 'শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী', 'শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা', 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভগবান' ও 'প্রণবেযুগল' ইত্যাদি দেবদেবীর চিত্র। (১) ফটো -